উৎসর্গ পত্র।

যাঁহার

অসীম দানশীলতায় বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ পরিপুষ্ট,

যাঁহার

আন্তরিক উৎসাহ-সাহায্যে দারুণ অভাবের কবল মুক্ত হইয়া দরিদ্র সাহিত্য-সেবিগণ সানন্দচিত্তে বাঙ্গালার বাণী-মন্দিরে সাহিত্য সাধনায় নিযুক্ত,

যিনি

আজীবন মুক্তহস্তে, দেশের যাবতীয় সৎপ্রতিষ্ঠানে অগ্রণীরূপে দান-নিরত,

যাঁহার

তুল্য নিঃস্বার্থপর দানবীর বঙ্গদেশে কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না,

ত্যাগী যিনি বলি রাজার ন্যায় আপনার বিপুল সম্পত্তি

অকাতরে সমর্পণ করিয়া কলিরাজের দর্পচূর্ণ করিয়াছেন,

আমাদের সেই

পরম বিষ্ণুভক্তি পরায়ণ, পবিত্র চিত্ত, কাশিমবাজারাধিপতি

রাজর্ষিকল্প শ্রীমন্মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই

মহোদয়ের করকমলে—

আমার

কবিকুঞ্জ কুটীরের কলকণ্ঠ কোকিল, কলির শ্রেষ্ঠ ভক্তাবতার

“জয়দেব”

গোস্বামীপাদের অমূল্য জীবন-কাহিনী সহ তদীয় অমরকাব্য

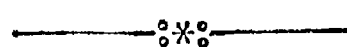
“গীতগোবিন্দ”

সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলাম। ইতি—

দুর্গাদাস লাইব্রেরী
১০৫, পঞ্চানন তলা রোড
দক্ষিণ বাঁটরা, হাওড়া।
২৫।১১।৩৪

বিনীত—
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গ্রন্থকারের নিবেদন।



"জয়দেব" প্রকাশিত হইল। ইহা নাটক নহে—খাঁটি জীবনী, প্রভুপাদের জীবন-কথায় পুস্তকখানি এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার পর তাঁহার সুল-লিত ললাম "গীতগোবিন্দের" টীকা ও ব্যাখ্যায় পুস্তকখানি বৃহৎ আকার ধারণ করিবার অন্যতম কারণ। ভক্ত কবির এমন সুবৃহৎ জীবনী আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ভক্তাবতার জয়দেব বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজের আদর্শ, এরূপ ভক্তিভরা প্রাণ-মাতোয়ারা অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ জীবনী এক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভিন্ন আর কাহারও জীবন-কাহিনীতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার মুসলমান অধিকারেরও কিছু পূর্ব্বে এই দেবকল্প মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া দেশকে এবং জাতিকে ধন্য, বরেণ্য ও কৃতার্থম্মন্য করিয়া গিয়াছেন।

কোনও ঘটনা সংঘটিত হইবার অব্যবহিত পরেই যখন লোকমুখে তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন বা অতিরঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন এত দিনের ঘটনার এত বড় একটী জীবনী কোথাও কোথাও কিংবদন্তীর মুখে যে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত দোষদুষ্ট হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তবে আধুনিক বিলাস প্রমোদরঞ্জিত নিছক কল্পনা-প্রসূত নাটক নভেল অপেক্ষা ইহা বহু উচ্চে অবস্থিত, ইহার ঘটনাবলীর অধিকাংশই যে সত্য ভিত্তি-প্রতিষ্ঠিত তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার পুষ্পিত সৌন্দর্য্যের অপার অতলস্পর্শ

সাগরে একবার ঝাঁপাইয়া পড়িলে, ইঁহার রসময় পারাবারে একবার ডুবিয়া আত্মহারা হইলে যে প্রাণের যাবতীয় আশা-পিপাসা পার্থিব-পঙ্কিল সুখ-লালসাকে অতিক্রম করিয়া অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্যও মানবচিত্ত অনন্ত সুখে এবং অনির্বচনীয়ভাবে বিভোর হইয়া যাইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহার কারণ সাধকের সাধন-দীপ্তি এত মধুময়, তাঁহার ভক্তিভাবাকর্ষণে এত শক্তির সমন্বয়।

এই দেবকল্প ভক্তের পদরজে একদিন এই সোণার বাঙলা স্বর্গের সুষমা-মণ্ডিত হইয়া মর্ত্ত্যে নন্দনের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। প্রভুপাদের জন্মস্থান বীরভূমের কেন্দুবিল্ব একদিন প্রেম-ভক্তিতে ডগমগ হইয়া জগন্নিবাস ভবগানের দুর্লভ পদরজে পবিত্রীকৃত হইয়াছিল, ত্রিদিবেশ্বর নারায়ণ ভক্তের সোহাগ-পবনে শীতলীকৃত হইয়া তাঁহাদের কুঞ্জকুটীরের আনন্দ-আঙ্গিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, প্রেমময়ী লক্ষ্মীস্বরূপিণী পদ্মাবতীর পবিত্রাদপি পবিত্র হস্তস্পৃষ্ট অন্নব্যঞ্জনে পরিতৃপ্ত হইয়া ভক্তাধীন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

ত্রিতাপতপ্ত কালের জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য, ভারতে বৈষ্ণবগণের ভাবভক্তি, তাঁহাদের অমিয় মধুর সাধনানুরক্তি পূর্ণদীপ্ত করিয়া বৈষ্ণব-সমাজকে নবজীবন দান করিবার জন্যই ভগবান জয়দেব-পদ্মাবতীকে ধরাধামে পাঠাইয়া-ছিলেন। এই জন্য সাধক-দম্পতী আমাদের নিকট চিরবরেণ্য এবং পূজনীয়। আমরা বহু পরিশ্রমে ও বহু অর্থ ব্যয়ে ভক্তশ্রেষ্ঠ জয়দেবের মহৎ জীবনী এবং তাঁহার কীর্ত্তিমেখলা মণ্ডিত গীতগোবিন্দের টীকা-টিপ্পনী ও অনুপম ব্যাখ্যা সহ প্রকাশ করিয়া ধন্য হইলাম। এক্ষণে ভারতের বৈষ্ণব সমাজ এবং গোবিন্দ ভক্ত

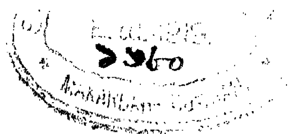
জনমণ্ডলী এই সুপবিত্র গ্রন্থের আদর করিয়া আমাদের এই শুভ কর্ম্মে উৎসাহ দান করুন—ইহাই একান্ত প্রার্থনা। নিবেদন ইতি—

দুর্গাদাস লাইব্রেরী ১০৫, পঞ্চাননতলা রোড, দক্ষিণ ব্যাটরা, হাওড়া। ২৫।১১।৩৪	বিনীত— শ্রীযোগীন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

গ্রন্থকার প্রণীত

(নদের নিমাই)

তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।



জয়দেব।

—————(ঃ※ঃ)—————

অবতরণিকা।

অমরাবতীর অবিনশ্বর ভবনই দেবতাদিগের নিবাস-ভবন, আর মর্ত্ত্যে আর্য্য-নিষেবিত পবিত্র ভারতভূমিই তাঁহাদের লীলা-নিকেতন। যখনই স্বর্গবাসে তাঁহাদের মন ইচ্ছাহত, প্রাণ যেন ওষ্ঠাগত হয়, তখনই মর্ত্ত্যের প্রবাস-বাসে, ভারতের সুখময় আবাসে অধর্ম্মের গ্লানি দূর করিয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য তাঁহারা অবতাররূপে জন্ম-গ্রহণ করত ইহার সুখ-সৌভাগ্য বিবর্দ্ধন করেন; ভারতের নরনারীকে পিতা মাতা সম্বোধন করিয়া নানা লীলা-খেলায় এই ভারতকে স্বর্গেরও অধিক সুষমামণ্ডিত করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষ ভিন্ন দেবপদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া স্বর্গ-প্রভা-সমন্বিত হইবার ভাগ্য জগতে আর কোনও দেশের হয় নাই। আর্য্যনিষেবিত সুপবিত্র ভারত-ভূমির আর্য্যাবর্ত্তই কেবল জগতের মধ্যে সে সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্ বলিয়া আপনাকে ধন্যম্মন্য করিয়াছে এবং স্বর্গেরও অধিক পুণ্যপূত গরিমায় চির-অমরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই ত্রিদিবেশ্বরী জগদম্বা কালী, তারা প্রভৃতি দশ মহা-বিদ্যারূপে এবং ত্রিগুণাধার জগন্নাথ মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি দশবিধ অবতার গ্রহণে

ইহাকে ধন্য ও বরেণ্য করিয়াছেন। জগতে এমন দেশ আর কোথায়, যেখানে ষড়ঋতু পর্য্যায়ক্রমে দর্শন দান করিয়া দেশবাসীর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে? যে দেশ নিজ কানন-কেদারে অসীম সুমিষ্ট ফল-সম্ভার সুসজ্জিত করিয়া সর্ব্বদা আতিথ্য সৎকারে রত থাকে, যে দেশের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর যথাসময়ে শ্যামশস্প-সমন্বিত হইয়া দেশবাসীর অভাব অভিযোগ মোচন করে, যেখানে নদ-নদী ও তড়াগ-দীঘি সুমিষ্ট সলিল দানে তৃষিতের তৃষ্ণা-নিবারণে সর্ব্বদা সমুৎসুক হইয়া রহিয়াছে, যে দেশে তপস্বীর তপোবনে সর্ব্বদা সামগান সমুচ্চারিত হইয়া তাহার সম্মোহন স্বরে গগন-পবন, গিরি-গহন মোহিত করিয়া পশুপক্ষীকেও ধর্ম্মভাবে বিভোর করে এবং যেখানে সর্ব্বজীবে সমদর্শী যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞধূমে দিক্ দেশ সুপবিত্র করিয়া সকলের অটুট স্বাস্থ্য বিধান করেন—তেমন স্বর্গতুল্য মহিমান্বিত মহাদেশ পৃথিবীর আর কোথায় আছে?

একদিন অমর্ত্ত্যের সন্তান এই ভারতবাসিগণই স্বাধীনভাবে, সজাগ হৃদয়ে দেবতার উদ্বোধন করিয়া জগতে কত অসাধ্য সাধন করিয়াছিল, মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিয়া কত পুণ্যকীর্ত্তি স্থাপনে আপনাকে গৌরব-সৌরভমণ্ডিত করিয়াছিল। হায়! আজ সেই স্বর্গতুল্য দেশের অধিবাসিবৃন্দ, ভারত-জননীর সেই ধর্ম্মবিভায় বিভাসিত সন্তান-গণ পরাধীনতা-শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া, দাসখতে স্বাক্ষর লিখিয়া দিয়া কি দুর্গতিই না ভোগ করিতেছে! আজ সেই আর্য্যসন্তানগণ জীবিত কি মৃত তাহা বুঝিতে পারা অসম্ভব, আর বাঙ্গালার বাঙ্গালী ত অস্তিত্ব হারাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ধর্ম্মকর্ম্মে যাঁহারা একদিন জীবন ধন্য করিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে একদিন ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণ ধর্ম্মের তুফান তুলিয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন, সাধনভজনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বাঙ্গালার গৃহ-প্রাঙ্গণকে সাধনক্ষেত্ররূপে পরিণত করিয়া-ছিলেন, আজ সেই ধর্ম্মের বাঙ্গালা দেশে অধর্ম্মের স্রোত খরতর বেগে প্রবাহিত, সেই ভারতের বাঙ্গালায় নানাবিধ অত্যাচার, অবিচার, অনাচার, ব্যভিচার লীলা বিস্তার করিয়াছে। ধর্ম্ম যাহাদের অস্থি-মজ্জাগত ছিল, সাধন-ভজন যাহাদের জীবনের সহিত ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত ছিল, আজ তাহারা সেই নিত্যকর্ম্ম ভুলিয়া

অনিত্যে মজিয়াছে, দেশে অধর্ম্মের ধ্বজা তুলিয়া আপনাকে মহিমান্বিত মনে করিতেছে!

ভারতে ও বাঙ্গালায় পূর্ব্বে যত অবতার এবং অবতারকল্প ধার্ম্মিক মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জগতের কোন দেশে তত করেন নাই, তাহার জন্য আর কোনও দেশ আপনাকে শ্রেষ্ঠাসনে সমাসীন করিতে পারিবে না। তারপর শ্যামাঞ্চল-সুশোভিত, মলয়-সমীরণ-সুষেবিত এই বাঙ্গালার সুপবিত্র পল্লীমধ্যে, তাহার নিভৃত কুটীর প্রাঙ্গণে তাঁহারা কত মহাপুরুষরূপে কথন অংশে, কথন কলায় অবতীর্ণ হইয়া ইহার প্রত্যেক রেণু স্বর্গরেণু অপেক্ষাও পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা কে করে?

বাঙ্গালার শান্তিময় কুটীরাশ্রমে ভগবৎ-শক্তি-প্রণোদিত কত শত প্রাতঃস্মরণীয় সাধক ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অধ্যাত্মজগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করত বিশ্ববরেণ্য হইয়া গিয়াছেন। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে এদেশ যত বড় হইয়াছিল, কর্ম্মযোগে যোগযুক্ত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্মে যত মাহাত্ম্যসূচক হইয়াছিল, সাধন ও ভজনে যত মহিমমণ্ডিত হইয়াছিল, অন্য দেশ বা অন্য জাতি তাহার কণামাত্রও ধারণায় আনিতে পারে না।

অন্য দেশের কার্য্য জড় বিজ্ঞানের উন্নতি, জড়ের শক্তি লইয়াই তাহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি, আর এ দেশের কার্য্য আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের চরম পরিণতি। অধ্যাত্মতত্ত্বে যাহাদের অণুমাত্র অনুভূতি নাই, তাহারা আর্য্যের এ অত্যাশ্চর্য্য মহিমা কেমন করিয়া বুঝিতে সমর্থ হইবে? ঐশ্বরিক শক্তিসম্ভূত, আধ্যাত্মিক-বিজ্ঞান-বিভূষিত, সাধনশক্তি-সমন্বিত হইয়া ভারত এবং বিশেষতঃ ভারতের বাঙ্গালা চৈতন্যশক্তির অনুশীলনে যতদূর চৈতন্যময় হইয়াছিল, পরমাত্মসাগরে অবগাহন করিয়া যতদূর আত্মোন্নতি লাভ করিয়াছিল, জগতীতলে আর কোন দেশ তত করিতে পারে নাই—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য।

সাধনশক্তির বলে জগতের আদিভূত ভগবান্‌কে ক্রীড়ার পুত্তলি করিতে আর কেহ পারে নাই; সাধনসিদ্ধি লাভ করিয়া তাঁহাকে আয়ত্ত করিবার মত শক্তিও

আর কাহারও জন্মে নাই। তাই ভগবানের অবতার পৃথিবীর আর কোন দেশে হয় নাই এবং আধ্যাত্মিক তেজে তেজীয়ান্, অবতার-কল্প মহাপুরুষের আবির্ভাবও ভারত ভিন্ন আর কোনও দেশে হয় নাই। এই দেশেই ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া দেশকে অহিংসারূপ পরমধর্ম্মে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন; এই দেশেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মবিস্মৃত অধঃপতিত জাতিকে পুনরায় চৈতন্যময় করিয়াছিলেন; এই ভারতেই শঙ্কর, নানক, গুরুগোবিন্দ, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস—এই দেশেই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, তুলসীদাস—এই দেশেই রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বামাক্ষেপা—আর এই বাঙ্গালায় প্রধানতম বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, কবিতানিকুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল, ভক্তপ্রবর পণ্ডিত শ্রীমদ্ জয়দেব গোস্বামী আবির্ভূত হইয়া "গীত-গোবিন্দ" ছন্দোবন্ধে সঙ্গীত করিয়া ভগবানের আসন টলাইয়াছিলেন, দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তুফান তুলিয়া জাতিকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন। সেই পরম বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামীও এই বাঙ্গালা দেশেরই পল্লী প্রাঙ্গণ আলোকিত করিয়া বাঙ্গালীকে গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

আজ আমি সেই অমর কবি, ভক্তিরসরসিক, সাধকাগ্রগণ্য শ্রীমদ্ জয়দেব গোস্বামী প্রভুপাদের পবিত্র চরিত্র চিত্রিত করিতে অগ্রসর হইতেছি। শক্তিহীন, ভক্তিদীন, ক্ষীণ জ্ঞান হইয়া বামনরূপে চন্দ্রমা ধরিতে অগ্রসর হইয়াছি; তবে ভরসা আছে, এই সাধকের দেশে সাধকগণ-সমীপে সাধক-চরিত্র-চিত্রণ অতিরঞ্জন-দোষদুষ্ট হইলে বা রঞ্জনহীন ভাবপুষ্ট হইলেও সুরঞ্জিতচিত্ত সাধক ভক্তগণ ইহার আদর করিবেন। এ ভরসার হেতু আছে—আমার পূর্ব্বপ্রকাশিত বহু সাধক-চরিত্র সজ্জনগণ সমীপে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছে। আজ সেই আশায় বিশেষ ভাবে উৎসাহিত হইয়া, সকল জ্ঞানের আধার শ্রীভগবানের মুক্তিমূলাধার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলাম। মঙ্গলময় কার্য্যে মঙ্গলময়ের শুভ আশীর্ব্বাদ পরিবর্ষিত হউক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সহজ ভজন।

"যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" যে দেশের যেমন আচার-বিচার, সে দেশে তাহাই ধর্ম্মরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। আচার-বিচারবিহীন হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম হয় না, সমস্ত কার্য্য পণ্ড হইয়া যায়। ধর্ম্ম জীবনের বন্ধনই হইল আচার-বিচার। প্রথমে এই বন্ধন শ্লথ করিয়া দিলে বল্গাহীন মানস-অশ্ব উদ্দাম-প্রকৃতি-সম্পন্ন হইয়া দেহরথ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলে, এই জন্য সাধনার প্রথমাবস্থায় আচার-বিচারের বন্ধন অত্যাবশ্যক। তারপর মন যত বশ্যতা স্বীকার করে, বন্ধনও তত শ্লথ হইতে থাকে, ইহাই ধর্ম্মজীবনের অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম। গোড়ায় যত বাঁধাবাঁধি, শেষে তত নাই; ব্রহ্মচর্য্যে যত বিধিনিষেধ, সন্ন্যাসে তাহা অপেক্ষা অনেক কম।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম—ইহার নিয়ম পদ্ধতি অতিশয় কঠিন। বৈদিক যুগের মানবগণ এ নিয়ম প্রণালী মানিয়া চলিতে পারিতেন। বৈদিকগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া উপবাস-নক্তব্রতে সংযতচিত্ত হইয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত থাকিতে ক্লেশ অনুভব করিতেন না, কিন্তু কলির মানব তাহা পারে না, তেমন অদ্বৈতবাদ মতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম মানিয়া চলিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগপূর্ব্বক যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ইহাদের মধ্যে সুদুর্লভ। এই জন্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের নিকট ইহাদের স্থান হইল না, ব্রাহ্মণগণ ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, ঘৃণিত ও মর্ম্মাহত হইয়া ইহারা তদানীন্তন প্রচলিত বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

বৌদ্ধ শ্রমণগণ নিজ দল পুষ্ট করিবার জন্য তাহাদিগকে সাদরে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" কেবল এইটুকু স্মরণ করিয়া স্ত্রী পুরুষে

একত্র বাস কর, ভিক্ষা মাত্র সম্বল করিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াও, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী একত্র সংসার করিতে দোষ নাই, এই হেতু সকলেই এইধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া সুখী হইল। মানুষ ধর্ম্ম ছাড়া থাকিতে পারে না, তাহাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটী স্বীকার করিয়াও ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধা পাইল না, বরং বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক সমাদরে দলমধ্যে পরিগৃহীত হইল দেখিয়া লোক দলে দলে বৌদ্ধ হইতে লাগিল।

দেশে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে সাধুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং পুনরায় ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান্, হয় স্বরূপে, না হয় অংশে, অবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীগীতায়ও তিনি স্পষ্ট ভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন এবং সকল সময়ে আমরা তাঁহার কথার সত্যতাও উপলব্ধি করিতেছি। ঠিক ধর্ম্মের এই গ্লানির সময়ে দেবাদিদেব শঙ্করের অংশে রুদ্রতেজে তেজীয়ান্, ধর্ম্মবলে মহাবলশালী দ্বিতীয় শঙ্করসম শ্রীশঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করত ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হইলেন।

এই সময় হইতেই ভারতে পৌরাণিক যুগের একপ্রকার সূত্রপাত, চারিদিকে পুরাণ শাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ হইল। পুরাতন অর্থাৎ পুরাণ-প্রণোদিত ধর্ম্মের প্রতি লোকের বিশেষ আস্থা জন্মিল। বৈদিকযুগের বিষ্ণু ও বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং পৌরাণিক যুগের বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম স্বরূপতঃ এক হইলেও বহু পার্থক্য সূচিত হইল, বেদের বিষ্ণু নিরাকারত্ব ছাড়িয়া সাকারত্বে পরিণত হইলেন। যাহারা নিরাকার সাধনায় প্রমাদ গণিত, তাহারা চিত্তমুগ্ধকর সাকার সাধনা করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এই সময়ে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপার মূর্ত্তি গোয়ালিনী শ্রীরাধিকা রূপে প্রচারিত হইল। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও অন্যান্য নানা পুরাণ এই মতের পোষকতা করিলে সমস্ত বঙ্গদেশে পুরাণ-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেশ সজাগ হইয়া উঠিল। সময়োচিত বলিয়া এ মতের খণ্ডন করত মাথা তুলিতে আর কেহ সাহস করিল না, কাজেই বৈদিক অদ্বৈতবাদ মতে "কামিনী কাঞ্চন" ত্যাগ করিয়া, ভোগের পরিবর্ত্তে নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

যাহারা উপযুক্ত হইয়াছে, ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া ত্যাগে যাহাদের চিত্ত স্থির হইয়াছে, তাহারা না হয় বৈদিক অদ্বৈতবাদমতে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া, বিলাস-বাসনার বিলোপ সাধন করিয়া বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু যাহারা অনুপযুক্ত, ভোগ-বাসনা যাহাদের অস্থিমজ্জাগত, তাহারা কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করিয়া, সকল আসক্তির মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া কেমন করিয়া সংসার পরিচালনা করিবে? ইহাই তৎকালে দারুণ ও জটিল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। সকলের মধ্যেই ত আর যোগী উদাসীনের মত অবস্থার উদয় হয় নাই, নিম্নাধিকারীর সাধক সকলেই ত আর প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিতে পারে না যে ঐরূপ কঠোর ব্রত নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ধৰ্ম্ম উপার্জ্জন করিবে? আর সকলেই যদি ঐরূপ নিয়মাচারী হয়, তাহা হইলে ভগবানের সৃষ্টিবিষয়েও যে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, সৃষ্টি-লোপ হইবার সম্ভাবনা হইবে, কাজেই বৈদিক বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম ছাড়িয়া সকলেই পুরাণের ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল।

পুরাণপ্রমাণিত মতের পোষকতা করিয়া ঠিক এই সময়ে দক্ষিণাপথে মাধ্বাচাৰ্য্য নামক আর একজন আচাৰ্য্য উত্থিত হইলেন। তিনিও বৈষ্ণব ধৰ্ম্মের স্রোত ফিরাইয়া দিয়া প্রচার করিলেন—স্ত্রীজাতি পুরুষের অৰ্দ্ধাঙ্গ। পুরুষ ছাড়িয়া স্ত্রী এবং স্ত্রী ছাড়িয়া পুরুষ কখনও সংসারে ধৰ্ম্মময় কৰ্ম্ম-জীবন অতিবাহিত করিতে পারে না। ইহাতে সৃষ্টির কাৰ্য্যও ব্যাহত হইয়া পড়ে, অতএব স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া চিরকালই ধৰ্ম্ম উপার্জ্জন করিতে পারে। স্ত্রী পুরুষের সহধৰ্ম্মিণীরূপে ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের সহায় হইলে তাহা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। সাধন ভজনে, ধৰ্ম্ম কৰ্ম্মে শক্তিরূপিণী স্ত্রীজাতি সঙ্গে থাকিলে কোনরূপ আপত্তি হইতে পারে না এবং তাহা শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া "সহজ ভজন" নামে তিনি এক মত প্রচলন করিয়া দিলেন। এই সৰ্ব্বজনসুলভ মঙ্গলময় মত অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালারও ঘরে ঘরে আচরিত হইতে লাগিল।

পূৰ্ব্ব ধৰ্ম্মের কঠিন নিয়মে, বাঁধাবাঁধি আচার-বিচারে যে সকল হিন্দু বৌদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা নিজের ঘরে ফিরিল, নিজের প্রাণপ্রিয় ধৰ্ম্ম গ্রহণ করিল;

অতীব আগ্রহের সহিত বৈষ্ণব বৈষ্ণবীর সাজে ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইল; অধিকন্তু বৌদ্ধগণ মধ্যে যাহারা স্ত্রী পুরুষ একত্র থাকিয়া, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া শ্রমণগণের নিকট ঘৃণিত ও দণ্ডিত হইত, তাহাদিগকেও এই "সহজ ভজন" রূপ ধর্ম্মমতে যোগদান করাইয়া দল পরিপুষ্ট করিয়া লইল। যে ধর্ম্মে কমিনী-কাঞ্চন অব্যাহত, স্ত্রী পুরুষে একত্র অবস্থান করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে পতিত হইতে হয় না, সেই উদার ধর্ম্মমত রক্তমাংসের শরীরে কে না প্রাণমন সমর্পণ করিয়া আচরণ করিবে? কে না এই ছায়া-শীতল তরুতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মন প্রাণ জুড়াইবে? এই সহজসাধ্য ধর্ম্মধনে ধনবান্ হইতে সকলেই আগ্রহ প্রকাশ করিল। বৌদ্ধধর্ম্ম দিন দিন ক্ষীণ তটিনীর ন্যায় স্রোতোহীন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

অতি সামান্য দিনের মধ্যে মাধ্বাচার্য্যের "সহজ ভজন" প্রবল ভাব ধারণ করিল। সাধক আচার্য্য আরও প্রচার করিলেন—বৌদ্ধ মতে মুক্তির পথ কেবল নির্ব্বাণ, কিন্তু আমার ধর্ম্মে আমার ঠাকুর উপাসকদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ প্রদান করিবেন। আমার ধর্ম্মে ও পৌরাণিক ধর্ম্মে সাম্যভাব, আমার ধর্ম্মে জাতি-ভেদেরও তত কঠিন নিয়ম নাই। ইহার তুল্য প্রাণারাম শান্তিময় ধর্ম্ম আর কোথায় আছে? সুতরাং ইহার ভিত্তি দৃঢ় হইতে বেশী বিলম্ব হইল না, পৌরাণিক দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাঙ্গালা দেশে প্রগাঢ় প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিল।

যখন যাহার অভ্যুদয়ের সময় হয়, ভগবান্ যখন যাহাকে উন্নতির পথে লইয়া যান, তখন চারিদিক হইতেই তাহার সাহায্যপ্রাপ্তির পথ সুগম হইয়া উঠে। যখন দক্ষিণাপথের মাধ্বাচার্য্য এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রাণ পণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে বাঙ্গালা দেশেও একজন পরম ভক্ত সাধকের প্রয়োজন, যিনি ভক্তি-প্রাবল্যে এবং তান-লয়বিশুদ্ধ ছন্দোবন্ধ সঙ্গীতে দেশ মাতাইতে পারিবেন। ভগবান্ দেখিয়া শুনিয়া নিজ অংশে অবতাররূপে আর একজন মহামনাঃ সাধক-চূড়ামণীকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারকরূপে এদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

এই প্রচারক-প্রবরই আমাদের গ্রন্থের প্রতিপাদ্য নায়ক, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামী; তাঁহারই অমিয়-মধুর জীবনচরিত এই গ্রন্থে বিবৃত হইবে। ধর্ম্মময় ভারতবর্ষে আজও যে বৈষ্ণবধর্ম্ম শাখা প্রশাখা বিস্তারের সহিত সাদরে উপাসিত হইতেছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তিকে ইষ্টভাবে পূজা করিয়া প্রভুপাদ জয়দেব গোস্বামীই তাহাকে নবজীবন দান করিয়াছিলেন।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জন্ম-কথা।

ধন্য মহাদেশ ভারতের বঙ্গদেশ, ধন্য তাহার জেলা বীরভূম, ধন্য ধন্য সুপবিত্র অজয় নদের তীরবর্ত্তী তাহার পল্লীভূমি পুণ্যধাম কেন্দুবিল্ব গ্রাম, আর শত ধন্য এই গ্রামের অধিবাসিগণ, যাঁহারা এক দিন শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত, অবতারকল্প, মহাপুরুষ শ্রীমৎ জয়দেব গোস্বামী প্রভুপাদের চরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামের বৈষ্ণব ধর্ম্মানুরক্ত গোস্বামী বংশ অতি প্রাচীন; ব্রাহ্মণকুল সমুজ্জ্বল করিয়া এই বংশ চিরদিনই দীনতাকে আশ্রয় করিয়া স্বধর্ম্মনিরত। সকল অবস্থার মধ্য দিয়া, সকল ভোগ উপভোগ করিয়া, রাজা মহারাজরূপে জন্মগ্রহণের পর ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি বিপ্রকুলে জন্ম লাভ করা জীবের সৌভাগ্য-সাপেক্ষ। এই জন্য বিপ্রকুল দীনতাকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মময় জীবন অতি-বাহিত করিতে অভ্যস্ত। অর্থ অনর্থের মূল, ধর্ম্মলাভের পরিপন্থী, ইহাতে পরমার্থ নষ্ট হয়; এই জন্য আমাদের আর্য্য ঋষিগণও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া তরুতল আশ্রয় করিতেন, অর্থের মোহে পড়িয়া কখনও অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতেন না। যে অবস্থাভোগ হইয়া গিয়াছে, রাজা মহারাজের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মহা সৌভাগ্যবশে যে ত্যাগের পথে, দেবত্বের পথে অগ্রসর হইয়াছি, পুনরায় সেই ভোগের লোভে আবার অধঃপতনের পথে ধাবিত হই কেন? এই জন্যই তাঁহারা তরুতলবাসী হইয়া দীনতাকে আশ্রয় করিতেন, ইহাকে তাঁহারা অপমানের বিষয় মনে করিতেন না, বরং পরম সম্মানার্হ মনে করিয়া ভূদেব-পদবাচ্য হইতেন। রাজা মহারাজের মস্তক-ভূষণ মুকুট তাঁহাদের এই ধূলিধূসরিত পদে কত আদরে, কত সম্মানে, কত ভক্তিভরে

রক্ষিত হইত। সেই নগ্নপদের ধূলি লইয়া সকলে সর্ব্ববিষয়ে কৃতকার্য্য হইত। এ হেন ব্রাহ্মণ জাতি আর ধনমানে মজিয়া আপনার দেবভাবের অমর্য্যাদা করিবেন কেন ?

এই জন্য কেন্দুবিল্বের পবিত্র গোস্বামী বংশের পূজনীয় ভোজদেব গোস্বামী পত্নী বামাদেবীর সহিত চিরদরিদ্রতাকে বরণ করিয়া পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, সৎপ্রতিগ্রহে কালাতিপাত করত বহু কষ্টে গ্রামে অবস্থান করিতেন বলিয়া এক দিনের জন্যও দুঃখ প্রকাশ করিতেন না। ত্যাগ যাঁহাদের অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, জীবনে যাঁহারা অভাব বলিয়া কোন বস্তু অনুভব করেন না, জগতে তাঁহাদের দুঃখের বিষয় কি আছে ? সকল অবস্থাই "নারায়ণের প্রদত্ত" বলিয়া তাঁহারা অম্লান বদনে সহ্য করিয়া যান।

ধার্ম্মিক-প্রবর ভোজদেব ও পতিপ্রাণা বামাদেবীর পুণ্যে কেন্দুবিল্ব গ্রামে কোন প্রকার অশান্তি-উপদ্রব স্থান পাইত না। গ্রামখানি যেন চিরশান্তির আধাররূপে লোকের নয়ন রঞ্জন করিত। ভগবানের পরম ভক্ত দম্পতী যেখানে ধ্যান-ধারণা উপাসনাদির দ্বারা মঙ্গল বিধানে রত, সেখানে কি রোগ-শোক প্রভৃতি মাথা তুলিতে পারে ? সাধক সাধিকার সাধন-প্রভাবে তাই গ্রামখানি সুখের নিদান ভূমিরূপে পরিণত হইয়াছিল। গ্রামের অধিবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিতা এই ব্রাহ্মণ দম্পতীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, ভক্তিভরে তাঁহাদের পূজা করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

ভোজদেব ও বামাদেবীর বয়স হইয়াছে, তথাপি তাঁহাদের একটীও সন্তান হইল না। সংসারে থাকিতে হইলে, ধর্ম্মভাবে সংসার প্রতিপালন করিতে হইলে সংসারের সার পুত্ররত্ন একান্ত আবশ্যক, নতুবা গার্হস্থ্যধর্ম্মের শোভাসম্পদ বৃদ্ধি পায় না, যেন সকলই বৃথা বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। বয়স হইয়া গিয়াছে, আর কি ভগবান্ তাঁহাদিগকে এই অমূল্য ধনের অধিকারী করিবেন ? গুণবান্ পুত্ররত্নই সাংসারিক জীবনের অবলম্বনীয় বস্তু, ইহ ও পরকালে মহাসম্বল, ধার্ম্মিক পুত্ররত্ন লাভ করাই মনুষ্যজীবনে ভগবদ্দত্ত পুরস্কার। অজামিল মৃত্যুকালে এই আত্মজ পুত্রকে "নারায়ণ"

বলিয়া ডাকিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধার্ম্মিক পুত্ররত্নই ত পুন্নাম নরক-অর্ণবের সেতু; হায়! এরূপ পুত্ররত্ন লাভ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না!

পতি পত্নী ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া প্রাণে অপার আনন্দ লাভ করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু অপুত্রকতাজনিত মর্ম্মভেদী অভাবটুকু তাঁহাদের প্রাণে সময়ে সময়ে বিষম নৈরাশ্যের অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহাদের পরলোক গমনের পর এই কেন্দুবিল্বের গোস্বামী বংশের কি বাস্তবিক উচ্ছেদ সাধন হইবে? এই পবিত্রবংশে একটী ধার্ম্মিক বংশধর জন্মগ্রহণ করিয়া কি পূজনীয় পিতৃপুরুষগণের জলগণ্ডূষের সংস্থান করিতে পারিবে না? তাঁহাদের উর্দ্ধ ও অধস্তন সপ্তমপুরুষ কি আনন্দে নৃত্য করিয়া বংশ-দুলালের মস্তকে আশীর্ব্বাদ-পুষ্প বর্ষণ করিতে পাইবেন না, সত্য সত্যই কি আমাদের অদৃষ্ট অপ্রসন্নই থাকিয়া যাইবে?

বিপ্র-দম্পতীর এই মন-মরা ভাব দেখিয়া, তাঁহাদের চির-প্রফুল্ল বদনে দুঃখের মসীম্লান ভাব অবলোকন করিয়া গ্রামের বর্ষীয়সীগণ বামাদেবীকে লইয়া দেবতার চরণে নানাপ্রকার "মানসিক" করিলেন; ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া জাগ্রত দেবতা শ্রীজগদ্বন্ধু চরণে শরণাপন্ন হইলেন। ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ ভক্তের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন, তিনি প্রসন্ন হইয়া নিজের অংশ স্বরূপে বামাদেবীর গর্ভস্থ হইলেন। অচিরকাল মধ্যে ব্রাহ্মণী গর্ভ ধারণ করিয়া একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শুভ শ্রীপঞ্চমী দিনে একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন।

ভোজদেব গোস্বামীর আনন্দের সীমা রহিল না। গ্রামবাসিগণ ভক্ত দম্পতীর এই সৌভাগ্যলাভে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়া দেবতার স্থানে শিশুর দীর্ঘ জীবন কামনা করিতে লাগিল। ভোজদেব পুত্রের জাতকর্ম্ম সমাধা করিয়া অতি সাবধানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র, যাহা হইবার আশা ছিল না, ভগবান্ যখন দয়া করিয়া এ অমূল্যনিধি দান করিয়াছেন, তখন দরিদ্রতাজনিত অপালনে ইহার যেন কোন অমঙ্গল না হয়। বামাদেবী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রের প্রতিপালনে আত্মনিয়োগ করিতে তিলমাত্র অবহেলা করিলেন না। স্বামীর দেবসেবা, অতিথি-সেবার অনুষ্ঠান করিয়া দিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু পুত্রের লালন-

পালনে অতিবাহিত করিতেন, নিজের শারীরিক অসহ্য কষ্ট হইলেও পুত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে প্রাণপাত যত্ন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে শিশু ছয় মাস অতিক্রম করিলে শুভ দিনে অন্নপ্রাশন কার্য্য সমাধা করিয়া নাম রাখিলেন "জয়দেব"। জয়দেব ক্রমশঃ পিতামাতার স্নেহ-যত্নে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিলে ভোজদেব তাহার হাতে-খড়ি দিয়া পাঠাভ্যাসে রত করাইলেন। তখন দেশে সংস্কৃত ভাষারই আদর ছিল। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেবভাষা সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ভোজদেব ও বামাদেবী পুত্রকে সুপণ্ডিত করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলেন। তখন অর্থের আদর অপেক্ষা বিদ্যার আদর সমাজে যথেষ্ট ছিল, বিদ্যাহীনকে কেহ গ্রাহ্যও করিত না, অতীব হীনাবস্থ হইলেও "বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে" বিদ্যা না থাকিলে লোকের নিকট সম্মানলাভ করা মহাদায় হইত, এই জন্য পুত্রকে সমাজে সম্মানার্হ করিবার নিমিত্ত সকল পুত্রের পিতামাতাই সাধ্যানুসারে চেষ্টার ক্রটি করিতেন না। বাঁচিয়া থাকিবার প্রার্থনা অপেক্ষা পুত্রের পাণ্ডিত্য-লাভের প্রার্থনা, তখন সমধিক বলিয়া বিবেচিত হইত।



তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

উপনয়ন।

পুত্র পণ্ডিত হইবে, জ্ঞানগরিমায় মণ্ডিত হইয়া বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবে, ইহা সকল পিতামাতারই আন্তরিক কামনা। পুত্রের দীর্ঘজীবনের কামনা যেমন অভিপ্রেত, পুত্র পণ্ডিত যশস্বী হইয়া সমাজে প্রতিপত্তিশালী হইবে, ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়া আত্মার উন্নতি সাধন করিবে, ইহাও কোন্ পিতামাতা না ইচ্ছা করেন? ধনবান্ হইবার ইচ্ছা যত না হউক, তখনকার পিতামাতা পুত্র, জ্ঞানবান্ পণ্ডিত হউক, ইহা কায়মনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। জ্ঞান-ধর্ম্মে উন্নতি হইলে অর্থের অভাব হয় না, জীবনযাত্রা একপ্রকার চলিয়া যাইবেই, কিন্তু পুত্র মূর্খ হইলে তাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবে, বংশমর্য্যাদায় হীন হইয়া পতিত হইয়া যাইবে, এমন পুত্রের পিতামাতা হইতে তখন কেহ ইচ্ছা করিতেন না। ভোজদেব বামাদেবীও সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া পুত্রের জ্ঞানোন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে দেব-অংশে কোন্ মহাপুরুষ তাঁহাদের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

পিতামাতাকে বেশী যত্ন চেষ্টা করিতে হইল না। জয়দেব নিজ জন্মান্তরীণ সুকৃতিবশে অতি শৈশবেই সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। পিতা ভোজদেব ও পুরোহিত লোচনদাস ঠাকুর বালকের অভাবনীয় ধীশক্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও মোহিতচিত্তে বুঝিলেন—ক্ষণজন্মা ভিন্ন এ শক্তি সাধারণ বালকের হইতে পারে না। অপর বালককে দশ বিশবার বুঝাইয়া দিলে যাহা আয়ত্ত করিতে পারে না, জয়দেব শুনিবা মাত্র তাহা আবৃত্তি ও আয়ত্ত করিয়া নূতন বিষয়ে অগ্রসর হইতেন। এই বালক বয়সেই তাঁহার দেবভাষা সংস্কৃত সাহিত্যে ও বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রগাঢ় আধিপত্য জন্মিল, তিনি লোকসমাজে পণ্ডিত বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিলেন। দৈবানুগ্রহে

যাঁহার জন্ম, ভগবান্ যাঁহাকে নিজের অংশশক্তিসমন্বিত করিয়া ধরায় প্রেরণ করিয়াছেন, বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যাঁহার মানবজন্ম গ্রহণ, সামান্য ভাষা শিক্ষার জন্য তাঁহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে কেন? ভগবৎ-আশীর্ব্বাদে সমস্ত শুভগ্রহ তাঁহার অনুকূল হইয়া সর্ব্ববিধ জয়মাল্যে বিভূষিত করিল। জন্মাবধি জয়দেব রূপের আধার, তেমন সুন্দর গঠনসম্পন্ন রূপবান্ বালক শতেকের মধ্যে একটা পাওয়া যায় কি না সন্দেহ, তাহার উপর ধার্ম্মিকতার মহিমা, জ্ঞানের গরিমা ও গুণের মধুরিমা তাঁহাকে এত সুন্দর করিয়াছিল যে দেখিলে দেববালক বলিয়া ভ্রম হইত। সামান্য নরের ভাগ্যে এমন পরম সুন্দর, বিদ্যাবুদ্ধি-ধুরন্ধর পুত্রলাভ অসম্ভব, তবে যাঁহাদের পুত্র, সেই বামাদেবী এবং ভোজদেবও কম গুণযুক্ত নহেন, তাই ভগবানের কৃপাশীর্ব্বাদে তাঁহাদের এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন সুসন্তান লাভ হইয়াছে।

জয়দেব পিতামাতার এত আদরের ছিলেন যে তাঁহারা তাঁহাকে কাছছাড়া বা নয়নের আড়াল করিতেন না। পিতা ভোজদেব পুত্রকে নিজেই শিক্ষা দান করিতেন, আবশ্যক হইলে পুরোহিতপ্রবর লোচনদাস ঠাকুরের কাছে লইয়া যাইতেন। লোচনদাস ঠাকুর গোস্বামী বংশের কুলপুরোহিত, আর্য্যশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত; সময়ে সময়ে তিনি জয়দেবকে নানা বিষয় শিক্ষা দান করিতেন। তিনি বালকের বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গোপনে বলিতেন,—বাবা ভোজদেব! এত দিন যে তোমার সন্তানাদি হয় নাই, ভগবান্ যে তোমাকে এত দিন সে ধনে বঞ্চিত করিয়া অজস্র অশ্রুধারে ভাসাইয়াছিলেন, তাহার কারণ তোমাকে আদর্শ পুত্রের পিতা করিবেন বলিয়া; পুত্রের গুণে অশেষ প্রকারে সুখী করিবেন বলিয়াই দীননাথ তোমার মত ধার্ম্মিককে এত মনঃকষ্ট প্রদান করিয়াছেন। জয়দেবের মত একটী পুত্রের পিতা হইলেই তাহার জয়জয়কার, তাহার জন্ম সার্থক। ভোজদেব পুত্রের প্রশংসাবাদ শুনিয়া মুগ্ধচিত্তে বলিতেন,— ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার জয়দেব বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মপথগামী হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম সফল করে।

লোচনদাস ঠাকুর বলিতেন,—পিতৃগুণে গুণী পুত্র পিতৃদোষে দোষী, তোদের

পুত্র কি আবার অধর্ম্মাচারী হইবে, তাই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা? যে অধর্ম্মাচারী হইবে, প্রথম হইতেই তাহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এমন রূপ, এমন গুণ সৌভাগ্যবান্ না হইলে কি যে-সে মানুষে লাভ করিতে পারে? রূপবান্ ও গুণবান্ হওয়াই যে ভগবানের পরম আশীর্ব্বাদ, মানুষের আশীর্ব্বাদ এখানে স্থান পায় না। ভোজদেব পুরোহিত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাক্যে পুলকপূর্ণ হইয়া সানন্দহৃদয়ে পুত্রকে কোলে লইয়া বাড়ী আসিতেন। বেশী বিলম্ব হইলে পুত্রগতপ্রাণা বামাদেবী অস্থির হইতেন। তিনি ঘরবাহির করিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, স্বামীকে সামান্য একটু 'রাগতস্বরে' বলিতেন,—হ্যাঁগা, এত অল্প বয়সে "জয়ার" লেখাপড়ার জন্য এত কষ্ট কেন; ব্রাহ্মণের ছেলে আবার কে কোথায় মূর্খ অধার্ম্মিক হয়েছে, বিশেষতঃ তোমার?—তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে মূর্খতা ও অধার্ম্মিকতা দোষ আদৌ ছিল না, সদ্বংশের ও সৎপিতামাতার পক্ষে ত কথাই নাই।

ভোজদেব বলিতেন,—ব্রাহ্মনি! বাল্যকালে পিতামাতার উপরই পুত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ছেলে হাজার ভাল হইলেও এ সময় তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা পিতামাতার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শিশুর মন নবনীতসমান, তাহাতে যাহা অঙ্কিত করিবে, তাহাই পাষাণ-দাগের মত চিরতরে অঙ্কিত হইয়া কলুষ-কালিমায় কলঙ্কিত করিবে। পুত্র পাপতাপে গলিয়া পাছে নষ্ট হয়—এই ভয়।

"তোমার কিন্তু বাড়াবাড়ীটা অত্যন্ত বেশী" বলিয়া জননী পুত্রকে কোলে করিয়া খাওয়াইতেন, স্বামীর পর নিজে আহারাদি করিয়া পুত্রকে মধ্যস্থলে রক্ষা করত দুইজনে দুই পার্শ্বে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন। জয়দেব পিতামাতার এমনি নয়নের মাণ ছিলেন, ক্ষণকাল তাঁহারা পুত্রকে নয়নের আড়ালে রাখিতে প্রমাদ গণিতেন, "সবে ধন নীলমণি" হইলে যেরূপ হয়, তাঁহাদের সেইরূপই হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণের ছেলে অষ্টম বর্ষ উত্তীর্ণ হয়—আর উপনয়ন না দিলে ভাল দেখায় না। এখন যেমন উপনয়নের কালাকাল নাই—তখন সেরূপ ছিল না। ব্রাহ্মণের ছেলে উপবীত না হইলে দেবসেবার অধিকারী হইবে না, তাহার উৎসর্গীকৃত

দ্রব্যাদি দেবতার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিবে না, ওঙ্কার এবং বেদাধ্যয়নে তাহার অধিকার জন্মিবে না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে সাধন ভজনে উন্নতি করিতে পারিবে না বলিয়া ধর্ম্মজীবনে কর্ম্মের উন্নতির জন্য শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সময়ে পুত্রকন্যার সংস্কারকার্য্য সমাধা করিতে জনকজননী বাধ্য, না করিলে তাঁহাদিগকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

ভোজদেব ও বামাদেবী পুরোহিত লোচনদাস ঠাকুরকে লইয়া জয়দেবের উপনয়ন-ক্রিয়া সমাধানের জন্য শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানাদি সহ যথাসময়ে তাঁহার দ্বিজত্ব ক্রিয়া সমাপন করিলেন; জয়দেব ব্রহ্মচারীর বেশে "দণ্ডীগৃহে" প্রবেশ করিলেন। জয়দেব বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্মপ্রাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও ভাগবতাদিপুরাণ অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে ঘোর আস্থাবান্—এইজন্য সংসারে তাঁহার আন্তরিকতার হ্রাস হইয়াছিল, বাল্যকাল হইতেই সংসারের প্রতি যে একটা অনাসক্তি—তাহা বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছিল। সংসার যেন তাঁহার পক্ষে বিষম বন্ধন বলিয়া মনে হইত; তবে সময়ে সময়ে তাঁহার পরম স্নেহাধার পিতামাতার জন্য যে প্রাণ অস্থির হইত না—এমনও নহে। সাক্ষাৎ দেবদেবী-স্বরূপ পূজনীয় জনকজননীর ভবিষ্যৎ ভাবিয়াও তাঁহার হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িত। কিন্তু ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিতে হইলে, জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করিবার বাসনা থাকিলে—এ সকল বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইতেই হইবে; নিজের যাবতীয় সুখ-শান্তিতে জলাঞ্জলি প্রদান না করিলে পরের কাজ বা দেশের কাজ করা যায় না।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচারীর সুবেশ পরিধান করিয়া জয়দেবের অন্তঃকরণে এক নবভাবের অভ্যুদয় হইল; সে বালক-হৃদয় কি যেন এক প্রবল শক্তিসামর্থ্যে উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, এই দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া গৃহ ত্যাগ করিতে পারিলেই যেন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর মত তাঁহার জীবন বিফলে চলিয়া যাইবে না। যে ধনেধনবান্ হইতে মানুষজন্ম লাভ করিয়াছি, যে কার্য্য সাধনের জন্য জগতে আসিয়াছি, এই বেশে এই বাল্যকাল হইতেই সেই ঈপ্সিত ধনের অন্বেষণে চেষ্টা করিলে সফলকাম হইব—জন্ম সার্থক করিব। "দণ্ডীগৃহস্থিত" ব্রহ্মচারী জয়দেবের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গৃহত্যাগ।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবের হৃদয়ে সংসারের প্রতি উদাস ভাব অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া পড়িতেছিল; উপনয়নের পর দণ্ডীগৃহে সেই সন্ন্যাসীর মোহন বেশ, সেই দণ্ডকমণ্ডলুধারী তাপসভাব তাঁহার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিল।

পিতামাতাকে ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ; কিন্তু প্রাণ যখন উদাস হয়, সংসারমায়া যখন বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, তখন আর উপায় কি? বৃদ্ধ পিতামাতা পূর্ব্ব হইতেই একমাত্র পুত্রের ভাব দেখিয়া প্রমাদ গণিয়াছিলেন। উপনয়নের পর ভাল একটী পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবেন, তাহা হইলেই মতিগতি পরিবর্ত্তন হইবে, এই আশায় পতিপত্নী অহরহঃ পুত্রকে কাছে কাছে রাখিতেন, চক্ষের অন্তর করিতেন না, পাছে পুত্র গৃহ ছাড়িয়া কোথাও চলিয়া যায় ভাবিয়া শয়নের সময় দুইজনে দুই পার্শ্বে সজাগ ভাবে প্রহরায় থাকিতেন। উপনয়নের পর বিবাহের জন্য পাত্রীও স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, এই কয় দিন কোনক্রমে উত্তীর্ণ হইলে জয়দেবকে প্রণয়িনীর প্রণয়শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার এ পাগলামীবৃত্তির প্রতিনিবৃত্তি করিয়া দিবেন—এই আশা।

উপনয়নের সময় শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে পুত্রকে স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিতে দিলেও তাঁহারা নিকটে অপর একটী শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রি জাগরণ করিতেন। দুই দিন দুই রাত্রি এইরূপ জাগরণ করিয়া তৃতীয় দিবস রজনীতে কেমন একটু তন্দ্রা আসিল, শরীরের অবস্থানুসারে কেমন একটু অবসাদ আসিয়া তাঁহাদিগকে নিদ্রার কোলে অচেতন করিয়া ফেলিল, অমনি সে রাত্রি তাঁহাদের কালরাত্রিরূপে পরিণত হইল।

জয়দেব দেখিলেন—পিতামাতা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, তিনি উঠিলেন, মনে মনে বলিলেন—ভগবান্ বুদ্ধদেবও ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া, পূজনীয় পিতামাতা, প্রেমের বনিতা ও সদ্যঃপ্রসূত স্নেহের পুত্ররত্ন ছাড়িয়া দেশের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার মমতার আধার এবং প্রাণপ্রিয় স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ যখন সম্ভবপর হইয়াছিল, সকল মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া যখন দেশের জন্য তিনি গৃহত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া "সিদ্ধার্থ" নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন আমি নিতান্ত দরিদ্র হইয়া সুপ্রবীণ পিতামাতাকে ছাড়িয়া লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য ধর্ম্মের এই মহাগ্লানির দিনে গৃহ ত্যাগ করিতে পারিব না? এইবার উপনয়নের পর হয়ত পিতামাতা আমাকে পরিণয়-বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন, তাহা হইলে চারিদিক্ হইতে কঠিন শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইলে কামিনীকাঞ্চনে জড়িত হইয়া হয়ত আমার জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করা হইবে না, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার না করিতে পারিলে আমার জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপন করা হইবে না। জনকজননী আমার মহাপুণ্যাত্মা, সরলহৃদয় সাধক—জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য ধর্ম্মই তাঁহাদের সহায় হইবেন, কিন্তু আমি এ সুসময় অবহেলায় কাটাইয়া দিলে আর এ সুদিন নাও আসিতে পারে, অতএব আর কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা করা সুসঙ্গত নহে, কর্ণে যেন কাহার মঙ্গল আহ্বান ধ্বনিত হইতেছে, কে যেন আমায় কর সঞ্চালন করিয়া ডাকিতেছে, যেন কাহার অসীম সাহসবাণী শুনিতে পাইতেছি। না, আর নয়, পিতা মাতা জাগ্রৎ হইলে আর গৃহ ত্যাগ করা হইবে না। তিনি পার্থিব দেবতা জনকজননীর পদে প্রণাম করিলেন, প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদের অভয় পদধূলি গ্রহণ করিয়া সেই অভিনব ব্রহ্মচারীর বেশে রজনীর গভীর সময়ে জয়দেব কোথায় উধাও হইয়া গেলেন। পথের সম্বল রহিল—ধর্ম্ম ও তাঁহার মহাপাণ্ডিত্য।

ভোজদেব ও বামাদেবী কিছুই জানিতে পারিলেন না। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন, শয্যা শূন্য, গৃহ জয়দেব-শূন্য হইয়া যেন হাহাকার করিতেছে। বামাদেবী

উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। ভোজদেব পত্নীর গভীর ক্রন্দন শুনিয়া শয্যা ত্যাগ করত যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। শূন্য গৃহ, শূন্য শয্যা দেখিয়া বজ্রাহত প্রাণে ত্বরিত গমনে পাড়ায় বাহির হইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী সকলে গোস্বামী মহাশয়ের ঘোর বিপদ বার্ত্তা শ্রবণ করত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহারাও অন্বেষণ-তৎপর হইল। কারণ জয়দেব যে সকলেরই প্রিয়, সকলেই যে এই দেববালককে স্নেহ মমতার অঞ্চল দিয়া প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত। জয়দেবকে ভালবাসিত না, কেন্দুবিল্ব-গ্রামে এমন স্ত্রী পুরুষ কে ছিল? সেই ললিতললাম বালক রূপে ও গুণে সকলেরই চিত্ত বিনোদন করিয়াছিল। হঠাৎ তাহার গৃহ- ত্যাগ বার্ত্তা শ্রবণে সকলেই বিচলিত হইয়া পড়িল। বামাদেবীর সেই প্রাণফাটা ক্রন্দন ও বক্ষে করাঘাত করিয়া পুত্রের গুণগাথা বর্ণনা করত আকুলি বিকুলি ভাব দেখিয়া কেহই অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না, সকলেই স্তোকবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া যাহার যতটুকু সাধ্য প্রাণপণে জয়দেবের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল।

কাহাকেও বেশী অনুরোধ করিতে হইল না। সেই সর্ব্বগুণাধার সাধুপ্রকৃতি বালকের জন্য সকলেরই প্রাণ চঞ্চল, মন অস্থির, তাহারা স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে লাগিল। জয়দেবকে খুঁজিয়া গৃহে আনিয়া তাহার পিতামাতার শোকাপনোদন করা এবং নিজেদের চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করা আপামর সাধারণ সকলেরই একমাত্র কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। কিন্তু জয়দেব কোথায়! সে কখন, রজনীর কোন্ যামে, কোন্ নিরুদ্দিষ্ট দেশে পলায়ন করিয়াছে, এত বিলম্বে তাহার অনুসন্ধান করিলে মিলে কি? সে যে এত দিন গৃহ ত্যাগ করিবার জন্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, কেবল সুযোগ সুবিধা করিতে পারে নাই বলিয়া "মনমরা" হইয়া পড়িয়াছিল। এত অল্প বয়সে তাহার প্রাণে কেন যে উৎকট বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এত অল্প বয়সে এরূপ জ্ঞান যাহার কোমল মস্তিষ্ক আলোড়িত করিতে পারে, সেই সঙ্গে তাহার প্রাণ যে উদাস হইয়া সংসারের মায়াপাশ ছিন্ন করত ভগবৎপ্রেমোন্মত্ত হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

ভোজদেব বামাদেবীর বিশেষ সতর্কতার জন্যই অসহ্য কষ্ট সহ্য করিয়া সে এতদিন গৃহে ছিল। অষ্টম বৎসর উত্তীর্ণ করিয়া এইবার আপনার গন্তব্য পথ বুঝিয়া লইয়া পলায়ন করিল।

এত ছোটবেলায় প্রাণে এমন ঔদাস্য আর কাহারও দেখা যায় নাই। বালক জয়দেব যেরূপ মেধাবী, যেরূপ সুশিক্ষায় শিক্ষিত, জ্ঞানী হইয়াছিল, ততোধিক ভক্তিভাবে প্রাণটাকে যেরূপ ঈশ্বরোন্মুখী করিয়াছিল, তাহাতে সে ছেলে যে সাধারণ মানুষের ভাগ্যে ভোগ হইবে না, তাহা আমরা সকলেই অনুমান করিয়াছিলাম। এ হেন ক্ষণজন্মা বালক জগতের কোন কল্যাণ সাধনের জন্য পরম পুণ্যবতী রত্নগর্ভা বামাদেবীর গর্ভে আজন্ম বিষ্ণুভক্ত বিপ্রেন্দ্র ভোজদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এ বৃদ্ধ বয়সে "হবে না, হবে না" করিয়া দেবদেবীর আশীর্ব্বাদে যদিও দুর্লভ রত্ন লাভ হইল, অদৃষ্টদোষে তাহাও ভোগ হইল না! হায় হায়! পিতামাতা কেমন করিয়া এ শোক সহ্য করিবে! আমাদেরই যখন এত কষ্ট হইতেছে, তখন ভোজদেব বামাদেবীর যে কি দুঃখ হইতেছে, অন্তরে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কিরূপ দগ্ধ করিতেছে তাহা ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। পুত্রহারা পিতামাতার ত দুর্ভাগ্য বটেই, আমাদেরও পরম দৌর্ভাগ্য যে এমন দেবকল্প বালকের আদর্শ দেখিয়া আমাদের বালকগণের চরিত্র গঠন হইল না। ভোজদেব ও বামাদেবী এ অসহ শোকে যে উন্মত্ত হইবেন, তাহার আর বৈচিত্র্য কি?

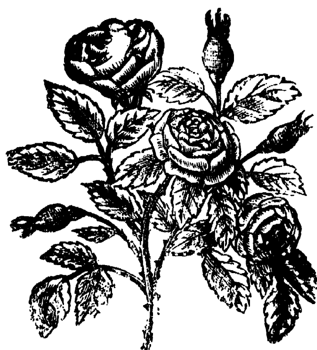
বাস্তবিক হইলও তাই, যত দিন যাইতে লাগিল, বামাদেবী ও ভোজদেব পুত্রের অন্বেষণে যত হতাশ হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহারা পাগলের পারা হইয়া গৃহবাস এক প্রকার ত্যাগ করিবার যোগাড় করিলেন। আহার নিদ্রা ঘুরিয়া গেল, কেবল নিশিদিন হা পুত্র, হা নয়নের মণি, তুই কোথায় গেল বাপ্, তোর এ বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কি তিলমাত্র মমতা হইল না, বুঝিতে পারিলি না কি যে তোর অদর্শনে আমরা প্রাণে বাঁচিব না। এই জন্যই কি বাপ্! অল্প বয়সে এত লেখাপড়া শিখিয়াছিলি! লেখাপড়ার প্রবল জ্ঞানে তীব্র বৈরাগ্য লাভ

করিয়া তোর পিতামাতার প্রাণ বিনাশ করাই কি এ পাণ্ডিত্যের উদ্দেশ্য! হায় পুত্র, হা প্রাণের জয়া, যাহাকেই দেখিতে লাগিলেন, পাগলের মত ভোজদেব ও বামাদেবী তাহাকেই হাতে ধরিয়া পুত্রের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে সে নিরুদ্দিষ্ট জয়দেবের সংবাদ আনিয়া দিবে, কোথা সে মায়ামমতা-হীন জয়দেব!

সময়ে আহার নিদ্রা না হইলে জীবন-নদে জীবের আয়ু-নীর কত দিন স্থির থাকিতে পারে? ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর তেমন সুন্দর ভোগদেহ, ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল, শোককীট-জর্জ্জরিত হইয়া কঙ্কালসার হইল। প্রতিবেশী সকলে এই পূজনীয় গোস্বামী দম্পতীর অবস্থা দেখিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল, সকলেই প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা দান করিবার চেষ্টা করিতে থাকিল, কিন্তু শুনেই বা কে আর সে শোকের সান্ত্বনাদান কার্য্যকারীই বা হয় কিসে? কেন্দুবিল্ববাসী প্রাতঃস্মরণীয় গোস্বামী বংশের পরিণাম ভাবিয়া সকলে অস্থির হইয়া পড়িল।

পুরন্ধ্রীগণ প্রতিদিন তাহাদের স্নানাহারের জন্য চেষ্টা করিয়া বহু সাধ্যসাধনায় গৃহে লইয়া যাইত। কোন দিন বামাদেবী ও ভোজদেব তাহাদের অশেষ প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে কিছু কিছু আহার করিতেন, কোন দিন একেবারেই আহারে বসিতেন না, প্রবল বন্যার ন্যায় শোকের তরঙ্গ হৃদয়-সমুদ্রে সমুত্থিত হইয়া তাহাদিগকে অস্থির করিয়া ফেলিত, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ ভাবে অশ্রুসম্পাতে কেবল হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু বৃথা, পুত্রের সে নিরুপম চন্দ্রবদন মানসপটে সমুদিত হইয়া সে জ্বালা দ্বিগুণিত করিয়া দিত। ভোজদেব ও বামাদেবী এত জ্ঞানী, এত শাস্ত্রপাঠী হইয়াও যখন পুত্রশোক-জ্বালার অরুন্তুদ বেদনা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন সামান্য লোকের পক্ষে ইহা যে কত কষ্টদায়ক, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহার তুল্য অন্তর্দ্দাহী, হৃদয়-বিদারক যন্ত্রণা আর নাই। পিতামাতার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিয়া নীরবে দগ্ধ করিতে ইহাই অদ্বিতীয় শব্দভেদী বাণ। জানি না ভগবান্ ইহার দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা

সাধুপ্রকৃতি ভোজদেব ও বামাদেবীকে কত দিন সহ্য করাইবেন? পুত্র যদি ফিরিয়া আসে তবেই মঙ্গল, এ যন্ত্রণানলে সান্ত্বনা-সলিল সেচিত হইবে, নতুবা রাবণের চিতার ন্যায় চিরদিন অন্তর-কন্দরে ইহা ধূমায়িত হইয়া জীবন-অবসানের দিন ঘনাইয়া আনিবে। বৃদ্ধ বয়সে পুত্রশোক-বজ্র পতিত হইলে মৃত্যুর কোলে জুড়াইতে আর বেশী বিলম্ব হয় না।



পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্রীক্ষেত্রে।

তখন পুরীধামের জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র হইত। বিশেষতঃ বৃদ্ধ বয়সে এ দেবতার দর্শন বড় লোভনীয় বলিয়া গণ্য হইত। যাঁহারাই জীবনের মধ্যাহ্নকাল উত্তীর্ণ করিয়া সায়াহ্নে সমুপস্থিত হইয়াছেন, জীবনের কাল-বেলায় যাঁহাদের আয়ুঃসূর্য্য আঁধারে ডুবিবার উপক্রম করিতেছে, তাঁহারা মুক্তি-লাভের জন্য ভগবানের অন্তঃপুররূপ পুরীতে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বাণ পথের পথিক হইবার জন্য সংসারাশ্রম ত্যাগ করিতেন, বিষয়বৈভব আত্মীয়-স্বজনকে উৎসর্গ করিয়া দারুমূর্ত্তি শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্মে প্রাণাহুতি দিতে ছুটিতেন। পুরীর অন্তঃপুরে ভগবানের অভয় পদে বৃদ্ধ বয়সে আত্মসমর্পণ কারতে পারিলে আর পরকালের ভাবনা থাকে না, ইহাই হিন্দুর পরম বিশ্বাস।

"রথে চ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। সেই শ্রীমূর্ত্তি বহিশ্চক্ষে দর্শন করিতে করিতে যখন মনোরথে মানস-চক্ষে হৃদয়-সিংহাসনে তাঁহার চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যায়, যখন দেহরূপ রথে অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিত লিঙ্গশরীররূপ বামনের প্রতি দৃষ্টি চা ল্যহীন হয়, তখন আর জীবের পুনর্জ্জন্ম হয় না, এই জন্য শ্রীজগন্নাথ হিন্দুর বড় জাগ্রৎ দেবতা। শ্রীক্ষেত্র বা পুরীধাম শেষ তীর্থ, সকল তীর্থ দর্শন করিয়া শেষ জীবনে এই তীর্থ দর্শন করিতে হয়। অন্তরে আত্মস্থ হইয়া, দেহরথে আত্মরূপী বামনদেবের প্রাণারাম মূর্ত্তি দর্শন কারয়া পুরে প্রবেশ করিতে হয় অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্যে সমাধিস্থ হইতে হয়। ইহাই পুরী-প্রবেশের নিগূঢ় তত্ত্ব। "নারায়ণং তনুত্যাগে" অন্তে ব্রহ্মস্বরূপ নারায়ণে আত্মসমর্পণ করাই জগন্নাথ দর্শনের উদ্দেশ্য। এখনকার মত এই তীর্থে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বা আমোদ প্রমোদের জন্য কেহ ত যাইত না এবং তখন ইহা এত সহজগম্যও ছিল না।

কেহ কেহ বলেন, শ্রীজগন্নাথ বুদ্ধদেবের স্বরূপ মূর্ত্তি, হিন্দুরা তাঁহাকে দারুময় করিয়া আপনার দিকে টানিয়া লইয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, পুরীর ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মাকে ঐ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে অনুরোধ করেন। ভক্তের অনুরোধে বিশ্বকর্ম্মা একটা সময় নির্দ্ধারিত করিয়া নির্ম্মাণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু ভক্তবর রাজা শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনার্থ একান্ত লুব্ধচিত্ত হইয়া নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে আগ্রহ সহকারে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ফেলেন। তাহাতে বিশ্বকর্ম্মা সময়ের চুক্তি-ভঙ্গে বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সেই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করেন। ভক্তের ভক্তিপ্রাবল্যে শ্রীমন্নারায়ণ ঐ মূর্ত্তি আশ্রয় করিয়াই তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। ঐ মূর্ত্তি কলির প্রত্যক্ষ দেবতা—বড়ই জাগ্রৎ, কত লোকে কত মানসিক করিয়া এই দেবতার প্রসাদ লাভে মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছে।

তখন সাগর-সঙ্গমে পুত্র কামনা করিয়া অনেক পুত্রহীনা পুত্র লাভ করিত, অনেক বন্ধ্যাও গর্ভবতী হইয়া পুত্ররত্ন লাভের পর প্রথমটী সাগরে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টগুলি যেমন ভোগ করিত, জগন্নাথের নিকটেও সেইরূপ প্রার্থনা করিয়া পুত্র বা কন্যা হইলে তাহার প্রথমটী প্রভুর চরণে দেবদাস বা দেবদাসীরূপে সমর্পণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ভগবান্ জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে চির কুমার-কুমারী হইয়া উহারা অবস্থান করিত। প্রভুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করত যাত্রিগণের মনোরঞ্জন করাই তাহাদের কার্য্য। ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের ভার উৎকলের রাজা এবং পাণ্ডাগণ বহন করেন, কোন প্রকার ব্যভিচার দোষ না হয়, তজ্জন্য তাঁহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিও ইহাদের উপর নিপতিত থাকে।

নদীয়া দেবগ্রামের বসুদেব ভট্টাচার্য্য ও বসুমতী দেবী অপুত্রতা নিবন্ধন দারুণ মনঃকষ্টে একবার ভগবানের স্থানে যাইয়া তাহাদের হৃদয়ের বেদনা প্রভুপদে নিবেদন করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের এই বৃদ্ধ বয়সে একটী পরম-সুন্দরী রত্ন কন্যা লাভ হইয়াছিল। কন্যাটী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে বসুদেব উহাকে

প্রভুপদে সমর্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য ব্যগ্র হইলেন। জননী বসুমতী দেবী কিন্তু প্রাণ ধরিয়া সে নয়নের মণি কন্যারত্নটী ছাড়িয়া দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ একমাত্র আত্মজার প্রতি কেমন করিয়া মমতাহীন হইবে, গর্ভধারিণী কেমন করিয়া চিরতরে তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া প্রাণ ধারণ করিবেন; সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটী মাত্র নাড়ীছেঁড়া ধনকে কেমন করিয়া প্রভুপদে নিবেদন করিবেন? বসুমতী দেবী কত কান্নাকাটি, স্বামীর সহিত কত মনোবিবাদ করিলেন; কিন্তু দেবতার অমান্য করিলে এ ধন তোমার ভোগ হইবে না, পরন্তু ধর্ম্মে পতিত হইয়া দেবতার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইবে, নানাপ্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া ইহকাল পরকাল হারাইবে;—স্বামী এইরূপ ভয় প্রদর্শন করিলে পত্নী আর কি করিবেন? দেবতার প্রকোপে পড়িয়া ভোগ না হওয়া অপেক্ষা তাঁহার পদে সমর্পণ করিয়া প্রসাদ লাভ করাই বরং ভাল, তবু ত বাছা আমার প্রাণে বাঁচিয়া থাকিবে, আমি উহার ত জননী বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারিব, বন্ধ্যা বলিয়া ত আর কেহ আমাকে নিন্দা করিতে পারিবে না। অনেক কান্নাকাটি, অনেক চিন্তা-বিবেচনার পর কন্যাকে প্রভুপদে সমর্পণ করাই স্থিরীকৃত হইল।

পরমধার্ম্মিক হিন্দুকুলতিলক, নবদ্বীপাধিপতি তদানীন্তন মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সাহায্যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী শুভদিনে শুভক্ষণে কন্যাসহ পুরীধামে উপস্থিত হইলেন। প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, চক্ষে অবিরল ধারা বহিতেছে—প্রাণের একমাত্র দুহিতাকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিতে পিতামাতার প্রাণে কি কষ্ট, কি মর্ম্মান্তিক যাতনা, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; তথাপি হিন্দুর নিকট ধর্ম্ম যে কি প্রিয় বস্তু, তাহার পালন-ব্রত হিন্দুর হৃদয়ে কেমন বদ্ধমূল, ধর্ম্মের জন্য তাহারা সকল প্রকার মর্ম্মবিদারী কষ্ট কেমন অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারে—তাহা দেখাইবার জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম কন্যারত্নকে ত্যাগ করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইলেন না। ভারতের প্রাতঃস্মরণীয় দানবীর মহারাজ কর্ণ যখন সস্ত্রীক নিজহস্তে প্রাণপ্রিয় পুত্রের মস্তক কাটিয়া অতিথি সৎকার করিতে পারিয়াছিলেন, তখন একটী কন্যা

ত্যাগ করা হিন্দুর নিকট বেশী কঠিন কথা নহে; ভারতের ইতিহাসে এরূপ ত্যাগের বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং বুঝিতে পারা যায় হিন্দুর নিকট ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ আর কিছুই নাই।

আধুনিক সমাজ হয় ত ইহাকে ধর্ম্মরক্ষা বা ধর্ম্মে দৃঢ় নির্ভরতা না বলিয়া অধর্ম্মের প্রশ্রয় প্রদান বলিয়া নিন্দা করিবেন। কিন্তু পূর্ব্বে ধর্ম্মের জন্য এরূপ আত্মনিগ্রহ, বহু প্রকারে এরূপ আত্মবলিদান শাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে; বলি, হরিশ্চন্দ্র, নল প্রভৃতির ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তে ত্যাগের উজ্জ্বল মহিমা প্রকটিত রহিয়াছে, তা আধুনিক সমাজ ইহাকে ধর্ম্মই বলুন বা অধর্ম্মই বলুন—তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

ব্রাহ্মণের কন্যাটীর নাম পদ্মাবতী, সেও পিতামাতার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ, পাছে অধর্ম্মে পতিত হইতে হয়, পাছে জনক-জননীর ইহপরকাল নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া সেও আত্মজীবন বিপন্ন করিয়া দেবতার পদে আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিতা নহে। ভগবান্ "জগবন্ধু"র চরণে সেও প্রার্থনা করিতেছে—প্রভু! পিতামাতার হৃদয়ে বল দাও—তোমার চরণে আমাকে উৎসর্গ করিতে তাঁহাদের প্রাণে সাহস প্রদান করত ধর্ম্মের পথ মুক্ত কর, আমাকে জগদারাধ্য তোমার চরণ-সেবার দাসী করিয়া লও; বালিকা যুক্তকরে মুক্তহৃদয়ে মনে প্রাণে দেবতার পদে প্রার্থনা জানাইল।

যে দিন বসুদেব বসুমতী জগন্নাথের শ্রীপদে কন্যাকে অর্পণ করিবার জন্য শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন; তাহার পরদিন জন্মাষ্টমী তিথি। পুরীতে মহামহোৎসব, দেশবিদেশ হইতে অসংখ্য লোক সমাগত হওয়ায় শ্রীধামে একেবারে লোকারণ্য হইয়াছে। দক্ষিণাপথ হইতে আজ কয়েকদিন হইল—একজন পরম বৈষ্ণব ব্রহ্মচারী যুবক আসিয়াছেন। ভারতের এবং বাঙ্গালার নানাদেশ বিষ্ণুপ্রেমে উন্মত্ত করিয়া সুবিমল সাধন-বিভায় বিভাষিত হৃদয়ে আজ শ্রীক্ষেত্রের সুনির্ম্মল গগনে উজ্জ্বল কিরণোদ্দীপ্ত চন্দ্রমার ন্যায় সমুদিত হইয়াছেন, পুরীর গগন পবন, মন্দির প্রাঙ্গণ হরিনামে মুখরিত করিতেছেন। সকলেই

সেই ব্রহ্মচারী যুবকের কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত স্বরলহরী আকর্ণন করিয়া, ভক্তপ্রাণের অমিয় উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া পাগলের ন্যায় সেই পাগলপারা ভক্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। পুরীর রাজা আনন্দদেব ও প্রধান পাণ্ডা শ্রীধর মহান্তী আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়া এই সাধকপ্রবরের সেবায় রত হইয়াছেন। শুনা যায় তিনি দক্ষিণাপথের মাধ্বাচার্য্যের শিষ্য।

ব্রহ্মচারী ঠিক যুবকাবস্থা প্রাপ্ত না হইলেও কৈশোরের প্রান্তসীমায় পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহার তেজোদৃপ্ত বদনকান্তি, তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট শরীরের গঠন-পারিপাট্য দেখিলে সহজে তাঁহার বয়স অনুমান করা যায় না, তাঁহার আগমনে পুরীধামে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরেও যেন একটা সারা পড়িয়া গিয়াছে। মহিমময় মহাপুরুষের আগমনে দেবতারাও জাগিয়া উঠেন,—প্রভু জগন্নাথেরও আজ সেই ভাব, সঙ্গোপনে ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপনে যেন তাঁহারও প্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মচারীর বয়স অনুমান ষোড়শবর্ষের অধিক হইবে না।

নবদ্বীপের রাজা লক্ষ্মণসেনও জন্মাষ্টমী উপলক্ষে পুরীধামে আসিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মচারীর প্রাণপোরা ভক্তিভাব দেখিয়া, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষের সেই অরুণ রাগরঞ্জিত আকর্ষণী চাহনী দেখিয়া তাঁহার সহিত পরিচয় করিতে, তাঁহার সহিত মাখামাখি করিয়া জীবন ধন্য করিতে বড়ই উৎসুক হইলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই প্রেমোন্মত্ত সাধক ব্রহ্মচারী গভীর জনতার মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন ; বহু আকুলি বিকুলি সন্ধানেও রাজা আর তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাওয়ায় হতাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলেন।

বসুদেব ও বসুমতীর এ আনন্দধামে আসিয়াও প্রাণের মধ্যে সুখ নাই। এক একবার স্থান-মাহাত্ম্য-জনিত আনন্দ তাঁহাদের হৃদয়ে উকি মারিতেছে বটে, কিন্তু পরক্ষণে কন্যাত্যাগের হৃদয়ভেদী চিন্তা তাঁহাদের সকল সুখের মূল উচ্ছেদ করিয়া দিতেছে। তাঁহারা যেন বিষাদে মুহ্যমান হইয়া সংসার অন্ধকার দেখিতেছেন। তথাপি ধর্ম্মে এমনি বিশ্বাস, এমনি প্রগাঢ় আস্থা যে স্খলিতপদ

হইয়া বিপথে যাইতেছেন না। প্রভুর পদে যাহা মানসিক করিয়াছেন, তাহা উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, অপত্যস্নেহের মায়ামমতা তই বিচলিত করুক, প্রতিজ্ঞাপালন তাঁহাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে।

সমস্ত দিন কন্যা পদ্মাবতীকে প্রাণের মধ্যে আবরিয়া রাখিয়া রাত্রিকালে আরতির পর তাহাকে মন্দিরে রাখিয়া দেশে যাইতে হইবে, ভুলেও আর দৃষ্টি নিক্ষেপ বা তাহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিবেন না। অহো কি ধর্ম্মানুরাগ, কি কঠোর ধর্ম্মপ্রাণতা! যত বেলা যাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী হৃদয়কে ততই দৃঢ় করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীও উৎসাহ পূর্ণ হৃদয়ে ভগবৎপাদপদ্মে আশ্রয় লইবার জন্য ও পিতামাতার প্রাণে শান্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া সুসময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। কয়েক দণ্ড পরে আরতি শেষ হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে লইয়া বাহির হইলেন। চরণ আর চলিতে চায় না, আসি আসি করিয়াও আসা হয় না। মন্দির খুব নিকট হইলেও আসিতে অনেক বিলম্ব হইল। যখন আর দেখিতে পাইব না, আর কোলে করিতে পাইব না, তখন পিতামাতা স্নেহপুত্তলী পদ্মাবতীকে লইয়া কখনও বুকের মধ্যে, কখনও বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া পথে আসিতে লাগিলেন। যখন শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, জনকোলাহল নীরব হইয়াছে, দর্শনার্থী যাত্রিগণ নিশাবাসের জন্য যে যাহার স্থানে গমন করিয়া সুষুপ্তির কোলে মগ্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী কন্যাটীকে লইয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র প্রত্যাদেশ পাইলেন,—"ব্রাহ্মণ! তোমাদের ধর্ম্মে অচল ভক্তি বিশ্বাস দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। পূর্ব্বের প্রতিশ্রুতি মত কন্যা রত্ন আমাকে প্রদান করিতে আসিয়াছ এক্ষণে ঐ কন্যাকে আমার মন্দিরে প্রদান না করিয়া অদূরবর্ত্তী বৃক্ষতলে যে ব্রহ্মচারী যুবক বসিয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম জপ করিতেছে, আমার পরম ভক্ত ঐ

যুবকের করে কন্যাটীকে সমর্পণ কর, ইহাতে তোমাদের পদ্মাবতী যথার্থ সৎপাত্রে পড়িবে, তোমরা সময়ে কন্যা জামাতার দর্শন লাভে সুখী হইবে, আমিও তাহাতে পরম তৃপ্তি-লাভ করিব।"

বসুদেব কন্যাটীকে লইয়া যুবক সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দুর্লভ পাত্র, পদ্মাবতীকে চরণে স্থান দান করিলে বাস্তবিক লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় মিলন সংঘটন হইবে। ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের আদেশ ব্রহ্মচারী যুবককে জ্ঞাপন করিলেন।

আজ কয়েক দিন হইল, দক্ষিণাপথ হইতে যে ব্রহ্মচারী যুবক আসিয়া হরিনামে পুরী মুখরিত করিতেছেন, তিনিই আমাদের গোস্বামিকুল-প্রদীপ গৃহত্যাগী জয়দেব। বাল্যকাল হইতেই জয়দেবের হৃদয়ে ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হওয়ায় উপনয়নের পর তিনি বৃদ্ধ পিতামাতাকে কাঁদাইয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি তীব্র বৈরাগ্যের প্রভাবে জয়দেব গৃহত্যাগ করিয়া বহু দেশ ও তীর্থ ভ্রমণ করত আজ কক্ষচ্যুত ধূমকেতুর মত নীলাচলে আসিয়া উদয় হইয়াছেন। অকপট ভক্তের ভক্তিভরা ভাব দেখিয়া পাণ্ডাগণ তাঁহাকে শ্রীমন্দিরেই অবস্থানের আদেশ দিয়াছেন; ভক্ত স্বাধীন ভাবে মন্দিরের যথায় তথায় নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইতেছেন।

জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে শ্রীমন্দির বিষম জনসঙ্কুল দেখিয়া জয়দেব আরাত্রিক শেষ হইবার পর কিঞ্চিৎ প্রসাদ ভোজন করত যখন নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে সমস্ত দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লান্তশরীরে একটু তন্দ্রাবসাদ উপভোগ করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে সংসার-বিরাগী জয়দেবের কর্ণে ব্রাহ্মণের সেই কঠিন বাণী একটা বিষম আঘাত করিল। জয়দেব বলিলেন,—আপনি এ কি অনুরোধ করিতেছেন, আমি যে সংসারত্যাগী, সন্ন্যাসী, চিরকুমারাবস্থাবলম্বনই আমার ব্রত! প্রভু কি আমার প্রতি এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন?

"ব্রাহ্মণ কখন মিথ্যা কথা কয় না।" আমি স্বকর্ণে শুনিয়া প্রভুর আদেশ আপনাকে জ্ঞাপন করিলাম, বলিয়া বসুদেব কন্যাকে তথায় রাখিয়া প্রস্থান

করিলেন, আর ফিরিয়াও চাহিলেন না। যথায় পত্নী বসুমতী অবস্থান করিতেছিলেন, তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুইজনে নীরবে অশ্রু মোচন করিতে করিতে প্রভাত সময়ে বাড়ী ফিরিলেন। ধর্ম্মরক্ষার শেষ অভিনয় সমাপন করিয়া ধর্ম্মবীর ব্রাহ্মণ বীর্য্যবতী পত্নী বসুমতীসহ সেই দিনই শ্রীধাম পুরুষোত্তম পরিত্যাগ করিলেন।

জয়দেব দেখিলেন—কুমারী অসামান্য রূপবতী। কৈশোরের শেষ সীমায় অর্থাৎ এই বয়ঃসন্ধিতে পদার্পণ করিয়া স্ফুটনোন্মুখযৌবনের প্রাণমাতান সৌন্দর্য্যভাতি লইয়া অরুণোদয়ের কমলকলিকার মত আভাময়ী। কন্যাটী স্বভাব-সুন্দরী হইলেও দেবদাসী করিবার জন্য বসুদেব বসুমতী সেদিন তাহাকে বেশভূষায় অতীব সজ্জিত করিয়া আনিয়াছিলেন। পদ্মাবতীর রূপের তুলনা নাই, দরিদ্রতামেঘে এ মুখচন্দ্র সমাচ্ছন্ন হইলেও আজ পিতৃদত্ত সাজসজ্জায় দেবতার উপহাররূপে কি এক কমনীয় কান্তি তাঁহার শ্রীসৌন্দর্য্যের অসীম বিশিষ্টতা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। যাহা দেখিলে অতি বড় পাষণ্ডের হৃদয়েও স্নেহের উদ্রেক হয়, জয়দেবের ভক্তিকোমল দয়ার্দ্র হৃদয়ে যে দয়ার বিস্তৃতি লাভ করিবে, তাহার মধুর মোহিনী রূপ যে তাঁহারে মুগ্ধ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

জয়দেব ব্রাহ্মণ, জয়দেব ভক্ত, জয়দেব কবি। সুতরাং তদীয় হৃদয় সত্ত্ব ময়। সে সৌন্দর্য্যময়ী, কৈশোরসীমান্তবর্ত্তিনী পদ্মাবতীকে জয়দেব আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। দৈববাণী শিরোধার্য্য করিয়া বলিলেন, যখন প্রভুর আদেশ, যখন তিনিই আমাকে সন্ন্যাস ত্যাগ করাইয়া সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করিতেছেন, তোমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করাই যখন তাঁহার ইচ্ছা, তখন মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। কিন্তু তুমি কি আমার সহিত কঠোর ব্রত অবলম্বন করিতে পারিবে, আমি যে ব্রহ্মচারী?

পদ্মাবতীও এই অল্প বয়সে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্মার্ত্ত-পিতা বসুদেবের নিকট কয়েকখানি স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—পিতামাতা যখন আপনার পদে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন আর

দীনবন্ধু জগন্নাথ যখন আদেশ করিয়াছেন, তখন যত কষ্টই সহ্য করিতে হউক, আমি আপনার চরণ ছাড়িব না। আপনার চরণসেবার দাসী হইবার জন্য আমি নিয়োজিত হইবই হইব আর আপনি যে বলিতেছেন আমি ব্রহ্মচারী, কিন্তু স্মৃতিশ্রেষ্ঠ মনুসংহিতায় ব্রহ্মচারীর পত্নীগ্রহণে ত কোথাও নিষেধ আজ্ঞা প্রচারিত নাই, ব্রহ্মচারী ত মনু মহারাজের মতে পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন। মহাপণ্ডিত ভক্তচূড়ামণি আপনি, দাসী জ্ঞানহীনা, আপনাকে আর কি উপদেশ প্রদান করিবে? অধীনাকে শ্রীপদসেবার ভার প্রদান করিয়া নারীজন্ম সার্থক করুন। পদ্মাবতীও জয়দেবের অনিন্দ্যসুন্দর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ রূপ কি মানবের সম্ভবে; এ লাবণ্য যে দেবতার বরবপুঃ-বিনিসৃত। ইনি নিশ্চয়ই কোন দেবপ্রভায় প্রভাবান্বিত হইয়া চিরকিঙ্করী পদ্মাবতীর হৃদয়রঞ্জনে মর্ত্ত্যে নররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

জয়দেবের প্রাণ ব্রহ্মচারীর মত প্রথমে কঠোর ছিল। বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে হইবে বলিয়া তিনি প্রথমে কিছু কঠোরতা অবলম্বন করিয়া পদ্মাবতীকে স্থানান্তর গমনের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। তার পর শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যখন পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার মন বুঝিবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করিয়াও যখন পারিয়া উঠিলেন না, পদ্মাবতীর সেই ধর্ম্মভাব-বিমণ্ডিত সরল প্রাণের তরল উচ্ছ্বাস, তাঁহার কোমল প্রাণের জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী যখন তাঁহার সকল বাধা বিপত্তির খণ্ডন করিয়া দিল, তখন জয়দেবের হৃদয় কঠোরতা পরিহার করিয়া কবি-হৃদয়ের অভাবনীয় নম্রতা অবলম্বন করিল। ভাবুক কবি ভাববিভোর চিত্তে মানব জীবনের ঈপ্সিত বস্তু, ধর্ম্মকর্ম্মের চিরসহায়-রূপিণী, প্রণয়-রাজ্যের করুণাময়ী রাণী স্বরূপিণী পদ্মাবতীকে আগ্রহ-আলিঙ্গনে বাঁধিয়া বক্ষে তুলিয়া লইলেন।

আশ্রয়হীনা কিশোরী পদ্মাবতী আজ নন্দকিশোরসম জয়দেবের প্রণয়সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিলেন। মাধবী আজ সহকারে জড়িত হইয়া প্রেম-প্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিল। সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী শ্রীমদ্

জয়দেব গোস্বামীর সহিত বিদুষী কুমারী পদ্মাবতীর শুভ পরিণয় সম্মিলন, পরস্পর পরস্পারের হৃদয় বিনিময়ে একত্ব সম্পাদন আজ শ্রীশ্রীক্ষেত্রে জগদারাধ্য জগদ্বন্ধু চরণে সুসমাহিত হওয়ায় তাঁহারই চিরজয়যুক্ত আশীর্ব্বাদ বিমণ্ডিত হইল। প্রভুর কৃপায় তাঁহারা চিরসাফল্যের জয়মাল্যে বিভূষিত হইলেন।



ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দেশের কথা।

তখন দেশে হিন্দু রাজত্ব বর্ত্তমান, তখনও বাঙ্গালা পরাধীনতা-শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া এতদূর হীনবীর্য্য হয় নাই, তখনও সেনবংশের কুলপ্রদীপ মহারাজ লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপের সিংহাসনে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন, তখনও বিদেশীর হস্তে আক্রান্ত হইয়া দেশে ধর্ম্মের এরূপ অধঃপতন হয় নাই। রাজা ধর্ম্মভাবে প্রকৃতি রঞ্জন করিয়া "রাজা" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন। রাঢ়ে বঙ্গে এক করিয়া মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যখন প্রজা পালন করিতেছিলেন, বীরভূমের কেন্দুবিল্ব তখন তাঁহারই অধীন একটী প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। রাজচক্রবর্ত্তী লক্ষ্মণ সেনের বিজয়পতাকা শুধু এই সামান্য পরিধি মধ্যে বিস্তৃত ছিল না, সুদূর পশ্চিমাঞ্চল পর্য্যন্ত তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়া লক্ষ্মণ সেনের প্রবল প্রতাপ বিঘোষিত করিত। ধর্ম্মভাবে প্রজাপালন তাঁহার শাসনতন্ত্রের মূলমন্ত্র ছিল। তাই সামান্য দিনের মধ্যে তাঁহার রাজত্ব এত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, এক নবদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করা কঠিন হইত বলিয়া "লক্ষ্মণাবতী" নামে আর একটী স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ প্রভৃতির প্রতিকার করিতে হইয়াছিল।

তখন প্রজাবর্গের সকল প্রকার দুঃখদৈন্য, বিপদাপদের কথা রাজার কর্ণগোচর করিবার প্রথা ছিল, রাজা তাহার প্রতিকারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন, এই জন্য প্রকৃতিপুঞ্জের নিকট তিনি দেবতা বলিয়া পুজিত হইতেন। প্রকৃতি-রঞ্জনই হিন্দু রাজার বৈশিষ্ট্য, যে রাজা তাহা না করিতেন, তিনি রাজা নামের অযোগ্য।

পুত্র যখন উপনয়নের পর গৃহ ত্যাগ করিল, বহু চেষ্টাতেও যখন তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন দেশ ছাড়িয়া সে নিশ্চয়ই কোনও পুণ্যক্ষেত্রে, হিন্দুর কোন পবিত্র তীর্থে চলিয়া গিয়াছে; ভোজদেব ও বামাদেবী মনোমধ্যে এরূপ অনুমান করিয়া পুত্রান্বেষণে একবার তীর্থস্থান ভ্রমণের মানস করিলেন। সকলে তোলাপাড়া করিতে লাগিল,—জয়দেব যেরূপ অল্পবয়স্ক, তাহাতে সে সেরূপ সঙ্কল্প করিলে নিশ্চয়ই মারা যাইবে, কারণ তখন তীর্থের পথ বিষম বিপদসঙ্কুল ছিল। বালক একাকী সে পথে পরিভ্রমণ করিলে হিংস্র জন্তুর কবলে তাহাকে প্রাণ হারাইতে হইবে, যান-বাহন-বিহীন সেরূপ পথে বালক কখন পৌঁছিতে পারিবে না। সকলের এ অনুমান দৃঢ়তর হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সে বিশ্বাস আদৌ মনে পোষণ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণের পুত্র, যে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা করে, যার প্রাণ ধর্ম্ম কর্ম্মে এত সংযত, তাহার অকাল-মৃত্যু কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। জয়দেবের মত আচারবান্, স্বধর্ম্মনিরত ব্রহ্মচারী অকালে কালকবলে কবলিত হইলে শাস্ত্র মিথ্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম সমস্ত মিথ্যা হইবে, অতএব সে মরে নাই, গৃহ ত্যাগ করিয়া কোনও তীর্থ স্থানে অবস্থান করিতেছে।

পুত্র-অন্বেষণে তীর্থ স্থানে গমন করিতে হইলে, তাঁহাদের এ আকাঙ্ক্ষা অচিরকাল মধ্যে পরিপূর্ণ করিতে হইলে রাজার শরণাপন্ন হওয়া একান্ত আবশ্যক, নতুবা মনোরথসিদ্ধির অন্য উপায় নাই ভাবিয়া ভোজদেব মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের নিকট নিজ দুঃখ জ্ঞাপন করিয়া তীর্থ গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। প্রজার অভাব অভি-যোগ নিরাকরণের জন্য রাজার দায়িত্ব সমধিক। বিশেষতঃ কেন্দুবিল্বের গোস্বামী বংশের মানসম্ভ্রম, তাঁহাদের ধার্ম্মিকতা, তাঁহাদের আশ্রমোচিত আচারনিষ্ঠা চিরপ্রসিদ্ধ। ভোজদেবকে মান্য করিত না এমন লোক তখন খুব কমই ছিল। রাজা লক্ষ্মণ সেন তাঁহাদের গুণগ্রামে চিরদিনই মুগ্ধ ছিলেন।

ভোজদেব সস্ত্রীক নবদ্বীপে গমন করিয়া পুত্রান্বেষণে তীর্থে যাইবার জন্য সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, রাজাও তাহাতে অস্বীকার করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তখন মথুরার রাজা জয়সিংহের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ চলিতেছে ; কখন যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ হয়—তাহার স্থিরতা নাই, শত্রুহস্তে রাজপুরী আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, ইহার পর পথ-ঘাটও বেশ নিরাপদ নহে ; কি জানি যদি পথিমধ্যে কোন বিপদ সংঘটন হয়। এই জন্য মহারাজ লক্ষ্মণ সেন পুত্রশোকাতুর পিতা মাতাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—আপনারা কিছুদিন অপেক্ষা করুন, আমি সত্বর আপনাদের পুত্রের সন্ধান করিয়া দিতেছি। এখন যেরূপ দুর্দ্দৈব বুঝিতেছি, তাহাতে হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া পথে বাহির হওয়া কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে ; আপনার পুত্রের কিরূপ আকৃতি প্রকৃতি, তিনি কবে গৃহত্যাগ করিয়াছেন—বলুন, আমি উপযুক্ত কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দিতেছি।

তখন রাজার প্রতি সকলেরই অচল ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল, রাজা প্রজার হিতার্থে সেইরূপ স্বার্থত্যাগী হইয়া অভিলাষ পূর্ণ করিতেন, এজন্য রাজবাক্য বেদ-বাক্য বলিয়া সকলেই মান্য করিত। মহারাজা লক্ষ্মণসেন যখন আশ্বাস দিয়াছেন, তখন আর ভয়ের কারণ নাই, তাহাদের দুঃখ দূরীকরণের নিশ্চয়ই একটা উপায় উদ্ভাবিত হইবে ভাবিয়া ব্রাহ্মণ জয়দেবের স্বরূপ বর্ণনা করিলেন এবং কাশীতে যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস তাঁহার পুত্র কাশীতেই গিয়াছে। কিন্তু মহারাজ লক্ষ্মণ সেন জয়দেবের আকৃতি প্রকৃতি অবগত হইয়া এবং তিনি উপনয়নের পর নবব্রহ্মচারী বেশে তীর্থ পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন শুনিয়া বুঝিলেন—সে বালক কাশীতে নাই। ইতঃপূর্ব্বে মহারাজ জন্মাষ্টমীর সময় পুরুষোত্তমে গিয়া যে দেবকল্প ব্রহ্মচারীর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, যাঁহার কোকিল-কণ্ঠের হরিনাম কীর্ত্তন শুনিয়া মুগ্ধ চিত্তে পদাশ্রয় লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন ; ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর পুত্র যে সেই মহাপুরুষ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ; এমন পবিত্র বংশে এবং এমন ধার্ম্মিক পিতামাতার পুত্র না হইলে কি এত অল্প বয়সে এরূপ

সাধনসুকৃতি সম্ভবপর হইতে পারে? সেই বিপ্রশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মচারীই ইঁহাদের নয়নের মণি, হৃদয়ের ধন, আহা! সে পুত্র হারা হইলে আর পিতামাতা পাগল হইবে না! পুত্রশোকে তাঁহাদের হৃদয় পুড়িয়া যে ছাই হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? তবে তিনি ত এখন কাশীতে নাই—পুরুষোত্তমে, কিন্তু এ সময় ইঁহাদিগকে কি প্রকারে লইয়া তথায় গমন করা সম্ভবপর হইতে পারে, একটা বিপদ উদ্ধার করিতে গিয়া কি বহু বিপদের সৃষ্টি করিয়া ফেলিব, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দম্পতীকে কি প্রাণে মারিয়া ব্রহ্মহত্যাপাতকে নিজ বংশের অকল্যাণ সাধন করিব?

রাজা ব্রাহ্মণ দম্পতীকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া লোক পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং তাঁহাদের পুত্র যে কাশীতে না গিয়া পুরীতে গিয়াছেন, তিনি স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া আশ্বাসবাক্য দান করিলেন—কোন চিন্তার কারণ নাই, জয়দেবকে তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবেন, এখন পুরুষোত্তমের পথ কণ্টকাকীর্ণ, প্রবল শত্রু পথে হানা দিয়া বসিয়া আছে, নবদ্বীপের লোক পাইলেই বন্দী করিতেছে। কোন লোকের সহিত তাঁহাদিগকে পাঠান, আর শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিয়া বন্দী করাইয়া দেওয়া একই কথা। রাজা সান্ত্বনাবাক্য দানে কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলিলেন, পুত্র জীবিত আছে এবং পথ একটু সুগম হইলেই তাহাকে আনিয়া দিবেন। এই বিশ্বাসে ভোজদেব ও বামাদেবী "প্রাণেমরা" হইয়া অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

কিছুদিন পরে বিষম যুদ্ধ বাধিল। মথুরার রাজা জয়সিংহকে মহারাজ লক্ষ্মণসেন বড়ই ভাল বাসিতেন, তাঁহাকে মিত্র রাজা বলিয়া অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু জয়সিংহ আজ বিশ্বাসঘাতক হইয়া প্রবল প্রতাপশালী নবদ্বীপাধিপতির বিষনয়নে পড়িল, রাজ্যভ্রষ্ট ও বন্দী হইয়া আপন কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে লাগিল। কাশীনরেশ এই পাপাত্মার দ্বারা উত্তেজিত হইয়া মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে নিজের অক্ষমতার বিষয় বুঝিতে পারিয়া শরণাপন্ন হইলেন, মহানুভব লক্ষ্মণসেন তাঁহার সকল অপরাধ

মার্জ্জনা করিয়া মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে কাশীনরেশকে রাজ্যচ্যুত না করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে সমভাবেই প্রতিষ্ঠিত করত আপনার মিত্র বলিয়া গণ্য করিয়া লইলেন।

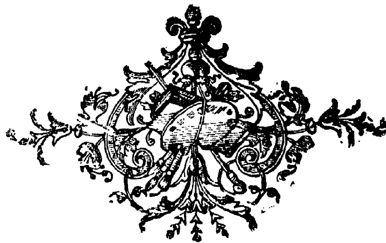
ভোজদেব ও বামাদেবী আর কেন্দুবিল্বে গমন না করিয়া নবদ্বীপ রাজবাটীতেই একপ্রকার জীবন্মৃত হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট মান্য করিয়া নিজ রাজধানীতে রাখিয়া তাঁহাদের সকল প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন; যাহাতে এই পুত্রশোকাতুর পিতামাতার কোন প্রকার কষ্ট না হয়, তাহার জন্য দাসদাসীর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। মহারাজের নিকট ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দেবতার ন্যায় পূজিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে সুখ কোথায়! যে মর্ম্মদুঃখে তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, বাহ্যিক প্রলেপে—কেবল মুখের সান্ত্বনা বাক্যে তাহা দূরীভূত হইতে পারে না, মর্ম্মদাহী পুত্রশোকানল নির্ব্বাণের উপায় একমাত্র প্রাণপ্রিয় পুত্রের দর্শন ভিন্ন কোন সান্ত্বনায় তাহা অপনোদন হইতে পারে না।

বামাদেবী এখানে আসিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন, পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর নিকট প্রাণের প্রার্থনা জানাইয়া বলিতেন—মা সুরশৈবলিনী! হয় আমার জয়াকে আনিয়া দাও, না হয় তোমার সুশীতল কোলে এ অভাগা অভাগিনীকে স্থান দাও, একমাত্র পুত্রের অদর্শন-যাতনা আর আমরা সহ্য করিতে পারি না। ভোজদেব পুত্রশোকে এই বৃদ্ধ বয়সে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন, শোকে দুঃখে দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, হৃদয় নৈরাশ্যের অন্ধকারে পড়িয়া হতাশ অবসাদে ভরিয়া গিয়াছে; তিনি আর চক্ষে ভাল দেখিতে পান না, কোথাও যাইবার শক্তিও আর তাঁহার নাই। যেখানে বসিয়া থাকেন, সেইখানেই প্রিয়পুত্রের স্মৃতি বুকে করিয়া কেবল নীরব রোদনে ধরাতল অভিষিক্ত করেন; বৈষ্ণব-চূড়ামণি পরমভাগবত পণ্ডিতাগ্রগণ্য জয়দেবের মত একমাত্র পুত্র যাঁহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহাদের অবস্থার কিরূপ বিপর্য্যয় হইয়াছে, তাঁহারা কিরূপ হৃদয়ভেদী দুঃখ অনুভব করিতেছেন—তাহার কি আর বর্ণনায়

বুঝাইবার ভাষা আছে? বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল এরূপ রত্ন হারাইয়া তাঁহারা যে এতদিন জীবিত আছেন, ইহাই তাঁহাদের ভীষণ কর্ম্মফল অথবা ভগবানের দোর্দ্দণ্ড শাসন ভিন্ন আর কি বলা যাইবে? রাজা লক্ষ্মণসেনও তাঁহাদিগকে খুব সাবধানে রাখিয়াছেন, পাছে তাঁহারা দারুণ পুত্রশোকে আত্মহত্যা করিয়া ফেলেন, এইজন্য রাজার সতর্কতা অবলম্বনে কিছুমাত্র ক্রটী নাই; বামাদেবী গঙ্গাস্নানে গমন করিলেও সঙ্গে সঙ্গে দাসী প্রেরণ করিয়া থাকেন—একাকিনী কোথাও যাইতে দেন না। ভোজদেবও কোথাও বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিলে লোকদ্বারা তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন। হিন্দু রাজা লক্ষ্মণসেন দুঃখীর দুঃখ অপনোদনে, শোকার্ত্ত বিপদ্‌গ্রস্ত প্রজার শোকদুঃখ সংহরণে সতত সচেষ্ট, কিন্তু বিধাতার এ "দেওয়া-দুঃখ" কর্ম্মফলের এ মর্ম্মভেদী দুর্ব্বিপাক, তিনি কেমন করিয়া দূর করিবেন? দেবকৃপা ব্যতীত এ দুঃখ দূরীভূত হইবার নয়, মানুষ চেষ্টা করিয়া যতটুকু পারে—রাজা তাহা করিতেছেন।

বামাদেবী স্বামীর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পুত্র অন্বেষণে তীর্থে যাইবার বাসনা একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ জীবনের যত সুখ তাহা ত হাড়ে হাড়ে ভোগ করিলাম, এক্ষণে জীবনসন্ধ্যার আরাধ্য স্বামী-সেবায় বঞ্চিত হই কেন, জীবনে যদি সুখী হইবার আশা থাকিত, তাহা হইলে জয়া আমার এত পণ্ডিত হইয়া, এত বুদ্ধিমান্ হইয়া বুদ্ধিহীনের মত আমাদিগকে ফেলিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে কেন? সে কি জানে না যে পিতামাতা জীবিত থাকিতে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার নাই? যাহা হইবার তাহা ত হইল, এমন সকল সুখের আধার, সকল তীর্থের সার স্বামীর সেবায় জীবনের পথ মুক্ত করি। এ অবস্থায় তাঁহাকে ফেলিয়া বা তাহার মত স্থবিরকে লইয়া তীর্থগমন পাপার্জ্জন ভিন্ন কিছুই নহে; এ অন্ধাবস্থায় বিদেশ গমন করাও যুক্তিযুক্ত নহে; এমন স্বামীর পদ মোক্ষপদ ভাবিয়া তাঁহাতেই জীবন উৎসর্গ করিলেন। তবে প্রতিদিন রাজার নিকট পুত্রের অন্বেষণ-অনুযোগ করিতে ছাড়িলেন না। প্রত্যহ সে বিষয়ের জন্য স্মরণ করাইয়া দিয়া রাজার নিকট কাঁদিয়া কাটিয়া বুক ভাসাইয়া দিতে লাগিলেন।

আর কাঁদিয়া আকুল হন—তাহার প্রাণের দেবতা দীনের বন্ধু দীনবন্ধুর নিকট ; তাঁহার চরণে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া প্রাণের ভাব শ্লথ করিয়া থাকেন। যে করুণাসিন্ধু দীনবন্ধুর কৃপাবিন্দু পাইলে জীবনের সকল কামনা সুসিদ্ধ হইতে তিল মাত্র বিলম্ব হয় না, বামাদেবী অকপট হৃদয়ে সেই অভয়চরণে আত্মনিবেদন করিয়া সকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করেন।



সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মিলন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—ভোজদেব ও বামাদেবী পুত্রকে উন্মনা দেখিয়া, গৃহস্থাশ্রমে জয়দেবের অনাস্থা দেখিয়া উপনয়নের পরই তাঁহাকে বিবাহিত করিয়া দিবেন, সংসারে আবদ্ধ করিয়া দিলে আর তাহার চিত্তচাঞ্চল্য থাকিবে না, নব-প্রণয়িনীর প্রণয় আকর্ষণে তাহার অস্থির চিত্ত সুস্থির হইয়া যাইবে—সে গৃহী হইয়া আদর্শ সংসার পাতিলে ধর্ম্মের সংসারে তাঁহারাও শেষ জীবনটা বেশ সুখে কাটাইয়া দিবেন, এই আশা করিয়া একটী পরমাসুন্দরী পাত্রীও স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই, ভগবান্ তাঁহাদের সে সাধে বাদ সাধিয়াছেন, তাঁহাদের মনের আশা মনেই লয় করিয়া দিয়াছেন।

আজ জয়দেব শ্রীক্ষেত্রে আসিতে না আসিতেই জানি না ভগবান্ কেন তাহাকে আবার সংসারী হইতে বাধ্য করিয়া বসুদেবদুহিতা পদ্মাবতীর পাণি-গ্রহণের আদেশ করিলেন। পরম বিচারী ত্রিলোকারাধ্য শ্রীভগবানের ইচ্ছা, তাঁহার বিচার-বিবেচনার বিরুদ্ধে নগণ্য সৃষ্টির জীব আমরা কি মন্তব্য প্রকাশ করিব? পিতামাতার সমক্ষে তাঁহাদের জীবনের এ মহা আশা পূর্ণ না করিয়া সুদূর তীর্থ-বাসে এ অপূর্ব্ব মিলন সংঘটন দেখিয়া বুঝিলাম—ইহাতে তাঁহার কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। জয়দেব নারায়ণের অংশাবতার, পদ্মাবতীও লক্ষ্মী-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, লক্ষ্মীনারায়ণের শুভ পরিণয়, এ শুভ সম্মিলন এইরূপ পুণ্যতীর্থে না হইয়া আর কোথায় হইবে! ভগবান্ নিজের সমক্ষে এ মহামিলন সংঘটন করিবেন বলিয়া তাঁহার এত ছলনা—এত খেলা।

শুভ বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, জয়দেব পদ্মাবতীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন শুনিয়া পুরীর রাজা আনন্দদেব বড়ই প্রীত হইলেন। জয়দেবের ন্যায়

মহাভক্ত সন্ন্যাসী হইলে সংসারীর পক্ষে তাঁহার দর্শন লাভ সুলভ হইবে না। তিনি হয়ত কোন দুর্গম গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়া লোকলোচনের অতীত হইবেন, তাঁহার সুধামাখা ভক্তিকীর্ত্তন শুনিয়া মানবজীবন ধন্য করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। সংসারী হইলে তাঁহার দর্শন লাভ সকলের পক্ষেই সুলভ হইবে—রাজা আনন্দ-দেবের আনন্দ লাভের ইহাই প্রধান কারণ।

রাজা আনন্দদেব বসুদেবের পরিচয় লইয়াছিলেন। লৌকিক নিয়মে এবং সামাজিক হিসাবেও জয়দেব এবং পদ্মাবতীর মিলন রাজঘোটক হইয়াছে, স্বঘরে ও গোত্রে কোনও প্রকার অমিলন হয় নাই। জয়দেব বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার পিতামাতা যে পাত্রীর সহিত বিবাহ দিতে উৎসুক, সেই দরিদ্র বিপ্রকন্যা পদ্মাবতীই আজ শ্রীমন্নরায়ণের কৃপায় তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইলেন।

কবিজীবন অপ্রেমিকের নহে, প্রেমভক্তিবিহীন কঠোর হৃদয়ে কবিত্বকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে পারে না, বিশেষতঃ মধুর বৈষ্ণবধর্ম্মের অমিয়ময় ভিত্তিস্থাপন, কঠিন পাষাণখণ্ডে বা নীরস মরুভূমির রৌদ্রতপ্ত বালুকাস্তূপে হওয়া সম্ভবপর নহে। যে হৃদয়ে প্রেমময়ের প্রাণারাম আসন চিরনিবদ্ধ হইবে, তাহা নবনীত কোমল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কঠিন সন্ন্যাসাশ্রমের বিষম আবর্ত্তে পড়িয়া দিশাহারা হওয়া অপেক্ষা শান্তিময় সংসার তপোবনের ধর্ম্মময় আশ্রমে স্বামী স্ত্রীর মিলন মহাসুখের। রাধাশ্যামের আরাধনায় প্রেমভক্তির উজ্জ্বল মধুর আলাপনে যে সাধন-বৃক্ষের উৎপত্তি হইবে ত্রিতাপতাপিত জীব তাহার শীতল ছায়ায় আশ্রয় হইলে সন্তাপিত প্রাণ সহজে জুড়াইতে পারিবে বলিয়াই শ্রীভগবানের এ মিলনকৌশল, অনির্দ্দিষ্টপথ অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট পথের পান্থবাসেই হৃদয় বিকাশের মহা সুযোগ। দাম্পত্যপ্রেমই স্বর্গীয় প্রেমের সোপান, গুরু মাধ্বাচার্য্যের ইহাই সহজিয়া ভজন" জয়দেব শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জগৎকর্ত্তা শ্রীজগন্নাথের উদ্দেশে নতশির হইলেন।

পদ্মাবতী প্রেমময়ী, আমার সাধন পথে তাহার দ্বারা কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না বরং এই সহধর্ম্মিণীর সাহায্যে আমার সাধন-পথ

বিঘ্নশূন্য হইয়া সত্বর গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইবে। প্রেমিক জয়দেব প্রাণের লালসাময় আলিঙ্গনে পদ্মাবতীকে বক্ষে ধারণ করিলেন। প্রেমের নদী কূলে কূলে ভরিয়া ছিল, আজ সময় পাইয়া সে কুমারী ব্রত ভঙ্গ করত অসীম প্রেমসাগরে আত্মসমর্পণ করিল। সর্ব্বমঙ্গলালয় শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞায়, তাঁহারই ত্রিলোকবন্দিত চরণতলে পতিপত্নীর মিলন—প্রাণের একত্ব সম্পাদন হইল, ঠিক সেই সময়ে মন্দির চত্বরে ভগবানের জন্মাষ্টমী তিথির আরাত্রিক বাদিত্র, শঙ্খঘণ্টার মঙ্গলময় আরাবে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী জয়দেব সাক্ষাৎ প্রেমময়ী পদ্মাবতীকে লইয়া বিশ্ববিধাতা ভগবানের আদেশে সংসার-আশ্রমে প্রথম প্রবেশের উৎসাহ সাফল্য লাভ করিলেন।

সকল আশ্রমই এই সংসার আশ্রমকে ধরিয়া জীবিত আছে—সকল শাস্ত্রেই তাহার পবিত্রতার পুণ্যকীর্ত্তি উজ্জ্বলভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, অতএব এই আশ্রমে থাকিয়া "সহজিয়া ভজনে" শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভজন সাধন করিতে পারিলে, সহজেই তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পারা যায়। এই সংসার আশ্রমের সহজ সাধনায় সহধর্ম্মিণীর সাহায্য বিশেষ কার্য্যকারী এবং আশু ফলপ্রদ, সংসার-যজ্ঞে সহ-ধর্ম্মিণীর সাহায্য পাইলে কোনও প্রকার বিঘ্ন সংঘটনের চিন্তা থাকে না। আমাদের আর্য্য ঋষিগণ, এইজন্য সস্ত্রীক হইয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহারাও সংসারধর্ম্মের সুযশ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া সুখে ধর্ম্মজীবন অতি-বাহিত করিয়া গিয়াছেন।

জয়দেব স্বাধীনচেতা ভাবুক, ভগবৎপ্রেমে ডগমগ-হৃদয়, কাহারও মুখপ্রেক্ষী হইয়া জীবন ধারণ করিতে তিনি ইচ্ছুক নহেন; রাজা আনন্দদেব চিরদিনই তাঁহাকে সাহায্য করিতে মুক্তহস্ত, কিন্তু তাহাতে তিনি রাজী নহেন। মন্দিরের অনতিদূরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া পত্নীর সহিত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের বৃত্তিই ভিক্ষা, পূর্ব্ব হইতেই তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, পত্নী পদ্মাবতীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। নবীন যৌবনে "স্বামীসোহাগের" পর্ব্বত-আবরণে আবৃত হইয়া তিনি ভিখারিণী সাজিলেন।

যখন এই কোকিলকণ্ঠ বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী কমনীয় কণ্ঠের প্রেমভক্তি-স্থললিত বিনোদ কীর্ত্তনাঙ্গের অবতারণা করিতেন—যখন প্রাণের অন্তস্থল হইতে ভাব-কীর্ত্তনে অনুরাগ স্বর মূর্চ্ছনায় আলাপ করিতেন, তখন ভিক্ষা কি,—যে শুনিত সেই আপনার যথাসর্ব্বস্ব এই ভক্তদম্পতীর পদে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইত। যেখানে ভাবের এত প্রভাব, সেখানে অভাব কোথায়? এই সঙ্গীতেই তাঁহাদের সকল অভাব পূরণ হইত; কে কোথা হইতে যে উপাদেয় খাদ্য দ্রব্যাদি আনিয়া যোগাইত, তাহার স্থিরতা কে করে? তথাপি তাঁহারা দীনহীনের বেশ—সে ভিক্ষুকের বেশ পরিত্যাগ করিলেন না। দীনতাই যে বৈষ্ণবের চিরস্পৃহণীয় অবস্থা তৃণ হইতে স্থনীচ হওয়াই যে তাঁহাদের সাধনার অবলম্বনীয় অবস্থা, এ অবস্থার ব্যতিক্রম কি তাঁহারা করিতে পারেন? রজোগুণের অহংভাব বৈষ্ণবের চির পরিত্যাজ্য—তাই তাঁহারা সাত্ত্বিক ভাবমূলক দরিদ্রতাকে মনে প্রাণে পূজা করিয়া লইলেন। দেবতার নামে যাহা কিছু উপার্জ্জন হইতে লাগিল তাহাতেই ইষ্টদেবতার পূজা-ভোগ প্রদান করিয়া সেই অমৃতোপম প্রসাদান্নে জীবন ধারণ করত পর্ণকুটীরের তৃণশয্যা স্বামী-স্ত্রীর ক্ষিপ্ত প্রাণে স্থখের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল—আনন্দময়ের অমিয় সাগরে প্রেমানন্দ উপভোগ করিয়া সেই নবীন দম্পতী জীবনের দিন গুলি বেশ স্থখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রাজা আনন্দদেব সময়ে সময়ে এই সাধক দম্পতীকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখের ভক্তিপূর্ণ নামগান শ্রবণে মুগ্ধ হইতেন। ভক্ত দম্পতীর কণ্ঠে ভগবানের স্থমধুর লীলাগাথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের মন প্রাণ জুড়াইত, এই ভাব কীর্ত্তনে আত্মহারা হইয়া সকলে বৈষ্ণবধর্ম্মে আসক্তি-সম্পন্ন হইয়া পড়িল, যে বৈষ্ণব ধর্ম্মকে তাহারা এতদিন অবজ্ঞা করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতেছিল আজ সাধক দম্পতীর আকর্ষণে তাহারা আবার গোঁড়া ভক্তরূপে পরিণত হইল, জয়দেব ও পদ্মাবতী অচিরকাল মধ্যে শ্রীক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া পড়িলেন, সকলে তাঁহাদিগকে দেবদেবীর ন্যায় পূজা করিতে লাগিল।

প্রতিদিন মন্দির মধ্যে বসিয়া সাধক দম্পতী উদয় অস্ত ভগবানের ভজন সঙ্গীত গাহিয়া তাহার স্থললিত আলাপনে হৃদয়ের স্তুতিনতি ভগবচ্চরণে উপহার প্রদান করিয়া সন্ধ্যারতির পর কুটীরে আসিতেন, পদ্মাবতী অতি সন্তর্পণে স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করিয়া প্রাসাদান্তে পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন। সমস্ত দিনের এত পরিশ্রমে, অনাহার-জনিত কষ্টে এবং সঙ্গীতের বিষম পরিশ্রান্তিতে ব্রাহ্মণ দম্পতীর দৈহিক কোনও মালিন্য সঙ্ঘটিত হয় নাই, বরং মানসিক ভাব উত্তেজনায় প্রাণান্তিক ভক্তি ভাবনায় তাঁহাদের দেহজ্যোতিঃ তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় প্রভামণ্ডিত হইয়া মানবচক্ষে একটা বিহ্বলচাহনীর সৃষ্টি করিয়াছিল। যে দেখিত সেই বলিত মানবে কি এ জ্যোতি সম্ভবে দেবতার কৃপা-জ্যোতি না পাইলে কি সাধারণ মানুষে এ দীপ্তিভাতি সম্ভাবিত হইতে পারে? মানব দেহ ধর্ম্মভাব-মণ্ডিত হইলে প্রাণের পরতে পরতে এমন ভক্তিভাবের বন্যা ছুটাইতে পারিলে ক্ষয়ের পরিবর্ত্তে দেহ এইরূপ অক্ষয় ললিত-ললাম-কান্তি পরিপুষ্ট হইয়াই থাকে। যথার্থ ভক্ত ভাবুকের প্রতি ভগবানের ইহাই প্রথম ও প্রধান আশীষ বর্ষণ মনের প্রফুল্লতা ও দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনই তাহার বিশেষ লক্ষণ, তবে যাহারা ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভক্ত হইতে চায়, তাহাদের এ দেবদুর্লভ অধিকার লাভ কেমন করিয়া হইবে?

পদ্মাবতী হৃদয়ের নিভৃত নিবাসনিহিত সমস্ত ভালবাসাটুকু অকপটভাবে স্বামিচরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় প্রাণ মন ঢালিয়া দিলেন, সুকুমার হৃদয়রঞ্জকে তিনি প্রাণেরও অধিকভাবে ভালবাসিতে লাগিলেন। পদ্মাবতীর ভালবাসায় এমন একটা অনুরাগ এমন একটা মধুর আকর্ষণ ছিল--যাহাতে প্রেমিক জয়দেব সামান্য দিনের মধ্যে মধুরভাষিণী দেবী স্বরূপে প্রণয়িনীকে হৃদয় দান করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

পদ্মাবতীর ঢল ঢল যৌবনের প্রেম ছল ছল কান্তি, তাহার সেই মধুর স্বভাব সুললিত লজ্জাবনত প্রকৃতি, সংসার বিরাগী জয়দেবকে সাতিশয় মুগ্ধ করিয়া অতি সত্বরই সংসারের সারবত্তা সপ্রমাণ করাইয়া দিয়াছিল। যে সংসারকে

বিস্তৃত বাগুরা, বহু বিঘ্ন বিষাদের আগার অসার বলিয়া তিনি সন্ন্যাসের শান্তি লাভে পিতামাতাকে কাঁদাইয়া ছিলেন, আজ পদ্মাবতীর আদর ভালবাসায় তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রদীপ্ত শান্তি সান্ত্বনায় ইহাকে পরম সুখের আস্পদ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, তিনি পদ্মাবতীর প্রণয়-পয়োধির অনাবিল স্রোতে ভাসিয়া বুঝিলেন—স্ত্রীর ভালবাসা যদি এত অমিয়-মধুর হয় না, জানি পিতামাতার স্নেহ-বাৎসল্য কত মধুর প্রভাব-প্রদীপ্ত, তিনি সামান্য দিন মাত্র সে পরম সুখে সুখী হইয়া আজীবন দুঃখস্রোতে ভাসিতেছেন, পিতামাতার জন্য এইবার তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—সেই দেবদেবীর আরাধ্য পদ পূজা করিয়া জীবন ধন্য করিতে তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল কিন্তু হায়! আমা হেন পাপাত্মার পাপাচরণে কি সেই দেবদেবী এমনও জীবিত? আছেন অধম আমি সেই দেবদেবীর পূজা করিয়া কি আবার মানব জীবন ধন্য করিতে পারিব? ভক্ত জয়দেব কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিলেন।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

স্বদেশে।

আত্মীয় স্বজন শূন্য প্রবাস, জন কোলাহলপূর্ণ তীর্থবাস এখন আর ভক্তকবি জয়দেবের প্রাণে আনন্দ দান করিতে পারিতেছে না, এ স্বজনহীন সুখবাস আর তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, তাই কবিপ্রাণ পল্লীর নিভৃত নিবাসে, জন্মভূমির পরম পবিত্রতাময় তীর্থবাসে, পূজনীয় জনক জননীর চরণ সকাশে, বাৎসল্যরসে মজিয়া স্ববশে ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করত আপনার কবিত্বশক্তি পরিস্ফুরণে বিব্রত হইয়া পড়িল।

দেশে জয়দেবের পিতামাতা নিরন্তর হা পুত্র, হা নয়নের মণি, বাপ! জীবনের শেষ হইতে চলিল, জীবন-নদে আয়ু-সলিল শুষ্ক হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই। এসময় একবার কি তোর চাঁদমুখ দেখিয়া তোর মধুর কণ্ঠের মাতৃ আহ্বান শুনিয়া জীবনের শেষ নিশ্বাস ফেলিতে পাইব না? হে ভগবান্ বাসুদেব, হে দীনবন্ধু দীনশরণ আমাদের শেষ আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ করিবে না? ভোজদেব ও বামাদেবী অনবরত কাঁদিয়া কাঁদিয়া অস্থিপঞ্জর সার করিতেছেন; অন্তিমে ভগবানের দর্শন জন্য কাতর না হইয়া কেবল হা পুত্র হা পুত্র করিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। মায়ামুগ্ধ জনক জননী কেবল গৃহত্যাগী জয়দেবের জন্য কাতর, দিনে দিনে দিন গত হইতেছে, কালের কবলে কবলিত হইতে আর বেশী বিলম্ব নাই, তথাপি কালবরণ কালনিবারণ ভগবানের চরণ স্মরণপথে পতিত না হইয়া কেবল জীবনসর্ব্বস্ব পুত্রের স্মৃতি তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। পুত্রের সেই নশ্বর অধর চিন্তাই এখন তাঁহাদের ইষ্ট চিন্তার স্থান অধিকার করিয়াছে।

এদিকে জয়দেবও পূজায় বসেন, মনে প্রাণে ইষ্টদেবতার শ্রীপাদপদ্ম হৃদিপদ্মে সমারূঢ় করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু মন স্থির হয় না প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরিয়া উঠিয়া যেন সব শূন্য, সব পণ্ড হইতেছে বলিয়া জ্ঞান হয়। জয়দেব এতদিন প্রবল ভক্তি-স্রোতে দেশ মাতাইয়া শ্রীহরির সর্ব্বমূলাধার পাদপদ্মে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া আজ এ কি ভীষণ অস্থিরতা তাঁহার হৃদয় অধিকার করত তাঁহাকে ভক্তিহীন, ভাবহীন, শ্রীধরের পূজায় দিন দিন চিত্তবিহীন করিয়া ফেলিতেছে। জয়দেবের প্রাণে আর তিলমাত্র সুখ নাই, অনবরত নয়ননীরে বুক ভাসাইয়া ডাকিতেছেন—হে অনাথের নাথ দীনবন্ধু হরি! কোথা তুমি, দাসের প্রতি এখন এত নির্দ্দয় হইয়াছ কেন প্রভু! ডাকিয়া ডাকিয়া আর যে সাড়া পাওয়া যায় না, প্রাণের মধ্যে তখনকার মত একবার উকী মারিয়াও যে আর তোমার এ পদানত দাসকে কৃতার্থ কর না চরণে কি অপরাধ করিয়াছি ঠাকুর! তোমাকে পাইবার জন্য, হৃদয়ের মধ্যে তোমাকে পূরিয়া রাখিবার জন্য আমি যে জীবনের সকল আশা ভরসা ছাড়িয়া কেবল হা কৃষ্ণ, হা করুণাসিন্ধু বলিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছি; তোমার রাতুল চরণ দর্শন জন্য কত কষ্টকর পথ অতিবাহিত করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় কত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া শেষে তোমার এই দিব্যধামে আসিলাম—তোমার চরণতলে মস্তক নত করাইয়া প্রথম প্রথম আশা দিলে অনন্ত হৃদয়ে শান্তিবারি দান করিয়া কৃতার্থ করিলে, মনে করিলাম এ শান্তি বোধ হয় আমার চির অশান্তি নাশ করিল কিন্তু কই প্রভু! আর ত হৃদয়মন্দিরে উদয় হও না, আর ত দেখা দিয়া চির প্রসন্ন ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর না, কি হইল দয়াময় বলিয়া দাও দাসের অপরাধ কি? তবে কি গৃহত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহী হইয়া অপরাধী হইয়াছি কিন্তু তাহা ত আমি স্বইচ্ছায় হই নাই তুমিই ত আমাকে গৃহী হইতে বাধ্য করিয়াছ; দয়াল প্রভু! অধীনের অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জ্জনা কর, প্রাণারাম! প্রাণের আধার দাঁড়াইয়া নিষ্পন্দ প্রাণের স্পন্দন সমাহিত কর। ভক্তপ্রাণের ভাবোচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল, দুকূল ভাঙ্গিয়া সে উচ্ছ্বাসতরঙ্গ অশ্রুরূপে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিল।

স্বামীর বিষাদ-মলিন বদন-সরোজের গম্ভীর ভাব দেখিয়া পার্শ্বস্থিত পদ্মাবতীও বিষম চিন্তায় আকুল হইয়াছেন। অভাগিনীর অদৃষ্টে যদিও সুখের সুবাতাস বহিল, যদিও ভগবান্ তাহাকে আশ্রয় দান করিয়া সুখী করিলেন, তবে অকালের কালমেঘ তাহা অন্ধকারময় করিতেছে কেন প্রভু! আমার চিরাশ্রয় তরুর দীর্ঘজীবন দান কর, তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া প্রাণে অনাবিল আনন্দ দান কর, ক্ষীণা ব্রততী যেন এই রসালের পদতলে পড়িয়া জীবনের সকল সাধ পূর্ণ করিতে পারে। হে বিশ্বপ্রাণ! আমার প্রাণেশ্বরের প্রাণে শান্তি দাও। ভক্তাধীন! ভক্তের প্রতি সদয় হও। পতিপত্নী আজ সজল নয়নে ইষ্টদেব রাধাশ্যামের দর্শন-লালসায় অস্থির, আজ আর তাঁহাদের নিদ্রা নাই।

রজনীর মধ্যম যামে পদ্মাবতী বিষাদে ক্ষীণা হইয়া কুটিরের শীতল মৃত্তিকায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছেন, সোণার কমল ভূতলে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে? জয়দেব তখনও প্রাণফাটা দুঃখে, আকুলিত প্রাণ লইয়া সাধনায় বসিয়া আছেন; প্রেমাশ্রু পতিত হওয়ায় বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। ভক্তাধীন ভগবান্ আর থাকিতে পারিলেন না, হৃদয়কমলে উদয় হইয়া বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলিলেন— ভক্তচূড়ামণি! কে বলিল তোর প্রতি আমি নিদয় হইয়াছি, তোর মত ভক্তকে ছাড়িয়া আমি যাইব কোথায়, আমার থাকিবার আর স্থানই বা কোথায়? আমি চিরদিনই তোর সঙ্গের সাথী; বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৎস! তুমি আমাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়াছ; কিন্তু প্রথমে তোমার কিছু ত্রুটি হইয়াছে বলিয়া সময়ে সময়ে আমার প্রসাদ লাভে বিলম্ব হয়, আমি নিদয় হইয়াছি বলিয়া তুমিও হতাশ হইয়া পড়। হারে! প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা-মাতার মনঃকষ্ট দিয়া গৃহত্যাগ করা কি তোর উচিত হইয়াছে? যাঁহাদের হইতে জগৎ দেখিলে—যাঁহাদের কৃপায় অভীষ্ট দেবতাকে লাভ করিলে, তাঁহাদিগকে কাঁদান কি তোর উচিত হইয়াছে? তোমার মঙ্গলের জন্য তাঁহারা জীবনের সকল সুখৈশ্বর্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া তোমা-গত-প্রাণ হইলেন, তোমার জন্য সকল প্রকার যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করিতেও তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইলেন না; এ হেন

মঙ্গলালয় পরম পূজ্যপাদ পিতামাতার প্রতি তোমার তাচ্ছীল্যভাব দেখিয়া আমি হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইয়াছি। তাহারাও আমার পরম ভক্ত, তাহাদের হৃদয়ভেদী ক্রন্দন দেখিয়া আমি থাকিতে পারি না, তাই তোমাকে ছাড়িয়া তাহাদিগকে দেখিতেও যাইতে হয়, তোমাকে আর দেখা দেওয়া হয় না। বৎস! পার্থিব দেবতা পিতা-মাতার চক্ষে জল পড়িলে তুমি কোন্ আশ্রমে যশস্বী হইবে? পার্থিব দেবতা পিতা-মাতাকে কাঁদাইলে সন্তানের মঙ্গল ত দূরের কথা, অচিরে নিরয়ই তাহার প্রশস্ত বাসস্থান হয়। পার্থিব দেবতা পিতামাতা কি আমা ছাড়া, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি প্রীতি ভীতি না থাকিলে তাঁহাদিগকে পূজায় সন্তুষ্ট করিয়া আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে না পারিলে, আমার দর্শন বা আশীর্ব্বাদ কে কোথায় লাভ করিয়াছে? তুমি মূর্খ নহ, শাস্ত্রপাঠী সুপণ্ডিত, ভক্তচূড়ামণি; জান না কি, পিতামাতার সন্তুষ্টির জন্য শ্রীবৃন্দাবনে পালক পিতা নন্দের বাধা মাথায় বহিয়াছি; মা নন্দরাণীর কত কঠিন বন্ধন সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই? আর পিতা বসুদেব, জননী দেবকীকে সুখী করিবার জন্য দুরন্ত কংসকে ধ্বংস করিতে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, আর আমার ভক্ত হইয়া তুমি সেই জনক জননীর অপমান করিতেছ, তাহাদিগকে কষ্ট দিতেছ? যাও বৎস! অগ্রে সেই রোরুদ্যমানা দেবীপ্রতিমা জননী ও দেবসদৃশ জনককে সন্তুষ্ট কর, পূজা করিয়া তাঁহাদের প্রীতিসম্পাদন কর; তাঁহাদের দর্শন স্পর্শন স্তবন পূজন করিয়া ভক্তিভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিলে আমার প্রসন্নতা লাভে আর এত কাঁদিয়া বুক ভাসাইতে হইবে না। আমার অংশে তুমি এবং লক্ষ্মী-অংশে পদ্মাবতী এই ধর্ম্মের গ্লানির দিনে কৃষ্ণপ্রেম বিলাইতে ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছ, তোমাদেরই যদি জনক জননীর প্রতি এইরূপ কর্ত্তব্যহীনতা দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অপরে কি করিবে? কর্ত্তব্য কর্ম্মই যে মহাধর্ম্ম! আর বিপথে যাইও না। যাও বৎস! সস্ত্রীক সেই পরমারাধ্যতম জনক জননীর সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিয়া, তাঁহাদিগকে অশেষ প্রকারে সুখী করিয়া জগতে বৈষ্ণবধর্ম্ম-মাহাত্ম্য প্রচার কর। বৎস জয়দেব! পিতা মাতাকে অগ্রণী করিয়া তোমার পল্লীভবনে আমার যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করত তাঁহার পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও, আমি লক্ষ্মীসহ সেই অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া তোমায় কৃতার্থ

করিব, তোমার সাধন ভজনে, প্রাণের পূত আকিঞ্চনে কেন্দুবিল্ব একদিন মহাতীর্থে পরিণত হইবে। এই বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন।

জয়দেবের চমক ভাঙ্গিল—কি করিতে কি করিয়াছি, অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিতে গিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়াছি, মায়াময় সংসারে আবদ্ধ হইলে চিরকাল পুড়িয়া মরিতে হইবে ভাবিয়া গৃহত্যাগ করত নিরয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছি, এইজন্য বুঝি আমার প্রাণ এ কয়দিন এত হুহু করিতেছিল, হতাশ বিষাদে ভরিয়া দিশাহারা হইয়াছিল। জয়দেব বুঝিলেন, ক্ষণিক বৈরাগ্যের প্রভাবে পড়িয়া নররূপী দেব-দেবীর অপমান করিয়া যে ঘোরতর অপরাধ করিয়াছি, আজ তাহা প্রভু রাধা-নাথেরই মুখে ব্যক্ত হইল। তিনি পিতামাতার শোকে কাঁদিয়া আকুল হইলেন, দেশে যাইবার জন্য প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। হায় হায়! আমার স্নেহময় জনক জননী কি আমার অদর্শনে এতদিন জীবিত আছেন, আমি যে বিষম শেলাঘাতে তাঁহাদিগকে জর্জ্জরিত করিয়াছি, সে আঘাতে কি তাঁহারা এখনও জীবিত আছেন? অধম আমি, মাতৃপিতৃহন্তা হইয়া বিষ্ণুভক্ত হইতে যাইতেছি! এখন বুঝিলাম, সন্তানের পক্ষে মাতাপিতার পূজা সকলের অগ্রে, তাহার পর অন্য দেব-দেবী; হায়! এ দেবদেবীর চরণ পূজা করিয়া আর কি কৃতার্থ হইতে পারিব!

দেশে পুত্রের জন্য মাতাপিতা অস্থির, বিদেশে মাতাপিতার জন্য পুত্রের প্রাণ আকুলি বিকুলি করিতেছে! কখন দেশে যাইয়া সে অরাধ্য পদ দর্শনে আশা মিটাইবেন, তাহার জন্য রাজা আনন্দদেবকে নিজ অভিপ্রায় মনের আগ্রহ জানাইয়া দেশে যাইবার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি নবদ্বীপে প্রজাবৎসল রাজা লক্ষ্মণসেন ভোজদেব ও বামাদেবীকে আশ্রয় দিয়া তাঁহাদের পুত্র অন্বেষণ করিয়া দিবার ভার লইয়াছিলেন। যাবতীয় তীর্থে লোক পাঠাইয়া শেষে পুরুষোত্তমে রাজা আনন্দদেবকে সংবাদ দিলেন। লোক দ্বারা লিখিয়া পাঠাইলেন—জন্মাষ্টমীর দিন তোমার রাজত্বে একটী ব্রহ্মচারী বালককে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম, এখানে আমারই একজন পূজনীয় ব্রাহ্মণ প্রজার ঐরূপ একটী পুত্র দেশত্যাগ করিয়াছে, কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাহার বাড়ী, তাহার

পিতামাতা পুত্রবিরহে জীবনত্যাগে উদ্যত, আমি তাঁহাদিগকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া রাখিয়াছি, এ অবস্থায় যদি তুমি সেই বালককে অন্বেষণ করিয়া দেশে পাঠাইতে পার, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর জীবন রক্ষা হয়, তাঁহারা এখন আমারই আশ্রয়ে আছেন।

ইতঃপূর্ব্বে বন্ধুবর রাজা লক্ষ্মণসেনের নিকট হইতে রাজা আনন্দদেব এ সংবাদ পাইয়াছিলেন, এক্ষণে এই ভক্তপ্রবর জয়দেব যে তাঁহাদেরই পুত্র, তাহা পরিচয়ে জানিলেন এবং জয়দেবকে দেশে যাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত দেখিয়া সন্তুষ্টচিত্তে তাহার ব্যবস্থা করিয়া নবদ্বীপাধিপতির লোকজন সহ তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

জয়দেব আনন্দদেবের যত্নেই বিবাহিত হইয়াছিলেন। প্রভুর আদেশ পাইলেও এ কার্য্যে আনন্দদেবই কর্ত্তৃরূপে সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন। জয়দেবের হেন মহাভক্তকে সংসারী করিয়া গৃহে রাখিবার জন্য আনন্দদেবের আগ্রহই সাতিশয় প্রবল হইয়াছিল। এ মহাপুরুষ সংসারে থাকিলে সাধারণ লোকের বৈষ্ণব ধর্ম্মে রতিমতি লাভের খুব সাহায্য হইবে, এইজন্য তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জয়দেব সংসারী হউন, আজ তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা শ্রীমন্নারায়ণ পূর্ণ করিলেন—সস্ত্রীক তাহাকে স্বদেশে পাঠাইয়া আনন্দদেব ত আনন্দে বিভোর হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার পুত্রশোকের অপনোদন করিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন ; শেষ জীবনে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-দম্পতীর উপযুক্ত পুত্র ও পুত্রবধূকে তাঁহাদের সেবার্থে প্রেরণ করিয়া ভগবানের নিকট আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইলেন। "পুনরায় যেন শ্রীপদ দর্শন পাই" জয়দেবকে তাহার জন্য অনুনয় বিনয় করিতেও ছাড়িলেন না।

৯বম পরিচ্ছেদ

দেবসান্নিধানে।

আজ দশহরা—গঙ্গাস্নানের মহা সুদিন, দশবিধ পাপক্ষয় নিমিত্ত আজ নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে বহু লোকের সমাগম হইয়াছে। কত লোক মায়ের পূজা করিতেছে, কত লোক স্তব পাঠ করিতেছে, কোথাও রমণীগণ গঙ্গামৃত্তিকায় শিব গড়িয়া পূজায় নিরত হইয়াছে।

বামাদেবী নিত্য গঙ্গাস্নান করিতেন, তাঁহার কোনও যোগাযোগ ছিল না, মার সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ, নিত্যই যোগের সুযোগ, ত্রিলোকতারিণী সুরধুনীর সলিলে স্নান করিলেই যখন জীব পাতিত্য-দোষ-মুক্ত হয়, তখন সুদিন কুদিন, যোগ-অযোগ কি? তিনি প্রত্যহ ঘাটের এক প্রান্তে বসিয়া শিব-পূজা করিতেন, প্রতিদিন নয়নের জলে ভাসিয়া প্রাণের ধনের আগমন প্রার্থনা করিতেন। ভোজদেবও নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যাহ্নিকে বসিয়া নয়ননীরে ভাসিতে ভাসিতে বলিতেন—ঠাকুর! জীবনের গণা দিন ত ফুরাইয়া আসিল, আর এমন করিয়া কতদিন কাটাইব, ইহকাল পরকাল সমস্তই কি নষ্ট হইবে, প্রাণের আশা কি ফলবতী হইবে না? আশাময়! আশার বাতি কি এইরূপ ধিক্ ধিক্ জ্বলিয়া হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পুড়াইয়া খাক্ করত আমাদিগকে জীবনের কালবেলায় টানিয়া ফেলিবে; শেষের আশা কি শেষেই মিলাইবে, নিদান সময়ে কি জয়ার চাঁদমুখ দেখিয়া তোমার মুক্তিমূলাধার নাম জপ করিতে করিতে জাহ্নবী-জীবনে এ পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের শেষ সংকার করিতে পারিব না?

ভোজদেব গঙ্গা স্নানে যাইতে পারিতেন না; পুত্রশোকে তাঁহার দেহ জর জর হইয়া স্বাস্থ্য এরূপ ভগ্ন করিয়াছিল যে, স্নান তাঁহার সহ্য হইত না, সহধর্ম্মিণী

বামাদেবী প্রত্যহ স্নান করিয়া স্বামীর পারত্রিক নিস্তারের প্রার্থনা করিতে ছাড়িতেন না। রাজার দাসী তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তিনি ঘাটের একটী ধারে, জনকোলাহল-বিবর্জ্জিত একটী স্থানে বসিয়াছেন, নয়নের জলে ভাসিয়া শিবপূজা করিতেছেন, আর বলিতেছেন মা! আর ত জয়ার অদর্শন-যাতনা সহ্য করিতে পারি না, দেহ জর জর হইয়া উঠিয়া তোর তীরে আসিবার ক্ষমতা বোধ হয় আর দুই একদিন পরে লোপ পাইবে মা! করুণাময়ি, এ কি করিলি, তোর স্থানে যে যাহা চায় তাহাই পায়, দাসীর ভাগ্যে কি সকলই অপ্রাপ্তি হইল, সকল আশাই কি বিফলে গেল মা! বামাদেবীর নয়নের ধারা সুরতরঙ্গিণীর ধারায় মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে, সে ধারার আর বিরাম নাই।

নরনারী যাহারা স্নানে আসিয়াছিল, স্নানান্তে সকলে গৃহে গমন করিল। যাহাদের সংসার আছে, তাহাদের স্নানে এত বিলম্ব করিলে চলিবে কেন, কাজ-কর্ম্ম ত আছে? বামাদেবীর সংসার নাই, রাজসংসারের গলগ্রহ হইয়া এক প্রকার বিফলে দিন কাটাইতেছেন, সংসারের সাররত্ন পুত্র গৃহবাসী হইলে এত দিন পুত্র পৌত্র লইয়া কেমন সুখের সংসার পাতিতেন; হায়! আজ তাঁহার সমস্ত বিফল, সংসারের ভোগ বিলাস সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কি আর ফিরিয়া আসিবে, এখন জীবনের গণা দিন কটা কাটাইয়া ইষ্টচরণে মিশিতে পারিলেই সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। যেখানে উৎসাহ সেইখানেই আনন্দ, যেখানে আনন্দ সেইখানে সুখের আশা, এ যে নৈরাশ্যময় জীবন মরুভূমি, আশার আলোক যে চিরতরে নির্ব্বাণ হইয়াছে, ভরসা আর কোথায়?

ঘাটে আর লোকজন নাই—বামাদেবী দেবতা-চরণে শেষ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ডাকিতেছেন—ভগবন! মনের আশা মনেই রহিল, বাসনা পূর্ণ করিলে না; তবে এই করো জগন্নাথ, এই অধিনী যেন দেবতা স্বামীর পদে মাথা রাখিয়া জীবনের শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, আর যদি পার ত শেষের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে আমার নয়নের মণিকে আনিয়া অন্তিমের শেষ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করো,

কিন্তু আমার আশা কি পূর্ণ হইবে ঠাকুর, মহাপাপিনীর কি সেই সৌভাগ্যোদয় হইবে? বলিয়া বামাদেবী গললগ্নীকৃতবাসে যখন উঠিয়া বসিলেন, ঠিক সেই সময়ে একখানি নৌকা ঘাটে আসিয়া পৌছিল, তাহার মধ্য হইতে একটী সন্ন্যাসী যুবক এবং একটী যুবতী সন্ন্যাসিনী তীরে অবতরণ করিলেন।

বামাদেবী সে দিকে ফিরিয়াও দেখেন নাই, বেলা অধিক হইয়াছে, দেবতার ভোগারতি শেষ হইয়াছে, তাঁহার হৃদয়দেবতা স্বামীর এখনও আহার হয় নাই। তিনি যাইয়া ব্যবস্থা না করিলে ভোজদেব আহার করিবেন না, তাই তাড়াতাড়ি শিবলিঙ্গ জলে বিসর্জ্জন দিয়া উঠিবার উপক্রম করিয়াছেন, রাজদাসী নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। প্রাণের প্রিয় বস্তু যতদিনই চক্ষের অন্তরাল হউক না কেন, দর্শনমাত্রে সে বস্তু চিনিয়া লইতে বিলম্ব হয় না; যুবক সোপানে পদার্পণ করিয়াই চিনিলেন, সে শোক-তাপ-বিজড়িত কঙ্কালাবশিষ্ট অথচ সতীত্ব প্রতিভা-মণ্ডিত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় ভেদ হইল, দৌড়িয়া গিয়া সে রাজীবপদ বক্ষে ধারণ করিয়া অজস্র নয়ননীরে ভাসিতে ভাসিতে বলিলেন—মা আমার, সারাৎসারা দেবী আমার, অধম সন্তান জয়দেব তোর পদানত, সে দুরাত্মা মহাপাতকী; তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পদতলে স্থান দে!

অন্ধ সহসা চক্ষুষ্মান্ হইলে যেমন আনন্দিত হয়, অন্নহীন দরিদ্র ব্যক্তি আশাতীত মরকতমণি পাইলে যেমন স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া যায়, বামাদেবী সেইরূপ মোহিত হৃদয়ে শশব্যস্তে পদতলে চাহিয়া বাহু প্রসারিয়া বলিলেন, কে কে আমার প্রাণের জয়া, আমার নয়নের মণি জয়া, আমার হৃদয়-গগনের ধ্রুবতারা জয়দেব, তুই এসেছিস্ বাপ! এতদিন তোমার চির দুঃখী পিতামাতাকে ভুলিয়া কোথায় ছিলি বাপ! বলিয়া বুকে তুলিয়া বহু দিনের পর পুত্রকে আনন্দনীরে অভিষেক করিতে লাগিলেন। যুবতী সন্ন্যাসিনী এই আনন্দময় দৃশ্যে ভাবে গদ-গদ হইয়া সেই দেবী অপেক্ষাও গরীয়সী বৃদ্ধার পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইলেন। সন্ন্যাসিনীর রূপ, তাহার ধার্ম্মিকতা এবং যৌবন বয়সের সেই অনুপম শ্রী-সৌন্দর্য্য দেখিয়া বামাদেবীর আর পরিচয়ের অপেক্ষা করিতে হইল না, তাহার মুখ চুম্বন ও

আয়তি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া বলিলেন—মা আমার! আজ তোর জন্যই দেখিতেছি আমার হারানিধি নয়নের মণিকে ফিরিয়া পাইলাম, তুই আমার জয়ার বউ, আমার যে কি নিধি তাহা কেমন করে প্রকাশ করবো মা, মা জাহ্নবীর তীরে আজিকার এ আনন্দ-মিলন দুর্লভ, কি করিব কি বলিব কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছি না, আশীর্ব্বাদ করি মা তুমি জন্মায়তী হয়ে এই সংসারে ধর্ম্মে-ভরা এ মধুর জীবন সতীত্ব-প্রভায় সমুজ্জল করিয়া মর্ত্তে স্বর্গীয় শোভা বিস্তার কর! যুবতী সতী পুনরায় শাশুড়ীর পদধূলি লইয়া মস্তকে প্রদান করিলেন। আনন্দময়ী জাহ্নবীর কূলে আনন্দের হাট বসিয়া গেল, নটের গুরু এ ভাঙ্গা হাটে হাট বসাইয়া তাঁহার আনন্দ অভিনয়ের সূত্রপাত করিলেন।

জয়দেব ও তাঁহার পত্নীর আগমন সংবাদ পাইয়া সকলে দেখিতে আসিল। শোকাতুর ব্রাহ্মণ-দম্পতীর দুঃখের অবসান হইল, প্রতিদিন প্রাণ ফাটান দুঃখের কাহিনী তাঁহাদের বিষাদ পাংশু-ম্লান মুখের সে ভাব তিরোহিত হইয়া হাসি-রাশি ফুটিবে, ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী পুত্র পুত্রবধূকে লইয়া আবার ধর্ম্মের সংসারে আনন্দবিভোর হইবে ভাবিয়া সকলেই হৃদয়ভরা আনন্দে তাঁহাদের মিলনানন্দে আসিয়া যোগদান করিল। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পত্র পাইয়া রাজা আনন্দদেব বহু যত্নসহকারে পত্নীসহ জয়দেবকে নবদ্বীপাভিমুখে পাঠাইয়াছেন। জয়দেবও প্রত্যহ দেবদেবী-সদৃশ জনকজননীর প্রবল দর্শনাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আজ মধ্যাহ্নে নবদ্বীপের ঘাটে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াছেন।

সংবাদ পাইবামাত্র রাজা লক্ষ্মণ সেন ভোজদেব সহ পরম ভক্ত জয়দেবের অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। জয়দেব পূজনীয় জরাগ্রস্ত জনকের পদ চুম্বন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পদ্মাবতী বৃদ্ধ দেবপ্রতিম শ্বশুরের পদবন্দনা করিলেন। ভোজদেব তীর্থপ্রত্যাগত বসুদেবের মুখে তাঁহার পরম রূপবতী নন্দিনীকে পুরুষোত্তমে দেবতার আদেশে এক ব্রহ্মচারী যুবককে অর্পণ করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন শুনিয়াছিলেন, এখন তাহাকেই নিজ পুত্রবধূরূপে দর্শন করিয়া ধন্য হইলেন।

বিধাতার অপূর্ব্ব মিলন-কৌশল দেখিয়া শুধু রাজারাণী, ভোজদেব ও বামাদেবী কেন, যে দেখিল সেই বলিল—এ মিলনে দেবতার পূর্ণ আশীর্ব্বাদ পরিবর্ষিত হইয়াছে, মানুষ কেবল চক্ষের দেখা দেখিয়া মনে প্রাণে ইহাদের জয় ঘোষণা করুক।

বসুদেব ও বসুমতীদেবী সাধের কন্যার জীবনমরণ বা শুভমিলনের জন্য এতদিন যে একটা চিন্তার বোঝা বহন করত সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া আকুল হইয়া মরিতেছিলেন আজ বিধাতার মিলন-কৌশলে তাঁহাদের কন্যার অপূর্ব্ব স্বামী-সৌভাগ্য দেখিয়া তাঁহার চরণে অজস্র নতিস্তুতি করিতে লাগিলেন। কন্যাও যেমন, জামাতাও তদনুরূপ রূপবান্ ও পুণ্যবান্, ভাগ্যদেবতা যথার্থ সৎপাত্রে তাঁহাদের দুহিতারত্নের মিলন সংঘটন করিয়া প্রাণের গুরুভার লাঘব করিয়া দিয়াছেন। দেবতা যাহা করেন, মানুষ তাহার তিলার্দ্ধও করিতে পারে না।

সাধক দম্পতী কিছু দিন রাজপ্রাসাদে রাজানুগ্রহে সকলের মনোরঞ্জন করত পিতামাতার সহিত নিজ জন্মভূমি বীরভূম জেলার সেই নিভৃত পল্লী কেন্দুবিল্ব গ্রামে আসিলেন। বিদায়কালে রাজা লক্ষ্মণ সেন এই পরমপূজনীয় ব্রাহ্মণ পরিবারের অযাচিত ভাবে সৎকার করিতে ছাড়িলেন না।



দশম পরিচ্ছেদ।

ইষ্টপ্রতিষ্ঠা।

জয়দেব স্ব গ্রামে আসিলেন, তাঁহার মত ধার্ম্মিক ব্রহ্মচারীর পদার্পণে কেন্দুবিল্ব আবার পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। প্রতিবাসী সকলে গোস্বামী বংশের পুনরভ্যুদয় দেখিয়া পুলকিতচিত্তে ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া ধন্য হইল। পিতামাতাকে আজীবন কষ্ট দিয়া জয়দেব বড়ই পরিতপ্ত হইয়াছেন, তাই এখন তাঁহাদিগকে ঠিক দেবতার আসনে সমাসীন করিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি সহ পূজা করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলেন। পদ্মাবতী দাসীরূপে তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষায় রত হইলেন। দেবতাচরণে ভোজদেব ও বামাদেবীর প্রাণের আবেদন নিবেদন এতদিনে সার্থক হইয়া শেষ জীবনে অনাবিল সুখের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। আলোক-আঁধারের প্রগাঢ় তিমির যখন নয়নে বাধা দেয়, দৈহিক শক্তি যখন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরের অধীন করিয়া ফেলে, জীবনের সেই সন্ধ্যা-কালে বিধাতার কৃপায় ধার্ম্মিক পুত্র ও পুত্রবধূর সেবাশুশ্রূষা পাইলে প্রাণে যে একটা অসীম শান্তি, অসামান্য আনন্দের উদ্রেক হয়, অসীম ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অপরের সেবায় তাহার শতাংশের একাংশও লাভ হয় না, ইহা প্রাণের ঈপ্সিত বস্তু, মানবের চির আরাধনার জিনিস! ভোজদেবও বামাদেবী সেই আরাধিত লোভনীয় প্রাণারাম সুখ সম্ভোগ করিয়া পরকাল চিন্তায় রত হইয়া ইষ্টদেবতার পদে চিত্ত স্থির করিলেন।

প্রতিবাসী সকলে জয়দেব ও পদ্মাবতীর ধর্ম্মভাব এবং কর্ম্মে অনুরাগ দেখিয়া মোহিত অন্তঃকরণে একান্ত বশংবদ হইয়া পড়িল। বাল্যের বন্ধুগণ জয়দেবের সেই গুরুগম্ভীর উপদেশাবলী, তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অনুপম পদাবলী, ততোধিক তাঁহার হৃদয়নিহিত মধুর ভক্তিপ্রীতির অমিয়স্রাবী নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করিয়া

তাঁহার সহিত আবাল্যের সখ্যসূত্র নবীভূত করত একান্ত বশীভূত হইয়া পড়িল; কেহ কেহ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেবতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিয়া ধন্য হইল। পূর্ব্বে যাহারা তাঁহার নিতান্ত অননুরক্ত ছিল, আজ জয়দেবের তেজোদৃপ্ত বদনকান্তি তাঁহার বৈষ্ণবপ্রীতি দর্শন করত তাহারাও ভক্তিপ্রীতি-প্রণত মস্তকে আসিয়া পদধূলি লইল। জয়দেবকে যাহারা সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশে আবির্ভূত অবতার বলিয়া ভাবনা করিত, তাহারা এক্ষণে লক্ষ্মীস্বরূপ পদ্মাবতীকে তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হইতে দেখিয়া যুগলমূর্ত্তির পূজায় রত হইল! কমলাপতির সহিত মা কমলা অচলা হইয়া কেন্দুবিল্বের প্রাঙ্গণ পবিত্র করুন, ইহাই তাহাদের হৃদয়ে একান্ত প্রার্থনারূপে পরিণত হইল।

জয়দেব সন্ন্যাসাশ্রম ত্যাগ করিয়া গৃহী হইয়াছেন, পতিব্রতা পত্নীর সহিত সংসারাশ্রমে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেছেন, সাধনভজনে তাঁহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন দেখিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল; কেন্দুবিল্ব গ্রামে আবার বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান হইল, সকলেই হরিনাম গান, হরিকথা শ্রবণ, শ্রীহরির পূজা আরাধনায় দিনপাত করিয়া দেশে ধর্ম্মস্রোত ফিরাইয়া আনিল। গ্রামে দুঃখ দুর্দ্দশা, ব্যাধি বিপত্তির নাম গন্ধ রহিল না, সকলে শান্তিসুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। যেখানে অবতারকল্প মহাপুরুষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া লোকে ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হয়—সেখানে অধর্ম্ম, পাপজনিত কর্ম্মের ভোগ আর কাহাকেও ভুগিতে হয় না।

জয়দেব পিতামাতাকে দেবতার আসন দান করিয়া পূজায় রত হইলেন—এতদিনের পর তাঁহাদিগকে সকল সুখে সুখী করিয়া পুত্রজন্ম সার্থক করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এ দেবদেবীকে আপ্যায়িত করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে না পারিলে অন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইতে পারা যায় না; এই জন্য পিতামাতার জীবদ্দশায় তাঁহাদের প্রীতি সাধনই জয়দেবের একমাত্র লক্ষ্য-স্থানীয় হইয়াছিল।

দক্ষিণাপথে মাধ্বাচার্য্যের নিকট জয়দেব নিজের কুলমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, পদ্মাবতীও বিবাহের পর সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য জনকজননীর প্রীতি সম্পাদনার্থ তিনি আপন বাস্তমধ্যে সেই ইষ্টমূর্ত্তি রাধাশ্যামের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র হইয়া গ্রামবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সাধকের এ সাধু সঙ্কল্পে সকলে প্রীতি-প্রফুল্ল মনে অনুমোদন করিয়া সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করিতে ছাড়িল না। পরম ভক্ত জয়দেব হৃদয়নিহত আরাধ্য মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির নিভৃত নিকুঞ্জে প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভোগরাগ, পূজা, আরতি এবং সাধনানুরক্তির দ্বারা সেই পাষাণময়ী মূর্ত্তি যেন সজীব ভাবে সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল। ভক্ত জয়দেব ও পদ্মাবতীর প্রাণদেওয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠায় মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণের সাড়া পড়িয়া গেল। মূর্ত্তি যেন উদ্বোধিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনের রাধাশ্যাম মূর্ত্তির ন্যায় জাগ্রত রূপ ধারণ করিল, জয়দেব পদ্মাবতীর সাধনার প্রদীপ্ত প্রভাব দেখিয়া সকলেই জয়ধ্বনি সহকারে তাঁহাদের সংকীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

মহানন্দে ইষ্ট প্রতিষ্ঠা করিয়া জয়দেব ও পদ্মাবতী ভাববিভোর প্রাণে সাধনায় মতি স্থির করিলেন। ভোজদেব ও বামাদেবী পুত্র ও পুত্রবধূর কৃতিত্ব দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্তে নিত্যপূজায় ব্রতী হইয়া শেষ জীবনের সকল সাধ মিটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, পুত্র ও পুত্রবধূর কল্যাণে বৃন্দাবনের ননীচোরা মূর্ত্তিকে নিজের বাস্তদেবতারূপে সজীব ভাবে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমাশ্রুতে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। আত্মার উন্নতি কামনায় আত্মজের এইরূপ সাধনসিদ্ধির ক্রমোন্নতি বিধানে ইষ্টদেবতার চরণে ভক্তিমিশ্রিত সচন্দন তুলসী প্রদান করত বংশের শ্রীবৃদ্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের কিছুই নাই। পিতামাতার অভিপ্রায় বুঝিয়া জয়দেব শিষ্যগণসহ সংকীর্ত্তন করত গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। জয়দেবের শ্রীরাধা-শ্যামের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার দেবতার পূজাপদ্ধতি, অনুরাগভক্তি এবং প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্ত্তির সজীব ভাব নিরীক্ষণ করিয়া সকলেই তাঁহার সেবার

সাহায্য করিতে লাগিল। এরূপ মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠায় যে গ্রামের কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাতে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। সংকীর্ত্তনে মাতিয়া যে যাহা সাহায্য করিত, জয়দেব পিতামাতার প্রীত্যর্থে দরিদ্রসেবায় তাহা ব্যয় করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ বহু অতিথি, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা জীবনের অপরাহ্ণ সময়ে প্রাণে যে কিরূপ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন—তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহারা প্রতিদিন দেবতার চরণে পুত্র ও পুত্রবধূর পারত্রিক উন্নতির কামনা, তাহাদের দীর্ঘজীবনের প্রার্থনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না।

জয়দেব গৃহ হইতে বহির্গমনের পর অবধি ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবন ধারণ করিতেই অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মকর্ম্মে রত হইতে হইলে, সাধনভজনে জীবনপাত করিতে হইলে পরসেবা করিয়া জীবন কলুষিত করা সম্ভবপর নহে। পরের মনস্তুষ্টি করিতেই যদি সমস্ত দিন অতিবাহিত হইবে, তবে ইষ্টতুষ্টি, ইষ্টচিন্তা তাঁহার সাধন-ভজন কখন হইবে, এই জন্য সাধুভক্তগণ ভিক্ষাবৃত্তিকেই জীবনের অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর এ বৃত্তিতে ত তাঁহাদের বড়লোক হইয়া বিলাসী হইবার সাধ নাই, সঞ্চয়ও সাধুগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। তবে জীবন ধারণের জন্য দিবারাত্রের যে কোন সময়ে হউক একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ, ইহারই জন্য একবার গৃহস্থের দ্বারে গমন। গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমকে আশ্রয় দিবার জন্যই এত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তাহাদের ইহা অবশ্য-কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ব্রহ্মে বিচরণশীল ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে এ বৃত্তি নিন্দনীয় নহে। ইঁহারা উপনয়নের সময় হইতেই ইহাতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন।

ভক্তপ্রবর ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জয়দেব প্রভুর ভক্তিমাখা নাম সংকীর্ত্তন করিয়া কিছু কিছু সংগ্রহ করত পিতামাতার গ্রাসাচ্ছাদন, ইষ্টসাধন ও অতিথিপূজন করিয়া মহানন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে বড় একটা বাটীর বাহির হইয়া যাইতে হইত না। ভক্তিমাখা সংকীর্ত্তন শুনিতে প্রতিদিন ভক্তগণ তদীয় শান্তি-নিকেতনে আসিয়া দেবতাচরণে প্রণামী প্রদান করিত। যে একবার জয়দেব পদ্মাবতীর মুখে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন শুনিয়াছে, যে একবার সেই কোকিল-কণ্ঠের সুধাস্রাবী স্বরলহরী আকর্ণন করিয়াছে, সেই বিমুগ্ধচিত্তে প্রতিদিন সে রস

আস্বাদন করত বাধ্য হইয়া মনপ্রাণ পুলকিত করিতে উপস্থিত হইয়াছে, সে সঙ্গীতে এমনি একটা আকর্ষণ, এমনি একটা উন্মাদনা, প্রাণভরা এমনি একটা ভাবের বন্যা প্রবাহিত হইত, যাহা ভক্তপ্রাণের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিয়া তাহাকে আপন-হারা করিয়া ফেলিত। ভক্তপ্রবর বৈষ্ণবচূড়ামণি জয়দেবকে তাহারা দেবতার মত পূজা না করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিত না।

গৃহকর্ম্মে সুনিপুণা, দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা, পরম প্রীতিময়ী পদ্মাবতী অনুক্ষণ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা এবং দেবতার পূজার উদ্যোগ করিয়া দিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্নপূর্ণার ন্যায় বহু অতিথির অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করত স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ভোজদেব ও বামাদেবী অল্প বয়সে বধূর এই কর্ম্ম-নিষ্ঠা ও কার্য্যতৎপরতা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিতেন,—বেটী কি করে গো, এত পরিশ্রমেও বিরক্তি বা বিশ্রাম নাই, খাবার সময় খায় না, শুইবার সময় শয়ন করে না, অনবরতই কাজ—এমন কাজ-পাগলা মেয়ে ত কখন দেখি নাই। হাঁরে বেটী পেটে কিছু খা, তবে ত খাটতে পারবি। পদ্মাবতী অতি নম্রভাবে বলিতেন,—মা! এতদিন আপনারা পরিশ্রম করে শরীর পাত করেছেন, এখন আমাদের সময় এসেছে, এই ত আমাদের পরিশ্রমের সময়—এ সময় আলস্যে কাটাইলে শরীর যে মাটী হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। আপনাদের শিক্ষামত আপনাদের আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মের বোঝা বহন করিবার এই ত সুসময়। হেলায় এ সময় নষ্ট করিলে অসময়ে যে হায় হায় করিয়া মরিতে হইবে মা! বৃদ্ধবৃদ্ধা বধূ-মাতার জ্ঞানগর্ভ বচনাবলী, তাঁহার শ্রদ্ধাপূত কার্য্যাবলী সন্দর্শন করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী আমাদের বংশ উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছে। এইরূপ ভাবে সংসার করিয়া সমাজ-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন কর, তোমাদের দ্বারা জাতিধর্ম্মের উন্নতি সাধন হউক, বলিয়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা অপার আনন্দ উপভোগ করিতেন।

কেন্দুলীর গোস্বামী বংশ চিরকালই দাতার বংশ। দরিদ্র-নারায়ণের সেবা ও অতিথি-পূজায় তাঁহারা চিরদিনই মুক্তহস্ত ছিলেন। ভোজদেব ও বামাদেবী এ

কার্য্যে চির অভ্যস্ত, এখন জরাগ্রস্ত হওয়ায় এ মোক্ষকার্য্য এক প্রকার লোপ হইতে বসিয়াছিল। তথাপি অভুক্ত আসিলে তাঁহারা নিজের আহার্য্য অম্লানবদনে তাহাকে প্রদান করিয়া অনাহারে থাকিতেও কাতর হইতেন না। তারপর বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র জয়দেব গৃহত্যাগী হইলে তাঁহারা সকল বিষয়েই হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে বিধাতা সদয় হইয়াছেন। তাঁহাদের বংশের দুলাল, জীবনের একমাত্র সম্বল জয়দেব ফিরিয়া আসিয়া ইষ্টদেবতার প্রতিষ্ঠা করত অতুল উৎসাহে, প্রগাঢ় ভক্তিভাবে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছে দেখিয়া শেষ জীবনে তাঁহাদের প্রাণ পূর্ণানন্দে নন্দিত হইয়া উঠিয়াছে, অমানিশার গাঢ় তিমির তিরোহিত হইয়া জীবন সন্ধ্যায় আনন্দচন্দ্রের শীত রশ্মি সমুদ্ভাষিত হইয়া উঠিয়াছে।



একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিয়োগ-শোক।

"শরীরং ব্যাধিমন্দিরং" শরীর থাকিলে ব্যাধির আক্রমণ সহ্য করিতে হইবে, তা তুমি সাধুই হও আর অসাধুই হও। তবে সাধুদিগের সে আক্রমণ সহ্য করিবার ক্ষমতা আছে। ভগবানের দান বলিয়া তাঁহারা তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সহিষ্ণুতাবলে অম্লানবদনে সহ্য করেন। প্রাণের ভয়, মরণের আশঙ্কা তাঁহারা ভবভয়হারীর পদে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। আর অসাধু তাহা পারে না, সহিষ্ণুতার হাল ধরিয়া থাকিবার ক্ষমতা তাহার নাই, জীবন-নদীতে প্রাণের ভয়ে যমের তাড়নায় সে অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে, হা হুতাশ, কান্নাকাটি করিয়া ছট্‌ফট্‌ করত উত্তেজনা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। পাপীর ব্যাধিভোগ যন্ত্রণাদায়ক আর পুণ্যাত্মার ব্যাধিভোগ যন্ত্রণা-নাশক। এই ভোগের অবসান হইলেই তাঁহারা শান্তিময়ের পদাশ্রয়ে চিরশান্তি লাভ করিবেন বলিয়া মুক্তচিত্তে কর্ম্মভোগের ভোগ ভোগ করিয়াও প্রফুল্লতা উপভোগ করিয়া থাকেন।

যে যত পুণ্যাত্মা বা সাধক, রোগের সময় বা মৃত্যুর প্রাক্কালে তাহার আকৃতি দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। ভোজদেব বৃদ্ধ বয়সে পুত্রবিরহ যন্ত্রণায় অতিরিক্ত কষ্ট ভোগ করিবার পর কোথায় অতুলানন্দে পুত্র ও পুত্রবধূর সেবা-সুখ উপভোগ করিবেন, না, কয়েক বৎসর মাত্র তাঁহার প্রাণের পরিতৃপ্তি সাধন করিতে না করিতেই জীবনের গণা দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, কালের ভেরী তাঁহার কর্ণপটহে ভীষণ ভাবে নিনাদিত হইয়া মরণের নিদারুণ বার্ত্তা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। ভোজদেব পীড়িত হইয়া পড়িলেন। দারুণ উদরাময়ে তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিল দেখিয়া তিনি তিলমাত্র মুহ্যমান হইলেন না, বরং হৃষ্টচিত্তে ইষ্টপদে চিত্ত সমাধান করিয়া সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতে পারিয়া-

ছিলেন, এ রোগে আর অব্যাহতি নাই। তাই নিত্য পূজার ভার পুত্রের উপর ন্যস্ত করিয়া তিনি দেবতার চরণতল আশ্রয় করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই উঠিয়া বসিয়া পূজা করিবার শক্তি তাঁহার তিরোহিত হইয়াছিল, তাই আত্মায় আত্মায় আন্তরিক রমণ করিয়া আত্মজের উপর সেই ভার অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। পুত্র জয়দেব পূজা করিতেন, তিনি নিমীলিত নেত্রে সেই স্থানে শয়ন করিয়া হৃৎপদ্মেই যুগলমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করত বিমলভক্তি-পুষ্পে মনে মনে সেই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেন।

জয়দেব মায়ামুক্ত পরম জ্ঞানী ভক্ত হইলেও এবং জগতের অসারত্ব বেদজ্ঞ পণ্ডিত জয়দেবের বিশেষ বিদিত থাকিলেও পিতৃদেবের এ পীড়ায় তিনি কাতর হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ বয়সে পেটের পীড়া, আহারে অরুচি নিতান্ত সাংঘাতিক, মৃত্যুর অব্যবহিত কারণ ভিন্ন কিছুই নহে। বৃদ্ধ ঔষধাদি খাইবেন না, তাই পুত্র মনে প্রাণে দেবতার চরণে পিতার পারত্রিক মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে দেবদুর্লভ চরণামৃত-মহৌষধ প্রত্যহ পান করাইতে লাগিলেন এবং সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করত মর্ত্ত্যের আরাধ্য দেবতা পিতার চরণতলে বসিয়া তাঁহার শেষ আজ্ঞা সকল মাথা পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। ভোজদেব যাহা আদেশ করিতে লাগিলেন, জয়দেব আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিতে লাগিলেন। বামাদেবী ও পদ্মাবতীও অনুক্ষণ তাঁহার পদতলে বসিয়াই আছেন—কখন কি আজ্ঞা করেন, উৎকর্ণ হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। আহার নিদ্রা তাঁহাদের এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। তবে ভোজদেব যখন বিরক্ত হইয়া বলেন,—বউমা! এমন করিলে দেহ কত দিন থাকিবে, পীড়া ত সকলেরই হয়, তাহার জন্য বাড়ীশুদ্ধ লোক আবার আহার নিদ্রা বন্ধ করে কোথায়? যেমনি বউ, তেমনি ছেলে। যাও মা! পূজাদি হইয়া গেলে জয়াকে ভাল করে খাওয়াও, আমি দেখতে পারছি না বলে সে হয় ত অনাহারেই দিন কাটাচ্ছে। পাগলের মর্জ্জি বইত নয়, আমার সঙ্গে না খেলে যে এখনও তার খাওয়া হয় না। তোমরা আগে তাকে ভাল করে দেখো, তারপর বুড়ীকে নিয়ে তুমি খাওয়া দাওয়া কর, শরীর ত আগে রাখ্‌তে

হবে? আমি ব্যারামে পড়েছি বলে বুড়ীও সব বন্ধ করে হাল ছেড়ে বসেছে। বউমা! তুমি বুদ্ধিমতী, এ সংসারে তুমিই এখন গিন্নী বল্লেও চলে, তুমি মা অত অধীরা হলে কি চলে?

পদ্মাবতী অঞ্চলে চক্ষু জল মুছিয়া ধরা গলার ভরা আওয়াজে বলিলেন, বাবা! আপনারা থাকৃতে আমরা কে? আপনাদের দাসদাসী বইত নয়। কাঁদিতে কাঁদিতে পদ্মাবতী বলিলেন,—হায়! আমি এমন হতভাগিনী যে কয়েক বৎসর এ সংসারে প্রবেশ কর্ত্তে না কর্ত্তেই আপনি অসুখে পড়লেন, মাও ঐরূপ হতভম্ব হয়ে বসে রইলেন, আর তিনিও (জয়দেব) সকল আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল ঠাকুরের পায়ে মাথা কুটিয়া বলিতেছেন,—প্রভু! বাবাকে বাঁচাইয়া দাও, নতুবা আর সংসার ধর্ম্ম কিসের জন্য? সকলে যদি এইরূপ হতাশ হয়ে পড়েন, তাহা হইলে আমি আর কাহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া সংসারের কাজ কর্ম্মে মন দিব? এত চেষ্টাতেও আপনার দিন দিন অবস্থা দেখে আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।

"মা! যাহা হইবার তাহা ত হইবেই, মানব-জীবন ত চিরদিনের জন্য নয়, তবে শেষ দশায় যে তোমাদিগকে চক্ষের সম্মুখে পেয়েছি—এই আমার পরম আনন্দ! এখন জয়দেব আমার পরম ভক্ত হইয়া ইষ্টদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; আমাদের বংশাবলীর মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রত্যহ অতিথি-সৎকার করিতেছে, যাহা আমাদের পুরুষানুক্রমের নিত্যকর্ম্ম ছিল, তোমরা উপযুক্ত হইয়া আবার তাহা নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছ দেখিয়া প্রাণে যে অপার আনন্দ পাইতেছি, এই আনন্দ বুকে করিয়া হাসিতে হাসিতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করত ঐ পরমপদে মিশিব, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি আছে মা! মৃত্যু ত জীবের অবশ্যম্ভাবী, একদিন ত হইবেই, তবে বংশ আমার উজ্জ্বল হইয়াছে, বংশের পুত্র কন্যাগণ ধর্ম্মপথগামী হইয়াছে, ইহা দেখিয়া মরিতে পারিলেই সুখ। আমার এ যাত্রা অব্যাহতি নাই, তোমরা ধর্ম্মপথে থাকিয়া মানুষ হইয়াছ, এখন আর আমার কোন দুঃখ নাই। পুত্র যার পরম ভাগবত ভক্তচূড়ামণি, পুত্রবধূ যার ভক্তিমতী সাক্ষাৎ ভগবতী,

তাহার পিতামাতার সদ্গতি লাভের ভাবনা কি? এখন তা ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে পারিলে জীবন সার্থক হয়।”

পদ্মাবতী আত্মপ্রশংসা শুনিয়া কথঞ্চিৎ লজ্জা-সহকারে বলিলেন,—এমন দেব-দেবী তুল্য যাহাদের পিতামাতা, তাহাদের পুত্রকন্যা পিতৃপথানুবর্ত্তী হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি বাবা! শ্বশুরের বিশেষ অনুরোধে পদ্মাবতী শোকবিদগ্ধা শ্বাশুড়ীকে লইয়া আজ দুই দিনের পর জোর করিয়া কিছু খাওয়াইলেন, পাছে স্বামী তাহাকে ফাঁকি দিয়া একাকী পলায়ন করেন, এই ভয়ে বামাদেবী তাঁহার চরণ ছাড়িয়া কিছুতেই স্থানান্তর গমন করেন নাই। সতীর এমন আন্তরিকতা, এমনি পতিপরায়ণতা! ছায়া কি কখনও কায়া ছাড়া থাকিতে পারে? জয়দেব জগতের সমস্ত গতিবিধি, ইহার সমস্ত অসারত্ব পূর্ণরূপে বিদিত থাকিয়াও আজ বালকের মত কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন। পিতামাতার অদর্শন বড়ই ভীষণ, পিতৃভক্ত পুত্রের নিকট তাহা নিতান্ত অসহ্য, যতই জ্ঞানী ও পণ্ডিত হও, এ দুঃখে হৃদয় বিদ্ধ হইবেই হইবে। পরম জ্ঞানী জয়দেবও এ শোকে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

এত চেষ্টা, এত রাত্রিজাগরণ কিছুতেই কিছু হইল না, কালের গতি রোধ করা কাহারও সাধ্য হইল না। আজ পীড়ার প্রকোপ আরও বেশী হইয়াছে,—আজই শেষ হইবে। মরজগতে লীলাখেলার আজই শেষ দিন বুঝিতে পারিয়া পরমভক্ত ভোজদেব প্রিয়পুত্র জয়দেবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন,—বাবা! তুমি এ সময় কাতর হইলে চলিবে না, আজ আমার শেষ দিন—আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি। এ সময় তুমি কাতরতা প্রকাশ করিয়া আমার পারত্রিক নিস্তারের পথে বাধা দিও না, বরং বদ্ধপরিকর হইয়া এ সময় পুত্র-নামের সার্থকতা প্রদর্শন কর। মহাতত্ত্ব-জ্ঞানী হইলেও পিতার কথায় জয়দেবের প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িল, তথাপি তিনি পিতার শেষ আজ্ঞা পালনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া রাধামাধবের নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ স্থির হইয়া পুত্রের সুমধুর কণ্ঠের সেই হরিনামামৃত পান করিয়া ভবক্ষুধা নাশ করিতে লাগিলেন। তারপর পিতাকে ইষ্টদেবতার পদতলে

রক্ষা করিয়া বলিলেন,—দীনবন্ধো! পিতাকে আমার ঘোর ভবব্যাধি হইতে পরিত্রাণ কর। বামাদেবী চৈতন্যহারার মত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পদ্মাবতী মায়ামুগ্ধা রমণীর মত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে যাইতেছিলেন, জয়দেব নিষেধ করিয়া বলিলেন,—পদ্মাবতি! কাঁদিবার সময় অনেক আছে, এখন চুপ কর, লোকসমাগম করিও না, তাহা হইলে জনকোলাহলে পিতার মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবে, ভবাব্ধি পারে যাইবার ব্যাঘাত ঘটিবে। পদ্মাবতী স্বামীর বাক্যে রাধামাধবের পদে পরম গুরু শ্বশুরের পরকাল নিস্তারের জন্য প্রার্থনায় রত হইলেন।

ভোজদেব এখন মায়াতীত হইয়াছেন। সংসারের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তিনি জীবের একমাত্র সুহৃদ্, প্রাণের একমাত্র প্রিয়তম, ইহ-পরকালের কর্ত্তা রাধামাধবের মুক্তিমূলাধার পদের প্রতি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সজীব মূর্ত্তি, জয়দেবের সেই প্রাণের রাধামাধব যেন প্রকট হইয়া ভক্তপ্রবর ভোজদেবকে সংসার-পাশ-মুক্ত করিয়া নিজ ধামে পাঠাইয়া দিলেন। কোন চাঞ্চল্য হইল না—মৃত্যুর জন্য একটা যে কষ্ট তাহা সহ্য করিতে হইল না, হাসিতে হাসিতে ভোজদেব নিদানের বিধানকর্ত্তা ভগবানের কৃপা লাভ করিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন। যেমন চাহিয়া ছিলেন, ভোজদেব তেমনি চাহিয়া রহিলেন, প্রাণবায়ু চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া ভগবানের পাদপদ্মে লীন হইল। পদ্মাবতী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ভোজদেবের কঠিন পীড়ার কথা সকলেই জানিত, এক্ষণে হঠাৎ পদ্মাবতীর মর্ম্মভেদী চীৎকার শুনিয়া সকলে দৌড়িয়া আসিল। সকলেই ধার্ম্মিকপ্রবর ভোজদেবের পরলোক-গমনে শোক করিতে লাগিল। প্রতিবেশী রমণীগণ দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে অভাগিনী বামাদেবীকে সান্ত্বনা দান জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, বামাদেবী চক্ষু মুদ্রিত করত গৃহগাত্রে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। স্বামীর মৃত্যুজনিত কোন প্রকার শোকাবিহ্বলতা তাঁহার নাই। সকলে মনে করিল, বোধ হয় বামাদেবী বহু দিনের পর তন্দ্রা ভোগ করিতেছেন, এ দুঃসংবাদ বোধ হয় তিনি জানিতে পারে নাই। তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে জাগাইতে যাইবার মানসে গাত্রস্পর্শ করিয়া শিহরিয়া বলিল,—এ

কি! বামাদেবী যে নিস্পন্দ, হস্তপদ কঠিন হইয়া গিয়াছে, নাসিকারন্ধ্রে হস্ত দিয়া দেখিল শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুই বহিতেছে না, দেহে যে প্রাণের স্পন্দন নাই, তিনি এ পার্থিবদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বামি-সহগামিনী হইয়াছেন! সকলে প্রাণের আবেগে, উচ্ছ্বসিত শোকাবেগে অস্থির হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সতীর মহিমা বাড়াইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিল—"জয় সতীসাধ্বী বামাদেবীর জয়" সকলে পরম স্নেহে তাঁহার পদধূলি মাথায় দিয়া বলিল—"এমন না হ'লে কি নারীজন্ম, এমন না হ'লে কি সতী। কেন্দুলী আজ ধন্য, ধরিত্রী আজ এ সতী-সীমন্তিনী বামাদেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া স্বর্গের মহিমায় মণ্ডিত হইল, তাঁহার পদধূলি লইয়া আমরাও ধন্য হইলাম।"

পদ্মাবতী এতক্ষণ শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার শেষ ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছিলেন। এক্ষণে শাশুড়ীর এই নারীজনোচিত পরমগতি-প্রাপ্ত দেখিয়া তাঁহার পদে লুণ্ঠিত হইয়া প্রাণফাটা ক্রন্দনে বলিলেন—দেবী আমার, আরাধ্য জননী আমার, পতি-বিরহ যে সতীর পক্ষে অসহ্য, কিছুতেই যে তাহা সহ্য করা যায় না, তাহা দেখাইবার জন্যই বুঝি মা এত শীঘ্র শীঘ্র তুমি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিলে! পতির তুল্য যে সতীর আপনার জন আর কেহ নাই। পুত্রকন্যা যতই থাক, স্বামী যে তাহার সার, সকলের অপেক্ষা প্রিয়বস্তু, তুমি আজ লোকসমাজে তাহা দেখাইয়া বিনা কষ্টে, বিনা রোগযন্ত্রণায় হাসিতে হাসিতে তাঁহার অনুগমন করিলে, এই আদর্শ ত হিন্দুর চির-আরাধিত, ইহা ত তাহাদের জীবনের মহাব্রত, আজ সে ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া দিব্যধামে স্বামিসহ বিরাজ করিতে গেলে। মা! আমরা তোমার এ অনুপম দৃষ্টান্ত হৃদয়ে ধরিয়া যেন তোমার মত পরকালে যমকে ফাঁকি দিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর দেবি! সকলেই হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল, কেন্দুলীর গোস্বামি-ভবন আজ শোকের পূর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিরানন্দ-সাগরে ভাসিতে লাগিল। জয়দেব পিতার সহিত জননীর মরণ দেখিয়া বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে, রক্তবর্ণ চক্ষে, বিষম শোকে বড় বড় অশ্রু ফোঁটা ফেলিয়া বলিলেন—দেবি! আজ কেন্দুলী ধন্য, আজ গোস্বামিবংশ ধন্য, আর শত ধন্য তোমার এই অধম

জয়দেব—পূর্ব্বজন্মের কোন্ মহাসুকৃতিবলে যে তোমাদের মত জনকজননী পাইয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিতেও এই মর্ম্মস্পর্শী শোকের দিনে প্রাণ আনন্দে আকুল হইয়া উঠিতেছে। যাও দেবি! স্বর্গের মণি-মন্দির তোমাদের জন্য সুসজ্জিত, তথায় স্বর্গীয় সুখ সম্ভোগ করিয়া তোমার এই চিরানুগত সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করত তাহার জীবনের পথ মুক্ত করিয়া দাও। সকলে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে পতি-পত্নীর শবদেহ লইয়া শ্মশানে শোভাযাত্রা করিল।

যাহারা এই অভাবনীয় মৃত্যুঘটনা শ্রবণ করিল, তাহারাই শ্মশানে আসিয়া এই দেবদেবীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল এবং জয় নিনাদে শ্মশানভূমি মুখরিত করিয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অজয় নদের পবিত্র তীরে আজ এক চিতায় দেবদেবী-সদৃশ পরমারাধ্য পুরুষ-প্রকৃতির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হইল। যাহা নিতান্ত বিরল, অথচ হিন্দু রমণীর মধ্যে যাহা অতিশয় গৌরবের বিষয়, ভগবতীর অদ্ভুত-শক্তিসম্পন্ন না হইলে যাহা সাধারণ নারীভাগ্যে সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আজ কেন্দুবিল্বে গোস্বামি-বংশে বামাদেবীর ভাগ্যে সেই নারী-জন্মের ঈপ্সিত ভাগ্য লাভ হইল। বামাদেবী এইরূপ ভাগ্যবতী, এইরূপ রত্নগর্ভা নারী-শিরোমণি বলিয়াই শ্রীভগবান্ নিজ অংশে জয়দেব রূপে তাঁহাকে জননী সম্বোধন করিয়া ধন্য করিয়াছেন, নিজেও ধন্য হইয়াছেন।

ভোজদেব ও বামাদেবীর স্বর্গারোহণে কত অন্ধ, কত খঞ্জ, কত দরিদ্র, ভিক্ষুক শ্মশানে আসিয়া শোকবিহ্বল হৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিল—যাহা গেল ঠিক এমনটী আর হইবে না। পাপের ধরায় এমন পুণ্যবতী নারীর জন্ম, এমন পরদুঃখকাতর পুরুষের জন্ম অসম্ভব, যাহা গেল তাহা অতুলনীয়। আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া যখনই গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, দয়াময়ী মা নিজের মুখের গ্রাস আমাদের শুষ্ক বদনে হাসিতে হাসিতে তুলিয়া দিয়া অনাহারে দিন কাটাইতেও তিলমাত্র দুঃখ অনুভব করেন নাই। যেমনি দেবী তাঁর দেবতাও কি তেমনি মহাপ্রাণ—দাদাঠাকুরেরও কি দয়ার কিছু কম ছিল? দুইজনে এক না হইলে কি গোস্বামী-সংসার এত ধর্ম্মময়, এত মধুময়, এত পুণ্যময় হইত! আজ আমাদের সেই দেবদেবী

প্রতিমা অজয়ের জলে বিসর্জ্জিত হইল বলিয়া চক্ষের জল আর রাখিতে পারিল না, নেত্রনীরে পরিপ্লুত হইয়া পড়িল। শুনা যায়, এই দেবদেবীকে জগৎ হইতে অপসারিত করিয়া জয়দেবের ইষ্টদেবতা রাধামাধবও সজল-চক্ষু না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। ভক্ত জয়দেবের মাতৃ-পিতৃ বিয়োগ-দুঃখে ভক্তপ্রাণ ঠাকুরের চক্ষুও অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়াছিল।



দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

উদ্দাস-ভাব।

জগতে পিতামাতার তুল্য পরমাত্মীয় আর নাই। যাঁহাদের প্রসাদে এ দেহ মন লাভ করিয়া আনন্দে জীব অবনীধামে বিচরণ করে, তাঁহাদের বিয়োগ-শোকে ব্যথিত না হইবে কে? তুমি যতি হও, সন্ন্যাসী হও, বা ব্রহ্মচারী কি গৃহীই হও, এ শোক তোমার হৃদয়কে কোন-না-কোন প্রকারে দগ্ধ করিবেই করিবে। যে কোনও প্রকারে নাড়াচাড়া দিয়া তোমাকে অস্থির করিয়া তুলিবেই তুলিবে, তবে সামান্য ব্যক্তি হইলে তাহাতে সে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, আর কেহ হয়ত সৃষ্ট জীবের ইহাই পরিণতি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া সুস্থির করিতে পারে; কিন্তু এ বিয়োগ ব্যথা যে সকলকেই ব্যথিত করিবে—তাহার আর সন্দেহই নাই।

জয়দেব মহাজ্ঞানী হইলেও, সংসারের অসারত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেও, জনকজননীর এ দুর্বিষহ শোকজ্বালা কয়েকদিন তাঁহাকে বড়ই যন্ত্রণা প্রদান করিয়াছিল। তিনি চারিদিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন, আরাধ্যদেবতা জনকজননীর মমতাবন্ধন সময়ে সময়ে তাঁহাকে এমন উদাস করিয়া ফেলিত যে ধ্যান-ধারণা, পূজা-উপাসনা, ভোগ-আরাধনা, ইষ্টদেবতা রাধামাধবের স্তুতিগীত বন্দনা কিছুই ভাল লাগিত না। যাঁহাদের জন্য তিনি সাধের সন্ন্যাস ছাড়িয়া সুখের গৃহী সাজিলেন, শ্রীজগন্নাথের আদেশে পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন, আজ তাঁহার সংসারের আরাধ্যতম প্রতিমা, মায়ামমতার আধার সেই পিতামাতা কোথায় তিরোহিত হইলেন। তাঁহাদের পার্থিব দেহ তাঁহার জড়চক্ষু আর দর্শন করিতে পারিবে না, হস্ত আর সে পদরজ ধারণ, মস্তক আর সে পদে নমন, মন-প্রাণ আর সে পদ পূজন করিয়া চির কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিবে না।

অতুল্য মাতৃপিতৃ ভক্ত পুত্র কয়েকদিন বিষম ব্যথায় ব্যথিত হইয়া ইষ্টদেবতা রাধামাধবের চরণতলে ভাব-বিভোর হইতে লাগিলেন। তিনি যেন দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পরমারাধ্য জনকজননীর মুক্ত আত্মা, পরমাত্মারূপী শ্রীরাধামাধবের অঙ্গে অঙ্গীভূত হইয়া তাহাকে অভয় দান করিতেছেন,—"বংশের দুলাল! তুমি আমাদের বংশ উজ্জ্বল করিয়াছ, আমাদিগের সদ্গতি দান করিয়াছ" বলিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। জয়দেব নয়ন মেলিয়া দেখিলেন—ইষ্টমূর্ত্তিতে যেন তাঁহার পিতা-মাতার মূর্ত্তি মাখান রহিয়াছে—মূর্ত্তি যেন হাসিরাশি মাখিয়া তাঁহাকে অভয় দানে আশ্বস্ত করিতেছেন। ভাবুক জয়দেব সে পরম ভাব উপলব্ধি করিয়া পিতামাতায় বিয়োগজনিত বিষাদ ভাব পরিত্যাগ করিলেন।

পদ্মাবতী কোমল-হৃদয়া নারী—শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহ মমতায় এ কয় বৎসর অত্যধিক মুগ্ধভাবে কাল কাটাইতেছিলেন। তাঁহারা বধূমাতাকে প্রাণসম দুহিতা অপেক্ষাও সমাদরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। আজ হঠাৎ তাঁহাদের অপার স্নেহসিন্ধু শুষ্ক হইল, বিন্দুমাত্র তাহা পান করিয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ আর সুশীতল করিতে পাইবেন না ভাবিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন ; গৃহদ্বার শূন্যময় বোধ হইতেছিল, সংসারের কোন কাজেই চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। জয়দেব পত্নীকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য কত প্রবোধ দিতে লাগিলেন, বলিলেন, পদ্মা! মানুষ মরে না, পার্থিব দেহ ধ্বংস হয় মাত্র, আত্মা অমর, আমার পিতামাতা পরম সৌভাগ্য বলে শ্রীরাধামাধবের চরণতলে স্থান পাইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করেন নাই। পদ্মা! মানুষ মরে না, তবে মানুষ সে ভাব সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই আত্মীয়-বিয়োগ দুঃখে অধীর হইয়া পড়ে। পদ্মা! যে মূর্ত্তি এতদিন বাহ্যচক্ষে দেখিয়াছ, আজ শ্রীরাধামাধবের যুগলমূর্ত্তিতে সেই মূর্ত্তি উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে কি না একবার দেখ দেখি।

পদ্মাবতী ভাবস্তিমিতনেত্রে ভগবানের পদতলে বসিয়া মানসচক্ষে দেখিলেন, —সেই নবনীরদ-নিন্দিতমূর্ত্তি শ্রীমাধবের পার্শ্বে তাহার শ্বশুর-দেবতা দিব্যকান্তি ধরিয়া বিরাজ করিতেছেন, আর সে কনককান্তি শ্যামসোহাগিনী শ্রীরাধার পার্শ্বে

সাক্ষাৎ শান্তিময়ী মূর্ত্তি তাঁহার পূজনীয়া শাশুড়ী দেবী বিরাজিতা, পদ্মাবতী লোচন-লোর নিবারিত করিয়া গলবস্ত্রে চরণে প্রণত হইলেন। অসহ্য দুঃখে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তাঁহাদের অদর্শন-যাতনায় অস্থির হইয়া তিনি শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সে ভাব সমস্ত তিরোহিত হইয়া, হৃদয় আনন্দ আবেগ আপ্লুত করিল, শ্বশুর শাশুড়ীর পরিণতি দেখিয়া শোকের পরিবর্ত্তে সুখে চিত্তের অস্থিরতা নিবারিত হইল।

শাস্ত্রনির্দ্ধারিত দশম দিবসে জয়দেব পিতামাতার শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিলেন। হবে না হবে না করিয়াও ভক্ত ভাগবতের মাতৃপিতৃশ্রাদ্ধে বহু লোক সমাগম হইল। ভোজদেব ও বামাদেবীর শ্রাদ্ধবাসরে জয়দেবকে বেশী কষ্ট পাইতে হইল না। নবদ্বীপাধিপতি রাজা লক্ষ্মণসেন বিপ্রকুলতিলক ভোজদেব ও সতী-শিরোমণি বামাদেবীর এ অদ্ভুত মৃত্যু-বিবরণ শ্রবণ করত সস্ত্রীক কেন্দুবিল্বে উপস্থিত হইয়া মহাসমারোহে তাঁহাদের পারত্রিক ক্রিয়া সম্পাদনে সহায়তা করিলেন।

মনের সাধে এমন মাতাপিতার শ্রাদ্ধকার্য্য আশা মিটাইয়া করিতে পারিলাম না বলিয়া জয়দেব প্রাণে কোনও প্রকার কষ্ট অনুভব না করেন, রাজা তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজানুকম্পায় জয়দেব আশা মিটাইয়া শ্রাদ্ধ মহোৎসব সম্পন্ন করিলেন; বহু অধ্যাপক বিদায় হইল, দেশ বিদেশ হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলী কেন্দুবিল্বে শুভাগমন করিয়া পরলোকগত আত্মার মুক্তি কামনায় বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইলেন, কত দরিদ্রনারায়ণের সেবা হইল। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেহ বাদ পড়িল না; সকলেই ভোজদেব ও বামাদেবীর শ্রাদ্ধবাসরে পরিতোষ সহ আহার করিয়া তাঁহাদের মুক্তিকামনায় সমাহিতচিত্ত হইল। কিন্তু আত্মা কি পরের কথায়, পরের প্রার্থনায় পরমগতি লাভ করিতে পারে? আমরা মনকে প্রবোধ দিবার জন্য ঐরূপ একটা কার্য্য করি বটে, আর্য্যশাস্ত্রের বিধানানুসারে জীবের পরলোকে সুখপ্রাপ্তির জন্য ঐরূপ একটা চেষ্টা করি বটে—আত্মীয়-স্বজনের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, তবে যে মুক্ত সে চিরদিনই মুক্ত, মুক্তির পথ কেহ কাহাকেও দেখাইতে পারে না। নিজ কার্য্যগুণে আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত হইয়া থাকে। যে

পুণ্যাত্মা ভক্ত—আজীবন শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে ভক্তিভাবে বিচরণ করিয়া যিনি জীবনের পরপারে গিয়াছেন—তিনি অষ্টপাশমুক্ত; তাঁহার আত্মা ত মুক্তি পথে আপনা আপনিই ধাবমান হইবে, পথের বাধাবিপত্তি কিছুতেই তাহার গমনপথ রোধ করিতে পারিবে না; তিনি নিত্যমুক্ত।

ভোজদেব ও বামাদেবীর জীবন্মুক্তির জন্য কাহারও সহায়তার প্রয়োজন হইবে না, তাঁহারা আজীবনের কার্য্যগুণে নিজেই সে পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন; নতুবা দেশে এত পুণ্যাত্মা থাকিতে, ভগবান্-স্বরূপে তাঁহাদের দেহগেহ আশ্রয় করিয়া অবতার গ্রহণ করিবেন কেন; জয়দেবরূপে তাঁহাদিগকে পিতামাতা সম্বোধন করিয়া লোকাতীত সৌভাগ্যসূচনা করিয়া দিবেন কেন?

জয়দেব পিতামাতার শ্রাদ্ধকার্য্য বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিলেন। পদ্মাবতীর আর সে ম্রিয়মাণ ভাব নাই, তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে যাহাতে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, তাহার জন্য প্রাণ পণ করিয়াছিলেন। রাজা ও রাণী এই মহৎ কার্য্যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। পদ্মাবতীর পিতা বসুদেব এবং বসুমতীদেবীও কেন্দুবিল্বে আসিয়া কন্যা জামাতার খ্যাতি-প্রতিপত্তি, সৌভাগ্য-সম্পত্তি অবলোকন করিলেন। ধর্ম্মে তাঁহাদের অচলা ভক্তি, কর্ম্মে তাঁহাদের ঐকান্তিকী প্রীতি দেখিয়া দেবতাচরণোদ্দেশ্যে প্রণিপাত করত বলিলেন—প্রভু জগন্নাথ! প্রাণের পদ্মাবতীকে তোমার স্থানে রাখিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিব; সে বালিকা, আশ্রয়হীনা হইয়া কেমন করিয়া সেই আত্মীয়-স্বজনহীন দেশে একাকিনী বাস করিবে ভাবিয়া বড়ই চিন্তান্বিত হইয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি—প্রভু নারায়ণ! মানুষের ভাবনা, মানুষের চিন্তা সমস্ত বৃথা; সকল কার্য্যের মূলাধার তুমি, তুমি যাহাকে পায়ে রাখ, তাহাকে মারে কে, আর তুমি যাহাকে পায়ে না রাখ, তাহাকে পায় পায় বিপদে ফেলিয়া মরণের কোলে টানিয়া আন। প্রভু! কন্যার মানসিক জন্য মনে মনে তোমাকে কত তিরস্কার করিয়াছিলাম, মনোদুঃখে কত তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলাম, কিন্তু দয়াময়! তোমার তাহাতে কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ না হইয়া, আমার প্রাণের পদ্মাবতীকে যে পাত্রে

অর্পণ করিয়াছ, আমরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহা পারিতাম না ; পদ্মার ভাগ্যে এ সৌভাগ্য-ভোগের যোগ তোমা ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা সম্ভবপর হইত না। ঠাকুর! আজ তোমার রক্ষিত পদ্মাবতীর সৌভাগ্য দেখিয়া, ধর্ম্মকর্ম্মে তাহার অচলা রতিমতি দেখিয়া আমরাও জীবন ধন্য জ্ঞান করিতেছি। ঠাকুর! ক্ষমা কর, আমাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পদাশ্রিত জয়দেব পদ্মাবতীর অক্ষয় ফলভোগের সূচনা করিয়া দিয়া তোমার শ্রীমধুসূদন, বিপদভঞ্জন নামের সার্থকতা সম্পাদন কর। এই বলিয়া বসুদেব ও বসুমতীদেবী পরদিন রাজা ও রাণীর সহ স্বভবনে গমন করিলেন।



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গীত-গোবিন্দ।

যতদিন মাতাপিতা জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া সন্তানের আর কোন সাধনা নাই। জয়দেব এতদিন অনন্যশরণ হইয়া তাহাই করিতেছিলেন; আজ কয়েক দিন হইল—তাঁহার সে বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, মাতাপিতা স্বর্গগত হইয়াছেন; এইবার জয়দেব মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া সাধনায় ব্রতী হইলেন। শ্রীরাধা-মাধবের পদারবিন্দ স্মরণ করিয়া প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। তাঁহার হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে; পরমভক্ত ভাবুক জয়দেবের হৃদ্‌পদ্ম বিকশিত হওয়ায় তাহাতে ভাবকুসুম প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি না হইলে লোকের মন মুগ্ধ করা যায় না। রসজ্ঞ ভাবুক জয়দেব ভাবে বিভোর হইয়া অভিনব রস-সঙ্গীত রচনা করিতে লাগিলেন। সহায়রূপে হৃদপদ্মে অধিষ্ঠিত হইলেন—কবির কাব্যকল্পনার চিরসঙ্গিনী কবিতা-সুন্দরী; আর অনুপম প্রণয়-সাগরের সোহাগ-সরোজিনী, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী পদ্মাবতীকে সহায় করিয়া তিনি ভক্তিপ্রেমের রসায়নে সরস করিয়া গোবিন্দলীলামৃত রচনা করিতে লাগিলেন। জয়দেবের প্রাণের এই অমিয় উচ্ছ্বাসময়ী কবিতাবলী, সঙ্গীতরূপে প্রকাশিত "গীতগোবিন্দ" নামে বঙ্গদেশে চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। রসরাজ জয়দেব গোস্বামীর ভক্তিসিন্ধু-মথিত এই গোবিন্দগীতামৃতের তুলনা নাই। গীতগোবিন্দ অমর কবির অমর লেখনী-নিঃসৃত ভারতে অতুলনীয় গীতিকাব্য। বাঙ্গালার নিকুঞ্জকাননের কলকণ্ঠকোকিল জয়দেবের এ প্রাণস্পর্শী মনোমোহন সঙ্গীতের স্বরলহরী শ্রবণ করিলে গোবিন্দভক্ত বৈষ্ণবগণের প্রেমসাগর উথলিয়া উঠে, অবৈষ্ণবেরও এ সঙ্গীতে হৃদয় সরস-মধুর হইয়া রসতত্ত্ব-সাগরে ডুবিয়া আত্মহারা হইতে চায়। এমন সুধাসিক্ত, ভক্তজন-বাঞ্ছিত সঙ্গীত বাঙ্গালায়

আর কেহ রচনা করিয়া একাধারে পাণ্ডিত্য, জ্ঞানগাম্ভীর্য্য ও রসসৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিতে পারে নাই। বাঙ্গালার সাধক-হৃদয়-নিকুঞ্জের বীণার তার সুতার করিতে, অমিয় ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিতে "গীতগোবিন্দ" যতদূর পারক, ততদূর আর কেহ নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মধুর কীর্ত্তনাঙ্গে সঙ্গীত করিয়া লোক মাতাইতে জয়দেবের "গীতগোবিন্দ"ই প্রধান—ইহা অতীব সরল, শ্রুতি-সুখকর এবং নিত্য-নূতন; যখনই শ্রবন করিবে; তখনই শ্রবণ-সুখকর, প্রাণ-মুগ্ধকর হইবে, তখনই ইহা কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মস্থল স্পর্শ করত শ্রোতাকে প্রেমময়ের প্রেমরাজ্যে লইয়া গিয়া প্রেমসুধাদানে সুধাময় করিয়া তুলিবে।

অনেকে বলেন—সাধকপ্রবর জয়দেব এই "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থ পুরুষোত্তমে রচনা করিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন—ইহা পরমশাক্ত সাধক রাজা লক্ষ্মণ-সেনের রাজধানী নবদ্বীপেই প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু আমরা কেন্দুবিল্বস্থ জয়দেব গোস্বামীর মহাভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে অনুসন্ধান করিয়া জানি-য়াছি যে, গোস্বামীপ্রবর তাঁহার জন্মভূমির পবিত্র কুটীরকুঞ্জে পরমা প্রকৃতি পদ্মাবতীর সাহায্যে, কবিতা-সুন্দরীর মনোরম কল্পনা-মাধুর্য্যে এই আদিরসাত্মক "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন এবং যে দিন যে সঙ্গীতটী রচিত হইত, পতিপত্নীতে সুধাসম কণ্ঠের সুরতানলয়মিশ্রিত করিয়া হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তিভাবে ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবের চরণতলে সমর্পণ করিয়া তবে উহা সাধারণে প্রকাশ করিতেন। "গীতগোবিন্দ" যে একদিনে বা একস্থানে বসিয়া রচিত হইয়াছিল—তাহা নহে; কয়েকটী পুরুষোত্তমে এবং নবদ্বীপে যে রচিত না হইয়াছিল, এমনও কোন নিদর্শন নাই।

ভক্ত ভাবুক কবি ভাবাবেশে যখন যেখানে যেভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন, ভক্তা-ধীন ভগবান্‌কে যে ভাবে ভাবাইতে বাসনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবেরই উচ্ছ্বাস প্রাণ ভরিয়া কবিতার সাহায্যে গাথিয়া প্রাণের পদ্মাবতীসহ হৃদয়ের সুরে মিলাইয়া তাহাতে মূর্চ্ছনা-গমক তুলিয়া গাহিয়া বিভোর হইতেন, প্রাণের দেবতা শ্রীরাধা-মাধব সেই সঙ্গীত স্থিরকর্ণে কখন রাসে রসিত হইয়া, কখন মানে মোহিত হইয়া,



পতি-পত্নীতে সুধাসম কণ্ঠের স্বরতান লয়ে মিশ্রিত করিয়া

* * * প্রকাশ করিতেন। (৭৮ পৃষ্ঠা)

কখন বা দোলের আনন্দহিল্লোলে হিল্লোলিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া শ্রবণ করত প্রেমিক ভক্ত দম্পতীকে প্রাণের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিতেন। এই সুধামাখা "গীতগোবিন্দের" মধুর সঙ্গীত কীর্ত্তনানন্দে বড় মধুর, তাই বৈষ্ণবগণের নিকট ইহা এত প্রিয়, এত চিত্তবিনোদন, এত মত্ততাবর্দ্ধক।

গোস্বামিপাদ গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তংভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিরহবর্ণনা ; তাঁহাদের হৃদয়নিহিত গভীর প্রেমের বিরহ বিকারই এই গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে ছাড়িয়া চন্দ্রাবলীসহ একদিন অন্য কুঞ্জে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন, সেই অপরাধে অপরাধী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার সমীপে আগমন করিতে পারেন নাই ; রাধিকা মানে বিভোর হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণও স্মরশরজালে প্রপীড়িত হইয়া যাহাতে শ্রীরাধিকার মানাপনোদন করত পুনরায় গৃহগাণ হন, নিকুঞ্জলীলায় আবার শ্রীরাধার সহিত সম্মিলিত হইয়া শৃঙ্গাররসে রসিত হইতে পারেন, কবিবর জয়দেব সেই রসেরই ছড়াছড়ি করিয়া "গীতগোবিন্দ" রচনা করিয়াছেন, সখীগণ রাধিকাকে যেন সাধ্য সাধনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জে লইতে অনুরোধ করিতেছেন। মতান্তরে বলে— একদিন নন্দরাজ ভ্রাতৃবর্গ সহ গোদোহনে গিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও না বলিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন, এমন সময় গগনমণ্ডল ঘোর-ঘন-ঘটাচ্ছন্ন দেখিয়া ভীতচিত্ত নন্দ মহারাজ সহচরী সহ ক্রীড়মানা শ্রীরাধিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—অয়ি রাধে! তুমি শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাও ; নন্দরাজের অনুমতি পাইয়া উভয়ে নিকুঞ্জবনে সমুপস্থিত হইলেন, কালিন্দীতটবর্ত্তী এই নিকুঞ্জলীলা শ্রীরাধামাধবের নিত্যলীলা, শ্রীরাধা বয়োজ্যেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁহাদের লীলাবিহার যে কি, তাহা প্রেমিক ভক্ত ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারিবে না, ভগবানের

প্রেমসাগরে নিমজ্জমানা, আত্মহারা শ্রীরাধার ভাব সহজবোধ্য নহে, সাধক ভিন্ন এ ভাবের প্রভাব কেহ বুঝিতে সমর্থ নহে। ভক্ত কবিরাজ আদিরসের মধ্য দিয়া সাধরণকে সে রসের আস্বাদন করাইয়াছেন। স্বর্গীয় প্রেম জানিতে হইলে, তাহা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইলে আদিরসের মধ্য দিয়া বুঝিলেই সহজসাধ্য হয়, তাই কবি "গীতগোবিন্দে" শৃঙ্গার রসের অবতারণা করিয়াছেন।

কবি প্রথমে সুললিত সংস্কৃত কবিতায় ভগবতী ভারতীর বন্দনা করিয়া শ্রীরাধামাধবের স্তবস্তুতি করত তাঁহার দশ অবতারের স্তুতিগীতি রচনা করিয়াছেন। পদ্মাবতী কলনীয় কণ্ঠে সেই মধুর পদাবলী মালবগোড় রাগে রঞ্জিত করত ভক্তজন-পরিবৃত হইয়া গান করিলেন, সে গান শ্রীরাধামাধবের শ্রুতিসুখকর হইল, ভক্তগণ আকুলকণ্ঠে তাল তুলিলেন :—

(১) প্রলয়-পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্, বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

(২) ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে, ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে ;
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

(৩) বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না, শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না,
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে॥

(৪) তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং, দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম,
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

(৫) ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন, পদনখনীরজনিতজনপাবন,
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

(৬) ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং, স্নপয়সি পয়সি শমিতভব-তাপম্ ;
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

(৭) বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং, দশমুখমৌলিবলিং রমনীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

(৮) বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্, হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
(৯) নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্, সদয় হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্,
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
(১০) ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্,
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং, শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্
কেশব ধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥

বাস্তবিক জয়দেবের কবিতা এত মধুর, ছন্দ এত সুললিত যে তাহা শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করিলে ভাবে চিত্ত বিভোর হইয়া যায়; ভক্তহৃদয় এ স্বর্গীয় সুধা পান করিলে কি যে এক অসীম শান্তি উপভোগ করে, তাহা বর্ণনাতীত। যদি শ্রীরাধামাধবের চরণচিন্তায় চিত্ত সুস্নিগ্ধ করিতে চাও, যদি ভগবান্ বাসুদেবের রাসকুঞ্জাদিলীলা-কলা-বৈদগ্ধী চারুচেষ্টা অবগত হইতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে কবিবরের গ্রথিত এ সুকোমল কবিতাবলী ভক্তগণের পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ঐকান্তিক বর্ণনানৈপুণ্যে এত সজীবতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে ভক্তিভরে পাঠ করিলে ঘটনা সকল যেন চক্ষের সম্মুখে সংঘটিত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

জয়দেব যেদিন গুণবতী পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল হৃদয়ে আপনার প্রণয়পাবন হৃদয় অর্পণ করেন, সেই দিন হইতেই তাঁহার ভাব-সাগরে সঙ্গীতের সুধা-হিল্লোল সমুত্থিত হইয়া দু'কূল ভাসাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল; ভাবুকহৃদয় সেই দিন হইতেই পত্নীর প্রণয়সুধাধারায় সুস্নাত হইয়া কবিজীবন লাভ করিলেন, পদ্মাবতীর প্রাণের ভালবাসা তাঁহাকে পরমোৎসাহিত করিয়া "গীতগোবিন্দ" রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়া দিল।

পদ্মাবতী জয়দেবকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিলেন, তাঁহার প্রণয়সাগরে ডুবিয়া আত্মহারা হইলেন, কিন্তু প্রতিদানের আশা করিলেন না। এরূপ আত্মদানে

প্রতিদানের আশা অসম্ভব, তবে তাঁর চরণসেবার অধিকার তিনি ছাড়িতে পারেন নাই, ব্রহ্মচারী স্বামীর নিকট হইতে তিনি মাত্র এইটুকু প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মরি মরি, পদ্মাবতীর এ প্রাণ দেওয়া ভালবাসার তুলনা কি জগতে কোথাও পাওয়া যায়? স্বামিচরণে পদ্মাবতী নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণ মন সমর্পণ করিলেও, কিছু প্রতিদান প্রার্থনা না করিলেও প্রেমিক ভক্ত জয়দেব "গীতগোবিন্দের" অনেক ভণিতায় "পদ্মাবতী-চরণচারণ-চক্রবর্ত্তী" বলিয়া আপনার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহা তিনিই জানেন।

"গীতগোবিন্দ" বৈষ্ণবগণের প্রাণপ্রিয় গীতিকাব্য, এমন সুললিত যতি-পাতবিহীন শ্রবণসুখকর ছন্দ আর কোথাও নাই, এমন রাগরাগিণীর অতুলনীয় মূর্চ্ছনাও আর কোন সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রেমিক ভক্ত কবি আত্মজীবনের মিলন-বিরহের ভিতর দিয়াই গীতগোবিন্দের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গীতগোবিন্দে কবি "প্রেমে বিরহ, ভালবাসায় বিচ্ছেদ বিকারের" সৃষ্টি করিয়া রসময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাসেশ্বরী শ্রীমতীর মদন দাবানলের হৃদয়ভেদী দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাই ইহা বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই প্রীতিপ্রতিপাদক। অপাপবিদ্ধ জীবন, চিরকুমার জয়দেব, সংসার প্রেমে উদাসপ্রাণ ভাবুক কবি, আপন প্রণয়িনীর বিমল প্রেমে বিমুগ্ধচিত্ত হইয়া প্রগাঢ় ধর্ম্মের মধ্যে এমন একটা রমণীপ্রেমের নগ্নসৌন্দর্য্যের অবতরণা করিয়াছেন—যাহা পাঠ করিলে বাগ্মিনী রমণীকে স্বর্গের দেবী বলিয়া হৃদয়-আসন দান করিতে অতিবড় অপ্রেমিকেরও ইচ্ছা হয়। এই জন্য গীতগোবিন্দের প্রত্যেক ছন্দোবন্ধে আমরা আদিরসের উজ্জ্বল উৎস দেখিতে পাই, শৃঙ্গাররসের প্রস্ফুট প্রতিমূর্ত্তি, আবেগভরা উন্মাদনা উপলব্ধি করিয়া বিভোর হইয়া পড়ি, তাই রমণী-প্রেমকে স্বর্গীয় প্রেমের সোপানস্বরূপ মনে করিয়া লালসাময় তৃষিত প্রাণের চির বুভুক্ষা নিবারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হই। প্রেমময়ী পদ্মাবতীর প্রোজ্জ্বল প্রেমের পবিত্র ভাব লইয়া, তাঁহার নধর অধরের পবিত্র প্রেম-জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে কবি

সেই সজীব চিত্রের আলেখ্য গ্রহণ করত, ভগবৎপ্রেমে রমণীপ্রেম মিশ্রিত করিয়া এই অনুপম গীতাবলী রচনা করিয়াছেন, তাই ভাবগাম্ভীর্য্যে এ গাঁথুনী এত নিখুঁত হইয়াছে, তাই ইহার প্রাণারাম ছন্দোবদ্ধ সুললিত গীতগুলি এত মধুর, এত প্রাণস্পর্শী, তাই গীতগোবিন্দে গ্রথিত রাধামাধবের রাসলীলাদির কীর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব-সমাজ ধন্য এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে মতিমান হইয়া তাঁহারা চিরবরেণ্য হইয়াছেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা এই জন্য কবিকুলচূড়ামণি জয়দেবের নিকট যে অপরিশোধ্য ঋণজালে জড়িত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

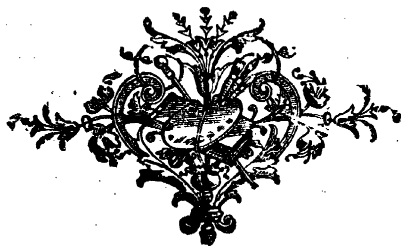
জয়দেব শুদ্ধ পদকর্ত্তা বা সঙ্গীত-রচয়িতা ছিলেন না, সাধনায় তাঁহার চিত্ত এক একদিন এত নিবিষ্ট থাকিত যে, সেদিন আর কোন কার্য্যে তিনি চিত্ত নিয়োগ করিতে পারিতেন না, ধ্যানধারণা উপাসনার পর আনন্দময়ের আনন্দ সাগরে এমন ভাবে ডুবিয়া সমাধিস্থ হইতেন যে সমস্ত দিন রাত্রিতেও তাঁহার চৈতন্য হইত না। পদ্মাবতী স্বামীর সেই দেবজ্যোতিঃপূর্ণ বরবপুকে অতি যত্নে প্রাণের বেষ্টনে পরিবেষ্টিত করিয়া অহোরাত্র অনাহারে থাকিতেও তিলমাত্র কষ্ট বোধ করিতেন না, বরং পূর্ণানন্দে নন্দিততনু হইয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করত বলিতেন—এমন দেবতার পদাশ্রিত হইয়া আমার নারীজন্ম সার্থক হইয়াছে। পদ্মাবতীর পতিসেবাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এই জন্য ব্রহ্মচারী জয়দেব পদ্মাবতীকে পত্নীরূপে পরিগ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিতে পারিয়াছিলেন। জয়দেব ধর্ম্মপত্নী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাম-লালসার বশবর্ত্তী হইয়া পত্নীর সহিত পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিবার সাধ তাঁহার ছিল না। তিনি এমনি সংযমী, এমনি জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। শাস্ত্র এইজন্য ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মার্থে রমণীর পাণিপীড়ন ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, মনুসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ৫০ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥

জয়দেব ব্রহ্মচারীর পত্নী পদ্মাবতী নারী হইলেও কামকামনা তাঁহার হৃদয়ে উত্তেজনার অনল প্রজ্বলিত করিতে পারিত না। অহরহঃ ধর্ম্মকর্ম্মে, পতিসেবা বা অতিথিসেবায় তিনি মনপ্রাণ এতদূর জড়িত করিয়া রাখিতেন, যাহার প্রভাবে অন্য কামনা তথায় স্থান পাইত না।

জয়দেব ও পদ্মাবতীর বৈষ্ণবপ্রীতি, অতিথি সৎকারাদির বিষয় যখন চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, তখন দেশ বিদেশ হইতে ভক্ত বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের আশ্রয় লইতে আসিল। এইবার জয়দেব রাধামাধবের পূজার ব্যয়, অতিথি সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দেশপর্য্যটনে বাহির হইলেন। পদ্মাবতী পতির আদেশে গৃহে থাকিয়া ইষ্ট-পূজার বিধিব্যবস্থায় ব্রতী রহিলেন।



চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রাজার বিপত্তি।

হিন্দু রাজার ন্যায় অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে আর কেহ পারেন নাই। প্রজার সুখের জন্য রাজা রামচন্দ্র আপনার প্রাণোপম সহধর্ম্মিণীকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আর কোনও দেশে নাই। "প্রকৃতি-রঞ্জনের" জন্যই রাজা, সে দৃষ্টান্ত হিন্দু রাজগণ প্রকৃত পক্ষে দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নরপতি রাজা লক্ষ্মণ সেন বহু জনপদে আধিপত্য বিস্তার করিয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করত অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন-নিরত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন—বাঙ্গালার সেন বংশ কায়স্থ, কেহ কেহ বলেন বৈদ্য। যাহা হউক, রাজার জাতিবিচারে প্রজার অধিকার নাই, তবে তিনি যে পরম ধার্ম্মিক এবং প্রজাবৎসল ছিলেন, তাঁহার রাজ্যে যে প্রজাবর্গের কোন প্রকার দুঃখকষ্ট ছিল না. তদ্বিষয়ে ইতিহাস উজ্জল ভাষায় সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আজ কিছুদিন হইল—তিনি সসৈন্যে উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী দেশ সকল অধিকার করিতে বাহির হইয়াছেন। উড়িষ্যার রাজা পরম বৈষ্ণব, আর নবদ্বীপের রাজা ঘোর শাক্ত। বৈষ্ণবাচার নারীস্বভাবের অনুরূপ নিতান্ত নিরীহ ভাব, আর শাক্তাচার ঘোর রুদ্রভাব তাই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ মহারাজের হৃদয় ভীমরৌদ্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল; মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের শক্তি তাই অতুলনীয় ছিল। ভারতে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের প্রভাব তখন অক্ষুণ্ণ ছিল; উড়িষ্যা-রাজ যুদ্ধ বিগ্রহ ভাল বাসেন না, বিশেষতঃ রাজা লক্ষ্মণ সেনের সহিত তাঁহার কখন শত্রুতা নাই। নবদ্বীপাধিপতির সহিত বন্ধুভাব পরিপক্ক হইলে তাঁহার রাজ্য অপর শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইবে, এইজন্য উড়িষ্যার রাজা আনন্দদেব তাঁহার সহিত সন্ধি করিয়া মিত্রতা-সূত্রে

আবদ্ধ ছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন রাজ্য জয় করিতেন, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করিলে কাহারও অধিকার-স্বত্ব কাড়িয়া লইতেন না, বরং আপনি তাহার বশীভূত হইয়া বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিতেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল; লক্ষ্মণসেন রাজা আনন্দদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সমান ভাবে রাজ্যাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন—এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এইজন্য অন্য দেশ জয় করিবার মানসে রাজা এবারেও তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে পুরী গমন করিলেন।

এদিকে নবদ্বীপ রাজ্য রাজহীন দেখিয়া রাজার অমাত্যবর্গ রাজ্যের ঘোর অমঙ্গল সাধন করিতে লাগিল। পাঠানগণ দেশ আক্রমণের জন্য লুব্ধচিত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা রাজকর্ম্মচারিবর্গের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল, কিন্তু সহসা আক্রমণ করিতে সাহস করিল না। মহারাজ লক্ষ্মণসেনের বিশ্ববিখ্যাত প্রভাব ত তাহাদের অবিদিত ছিল না। রাজ্যে রাজা নাই, অথচ রাজকুমার বড়ই পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন; তজ্জন্য রাজ-মহিষী মহারাণী ভুবনেশ্বরী বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কর্ম্মচারিবর্গ পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ মনোযোগ সহকারে রাজকার্য্য করিতেছে না; পুত্রের পীড়া ও রাজ্যের বিশৃঙ্খল ভাব দেখিয়া মহারাণী দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। দুই এক দিনের মধ্যে রাজা দেশে না ফিরিলে বিষম অনর্থপাত হইবার সম্ভাবনা, পুত্রের চিকিৎসারও কিছুই ব্যবস্থা হইতেছে না দেখিয়া রাণী গুরুদেবকে সংবাদ দিলেন।

রাজগুরু ভৈরবানন্দ ঘোর বামাচারী সাধক; তান্ত্রিকক্রিয়াকলাপে তাঁহার আস্থা সমধিক। তিনি উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীকে আশ্বাস দান করত বলিলেন—মা! কুমারের পীড়া সাঙ্ঘাতিক এবং রাজাও উপস্থিত নাই, কিন্তু বিশেষ তান্ত্রিকযাগের ব্যবস্থা না করিলে এ পীড়ায় অব্যাহতিলাভের উপায় নাই। যাহা হউক, আপনি চিন্তিত হইবেন না, অদ্য রজনীতেই সে যাগের ব্যবস্থা করিব, আমি তাহার উদ্যোগ-আয়োজন করিতে চলিলাম, আপনি বিশেষ উৎকণ্ঠিত হইবেন না। রাজা রাজধানীতে নাই বলিয়া কুমার বিনা চিকিৎসায় মারা যাইবেন না।

বলিয়া ভৈরবানন্দ আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অপরাহ্নে শ্মশানযাগে ভগবতী ভীমা ভবানীর নিকট একটী বালকের প্রাণসংহার করিয়া রাজকুমারের প্রাণ রক্ষা করিবেন—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া জনৈক শিষ্যের দ্বারা প্রতিবেশিনী একটী দরিদ্রা রমণীর একমাত্র পুত্রকে ভুলাইয়া নিজের আশ্রম ভবনে লইয়া আসিলেন। ভৈরবানন্দের আশ্রম শ্মশানের সন্নিকটে অবস্থিত, তাঁহার অনেক শিষ্য এই আশ্রমে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া থাকে, শ্যামানন্দ শাক্তানন্দ প্রভৃতি শিষ্যগণ গুরুদেবের সকল কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্ত। বালককে নানা প্রকার প্রলোভনে ভুলাইয়া, তাহাদের কাছে রাখিয়া ভৈরবানন্দ রাজবাটীতে গমন করিলেন।

রাজা রাজ্যে নাই, কুমার ভীষণভাবে গ্রহচক্রে পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। সকল গ্রহের কুগ্রহ-নাশিনী ভবানীপূজায় কুমারের এই গ্রহ নাশ করিয়া, তাহাকে নিরাময় করত রাজার নিকট বাহাদুরী লইবেন ভাবিয়া ভৈরবানন্দ আজ একটী দরিদ্রের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জানি না দেবী বিশ্বজননী মা ভবানী কোন্ প্রাণে দরিদ্রা বিধবার পুত্র-রক্ত পান করিয়া রাজকুমারের কুগ্রহ নাশ করিবেন, আর ভৈরবানন্দই বা কোন্ সাহসে এমন অসমসাহসিক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন! দয়াময়ী মা কি একজনের প্রাণরূপ উৎকোচ গ্রহণে আর একজনের প্রাণ রক্ষা করিবেন?

এদিকে রাজকুমারের পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে—জীবনের আশা লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। সন্ধ্যাকালে এক প্রকার শেষ নিশ্বাস ফেলিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার উপক্রম করিয়াছিল, সমস্ত অঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছিল, রাজচিকিৎসক এক প্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাজা থাকিলে হয়ত এ অবস্থায় আরও কত বড় বড় কবিরাজ আনিয়া পুত্রের চিকিৎসা করাইতেন, কিন্তু তিনি ত নাই, আর এখন ধীরে ধীরে সে অবস্থাও কাটিয়া গিয়াছে, পুত্র আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়াছে দেখিয়া মাতার প্রাণে সাহস-সঞ্চার হইল, তিনি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভবানীর পদে প্রণত হইয়া বলিলেন—মা! পদাশ্রয়

প্রদান কর, দাসীর প্রতি দয়া কর, মহারাজকে এ সময়ে আনিয়া দাও, তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের অন্তিম সময়ে তাঁহাকে কাছে আনিয়া দাও; কই গুরুদেব ত আসিতেছেন না? বলিয়া রাণী দারুণ দুঃখে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

ভক্তের প্রাণের ডাক ভক্তাধীনা ভবানীর কর্ণে পৌছিল. রাণীর জীবনের সাহস, প্রাণের আশা ভরসা ফিরিয়া পাইবার জন্য রাজা লক্ষ্ণণসেনকে নবদ্বীপের ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। রাজা নৌকাবতরণ করিয়া প্রহরিগণকে রাজবাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কাঁদিয়া কুমারের মারাত্মক রোগ-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। রাজা একমাত্র পুত্রের জন্য কাতর হৃদয়ে রুদ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আবেগভরে ডাকিলেন রাণি রাণি! আমার প্রাণের জীবানন্দ কই, তাহার অবস্থা কেমন? এইবার রাণী ভুবনেশ্বরী উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া শোকোচ্ছ্বাস উচ্ছলিত স্বরে বলিলেন,—মহারাজ! আর কি দেখিতে আসিয়াছ, আর কি দেখিবে, আমাদের জীবনের আনন্দ "জীবানন্দ" বোধ হয়, এতক্ষণ আমাদিগের ফাঁকি দিয়া চিরদিনের মত নিরানন্দ সাগরে ডুবাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আর রাজ্য-ঐশ্বর্য্য কাহার জন্য, বলিয়া রাণী কাঁদিয়া আকুল হইতে লাগিলেন। মহারাজ লক্ষ্ণণসেন অধীরভাবে পুত্রের শয্যাপার্শ্বে গমন করিয়া ডাকিলেন,—আনন্দ! বাপ আমার, যাইবার সময় তোমাকে যে অক্ষুণ্ণ-স্বাস্থ্য দেখিয়া গিয়াছিলাম, ইহারই মধ্যে এ বিষম বজ্র হানিয়া, বৃদ্ধ বয়সে এ দারুণ শোকশেল বিদ্ধ করিয়া কোথায় যাইতেছ বাপ! রাজা গাত্রে হস্ত দিয়া দেখিলেন—জীবনের কোন আশা নাই। বক্ষে করাঘাত করিয়া রাজা শয্যাতলে বসিয়া পড়িলেন, মহারাণী ভুবনেশ্বরী প্রাণফাটা দুঃখে কাঁদিয়া অধীর হইলেন। শোকের চিহ্ন আর বেশীক্ষণ চক্ষের সম্মুখে রাখা উচিত নয় ভাবিয়া রজনীর গভীর-যামে যখন আত্মীয়স্বজন শবদেহ স্থানান্তরিত করিবার উপক্রম করিতেছে, ঠিক সেই সময় ভৈরবানন্দ আসিয়া বলিলেন—ও কি করিতেছ, কুমার মরেন নাই, রোগাচ্ছন্ন অচৈতন্য; গ্রহের প্রকোপে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছেন

শোকবিহ্বল রাজা ও রাণী গুরুর পদ ধরিয়া বলিলেন,—অভীষ্টদেবতা! আর কি দেখিতেছেন, এই সঙ্গে আমাদেরও যাহাতে নাশ হয়—তাহা করুন, আর সহ্য করিতে পারি না, বিষম পুত্রশোকজনিত যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি! ভৈরবানন্দ সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন,—শব লইয়া আমার আশ্রমে চলুন, আমি শ্মশানযাগে কুমারকে জীবিত করিয়া দিব, কুমার মরে নাই—গ্রহের ফেরে পড়িয়াছে।

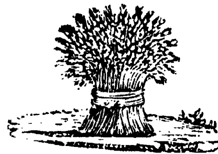
মৃত কুমারকে যখন গোপনে গুরুর আশ্রমে শ্মশান নৈকতে লইয়া যাওয়া হইল—রাত্রি তখন ঘোর অন্ধকারময়ী, প্রকৃতি নীরব নিস্পন্দ। বামাচারী সাধক ভৈরবানন্দ শিষ্যগণ সাহায্যে শব যথাস্থানে রক্ষা করিয়া দেবীর পূজাদি করিলেন কিন্তু সেদিন যেন তাঁহার সমস্ত ক্ষমতা ব্যর্থ হইতে লাগিল। ভৈরবানন্দ তথাপি বিচলিত হইলেন না, শ্মশানের উপকণ্ঠে আশ্রম সন্নিধানে স্বামীজীর আজিকার এ শ্মশানযাগ বড়ই ভীষণ, বড়ই হৃদয়বিদারক! গুরুদেব যখন সেই নিরীহ বালকের প্রাণ হনন করিতে, দুই জনকে খড়্গ ধারণে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন, তখন রাজা ও রাণীর প্রাণ শিহরিয়া উঠিল।

ভৈরবানন্দ আদেশ করিলেন, তোমরা দুইজনে ঐ বালককে দেবীর সম্মুখে বলিপ্রদান কর, তাহা হইলে রাজপুত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে, বংশরক্ষা হইবে। ঘোর শাক্ত রাজা লক্ষ্মণসেন গুরুপদানত হইলেও কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন, কিন্তু কোমলপ্রাণা রাণীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিলেন,—এ কি আদেশ, আমার মৃত পুত্রের জন্য আর একজনের জীবিত পুত্রের প্রাণ নাশ করিব? ইহার ত জনকজননী আছে; তাহারাও ত আমাদের মত শোকসাগরে ডুবিয়া দিশাহারা হইবে, আমাদের শিরে বজ্রপতন হইয়াছে, সে আঘাতের বিষম যন্ত্রণা যে কি হৃদয়বিদারক তাহা বুঝিতেছি। এক্ষণে জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া, এ দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণার হাড়ভাঙ্গা কষ্ট হাড়ে হাড়ে সহ্য করিয়া—অজানিত, নিরীহ, আর একজনকে স্বেচ্ছায় নিজের সুখের জন্য এ ভীষণ যন্ত্রণা প্রদান করিব কেন? আহা! বালকের বদন

মৃত্যুবিভীষিকায় পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছে। সে গুরুদেবের প্রলোভনে পড়িয়া এখন বুঝিয়াছে—তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন, তাই ছল ছল নয়নে আমাদের মুখের পানে চাহিয়া আকুল, প্রাণ ভিক্ষা করিতে উদাস নয়নে চাহিয়া আছে। রাণীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, প্রাণের অন্তঃস্থল হইতে অরুন্তুদ দুঃখপীড়িত ভীষণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পাগলিনীর মত বলিলেন,—রাজা! রাজা! অকারণে নিরীহ বালক হত্যা করিয়া, স্বেচ্ছায় একজনের বংশ নাশ করিয়া নিজবংশ রক্ষার প্রয়োজন নাই। ভবানীর ইচ্ছা হয় বংশ রক্ষা করিবেন, নতুবা এমন হীনকার্য্যে, এমন বিষম রাক্ষসের কার্য্যে ব্রতী হইয়া আমার বংশরক্ষায় তিল মাত্র ইচ্ছা নাই। যাক বংশ রসাতলে যাক—যাক সেনবংশ, ধরণীপৃষ্ঠ হইতে চিরতলে লুপ্ত হইয়া যাক্! পরম পবিত্র, পরদুঃখ-কাতর আজীবন স্বধর্ম্মনিরত পবিত্র সেনবংশে, এমন দুরপনেয় কলঙ্ক-কালিমা মাখাইয়া বংশরক্ষার আশায় ছাই পড়িয়া যাক্! জীবানন্দ গিয়াছে; জীবন চিরদিনের জন্য নিরানন্দ-সাগরে ডুবিয়া হাবুডুবু থাক, তাহা শতগুণে শ্রেয়ঃ; তথাপি আমি মা হইয়া মায়ের প্রাণে এমন শেলাঘাত করিতে পারিব না। রাণী আশ্রম হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে একটী বিধবা বর্ষীয়সী রমণী বিগলিতবেশে, রুক্ষকেশে, উন্মাদ-আবেশে, নিদারুণ করুণ স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বক্ষে করাঘাত করত দৌড়িয়া আসিয়া বলিল,—কই! কই! আমার প্রাণের পুত্তলী, নয়নের মণি, গুণমণি কোথায়! হতভাগা ব্রাহ্মণ আমার দুঃখ দারিদ্র্য নাশ করিবে বলিয়া, আমার হৃদয়-রতনকে ভুলাইয়া এ ভীষণ শ্মশানে বলি দিতে আনিয়াছে? তখন উষার আলোক প্রায় দেখা দিয়াছে; মহারাণীকে সম্মুখে দেখিয়া কোন দেবীপ্রতিমা ভ্রমে পদ ধরিয়া বলিল—মা! মা! আমার প্রাণের একমাত্র ভরসা, হৃদয় আকাশের একমাত্র ধ্রুবতারা "গুণমণিকে" ভিক্ষা দাও—আমার যে আর কেহ নাই মা, আমার বুক শূন্য করিয়া পাষণ্ড যে তাহাকে লইয়া আসিয়াছে! বালকও মহা-রাণীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণভয়ে গোপনে আশ্রম ত্যাগ করিতেছিল। রাণী পুত্রহারা উন্মাদিনীর কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন এবং

প্রাণভয়ে ভীত "গুণমণির" হাত ধরিয়া পুত্রশোকে জর্জ্জরিতহৃদয় লোচনলোরে অবরুদ্ধ চক্ষু মাতৃহস্তে পুত্রের হস্ত প্রদান করিয়া বলিলেন,—মা! এই লও তোমার হারানিধি, মানুষ নির্ম্মম হইলেও দেবী মমতাহীনা নহেন; বিশ্বজননী বিশ্বের প্রাণরক্ষায় সতত বিব্রত—গ্রহণে নহেন।

পুত্রহারা উন্মাদিনী প্রাণের পুত্রকে বুকে পাইয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দ আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—মা! তুমি দেবীই বটে—আজ আমার জীবনের জীবন পুত্র দান করিয়া আমাকে যেরূপ আনন্দ দান করিলেন, মা আনন্দময়ী তোমাকে সেইরূপ আনন্দ দান করুন, তোমার বংশ চির-উজ্জ্বল হউক। বিধবার সেই প্রাণের অন্তঃস্থলনিহিত আনন্দভরা গুরুগম্ভীর আশীর্ব্বাদ, সতীর অমোঘ ভৈরব উচ্ছ্বাস রাণীর হৃদয়ে আশার ভাতি উদ্দীপিত করিয়া দিল, তিনি বর্ষীয়সী রমণীর পদধূলি লইয়া বলিলেন,—দেবি! করাল-কৃতান্ত আমার একমাত্র নয়নের পুত্তলিকে হরণ করিয়া মনপ্রাণ শোকে জর্জ্জরিত করিয়াছে; আর কি সে আশার ধনকে ফিরিয়া পাইব? সে আশার আশা আর নাই; তবে তুমি যে প্রাণের পুত্র ফিরাইয়া পাইলে, ইহাতেও আমার পুত্রশোক কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইবে। যাও মা! বাছার শুষ্ক মুখে স্নেহবারি প্রদান করিয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ সুশীতল করগে! যখন জননীগণের আশা-নিরাশায় বক্ষঃস্থল আলোড়িত, তখন উষার আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হইবার উপক্রম করিতেছে।



পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

জয়দেবের কীর্ত্তি।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে কোনও অমানুষিক গুণসম্পন্ন না হইলে রাজা বা রাজ্ঞীর আসন লাভ করা যায় না। সাধারণ মনুষ্যভাগ্য যে এ ভাগ্যে ভাগ্যবান্ হইতে পারে না, মহারাণী ভুবনেশ্বরী আজ তাহার উদাহরণস্থল। একমাত্র পুত্রের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া, নিজ রাজ্যের ভবিষ্যৎ আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়া দুঃখিনী-পুত্রের প্রাণ রক্ষা করিলেন, জগতে নারী জাতির অতুল মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধন্য হইলেন। কঠোর বামাচারী ভৈরবানন্দও মহারাণীর অতুলনীয় ত্যাগস্বীকার দেখিয়া মোহিত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণসেন রাণীর প্রাণের তেজ দেখিয়া পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া সস্ত্রীক রাজবাটী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন।

এই সময় হরিনামের মধুর স্বর সকলের শ্রবণকুহর পবিত্র করিল। বোধ হয় কোনও মহাত্মার শবদেহ সংকীর্ত্তনানন্দে বিভোর করিয়া শ্মশানে নীত হইতেছে। প্রাতঃকালের করুণা গীত, তাই এত শ্রবণ-মোহন ভাব ধারণ করিয়াছে ভাবিয়া সকলেই সেই দিকে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে এক দল সন্ন্যাসী নাম সংকীর্ত্তনে উন্মত্তপ্রায় হইয়া শ্মশানে ভৈরবানন্দের আশ্রম প্রাঙ্গণে যেখানে বামাচারী সাধক একটী নিরীহ বালকের প্রাণ বলি দিয়া একটী বিগতজীবন বালকের প্রাণরক্ষার জন্য শ্মশানযাগ করিতেছিলেন, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বামাচারী শাক্তের এই কুৎসিত কাণ্ড দেখিয়া বলিলেন, স্বামীজী! এ কি অদ্ভুত জীব-প্রীতি! একটী মৃত জীবের জীবন দান করিতে গিয়া একটী জীবিত জীবের প্রাণ হনন, এ কি অত্যাশ্চর্য্য প্রতিক্রিয়া অথবা ইহা আপনার স্বার্থসিদ্ধির অমোঘ উপায়! রাজা রাণীর মৃত পুত্রের প্রাণ দানের চেষ্টায়, তাঁহাদের তুষ্টি সম্পাদনের ব্যর্থ বাসনায় নিজের ইষ্ট সাধনায় এত আসক্তি কেন? জান না কি সন্ন্যাসি! যে

ব্যক্তি স্বষ্ট জীবের অবমাননা করে, যেমন করিয়াই সে দেবীর অর্চ্চনা করুক, দেবী তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন না। তুমি মাকে ডাক, কিন্তু মানুষকে তুচ্ছ কর, ইহাতে কি ভগবতী তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন? মা যে সকলেরই মা, তিনি রাজারও মা, প্রজারও মা, নীচ জাতির মা, মহৎ জাতির মা। তিনি যে বিশ্বজননী। একটী গতজীবন মহৎ শিশুর জীবন রক্ষা করিতে কি মা তোমায় একটী দুঃস্থ শিশুকে তাহার মাতৃক্রোড় শূন্য করিয়া জীবন হরণে আদেশ দিয়াছেন? দীন বলিয়া কি তাহার জীবনের কোন মূল্য নাই? করুণাময়ী বিশ্বপালিনী মা কি এতই পাষাণী, এতই কি একচক্ষুশালিনী, এতই কি রুধিরলোলুপা? হা হে, এত যদি ভ্রান্তি, রাজপুত্রের প্রাণরক্ষার্থ এত যদি দয়াপ্রবণতা, তবে দেবী-পদে নিজের প্রাণ দান করিয়া সঙ্কল্প-সিদ্ধি কর নাই কেন, তাহা হইলে পরার্থ-পরতার পরম পুণ্যে তুমি দেবীপদে নির্ব্বাণ পাইতে পারিতে। একটী অবোধ শিশুর প্রাণ লইয়া এত বাহাদুরী কেন? দেখ দেখি উন্মাদিনী পুত্রহারা জননীর বদন পুত্রশোকে কি বিষণ্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে? দেবী ভুবনেশ্বরী, ভুবনেশ্বরীরূপে, যদি আজ মায়া মমতার জাগ্রত মূর্ত্তিরূপে, নিজের পুত্রপ্রাণ তুচ্ছ না করিতেন, তাহা হইলে তুমি আজ দুঃখিনীর প্রাণে কি ভীষণ দাগা দিতে বল দেখি।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন লজ্জায় অধোবদন হইলেন। প্রজার সুখ দুঃখ তাঁহার উপর সমস্ত নির্ভর করিতেছে, তিনি নিজ সুখের জন্য আজ এ কি বীভৎস কাণ্ড করিতে যাইতেছিলেন! পূর্ব্বে কত হিন্দু রাজা প্রজার হিতের জন্য স্বর্ব্বস্ব, এমন কি পতিপ্রাণা পত্নী, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, আর আমি মৃত পুত্রের প্রাণ পাইবার জন্য এ কি করিতেছি? রাজা লজ্জায় অন্তরালে অন্তর্হিত হইলেন। ভৈরবানন্দের বদন বিশুষ্ক হইয়া গেল। শাক্তানন্দ প্রভৃতি সহকারী শিষ্যগণ সে সৌম্য শান্ত মূর্ত্তি বৈষ্ণবকে দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন, আর জাগ্রত মূর্ত্তি তারা দেবীও বুঝি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর জলদগম্ভীর সময়োচিত পরুষ বচন শুনিয়া খল্ খল্ হাস্য করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব সাধু এইবার মায়ের সেই মূর্ত্তির সম্মুখে ভক্তিবিনত মস্তকে অবস্থান করিয়া, জগজ্জননী মায়ের সেই ত্রিলোকবরেণ্য পদতলে স্মিত বদনে বসিয়া আবার বলিলেন,—ভক্তবীর! এ মায়ের কাছে এমন নিষ্ঠুর ভাবে শিশুবলি দিতেছিলে কেন? মা যে চিরদিনই সন্তানবৎসলা, মাকে ডাকিয়া ধর্ম্মজগতে আধিপত্য বিস্তার করিবার জন্য সামান্য বিভূতির সাহায্যে এত পাপাচরণ কেন? একজনের প্রাণের জন্য একজনের প্রাণহনন, ধর্ম্মজগতে এ বিভূতি সম্পূর্ণ অসত্য। যদি প্রাণ দিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পার, যদি প্রাণময়ী মায়ের পদে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিয়া রাজ-কুমারের প্রাণ ভিক্ষা করিতে পার, যদি উৎকট তপস্যায় ব্রতী হইয়া সে প্রত্যাশা কর, তাহা হইলে একটা রাজকুমার কেন, তুমি বিশ্ববাসীকে নব জীবন দান করিতে সমর্থ হইবে। মায়ের কৃপা হইলে, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হইলে শত শত মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার হইতে পারে। জগৎপ্রাণে প্রাণের স্পন্দন সমাহিত করাই যাহার কার্য্য, তাঁহার অসাধ্য জগতে কি আছে? জগতে মা ও বাবা যে এক, শ্যাম ও শ্যামা যে এক, অভেদ সম্বন্ধে সম্বোধিত, তবে কেন তাঁহাকে রুধির-লোলুপা বলিয়া কলঙ্কিত কর? মা যে করুণার আধার, সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা। শ্যাম, যে শ্যামা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমতীর মান রক্ষা করিয়াছিলেন; ভক্ত আয়ান ঘোষকে কৃপা করিতে শ্যামই যে শ্যামা সাজিয়াছিলেন, তবে ভেদ কোথায়? দেখ দেখি সন্ন্যাসী মহাত্মন্! তোমার শ্যামা মা আজ ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম মদনমোহন হরি কি না?

সকলে সোৎসুক নেত্রে দেখিল, ভক্তের ভক্তিবলে কালী কৃষ্ণ হইয়াছেন, অসি ত্যজিয়া বাঁশী ধরিয়াছেন। তখন গগনভেদী হরিনাম ধ্বনিতে শ্মশানভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল, সকলে ভক্তিভাবে ভক্তচরণে প্রণিপাত করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। ভৈরবানন্দ আগন্তুক বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর সাধনশক্তি দেখিয়া যুগপৎ স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার শিষ্যদ্বয় হরিনাম ধ্বনি শুনিয়া, বৈষ্ণবগণের প্রকট লীলাখেলা দেখিয়া বহু পূর্ব্বেই আশ্রম ত্যাগ করিয়াছিল। রাজা ও রাণী হরিনাম মহামন্ত্রে সম্মোহিত হইয়া ভক্তের চরণতলে এইবার লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

তার পর প্রবুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—হে বৈষ্ণব, হে সাধনশক্তিপরায়ণ ভূদেব! যথার্থই ভক্তি-ডোরে তুমি হরিকে বাঁধিয়াছ। আমাদের প্রাণে শাক্ত-বৈষ্ণবে যে এত দিন একটা বিরোধ ভাব বর্ত্তমান ছিল, আজ তোমার কৃপায়, তারা দেবীর মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ দেখিয়া, সে ভেদভাব ঘুচিয়া গেল। ভক্তপ্রবর! আমাদের পুত্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে বলিয়া কুণ্ঠিত নহি, আজ তাহার প্রাণত্যাগে এই দৈবশক্তি প্রত্যক্ষ করিরা আমরা মানবজীবন ধন্য করিলাম! সাধু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—মহারাজ! ভৈরবানন্দের শ্মশানযাগ ব্যর্থ হয় নাই, তবে ভিন্ন পথে ধাবিত হইয়া সাধন-পথ পঙ্কিল হইয়া গিয়াছিল। ভয় নাই আপনার পুত্র প্রাণ পাইয়াছে। মহারাণী ভুবনেশ্বরীর প্রাণ-দেওয়া পরার্থপরতায় রাজকুমার প্রাণ পাইয়াছে, দুঃখিনীর আনন্দ আশীর্ব্বাদও সার্থক হইয়াছে। এই বলিয়া ভক্ত-বীর হরিধ্বনি সহকারে শবের হস্ত ধারণ করিবামাত্রই কুমার তৃণশয্যা পরিহার করিয়া গাত্রোত্থান করিল। রাজা ও রাণী আনন্দে অধীর হইয়া বলিলেন, কে বলে পৃথিবীতে দেবতা নাই, কে বলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্বলোপ হইয়াছে? এখনও যে তাঁহারা সাধনবলে অঘটন সংঘটন করিতে সমর্থ, আজ তাহা স্বচক্ষে দর্শন করিলাম। প্রভু তুমি মানুষ নও, সাধনবলে দেবত্ব পাইয়াছ বলিয়া রাজা ভক্তচরণে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। রাণী গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া পরম ভক্ত আগন্তুকের পদে মাথা রাখিয়া ভক্তিবাষ্পাকুলকণ্ঠে বলিলেন,—কে তুমি প্রভু! হরিনাম মহামন্ত্রে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করিয়া আজ আমাদের বংশ রক্ষা করিলে? উৎকট সাধনবলে সাক্ষাৎ ভগবচ্ছক্তিসম্পন্ন না হইলে কি এ শক্তি সাধারণ ভক্তের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে? আজ নবদ্বীপ শ্মশানে আপনার এ অদ্ভুত সাধন-শক্তি দৈবশক্তির তুল্য। আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ যে লীলাখেলা দেখাইলে, জগৎবিনিময়েও এ কৃতজ্ঞতার পরিশোধ হইবে না।

ভক্তবীর রাণীকে সাগ্রহে হস্ত ধারণ করিয়া তুলিয়া সন্তানের ন্যায় বিনীতভাবে বলিলেন,—মা! আপনার অদ্ভুত পরার্থপরতা, পরপুত্রের জীবনরক্ষার্থে দৃঢ়চিত্ততা, আপনার একমাত্র পুত্রের প্রাণের জন্য নির্ম্মমতাই রাজকুমারের জীবনলাভের এক-

মাত্র কারণ। ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই, আপনার প্রাণের উদারতাই আপনার সুখের পথ মুক্ত করিয়াছে, আমি নিমিত্ত মাত্র। একমাত্র পুত্রের জীবন-প্রলোভন যে আপনাকে রাজধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে নাই, ইহাই রমণীকুল মধ্যে আপনার বিশিষ্টতা। ধন্য আপনার প্রাণের বল, ধন্য আপনার ধর্ম্ম বিশ্বাসের ফল। তার পর রাজাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—মহারাজ! আমাকে কি চিনিতে পারিতেছেন না? আমি যে স্বর্গগত মহাত্মা ভোজদেব ও বামাদেবীর অধম পুত্র জয়দেব। আপনার বীরভূম জেলার কেন্দুলী গ্রামের দুঃস্থ প্রজা, আপনার চিররক্ষিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ।

ওহো! চিনিয়াছি, সন্দেহ দূর হইয়াছে। আমার সেই চিরপূজ্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর ভক্ত পুত্র জয়দেব, সেই সাধনসিদ্ধ অবতারকল্প মহাপুরুষ জয়দেব! অনুমান করিয়াছিলাম, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই, এক্ষণে সন্দেহ নিরাকরণ হইল। ভক্তচূড়ামণি! ধন্য ধন্য সাধনা তোমার, তোমার পূত পদস্পর্শে আজ নবদ্বীপ ধন্য, আমরাও কৃতার্থ হইলাম। পৃথিবী যে এখনও ভূদেবশূন্য হয় নাই, এখনও যে দেবশক্তিসম্পন্ন, আর্য্য ঋষিকুল মহত্ত্বমণ্ডিত, দেবতাস্বরূপ ভূদেব ব্রাহ্মণ ধরণীতল ধন্য করিতেছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। মহাত্মন্! আজ আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিনাম মহামন্ত্রবলে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইল, সেনবংশের লুপ্তপ্রায় জলগণ্ডুষ পুনঃ সংস্থিত হইল। ভক্তপ্রবর! আমরা কর্ম্মফলে আবদ্ধ—অসার সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া এ মহাভাবে বিভোর হইতে পারিলাম না, এ মরণ-বারণ হরিনামের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না, কর্ম্মফেরে পড়িয়া এ দুর্লভ জন্ম হেলায় নষ্ট করিলাম। উপায় কি হইবে জয়দেব, কবে এ কর্ম্মফের কাটিবে, কবে আমরা তোমার মত সেই সারাৎসার সর্ব্বেশ্বরের পদে দেহ মন প্রাণ, আমাদের সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া তন্ময় হইব, কবে সে সুদিন হইবে জয়দেব! ভক্তগদগদ চিত্তে, বিকল অন্তরে ভাবমগ্ন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে জয়দেব বলিলেন,—দীনবন্ধু কৃষ্ণ নামে ঘুচে কর্ম্মফের। রাজা প্রাণ ভরে বল হরিবোল, হৃদয় খুলে বল হরিবোল—মর্ম্মের বেদনা, প্রাণের দুঃখ যাতনা, হৃদয়ের ভীষণ

ভাবনা ঘুচাইতে হরিনাম ভিন্ন আর কোনও মহৌষধ নাই—আবার প্রাণ ভরিয়া সকলে বল হরিবোল।

ভৈরবানন্দ ও তাঁহার শিষ্যগণ ব্যতীত সকলে প্রাণের কবাট খুলিয়া হরিনাম ধ্বনি করিয়া উঠিল। মৃত্যুর লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপের এই মহাশ্মশানে আজ স্বয়ং মৃত্যুই ভীতিবিহ্বল, মৃত্যুভয়-নিবারণ হরিনামে চঞ্চল হইয়া উঠিল। রাজা ও রাণী জয়দেবকে শিক্ষাগুরুরূপে অভিষিক্ত করিয়া অনবরত হরিনাম করিতে লাগিলেন। পুত্রহারা ধীবরকন্যা আর থাকিতে পারিল না। এ প্রাণারাম দৃশ্যে, ভক্তের এ ভক্তিমাখা হরিনাম কীর্ত্তনে সেও পুত্রসহ পুলকিত প্রাণে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

জয়দেবকে মধ্যে রাখিয়া রাজা ও রাণী মৃত পুত্র কোলে করত রাজবাটী অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। গুরুদেব ভৈরবানন্দকে জয়দেব বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া সঙ্গে যাইতে বলিলেন এবং তাঁহার নিকট অশেষ প্রকার বিনতি স্বীকার করিলেন, রাজাও পদে ধরিয়া তাঁহাদের সহিত রাজভবনে যাইতে কৃতাঞ্জলিবদ্ধ হইলেন, কিন্তু ভৈরবানন্দ অপমানে কালসর্পের মত বিষ উদ্গীরণ করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। শুধু তাঁহার নহে, তাঁহার প্রতিষ্ঠিতা মহাদেবী ভবানীর অপমান, ভক্ত কি তাহা সহ্য করিতে পারে? প্রতিহিংসায় তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। শ্যামানন্দ ও শাক্তানন্দ রাগে রক্তবর্ণ হইয়া গরগর করিতে লাগিল। ভবরাণী ভবানী কিন্তু প্রসন্নময়ী হইয়া জয়দেব ভক্তের ভক্তিমাখা নাম-সুধা পানে মোহিত হইয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কি করিতে আসিয়া কি করা হইল, শ্রীরাধামাধবের পূজার ব্যয় ভার সংগ্রহ করিতে আসিয়া আজ তদীয় চরণকৃপাবলে একটী মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইল দেখিয়া ভক্তপ্রবর জয়দেবের প্রাণ গলিয়া গেল। তিনি রাজবাটীতে আসিয়া সমস্ত দিন ভাবসমাধিমগ্ন হইয়া ভগবানের অচিন্তনীয় লীলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিছুতেই কূল পাইলেন না, ডুবিয়া ডুবিয়া ভাবসাগরে তলাইয়া গিয়া আত্মহারা হইলেন বটে, কিন্তু সে অসাধ্য বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন

না ; যে ভক্ত ভক্তিপ্রবাহে অবগাহন করিয়া ভাবের অতলজলে তলাইয়া গিয়া আপনহারা হইয়াছে, তাহার কি আর পরিমাণ করিবার শক্তি থাকে ? জয়দেব বিভোর-প্রাণ, নীরব, নিস্পন্দ, কোন সাড়া শব্দ নাই।

ভগবানের কৃপায় কোন একটী মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিলে প্রাণে যে একটা অসীম আনন্দ উপচিত হয়, মানুষ তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে না ; সে শক্তি শক্তিমানের হইলেও ভক্ত সে শক্তির পদতলে পড়িয়া আপনাকে ভুলিয়া যায়। জয়দেব সমস্ত দিন ভাবরাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে বাহ্য প্রকৃতিস্থ হইতে লাগিলেন। রাজা-রাণী ও অপরাপর ভক্ত এই ভক্তের সহিত সমভাবেই তন্ময় হইয়াছিলেন—এতক্ষণ পরে তিনি বাহ্য চৈতন্য লাভ করিয়া ইষ্টদেবতার চরণে প্রণিপাত করিলেন। সকলে সাষ্টাঙ্গ হইয়া স্তুতিনতি জ্ঞাপন করিল।



ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পুরীধামে।

সুদুর্লভ ভক্তিধন লাভ করিলে ভক্ত আর কোন ধনের আকাঙ্ক্ষা করে না—এমন কি মোক্ষপদও তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়। এ সুদুর্লভ ভক্তি, এই জন্ম-সার্থক-কর, পরম পাবন ভক্তিধন—সাধু মহাজন ব্যতীত লাভ করিতে পারে না। রাজা লক্ষ্মণ সেন পূর্ব্বাপরই পরম ধার্ম্মিক, হৃদয় তাঁহার ধর্ম্মবারিসিক্ত হইয়া অতি রমণীয়, পবিত্রাদপি পবিত্র ভাব ধারণ করিয়াছিল। ক্ষেত্র উর্ব্বর হইয়াছিল, আজ শ্রীমদ্ জয়দেবের ন্যায় সাধনসিদ্ধ মহাসাধকের কৃপায় হরিনামের মহাবীজ পতিত হইল, দেখিতে দেখিতে ভক্তি-সলিল সেচনে তাহাতে মহাভাবের অঙ্কুরোদ্গম হইতে লাগিল। মহারাজ আর মায়াময় সংসারের অধীন হইয়া ভোগৈশ্বর্য্যে ডুবিয়া থাকিতে পারিলেন না, পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি জীবনের শেষে তীর্থ পুরীধামে সস্ত্রীক প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। পুরীর রাজা আনন্দদেব এখন তাঁহার মিত্র হইয়াছেন, কিছু দিন তাঁহার সহবাস-সুখে অবস্থান করিয়া দীননাথ জগন্নাথের চরণামৃত পানে জীবন সার্থক করিবেন, চিত্তপটে এই বাসনা জাগরিত হইলে, রাজা পরমগুরু মহাত্মা জয়দেবকে তাঁহার সহগামী হইতে পদে ধরিয়া অনুরোধ করিলেন। প্রভু বলিলেন,—আমি ভক্তবীর আনন্দদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শ্রীরাধামাধবের ভোগারতির সাহায্য প্রার্থনা করিব, তাঁহার নিকট যাইব এবং পুরীর জাগ্রত দেবতা জগন্নাথের পদে মাথা রাখিয়া মনস্কামনা সিদ্ধির প্রার্থনা করিবার জন্যই বাটীর বাহির হইয়াছি, তবে আপনারা অগ্রসর হউন, আমি অপর দুই একটী ভক্তের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনাদের সহিত সম্মিলিত হইব।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন শ্রীরাধামাধবের ভোগের জন্য সহস্র মুদ্রা দানে প্রতিশ্রুত হইয়া বলিলেন,—যখন আবশ্যক হইবে। আদেশ করিলে তদ্দণ্ডেই পাঠাইয়া দিব, এবং আরও বেশী আবশ্যক হইলে আজ্ঞামাত্রে তাহা পূরণ করিব; ক্রটী প্রভু আপনি যাহা করিয়াছেন, সমস্ত রাজ্য এমন কি প্রাণ বিনিময়েও তাহার পরিশোধ হয় না। প্রভু জয়দেব বলিলেন,—মহারাজ! জগতে জগন্নাথের প্রভুত্ব সর্ব্বত্র বিরাজিত—এ জগতে যাহা হয়, সমস্তই তাঁহার ক্ষমতায়, সর্ব্বশক্তির আধার সর্ব্বেশ্বর পতিতপাবনের শক্তি অতুলনীয়—মানুষের কিছু মাত্র শক্তি নাই, তবে সময়ে সময়ে উপলক্ষ্য-মাত্র হইয়া মানুষ সেই শক্তিমানেরই মহিমা প্রচার করিয়া থাকে। আপনার সৌভাগ্যোদয়ের কর্ত্তা আমাকে মনে করিয়া জয় ঘোষণা করিবেন না, বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বেশ্বরের জয় ঘোষণা করিয়া কৃতার্থ হউন, আমাকেও কৃতার্থ করুন। এই বলিয়া ভক্তচূড়ামণি জয়দেব সেই দিনই রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

হৃদয়ে যথার্থ ভক্তিভাব জাগিলে তখন শাক্ত-বৈষ্ণবে ভেদ থাকে না, ঘোর শাক্ত রাজা লক্ষ্মণসেনের হৃদয় ভক্তিভাবে বিভোর, তিনি মা ও বাবাকে অভিন্নভাবে সন্ধান পাইয়া মনের সন্দেহ দূরে ফেলিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন,—মা না থাকিলে বাবা থাকিতে পারেন না, বাবা না থাকিলে মায়ের অস্তিত্বও তিরোহিত হইয়া যায়, অতএব পুরুষ ও প্রকৃতি, ব্রহ্ম ও মায়া, শিব ও শক্তি তিনি আজ একাধারে দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। বিশেষতঃ বিষ্ণুভাব হৃদয়ে জাগ্রৎ হইলে আর ঐশ্বর্য্যভোগের বাসনা থাকে না। বৈষ্ণবভাব সকল ভোগেচ্ছা দূর করিয়া হৃদয়ে মুক্তির প্রবল ইচ্ছা জাগাইয়া দেয়। বঙ্গদেশে শ্রীমজ্জয়দেবের ন্যায় মহাভক্তের আবির্ভাবে তখন এই ভাবের ভক্তই বেশী হইয়াছিল, তাই গোলোকের গোবিন্দানুরক্তি তখন জীবের প্রাণকে তন্ময় করিয়াছিল। আদর্শ অনুসারেই জীবের জীবন গঠন হয়, যখন যে আদর্শ সম্মুখে দেখিতে পায়, তখন সেই আদর্শেই মানবের হৃদয় গঠিত হইয়া উঠে। মহাপুরুষ জয়দেবের আদর্শ তখন দেশব্যাপ্ত, তাই যে তাঁহার সঙ্গ করিতেছে, যে তাঁহার সহিত হরিনাম

সুধামৃত পান করিতেছে, সেই প্রমত্ত হৃদয়ে তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া তাঁহারই অনুসরণ করিতেছে।

অবতারকল্প মহাপুরুষের এমনি আকর্ষণী শক্তি; পরের প্রাণকে টানিয়া লইয়া আপন প্রাণে মিশাইবার এমনি অপূর্ব্ব কৌশল; এরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া একটী অঙ্গুলি হেলনে সমাজকে যেরূপ চালনা করিবেন, অপরে শত চেষ্টা করিলেও তাহার কণিকামাত্র করিতে সমর্থ হইবে না। সমাজ শক্তির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে দৈববশক্তি প্রভূত পরিমাণে পাওয়া উচিত, নতুবা কোন ফল হয় না।

পরম বৈষ্ণব জয়দেব যেখানে যাইতেছেন, হরিনামের অমোঘ বীজ সেখানে ছড়াইতেছেন, সেইস্থানেই জীবের চৈতন্য হইতেছে, চৈতন্যময়ের চৈতন্যে চৈতন্যময় হইয়া আবার তাহারা বৈষ্ণবভাবে বিভোর হইতেছে, লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবভাব আবার বাঙ্গালা দেশকে ডগমগ করিয়া দিতেছে, বঙ্গদেশ আবার সাত্বিক ভাবমগ্ন হইয়া হরিনাম সার করিতেছে। যখন যে ভাবের প্রভাব, সেই ভাবেরই আচার-বিচার তখন দেশবাসীর আচরণীয় হইয়া থাকে।

রাজা লক্ষ্মণ সেন ব্রহ্মচারী জয়দেবের আসক্তিশূন্য হৃদয়ভাবে মুগ্ধ হইয়া, হরিনাম মহামন্ত্রের অসীম প্রাণদান শক্তি দেখিয়া এবং সেই অসীম শক্তিবলে জয়দেবের এই অমানুষিক শক্তি অবলোকন করিয়া তিনি আর ভোগলালসায়, বিষয়বাসনায় মজিয়া বৃথা জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। নিত্যধনের অন্বেষণে যাহার মন বিব্রত, সারাৎসারকে সার ভাবিয়া তাঁহার ধ্যান ধারণায় যাহার চিত্ত অস্থির, সে অনিত্য বস্তুর জন্য বৃথা কালক্ষয় করিবে কেন? যতক্ষণ রজোগুণ প্রধান, ততক্ষণ জীবের মদমাৎসর্য্য-বীর্য্য-ঐশ্বর্য্য জ্ঞান। যখন সত্বজ্ঞানের উদয়ে প্রাণ মায়ামোহের অতীত, তখন বিষয়মৃগতৃষ্ণিকা আর তাহাকে সংসার-মরুভূমিতে ফেলিয়া বৃথা আশার প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে পারে না।

শক্তির বরপুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেন প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী তারাদেবীর পদে প্রণিপাত করিয়া সস্ত্রীক উড়িষ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজ আর মহারাজের

হৃদয়ে দুর্ব্বলতা নাই, মহাশক্তির উদ্দামনৃত্যে সে হৃদয় ভরিয়া গিয়া সমস্ত অকর্ম্মণ্যতা, সমস্ত উৎসাহহীনতা নষ্ট হইয়া সকল শক্তির আকর হইয়া উঠিয়াছে। শক্তি জাগৃত হইলে সাধকহৃদয়ে ভক্তির বাণ ডাকিয়া উঠে, মা জগজ্জননী আজ রাজার প্রাণে এ বাণ ডাকাইয়া না দিলে মায়ার জীব কি কখন মোহিত-মোহন সংসারমায়া কাটাইতে পারে? শক্তীশ্বরী মায়ের শক্তিই এ শক্তির মূলাধার, তিনি জীবকে শেষ জীবনে এই ভাবে ভাবিত করিয়া মায়ামোহের অতীত কৈবল্যপথে ধাবিত করেন, বিষ্ণুভক্তি দান করিয়া জীবকে শিবস্বরূপ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন করিয়া অমৃতের অধিকারী করিয়া থাকেন, এইজন্য তিনি "বিষ্ণুভক্তি-প্রদা" নামে চরাচর-বিখ্যাত।

জয়দেবের মহিমালোকে বৈষ্ণবাকাশ অভিনব স্বর্গীয় কৌমুদী-বিভাসিত হইয়া উঠিল; তিনি যেখানে যাইতে লাগিলেন, সকল স্থানের ভক্তগণ আরাধ্য-দেবতা জ্ঞানে তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা করিতে লাগিল। ভগবানের কৃপাপাত্র জয়দেব গোস্বামীর অসাধারণ সাধনশক্তিতে, শক্তির বরপুত্র রাজা লক্ষ্মণসেন কেন, অতি বড় শাক্ত ভৈরবানন্দও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অহংভাব তাঁহার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিল বলিয়া তিনি রাজার মত জয়দেবের নিকট নত হইতে পারিলেন না।

ভক্তি পাকা হইলেই প্রেম হয়, যিনি ষোল আনা প্রাণ দিয়া এই প্রেমকে পূজা করিতে পারেন, প্রেমময়ী মা বা প্রেমের হরি তাঁহার হৃদয়রাজ্যে প্রজারূপে চির-দিন প্রজাস্বত্ব গ্রহণ করিয়া প্রজাপতিত্ব প্রদান করেন। রাজা সাধনবলে ভক্তিভাব পাকা করিয়া লইয়াছিলেন। তাই একদিনে এই মহাপুরুষের কৃপাবলে তাঁহার মায়ার শৃঙ্খল ছিন্ন হইল; তিনি পুত্রের করে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। সাধুসঙ্গ না হইলে ভক্তিলাভের উপায় নাই, মহাজনের সম্মোহন শক্তিবলে আকর্ষিত না হইলে এমন সহজে সংসার প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারা যায় না। সাধুজনের কৃপালাভ হইলে যে সমস্ত পাপ-তাপ নষ্ট হইয়া জীব ইষ্টলাভে সমর্থ হয়, ইহা অভ্রান্ত সত্য। গঙ্গা পাপ হরণ করেন, শশী

তাপ হরণ করেন, কল্পতরু দাতা দারিদ্র্য হরণ করেন, কিন্তু একমাত্র সাধুসঙ্গ লাভে এ সমস্তই অপহৃত হইয়া থাকে। জয়দেবের ন্যায় মহতের সঙ্গ দুর্লভ, বহু জন্মের সুকৃতি না থাকিলে ইহা লাভ হয় না। রাজা লক্ষ্মণসেনের সুকৃতির ইয়ত্তা নাই।

রাজা যখন উড়িষ্যায় আনন্দদেব-সদনে উপস্থিত হইলেন, তখন আনন্দদেব রাজা লক্ষ্মণসেনকে এতদূর ত্যাগী, বিষয়বিরাগী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহারাণী ভুবনেশ্বরী রাজা আনন্দদেবকে সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন—রাজন্! আপনি বৃথা চিন্তা পরিহার করুন, আমাদের প্রাণে এখন আর কোন কু-অভিপ্রায় বা কু-অভিসন্ধি নাই। যে সাধুর অপার মহিমায়, যে ভগবানের অসীম করুণায় মৃতপুত্রের জীবন পাইয়াছি, সেই মহামহিম সাধুর নির্দ্দেশ মতে জগতের গতি বিশ্বপতির পদে মাথা রাখিয়া কৃতার্থ হইতে আসিয়াছি; অরি-ভাব আর আমাদের হৃদয়ে নাই, রাজ্য ঐশ্বর্য্যের অসার কামনা আর আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় না; বহু দিন এ মহাভোগে ভুগিয়া আজ ত্যাগের পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী হইয়াছি; হিন্দুরাণী কখনও মিথ্যা কথা কহিয়া কাহারও অনিষ্ট করে না, আপনি পরমভক্ত, অকপট হৃদয়ে আমাদের মহাপ্রভু দর্শনের অধিকার প্রদান করুন।

রাজা আনন্দদেব আজ সম্রাট সম্রাট্‌পত্নীর দীনতা, তাঁহাদের ভক্তিপ্রবণতা দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে অভিবাদন করত বলিলেন—মা! আজ আমি ধন্য হইলাম—আপনাদের পদার্পণে আমার রাজবাটী পবিত্র হইল; মনে করিয়াছিলাম—ইহা আপনাদের ভাণমাত্র, কিন্তু আপনার আশ্বাসবাক্যে আমার ভ্রম ঘুচিয়া গেল, আমি বহুদিন হইতেই আপনাদের অধীন। মা! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, অশেষ শক্তিশালী মহামায়ার বরপুত্র আপনারা, আজ ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত, পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন, এ কাহার মহিমা মা?

রাণী বলিলেন—এ মহিমময়ের মহিমা—যাঁহার কৃপায় শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিত হয়, যাঁহার কৃপায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, যাঁহার কৃপায় মরা গাঙ্গে বাণ ডাকে,

এ সেই শ্রীগুরুরই মহিমা। রাজা লক্ষ্মণসেন অতি বিনীত ভাবে বলিলেন—ভাই আনন্দ! সন্দেহ করিও না, সন্দেহ করিবার ভাব আর এ হৃদয়ে নাই। পূর্ব্বে ভেদভাব বর্ত্তমান থাকায় মা-বাবা পৃথক্ ভাবে ভাবিতাম—দুই যে এক, এ ভাব তখন মনে স্থান পাইত না, এক্ষণে সে ভাব তিরোহিত হইয়াছে। যেদিন হইতে ঈশ্বরকল্প মহাপুরুষ মৃতপুত্রের প্রাণ দান করিয়াছেন, যে দিন হইতে সেই পরমকারুণিক গুরু দয়াময় প্রেমরূপ অপূর্ব্ব জ্ঞানাঞ্জনশলাকার দ্বারা চক্ষুর বিচিত্র রূপাতিশয্য সমুৎপন্ন করিয়াছেন, সেই দিন হইতে এই ব্রহ্মময়ীর রচিত জগতে প্রত্যেক বস্তুতে সেই সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ব্রহ্মসত্ত্বা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হইতেছি। আজ সেই মহানের মহান্, পরমের পরম এবং অনাদিরও আদি, অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে সংসারের সর্ব্বত্র এবং এই সমস্ত সংসার ভগবানে দর্শন করিয়া ভূমানন্দ উপভোগ করিতেছি। শ্যামাশ্যামে আর ভেদ নাই, হৃদয়মন্দিরে শ্যামা মা আমার অসি ছেড়ে বাঁশী ধরেছেন, পরমগুরুর কৃপায় বুঝিতেছি—সব এক, ভেদজ্ঞান কেবল পতনের মূল, সাধনপথের শূল, তাই রাজা, এত হীনতা, এত দীনতা স্বীকার করিয়া আজ দীননাথের দ্বারে দীন-ভিখারীরূপে উপস্থিত হইয়াছি। চল ভাই! প্রভুর মন্দিরে লইয়া চল, সে রাজীবচরণ দর্শনে জীবন সার্থক করি। পূর্ব্বে রাজ্য-লোভে অর্থলোভে আসিয়াছিলাম, এবার পরমার্থলোভে আসিয়াছি, তুমি বৈষ্ণবচূড়ামণি, প্রভুর মহাভক্ত, আমাদিগকে ভক্তিপ্রসাদ প্রদানে প্রভুসদনে লইয়া চল।

আনন্দদেব জগন্নাথদেবের মহাভক্ত—পুরুষানুক্রমে প্রভুপদে বিক্রীত, তাই তাঁহারা অনিত্য সংসারপ্রেমে মুগ্ধ না হইয়া রাজৈশ্বর্য্য বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া চিরদিন একভাবেই কাল কাটাইয়া দিতেছেন। আনন্দদেব নামে রাজা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে রাজ্য ভোগ করিতেছেন। এতদিন স্বাধীন ছিলেন, কিছুদিন হইল রাজা লক্ষ্মণসেন উড়িষ্যা বিজয় করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন, কিন্তু পরাধীন করেন নাই, মিত্রভাবে তাঁহাকে স্বরাজ্যে সমান ভাবেই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। আনন্দদেব আনন্দময় পুরুষ, প্রেমানন্দে তাঁহার হৃদয় ভরপূর,

প্রতিদিন রজনীযোগে প্রভু জগদ্বন্ধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; প্রতিদিন প্রভুর ভক্তিমূলাধার পদে প্রীতিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আনন্দদেব হৃদয়কন্দর যে অপার্থিব আনন্দে বিভোর করিয়াছেন, পৃথিবীর রাজ্য, ঐশ্বর্য্য সে আনন্দের কণিকামাত্র প্রদান করিতে সমর্থ নহে। জনক রাজার মত তিনি নিস্পৃহ নিষ্কাম ভাবে কোন বিষয়ে একান্ত মত্ত বা একান্ত বীতশ্রদ্ধ না হইয়া রাজ্যমধ্যে অবস্থান করেন, সংসারের কোন বিষয়ে জড়ীভূত নহেন। প্রভুর রাজত্বে আমি নিয়োজিত ভৃত্য মাত্র ভাবিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করেন, কালীর ঘরে থাকিয়া নিজ অঙ্গে কালীর দাগ লাগিতে দেন না—এমনি সাবধান, এমনি ইন্দ্রিয়জয়ী! আজ মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন—মহারাজ! আমি আপনার অধীন নৃপতি, উড়িষ্যারাজ্য জয় করিয়াও আপনি আমার কিছুমাত্র অনিষ্ট করেন নাই। যদিন আপনি আমাকে মিত্রভাবে কোল দিয়া সকল স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই বুঝিয়াছি আপনি শাক্ত হইয়াও বিষ্ণুভাবে পূর্ণ; নিজের শক্তি প্রদর্শন করাই আপনার কাজ, কাহারও শক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা আপনার মনোগত ইচ্ছা নহে। এই অতুলনীয় আচরণে ভগবান্ আপনাকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিয়া হিন্দুরাজচক্রবর্ত্তিরূপে পরিণত করিয়াছেন। চলুন মহারাজ মহারাণী! প্রভুর মন্দিরে অগ্রসর হউন; আপনাদের মত ভক্তের পরমানন্দ বর্দ্ধন জন্য আমি সংকীর্ত্তন সম্প্রদায় সহ আপনাদের অনুগমন করিতেছি।

রাজা আনন্দদেবের উদার চরিত্রের বিষয় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য, তিনি যথার্থ বৈষ্ণব, তৃণ হইতেও সুনীচ, অহংভাব বিসর্জ্জন দিয়া সাধ্যে ডুবিয়া গিয়া যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা কোথায়! সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে মানুষ পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইয়া চির অমরত্ব লাভ করে; অবস্থায় সমস্ত পার্থিব সুখ বিসর্জ্জন দিয়া নিত্যসুখের অধিকারী হয়। তখন সে সকল জীবে প্রভুর অস্তিত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হয়, সকলকেই আপনার অপেক্ষা বড় ভাবিয়া আদর করিতে ত্রুটি করে না। আনন্দদেব মহারাজ লক্ষ্মণসেনকে প্রভুর প্রিয়পাত্র

দেখিয়া আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভাবিলেন, আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি করিলেন না। তারপর নিজ পাট-রাণী সুমিত্রা সহ কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতে করিতে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।



সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

লাঞ্ছনা, না পুরস্কার?

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—তখন হিন্দুরাজত্বে স্ত্রীলোকদের এত পরাধীনতা ছিল না, তখন "মাতৃবৎ পরদারেষু" বলিয়া সকলেই সসম্ভ্রমে তাঁহাদের বন্দনা করিত, শক্তির অংশস্বরূপা বলিয়া তাঁহাদের পদে প্রণিপাত করত ধন্য হইত, তাই সকল কাজেই "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" ছিল; কি জপ, কি তপ, কি পূজা, কি তীর্থভ্রমণ, সকল কার্য্যে সহধর্ম্মিণীর সাহচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল; সকল ধর্ম্মস্থানেই স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কেহ কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করিত না, এমন কি রাজার রাণীও পতিসহ যথায় তথায় দেবতাস্থানে গমন করিতে কোনও প্রকার সন্দেহ করিতেন না। স্ত্রীজাতির সে সকল অধিকার লোপ হইয়াছে; সে সকল স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ হইয়াছে—ভারতে মুসলমানরাজত্ব হইতে, বঙ্গের শেষ স্বাধীন নরপতি লক্ষ্মণসেনের পর হইতে—যখন বক্তিয়ার খিলিজী এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিল, ক্রমশঃ যখন ম্লেচ্ছাচার দেশে আধিপত্য বিস্তার করিল, সেই সময় হইতেই হিন্দুস্ত্রীগণের ইতস্ততঃ স্বাধীনভাবে যাতায়াতের প্রতিরোধ হইল—সেই দিন হইতেই দেশে অবরোধ প্রথার সূত্রপাত হইল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন যখন মহারাণী ভুবনেশ্বরী সহ অতি দীনভাবে শ্রীমন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন দিনের আলো কমিয়া গিয়াছে, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে; সেই সময় মন্দিরদ্বার আটক করিয়া কয়েকজন ভীষণাকৃতি পাণ্ডা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—মন্দির মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে দিতেছে না; সিংহদ্বারের নিকট লোকে লোকারণ্য হইয়া কি একটা বীভৎস কাণ্ড দেখিতেছে এবং হায় হায় করিয়া বলিতেছে—একি, অবারিতদ্বার দেবতার মন্দির—না পিশাচের

অধিকারভুক্ত কারাদ্বার! এমন তপৈশ্বর্য্যশালী নবীন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী!—হতভাগা পাণ্ডাগণ রাক্ষসের ন্যায় ইঁহাদের শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিয়া জর জর করিতেছে! হা জগদ্বন্ধু, ঠাকুর, তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া পাষণ্ড পাণ্ডাগণের প্রকৃতি এত নিষ্ঠুর নির্ম্মম হইয়াছে প্রভু! যিনি কোমলতার আধার, যাঁহার নাম একবারমাত্র রসনায় উচ্চারণ করিলে হৃদয়ের সকল অপবিত্রতা দূর হয়, পাষণ্ডগণ অহরহঃ সেই নাম করিয়াও সে কোমল ভাব অধিকার করিতে পারে নাই, নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছে! চল চল, আর দেবদর্শনে কাজ নাই—এ সকল গর্হিতাচরণ চক্ষে দেখিলেও মহাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। দেবতা কি মন্দিরেই আছেন, আমাদের হৃদয়মন্দির কি জগদ্বন্ধুশূন্য? এত কষ্ট করিয়া, এত নির্য্যাতন ভোগ করিয়া দেবদর্শনে প্রবৃত্তি নাই। এই বলিয়া সকলে ক্ষুব্ধচিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে এবং ঐ নবীন সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতেছে।

রাজা আর অগ্রসর হইলেন না, আনন্দদেবের অপেক্ষা করিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিলেন—একটী পরমাপ্রকৃতি-রূপিণী তপস্যৈশ্বর্য্যশালিনী নবীনা সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তি আর একটী অনুপমসৌন্দর্য্য তাপসপ্রবর সান্ধ্যাবন্দনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, পাষণ্ড পাণ্ডাগণ তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে না দিয়া বেত্রাঘাতে শ্রীঅঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। রোরুদ্যমানা সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের পদে ধরিয়া বলিতেছেন—পাণ্ডাগণ! তোমরা আমার দেবতার কোমল অঙ্গে প্রহার করিও না, উহাঁর পরিবর্ত্তে আমাকে প্রহার কর, যন্ত্রণা দাও, ও নধর কোমল দেহ বেত্রাঘাতে যে জর-জর হইল, কর কি, কর কি? ক্ষান্ত হও। এই বলিয়া তাহাদের পায়ে ধরিয়া কত সাধ্য সাধনা করিতেছেন। দৃশ্য দেখিয়া কোমলপ্রাণ রাজা ও রাণীর হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল—কিন্তু উপায় কি? রাজা আনন্দদেব যে এখনও দেরী করিতেছেন, পাণ্ডাগণের এত উদ্ধত স্বভাব কি তাঁহার অভিপ্রেত, তিনি কি এই দুরন্ত শমন-সম পাণ্ডাগণের এ সকল আচরণ অবগত নহেন? দেবমন্দিরে এ কি বীভৎস দৃশ্য! দেবতার দ্বার সকলের জন্য চির-উন্মুক্ত, তবে

পাণ্ডাগণের এরূপ ক্রূরাচরণ বড়ই ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয়; আনন্দদেব আসিলেই ইহার প্রতিবিধান করিতে হইবে।

সন্ন্যাসীর সহিত যে দুইজন ভক্ত ছিলেন, তাঁহারা রক্তাক্তচক্ষে প্রভুর লাঞ্ছনা দেখিতেছেন, আদেশ পাইলে তাঁহারা পাণ্ডা দুইজনকে গুঁড়া করিতে পারেন, কিন্তু পাছে প্রভুর কোন প্রকার রোষে পড়িতে হয়, আদেশ না পাইয়া হাতাহাতি করিলে পাছে গুরু ও গুরুপত্নী কিছু মনে করেন, প্রভুর দ্বারে জীবহিংসায় কোনও ত্রুটি অনুভব করেন, এইজন্য তাঁহারা স্থির অচঞ্চল হইয়া গুরু ও গুরুপত্নীর দুর্দশা দেখিতেছেন। কিন্তু ধৈর্য্যের সীমা আর কতক্ষণ থাকে? সন্ন্যাসী আপন শিষ্যদ্বয়ের উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বলিলেন, বৎসগণ! স্থির হও, ভগবানের দ্বারে আসিয়া তাঁহারই সৃষ্ট জীবকে প্রহার করিও না, জ্ঞানহীনের মত কাজ করিলে ঐ সর্ব্বদর্শী প্রভুর নিকট অপরাধী হইবে। সুখের পূর্ব্বে দুঃখভোগ, স্বভাবে আসিবার পূর্ব্বে অত্যধিক অভাবে পড়িয়া জ্বালাতন হইতেই হয়, নতুবা চিরন্তন সুখের আস্বাদ কেমন করিয়া ভোগ করিবে? পুরস্কারের পূর্ব্বে লাঞ্ছনা, সাধুকার্য্যে অত্যধিক আনন্দে বিভোর হইবার পূর্ব্বে নিরানন্দ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিলে বুঝিতে হইবে শ্রীভগবানের পরীক্ষার পরপারে আসিতে আর বিলম্ব নাই। এইবার পরম-পুরস্কারে পুরস্কৃত হইবার জন্যই এত ভোগ; বেশী লোকসমাগম হইবার পূর্ব্বে মন্দির প্রবেশের ইচ্ছা—তাই এত নির্য্যাতন। দেখি ইচ্ছাময় আর কত দুঃখ দেন।

দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকর্ত্তা রাজা লক্ষ্মণসেন এ অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছেন। বিনাপরাধে একজন সন্ন্যাসীর প্রতি এত অত্যাচার, মারিয়া রক্তপাত, প্রভুর মন্দিরে এত অন্যায়, জীবের প্রতি এত নির্য্যাতন, সৃষ্টিকর্ত্তার দ্বারে সৃষ্ট জীবের এত অপমান! রাজা আনন্দদেব কি এ সকলের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখেন না—আসুন আনন্দদেব, অগ্রে ইহার প্রতিকার করিয়া তবে অন্য কাজ। সন্ন্যাসিনীর কাতর ক্রন্দন, তাঁহার স্বামীর প্রতি এরূপ অন্যায় নির্য্যাতন দেখিয়া নারীহৃদয় সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়াছে, মহারাণী

ভুবনেশ্বরীও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন—দেবতার স্থানে এ কি পাপাচরণ। এমন সময়ে আনন্দদেব, আনন্দময়ী রাণী সুমিত্রাসহ সংকীর্ত্তন দলে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডাগণ রাজা ও রাণীর শুভাগমন দেখিয়া সসম্ভ্রমে শান্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইল, রাজা লক্ষ্মণসেন বলিলেন—ভাই আনন্দ! এ কি এ, স্বর্গরাজ্যেও পাপের মাত্রা এত প্রবল, দেবকল্প ঋষি সন্ন্যাসীর এত কঠোর শাস্তি—এত অপমান, তুমি কি ইহার কোনও প্রতিবিধান কর না ?

আনন্দদেব মূর্খ পাণ্ডাগণের গর্হিতাচরণ শুনিয়া হৃদয়ে বিষম আঘাত পাইলেন। বিশেষতঃ মহারাজের সম্মুখে পাষণ্ডগণ এ কার্য্য করিয়া তাঁহার শাসনকার্য্যে কলঙ্কলেপন করিয়াছে। সন্ধ্যারতির পূর্ব্বে বহু লোক সমাগম হইলে আরাত্রিক কার্য্যে বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়া সাধারণ লোকের মন্দিরপ্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এ অসাধারণ তাপস-প্রবরের প্রবেশ নিবারণে তিনি কখনও অনুমোদন করেন নাই। পাণ্ডাগণ অত্যন্ত গর্হিতাচরণ করিয়া ফেলিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জাবনত-বদনে বলিলেন—রাজসিক তামসিক প্রকৃতি লোক সর্ব্বত্র বিদ্যমান, পাপপুণ্য ছাড়া স্থান নাই, এই উদ্ধতপ্রকৃতি পাণ্ডাগণ করুণাময় ভগবানের সেবা করিয়াও করুণাহীন, নির্ম্মম নির্দ্দয় বৈষ্ণবরাজ্যে ইহা ঘোর কলঙ্কের কথা বটে, আমি কল্যই ইহার প্রতিবিধান করিব, এখন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীর পদে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী তখন প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া ভগবানের দ্বারদেশে বসিয়া নীরবে কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন—দুঃখের পর সুখ, লাঞ্ছনার পর পুরস্কার, ভগবান্, দয়াময় হৃদয়দেবতা, কষ্টের একশেষ হইয়াছে, এইবার দেখা দাও প্রভু ; অবোধ পাণ্ডাদিগকে ক্ষমা কর, রাজ-আজ্ঞা উহারা প্রতিপালন করিয়াছে ; উহাদের কোনও অপরাধ গ্রহণ করিও না। মরি মরি, সাধক হৃদয়ের কি উচ্চ ভাব, ভক্তহৃদয়ের কি অপার ক্ষমাশীলতা ? পাষণ্ডগণের প্রহারে জরজরতনু, তথাপি তাহাদের অপরাধ ক্ষমার জন্য দেবতা সমীপে প্রার্থনা, হৃদয়ক্ষেত্রে এরূপ সহনশীলতা, এরূপ উদারতা গুণ না থাকিলে

কি তাহা দেবতার নিবাসস্থান হইতে পারে? পাণ্ডাগণ ভয়ে জড়সড় হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শনের চেষ্টা করিতেছে। এদিকে দয়াবতী মহারাণী ভুবনেশ্বরী অগ্রসর হইয়া সেই পরমরূপবতী, সাক্ষাৎ কমলামূর্ত্তি নবীনা সন্ন্যাসিনীকে বুকে করিলেন, আনন্দদেবের পত্নী সুমিত্রা রাণী রাগে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—পাণ্ডাগণ! তোমাদের এরূপ কীর্ত্তি কি প্রতিদিনই যাত্রীদের প্রতি আচরিত হয়, তোমরা কি তীর্থস্থানের রক্ষক, না যাত্রী-ভক্ষক মহাপীড়ক, মহিমাময় ভগবানের শান্তিময় রাজত্বে ক-কপোষক হইয়া রাক্ষসরূপে সকলের অস্থিমাংস চর্ব্বণ করিতেছ? রাণী সুমিত্রা দেবীর তীব্র বচনবাণে তাহারা ভবিষ্যতের অমঙ্গল ভাবনায় অস্থির হইয়া পড়িল। সামান্য অর্থলালসায় আজ তাহারা উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিল। মহারাজ লক্ষ্মণসেনও ইহার প্রতিবিধান জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। হায়, এক্ষণে উপায় কি? আজ যে তাহাদের ভাগ্য এরূপ বক্র ভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে—তাহা কে জানিত? তথাপি তাহারা রাজা ও রাণীর সরলতামণ্ডিত বদনের কমনীয় ভাব দেখিয়া হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে অতিরিক্ত লোকসমাগমে রাজা কিছু করিতে পারেন নাই, এইবার আর থাকিতে পারিলেন না, অগ্রসর হইয়া তাড়াতাড়ি যেমন সন্ন্যাসীর হস্ত ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে যাইবেন, অমনি সন্ন্যাসীর মুখের প্রতি চাহিয়া সবিস্ময়ে ভাববিভোর চিত্তে, পুলকস্পন্দিতনেত্রে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—আঃ এ কি! আমার ইহপরকালের দেবতা জয়দেব, এ কি প্রভু! আপনারই এই দুর্গতি; হতভাগ্যগণ আপনারই শ্রীঅঙ্গে প্রহার করিয়া রক্তারক্তি করিয়াছে! আপনি ত বহুদিন পরে এখানে আসিবেন, সম্প্রতি দেশভ্রমণে যাইবেন বলিয়া নবদ্বীপ ত্যাগ করিলেন, যদি এত শীঘ্রই আসা হইল, তাহা হইলে দাসের সঙ্গে আসিলেও কোন কষ্ট হইত না, তবে কি আপনি দেশভ্রমণে গমন না করিয়া দেশে গিয়াছিলেন? নতুবা মা জননী আপনার সঙ্গ লাভ করিলেন কেমন করিয়া? আর এই ভক্তদ্বয়ই বা কোথা হইতে আসিলেন?

জয়দেব অতি ধীরবিনম্র বচনে, প্রহারজনিত যেন কোন প্রকার বেদনা তাঁহার উপলব্ধি হয় নাই —এই ভাব দেখাইয়া বলিলেন—মহারাজ! আপনার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমি কয়েকদিন উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ ঘুরিয়া তবে শ্রীক্ষেত্র যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু অর্থসঙ্গে লইয়া দেশভ্রমণ করা বিধেয় নহে, এইজন্য আপনার প্রদত্ত প্রণামীর টাকা আমি শ্রীরাধামাধবের পদে সমর্পণ করিয়া ঐ প্রদেশে যাত্রা করিব, ইহাও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গৃহগমন করিয়া পদ্মাবতী ও ভক্তদ্বয় পুরুষোত্তমে যাইবার বিশেষ অনুরোধ ধরিলে কিছুতেই এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা তাহাদিগকে লইয়া এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের শুভ সম্মিলন এইখানেই হইয়াছে; মহাপ্রভুর আদেশে রাজা আনন্দদেব ও রাণী সুমিত্রাই আমাদের এ মিলনের প্রধান সহায়। পদ্মাবতী একবার প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন এবং ইঁহাদের আদর আপ্যায়ন করিয়া কৃতার্থ হইতে আসিয়াছেন; ভক্তদ্বয়ও এ সৌভাগ্য ছাড়িতে চাহিল না বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছে। রাজন্! পাণ্ডাগণের অপরাধ গ্রহণ করিও না, সংসারে যাহারা দরিদ্র, তাহাদের সমধিক কিছু পাইবার আশায় অর্থলোভ হওয়া স্বাভাবিক।

রাণী ভুবনেশ্বরী পদ্মাবতীকে এতক্ষণ চিনিতে পারেন নাই, এইবার মা মা, করিয়া অস্থিরচিত্তে বলিলেম—মহামহিমময়ী মা! তোর এ দুর্গতি আর প্রভুর এত নির্য্যাতন, দেব অঙ্গে বেত্রাঘাত! হতভাগ্যগণের নরকেও যে স্থান হইবে না। ভক্তবীর রাজা আনন্দদেব ও রাণী সুমিত্রা, তাঁহাদের পরম আদরের পদ্মাবতী ও জয়দেবকে বহুদিনের পর নয়নগোচর করিয়া, তাঁহাদের সেই অপূর্ব্বরূপলাবণ্য-মণ্ডিত, সাধনকান্তি-পরিপুষ্ট বরবপু দেখিয়া পদে লুটাইতে যাইতেছিলেন, জয়দেব রাজার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—রাজন্। করেন কি, আমি যে আপনাদেরই সেই স্নেহপালিত জয়দেব, পদ্মাবতী যে আপনাদেরই স্নেহপালিতা কন্যা! আজ তীর্থস্থানে প্রথমেই মহারাজ লক্ষ্মণসেন ও আপনার ন্যায় পরমভক্ত এবং ভক্তিমতী ভুবনেশ্বরী ও সুমিত্রাদেবীকে দেখিয়া আমাদের তীর্থ আগমনে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হইল। মহাপুরুষগণের পদার্পণেই ত তীর্থস্থান এত পুণ্যময়। তার পর দেবতার দুর্লভ

পদরজে তাহা শান্তিময় হইয়া উঠে—আপনারাই তীর্থে দেবতার আসন চিরপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ, আপনাদের দর্শন পাইয়া আজ আমরা ধন্য হইলাম।

আজ সাঁঝের বেলা, দেবতার মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভক্তগণের এ আদর আপ্যায়ন, অভিনন্দন অভিবাদন প্রভৃতির মহামেলা দেখিয়া যাত্রিগণ অবাক্ হইয়া গেল; পাণ্ডাগণ জয়দেব ও পদ্মাবতীর পদে ধরিয়া মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতে লাগিল। বৈষ্ণব-প্রাণ সদাই কোমল, কাহার দুঃখ দেখিলে তাঁহাদের হৃদয় গলিয়া যায়। পদ্মাবতী ও জয়দেব পাণ্ডাগণকে বুকে তুলিয়া সান্ত্বনা করিলেন, তাহাদের অজ্ঞানিত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া বলিলেন—বাপ সকল, দেবতার মন্দির রক্ষার ভার পাইয়া যাত্রি-গণের প্রতি এরূপ নির্দ্দয় কঠিন হইও না, তাহা হইলে তীর্থস্থানের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে আর কেহ সহজে এ স্থানে আগমন করিতে চাহিবে না। তাহারা জয়-দেবের উপদেশ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল।

জয়দেব বলিলেন—আজ আমাদের এ লাঞ্ছনা পুরস্কারেরই তুল্য, এরূপ লাঞ্ছিত না হইলে, ভক্তদর্শন আমাদের আরও কত বিলম্ব হইত—ভক্তই ভগবানের স্বরূপ মূর্ত্তি, আজ লাঞ্ছিত হইয়া তাঁহাদের দর্শন লাভে চরিতার্থ হইলাম। চল চল ভক্ত-গণ! সুসময় অতিবাহিত হইয়া যায়, আজ তোমাদের মত সাধুসঙ্গে ভগবানের পাদপদ্মে শিরঃ নমিত করিয়া মানবজীবন সার্থক করি। তখনও মন্দির মধ্যে জনপ্রাণীর সমাগম হয় নাই, সবে মাত্র শ্রীমন্দির সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যার আলোক-মালায় উজ্জ্বল হইয়াছে। ভক্তগণ প্রভুর পদতলে সেই আসন-পীঠতলে উপস্থিত হইয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন এবং প্রভুর প্রাণফাটা দুঃখের কাতর স্বরে বলিলেন—আ মরিমরি, এ কি! প্রভুর দেহেও যে প্রহারের চিহ্ন, অকলঙ্ক স্বর্ণসমুজ্জ্বল কোমল শরীরে বেত্রাঘাতের রক্তাভ ক্ষতচিহ্ন, বদন-সরোজ বিরসভাবে রোদন মলিন! ভক্ত জয়দেব-পদ্মাবতীর কোমল অঙ্গের বেত্রঘাত শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া প্রভু আমার ভক্তাধীন নাম সার্থক করিয়াছেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী সে ভাব দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া

বলিলেন—দীনদেব! দীন ভক্তের ভার কি এইরূপ করিয়া ধরিয়া ভক্তমহিমা বৰ্দ্ধিত করিতে হয়! তাঁহারা উচ্ছ্বসিত হৃদয়বেগ প্রশমিত করিতে না পারিয়া চরণতলে শিরঃ লুটাইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় বলিতে লাগিলেন—দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু জগন্নাথ! তুমি ভিন্ন জগতে জীবের রক্ষাকর্ত্তা আর কে আছে? তাইত তুমি জগবন্ধু জগন্নাথ, প্রাণগোবিন্দ! সত্যযুগেও এইরূপে তোমার পরমভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য, চরাচরে তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়াইবার জন্য বিষপানে অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলে; হস্তিপদতলে, দারুণ অনলে, সমুদ্র-সলিলে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে কোলে করিয়া ভক্তবাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ভুবন মুগ্ধ করিয়াছিলে, আর আজ এই অধম দাসের দারুণ বেত্রাঘাত ঐ নবনীত-কোমল দেহে সহ্য করিলে, না জ ন প্রভু! এই বিষম আঘাত ঐ কোমল দেহে কতই বাজিয়াছে! ক্ষমা কর প্রভু! চিরকিঙ্কর জয়দেবের অপরাধ মাৰ্জ্জনা কর; তোমার দাসানুদাস আজ সভয়চিত্তে তোমার রাজীবচরণে প্রণত! প্রণতপালক, ভক্তজনবল্লভ! তোমার শ্রীচরণের নিত্যসেবিকা পদ্মাবতীও আজ তোমার পদানত, তুমি যে উহার ভার এ দীন ভক্তের প্রতি অর্পণ করিয়াছিলে। আজ সে তজ্জন্য হৃদয়ের অনাবিল কৃতজ্ঞতা উপহার দিতে আসিয়াছে, ভক্তবৎ-সল হরি! পদ্মার হৃদয়-প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া, দাসের চিরজীবনের কামনা পুরণ করত আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা প্রতিদিন মদীয় ইষ্টদেব শ্রীরাধামাধবে তোমার মদনমোহন, দধিবামন মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার পর ভগবানের ভোগারতির আনন্দময় বাদিত্র বাজিয়া উঠিল, শঙ্খ ঘণ্টার সুমধুর রবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হইতে লাগিল। ভক্তগণের করুণ কণ্ঠে ভগবান্ শ্রীজগন্নাথের জয়ধ্বনি গগনমণ্ডল স্পর্শ করিল! ভক্তগণ স্থাণুর ন্যায় সেই মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া অবিরল প্রেমাশ্রু বিগলিত করিতে লাগিলেন। আরাত্রিক শেষ হইবার পর জয়দেব পদ্মাবতী সহ তৎসময়োচিত অর্থাৎ সেই সুমধুর বসন্তে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরিসহ যুবতী ব্রজাঙ্গনাগণ যেন নৃত্যপর হইয়া আনন্দে ঢলিয়া

পড়িতেছেন, সাধক দম্পতী ভগবানের সেই ভাবে বিভোরচিত্ত হইয়া বসন্ত রাগে, যতি তাল যোগ করিয়া গাহিলেন :—

ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়-সমীরে,
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিতকুঞ্জকুটীরে।
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে,
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।
উন্মদমদন-মনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে ;
অলিকুলসঙ্কুল-কুসুমসমূহ-নিরাকুল-বকুলকলাপে।
মৃগমদসৌরভ-রভসবশংবদ-নবদলমালতমালে,
যুবজনহৃদয়বিদারণ-মনসিজনখরুচি-কিংশুকজালে॥
মদনমহীপতি-কনকদণ্ডরুচি-কেশরকুসুমবিকাশে।
মিলিতশিলীমুখ-পাটলিপটল-কৃতসারতূণবিলাসে॥
বিগলিতলজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণকরুণকৃতহাসে।
বিরহিনিকৃন্তন-কুন্তমুখাকৃতি-কেতকিদন্তুরিতাশে।
মাধবিকাপরিমল-ললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ,
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ।
স্ফুরদতিমুক্ত-লতাপরিরম্ভণ-পুলকিতমুকুলিতচূতে,
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগত-যমুনাজলপূতে।
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারং,
সরসবসন্তসময়বনবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্॥

মধুর বসন্তের মৃদুল সমীর তখন মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যেন গায়ক গায়িকার গানের সার্থকতা সম্পাদন করত সকলের প্রাণে অতুল আনন্দের অভিজ্ঞান প্রদান করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ সকলে বিভোরচিত্তে মুগ্ধবৎ হইয়া ভাবগদগদ ভাবে বলিল—আজ যেন ঠিক আমরা শ্রীশ্রীবৃন্দাবনের নিকুঞ্জকানন মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণের পবিত্র বাতাসের হিল্লোলে নবজীবন লাভ করিলাম,

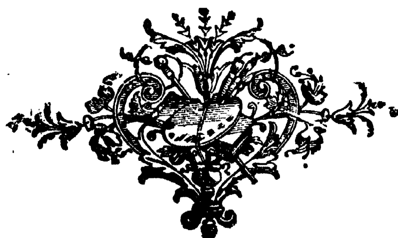
ভক্ত কণ্ঠের এ কমনীয় কোকিল-কূজন বাস্তবিকই সর্ব্বসন্তাপ-নাশক, মরি মরি এখন না হলে কি ভাব-কীর্ত্তন, এমন আবেগভরা কীর্ত্তন না হইলে কি শ্রবণ-রঞ্জন হয়, আজ আমরা ধন্য হইলাম।

জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ত্রিমূর্ত্তি যেন আজ জাগ্রৎ ভাবে ভক্তহৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসের অমিয় উৎস প্রাণ ভরিয়া পান করত ভাবের আবর্ত্তে ডুবিয়া পড়িলেন, ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্ত দম্পতির প্রতি করুণা-কটাক্ষ করিয়া যেন প্রাণের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করত বলিলেন—ভক্তচূড়ামণি! দীর্ঘজীবী হইয়া তোরা ধরাবাসীর প্রাণে আজীবন এইরূপ সুধার সুধারা ঢালিয়া নবজীবন দান কর। ভক্তবর্গ ভগবানের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া শ্রীমন্দির ত্যাগ করিলেন।

রাজা আনন্দদেব ও রাণী সুমিত্রা আজ ভক্তগণকে নিজ বাটীতে পদার্পণ করিয়া প্রীতি দান করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা রাণীর এ অনুরোধ উপেক্ষিত হইল না, সকলে সে রজনী রাজবাটীতে যাপন করিবার জন্য গমন করিলেন। রাজা আনন্দদেব দেখিলেন—ব্রহ্মচারী জয়দেব, সন্ন্যাসী-তপস্বী জয়দেব আজ পরম প্রীতিময়ী পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণে গৃহী হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীসম্পদ্‌মণ্ডিত হইয়াছেন; ভক্তিভাবে তাঁহারা যেন ভক্তাধীনকে আপনার প্রাণের ধন করিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছেন, এহেন ভক্তের পদার্পণে আজ তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের রাজবাটী পবিত্র হইল।

সমস্ত রজনী রাজবাটীতে সংকীর্ত্তনের যে আনন্দকল্লোল সমুত্থিত হইল, তাহাতে গ্রামবাসী সকলে মোহিতপ্রাণে নিশি যাপন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিল। প্রাতঃকালে রাণীদ্বয় পদ্মাবতীকে দেবীভাবে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইলেন। শীঘ্রই তাঁহারা চলিয়া যাইবেন। এ আনন্দের বিরাম দানে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা বিফলপ্রাণ হইতে লাগিলেন, আশু বিরহ চিন্তায় তাঁহাদের প্রাণ অস্থির হইতে লাগিল। জয়দেব বলিলেন—রাজন্ রাজ্ঞী! চিন্তা করিবেন না, আপনাদের এ ভালবাসা আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না, ভগবান

আপনাদিগকে সুখী করুন, আমি সময়ে সময়ে আসিয়া আপনাদের আতিথ্য স্বীকার করিয়া জীবন ধন্য করিব। রাজা আনন্দদেব ও রাণী সুমিত্রা শ্রীরাধা-মাধবের ভোগারতির জন্য আশাতীত সাহায্য প্রদান করিয়া ভক্তদম্পতির আশীর্ব্বাদভাজন হইলেন।



অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

স্ববাসে ভাবোচ্ছ্বাসে।

চরমে পরমানন্দ লাভ করিতে হইলে সাধুসঙ্গই প্রধান ও প্রশস্ত উপায়। মরণে নবজীবন প্রদানের ক্ষমতা কেবল সাধুসঙ্গেরই আছে। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, ধন-জন আত্মীয় সঙ্গে কেবল ইহকালের সম্বন্ধ, অন্তিমের অনন্তলভ্য গতি লাভ করিতে হইলে সিদ্ধ সাধক সংসর্গ ভিন্ন উপায় নাই। যাঁহারা এই সৎসঙ্গের মহিমা জানিয়াছেন—বুঝিয়াছেন, তাঁহাদের এ বিচ্ছেদ-ব্যথা বড়ই অসহ্য!

রাজা আনন্দদেব এই সৎসঙ্গের মহিমা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করেন—প্রাণে প্রাণে বুঝেন, আজীবন এই সঙ্গ লাভে তাঁহার প্রাণ এত প্রশস্ত, এত উন্নত, এত ভক্তিযুত হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্তির পথে উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের অগ্রগণ্য সেবকরূপে পরিণত হইয়াছেন, এইজন্য তিনি সহজে এসুখে বঞ্চিত হইতে ইচ্ছা করেন না, তাই জয়দেব ও পদ্মাবতীর ন্যায় সাধুসঙ্গ ত্যাগ করিতে তাঁহাদের মিলনে বিচ্ছেদ ঘটাইতে রাজা আনন্দদেব ও রাণী সুমিত্রার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে। মহাপুরুষ জয়দেবের সঙ্গলাভ মহাসুকৃতির ফল, যদিও লাভ হইল—তবে এত শীঘ্র ত্যাগ করিতে হইবে! রাজা ও রাণীকে কাতর দেখিয়া জয়দেব বলিলেন—রাজন্! দুঃখ করিবেন না; কেন্দুলিতে ভগবানের সেবার জন্য আমার এখনও অনেক কার্য্য বাকি রহিয়াছে, ত আপনাদের মত ভক্তসঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি, ইহাতে যে আমারও প্রাণে আঘাত লাগিতেছে না—তাহা নহে, তবে কি করিব—আপনাদের কৃপায় জন্মস্থানের একটু সুখ-সৌভাগ্য বিধান করিয়া গ্রামবাসীকে ধর্ম্মপথগামী করিবার পন্থা প্রদর্শন করিয়া আবার আপনাদের মত সুহৃদ সঙ্গ লাভে

আমিও ধন্য হইব, এক্ষণে বিদায় দিন, শ্রীরাধামাধবের সেবার ব্যবস্থা করিয়া জীবন ধন্য করি।

রাজা বলিলেন—ভক্তপ্রবীণ জয়দেব! তুমি আমাদের অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও জ্ঞান ভক্তিতে মহাপ্রবীণ, তাই আমাদের প্রণম্য, তোমার নিকট অহোরাত্র বসিয়া সংকীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিলেও আশা মিটে না; জীবন ত ক্ষণস্থায়ী জয়দেব! যদি আর এ সৌভাগ্য লাভ না হয়, অসার সংসারে মজিয়া; যদি প্রভুর মহিমা ভুলিয়া যাই—তাই, তোমার মত আদর্শ মহাপুরুষকে সঙ্গে রাখিলে আর সে ভয়ের কোনও ভাবনা থাকে না।

জয়দেব বলিলেন—আচারবান্ ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষের অকাল মৃত্যু হইতে পারে না। ধর্ম্মপথে থাকিলে পরমায়ুর বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। আপনার এই ত জীবনের মধ্যাহ্নকাল, সন্ধ্যার এখনও অনেক বাকী, তাহার মধ্যে অনেকবার দেখা হইবে, অনেকবার এ আনন্দধামে আসিয়া আনন্দময় দেবতার পদে পতিত হইতে হইবে—ভয় কি রাজা! আর আপনি বলিতেছেন—সংসার অসার, কিন্তু তাহা ভুল, যাহারা সারাৎসারকে বক্ষে ধরিয়া সংসার করে, তাহাদের এই সংসারই ত স্বর্গ, আমাদের আর্য্যঋষিগণ এই অসার সংসারকেই এ স্বর্গের সুষমামণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন।

ভগবানের এই নিত্যধামে আপনার মত ভক্তের সংসারাশ্রম ত আনন্দনিকেতন। রাজন্! তোমরা ঐ পরম ধনের সেবায় চিত্ত সংযত কর—সকল পন্থা সুগম হইয়া যাইবে। রাজা ও রাণী আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া আর তাঁহার গমনে বাধা দিতে পারিলেন না, জয়দেব রাজা লক্ষ্মণসেনকে বলিলেন—মহারাজ! নিদানের বিধানকর্ত্তা মহাপ্রভুর করুণাকটাক্ষ আপনার উপর পতিত হইয়াছে, আপনার ন্যায় ত্যাগী ভক্তের সংসারবন্ধন মুক্তির কারণ, আপনার ইষ্টদেবী তারামায়ের চরণ সার করিয়া এইরূপ পরাভক্তিতে প্রাণ মাতাইতে পারিলে, অন্তিমে অনন্তের পদে লীন হইতে আর কোনও ভাবনা থাকিবে না। সংসার অসার নহে,

আপনাদের মত নির্লিপ্ত ভক্তের সংসার সুখের আগার, দীন দুঃখীর শান্তি-পারাবার আপনাদের মত সংসারীর আশ্রমকে উপলক্ষ্য করিয়াই সকল আশ্রম জীবিত থাকিবে, অতএব ইহার প্রতি বৈরাগ্য ভাব আনয়ন করিয়া পরিত্যাগ করা কখনই উচিত নহে। আকুল প্রাণে বৈরাগ্যের পথে, ত্যাগের পথে, সারাৎসার ভগবানের পদে লীন থাকিলে আর ভাবনা কি? কিছু দিন তীর্থবাসের ইচ্ছা করিয়া, আনন্দময়ের পদে আনন্দে বিহার করিয়া সাধের নবদ্বীপ ধামে গমন করিবেন। সেই স্থানই আপনার শান্তির আগার, ভোগের মধ্যে ত্যাগের পরীক্ষা-বিস্তার! এই বলিয়া পদ্মাবতী সহ জয়দেব স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন; সকলে তাঁহার চরণে প্রণত হইল।

এতদিন কেন্দুবিল্ব অন্ধকার হইয়াছিল, জয়দেব ও পদ্মাবতীর পদার্পণে গ্রামে যেন আবার একটা নবজীবনের সাড়া পড়িয়া গেল, সকলেই সেই ভক্ত দম্পতীর সাদর সংবর্দ্ধনা করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিল। এইবার শ্রীরাধামাধবের সেবা ভোগ ও অতিথি সংকারের বিশেষ ব্যবস্থা আরম্ভ হইল; দীন দরিদ্র সেবাই বিষ্ণুভক্তের চরম লক্ষ্য; সেবাধর্ম্মে প্রাণ পণ করিতে না পারিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না, বিষ্ণুপ্রীতি লাভ করিতে হইলে ইহার প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি-সম্পন্ন হওয়া চাই! জয়দেব ও পদ্মাবতী আজ হইতে সে বিষয়ে মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন।

তীর্থভ্রমণের পর হইতে জয়দেবের হৃদয়ক্ষেত্র প্রেম-প্লাবনে প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ভাবের পলি পড়িয়া বিশ্বাস-বৃক্ষে যে ভক্তি-কুসুম অহরহঃ প্রস্ফুটিত হইতেছে, অনর্গল অশ্রু-গঙ্গাজলে জয়দেব তাহাই ইষ্টদেবতার পদে অঞ্জলি দিয়া জীবনের বিপত্তি-জঞ্জাল-মুক্ত হইতেছেন; পদ্মাবতী সহ এইরূপ ভাবের পূজায় সাধক বিভোর-প্রাণ; শ্রীরাধামাধব সেবকের এই মহাসেবায় আলালের ঘরের দুলালের মত তাঁহাদের সাধের মণ্ডপ আলো করিয়া সজাগ ভাবে বিরাজ করিতেছেন, শ্রীবিগ্রহে যেন প্রাণ পূরা, জীবন ভরা ভাবের পূর্ণ প্রভাব প্রবর্ত্তিত হইয়াছে!

উপনয়নের পর জয়দেব গৃহত্যাগী হইয়া দাক্ষিণাত্যে যখন পরম ভাগবত মাধ্বাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া দীক্ষা দানের প্রার্থনা করেন, আচার্য্য তখন এই হৃদয়ের ধনকে চিনিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—গুরু কে হইবে, তুমি না আমি, চতুর-চূড়ামণি ছলনা ছাড়, কৃতার্থ করিতে আসিয়া কৃতার্থ হইবার ভাণ কেন? অবতারকল্প মহাপুরুষ তুমি; ধর্ম্মের গ্লানির জন্য মানবদেহ ধারণ করিয়াছ; রাধাসতী পদ্মাবতীরূপে শীঘ্রই তোমার শক্তিবর্দ্ধন করিবে, তবে আর আমাকে ছলনা কেন প্রভু! তৃণ হইতেও লঘু আমি, তোমার গুরু হইবার যোগ্যতা কোথায়?

সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশরূপী জয়দেব বলিলেন—এ সকল এখন গোপন রাখ, গুরু বিনা কোন কার্য্যে সাফল্যলাভ হয় না; তোমার মত শক্তিশালী সাধন-ভজনশীল পুরুষ আর কেহ নাই, তাই উপনয়নের পরই তোমার নিকট আসিয়াছি। মাধ্বাচার্য্য গুরুর উপযুক্ত, তিনি সহজিয়া ভজনের মূলমন্ত্র সকল উপদেশ দিয়া বলিলেন—প্রভু! যদি জয়দেব হইয়াছ, তবে বঙ্গ বিজয় করিয়া সাধনার প্রকৃত পন্থা তাহাতে ছড়াইয়া দাও, গোবিন্দ! তোমার হৃদয়-ক্ষীরোদ মথিত হইয়া যে সকল সহজিয়া ভজনের সাধন-সঙ্গীত উত্থিত হইবে, সেই স্বর্গীয় সুধাপানে বৈষ্ণব সমাজের অমরত্ব লাভ সুনিশ্চিত, ইহাতে তোমার অবতার গ্রহণ জয়যুক্ত হইবে।

জয়দেব যখন মন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিদায় লইবেন—সেই সময় মাধ্বাচার্য্য তাঁহার পদের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভক্তিভরে নতি করিয়া বলিলেন—প্রভু! আজ ধন্য হইলাম, যুগলে দর্শন পাইলেই কৃতার্থ হইতাম, যেন সে আশায় নিরাশ না হই—"তথাস্তু" বলিয়া জয়দেব উরমাত্মা সমীপে শ্রীপুরাভিমুখে আগমন করিয়াছিলেন। যুগলে মিলিত না হইলে ধরার ভার ধরা সহজ হইবে না, শক্তি না পাইলে সামর্থ্যে কুলাইবে না। এই শক্তিলাভের জন্য সে সময় প্রভুর কত ছলনা পাঠক দেখিয়াছেন ত? প্রাণ চাহিতেছে, সে রূপে মন হাবুডুবু খাইতেছে, তথাপি ব্রহ্মচর্য্যের ভাণ করিয়া নারী-নির্য্যাতনে কত ছল-চাতুরী!

তাতে অদ্বিহারী হরি! এ রাধা-সঙ্গনীর সঙ্গ না লইয়া তুমি কোথায় কি বাহাদুরী করিতে পারিয়াছ? যে বৃন্দাবন-লীলা মর্ত্ত্যে তোমার অধরলীলা বলিয়া খ্যাত, তাহার মূলই ত শ্রীরাধিকা, তবে তাঁহার সঙ্গ গ্রহণে দরিদ্র ব্রাহ্মণ বসুদেব ভট্টাচার্য্যকে অত নির্দ্দয়ভাব দেখাইলে কেন? উদরে ক্ষুধা, মুখে লাজ এ তোমার কোন্ রীতি? যদি সকলকেই "কামিনী-কাঞ্চনের" মায়ায় জড়িত না করিয়া কেবল ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিবে, বেদান্তের মহাবাণী ঘোষণা করিবে; যদি তুমিও সে আস্বাদের আস্বাদ গ্রহণ না করিয়া পতনের ভয় করিবে—তবে সৃষ্টিতত্ত্বে স্রষ্টার প্রয়োজন কি?

কর কর লীলাময়! পদ্মাবতী সহ শৃঙ্গার-রসের লীলাখেলা করিয়া ধরাকে সরস সৌন্দর্য্যময় কর; বৈষ্ণবসাধন-মাধুর্য্যের প্রেমবন্যায় ক্ষিতিতল অভিষিক্ত কর, আমরা তোমার সরস রস-ভাবের অমিয় রসে রসিত হইয়া বাঙ্গালায় বাঙ্গালী জন্ম সার্থক করি।

বঙ্গের কবিকুল-কোকিল জয়দেব গোস্বামীর কবিতা-বনিতা হৃদয়স্থিতা হইয়া ভাবসিন্ধু মথিত করিল, মন্দ মন্দ ভক্তিপবন সঞ্চলিত হইল, শ্রীমতী পদ্মাবতী—আনন্দ-আবেগের জনয়িত্রী—পার্শ্বে উপবিষ্টা, সম্মুখে ইষ্টদেব-ইষ্টদেবী জাগরণনিরতা সিংহাসনস্থিতা, পূজার পর গোস্বামী প্রভু রাধানাথের অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তির পাদপদ্মে নিবিষ্টদৃষ্টি হইয়া হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে আবৃত্তি করিলেন :—

চন্দনচর্চ্চিতনীলকলেবরপীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগস্মিতশালী॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে, বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে।
পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্।
কাপি বিলাসবিলোলবিলোকনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদন-বদনসরোজম্।

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে॥
কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাবনকূলে,
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে।
করতল-তালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে,
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে॥
শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্,
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্।
শ্রীজয়দেব কবেরিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্॥

ভক্তমতী সতী পদ্মাবতী প্রিয়বদন-বিচ্যুত সঙ্গীতের এক এক কলি রামকিরি রাগের স্বরমূর্চ্ছনায় সপ্তমে তুলিয়া প্রাণগোবিন্দের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন। ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া শ্রোতার কর্ণে তাহা যে কি স্বর্গের সুধা ঢালিয়া দিল, গৃহপ্রাঙ্গণ যে কি মনোমোহন ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করিল, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। জয়দেব সে গানে তন্ময় হইয়া এক একবার প্রিয়ার প্রিয়বদনের প্রতি বিলোল কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। সে দৃষ্টিতে কামপ্রবৃত্তির ঘৃণিত উত্তেজনা নাই, যেন স্থিরভাবে আনন্দ-হিল্লোলে হিল্লোলিত প্রেমাশ্রু মিশ্রিত অপাপ দৃষ্টি। পতিপত্নীর সে মধুর ভাব দেখিয়া, সংসারে স্বর্গীয় প্রেমের প্রচ্ছন্ন ভাব দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়া পড়িল। রমণীজাতির অবগুণ্ঠন প্রথা তখন তত সুদৃঢ় না থাকিলেও সে লজ্জাবনত আননের মধুর ভাব দেখিলে,—সে ব্রীড়াবনতা ব্রততীর সে সলজ্জ স্বভাব সন্দর্শন করিলে—জননী ভাব ভিন্ন অন্য ভাব মনে আসিত না। পদ্মাবতীর সে কমনীয় মূর্ত্তির প্রতি চাহিলে মস্তক আপনি তচ্চরণে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িত।

দেবতার ভোগারতির সময় হইয়াছে। পদ্মাবতী বীরময়র গমনে তাহার উদ্যোগ করিতে গৃহমধ্যে গমন করিলেন। তখনও গানের সুস্বরলহরী যেন দেব-গৃহ ঝঙ্কৃত করিতেছে, সমাগত ভক্তবৃন্দের প্রাণ তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে। জয়দেব স্বরচিত সঙ্গীত নিজে গান করিয়া যত মুগ্ধ না হইতেন, পদ্মাবতীর কোকিলকণ্ঠে সে সঙ্গীতের আলাপ, স্বরলহরীর মূর্চ্ছনা শুনিয়া অপার আনন্দ লাভ করিতেন, পদ্মাবতীর কণ্ঠেই তিনি সঙ্গীত রচনার সাফল্য উপলব্ধি করিতেন।

পদ্মাবতী ভোগারতি প্রস্তুত করিতে বিলম্ব করিতেছেন দেখিয়া সাধক বৃথা সময় নষ্ট করিলেন না—যোগে বসিয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলেন। প্রাণায়ামের পূরকে প্রাণে প্রাণ-বায়ু পূর্ণ করিয়া কুম্ভকে তাহার স্থিরতা সম্পাদন করত রেচকে তাহার প্রত্যাহার করিলেন; আহরণ-প্রতিষ্ঠা-প্রত্যাহারে মনের স্থিরতা সম্পাদন করত সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন।

শাক্ত সাধক যেমন পঞ্চমকারে কুলকুণ্ডলিনীশক্তির উদ্বোধন করেন, বৈষ্ণব-সাধক তদ্রূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবমকারের সহিত কুণ্ডলিনীর রুদ্ধ-দ্বারসমীপে উপনীত হইয়া যখন প্রণব ঝঙ্কার করেন, তখন নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীর আর শয়নের শক্তি থাকে না, জাগরিত হইয়া সুষুম্নাপথে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান প্রভৃতি পদ্মে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সহিত মিলিত হইয়া সহস্রারে পরব্রহ্মের সহিত রমণ-সুখে প্রমত্ত হয়, তাহা হইতে যে সুধাক্ষরণ হয়, সাধক নাসিকারন্ধ্রে তাহা পান করিয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়েন; সমস্ত পার্থিব চিন্তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া তত্ত্বময়ের তত্ত্বসাগরে ডুবিয়া আপনহারা হইয়া যান। রমানাথের সহিত এই মহারমণের সুখ যে একবার উপভোগ করিয়াছে, সামান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রমণী-রমণের ক্ষণিক সুখে আর তাহার কি সুখোদয় হইবে? সাধকাগ্রগণ্য জয়দেব প্রত্যহ পূজার সময় এই সুখে সুখ লাভ করিতেন, পতিপ্রাণা কামকামনাবিহীনা সতী পদ্মাবতী প্রাণনাথের এই ভাবের অংশভাগিনী হইয়া জীবন ধন্য করিতেন।

সাধক সাধিকার রমণসুখ এই ভাবেই পর্য্যবসিত হইত। ইন্দ্রিয়-সুখভোগের স্পৃহা তাঁহাদের ছিল না, ত্যাগ তাঁহাদের এমনি ভাবেই অভ্যস্ত হইয়াছিল। জয়দেব পরম বিদুষী পদ্মাবতীর সঙ্গলাভে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট করেন নাই, বরং তাঁহার সাহায্যে ব্রহ্মচর্য্য অটুট রাখিয়া ব্রহ্মময় হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরাও বলি—মহাশক্তি-অংশসম্ভূতা দেবী পদ্মাবতীর সঙ্গ লাভ করিয়া জয়দেব, "জয়দেব" নামে বঙ্গদেশে কবিত্বের এবং সাধকত্বের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন; তাই তাঁহাদের পদরজে কেন্দুবিল্ব মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে।



একোনবিংশ পরিচ্ছেদ।

সিদ্ধিলাভ।

আজ কাল বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই কর্ম্মকাণ্ড-বিবর্জ্জিত, জপযজ্ঞ নিত্য-কর্ম্ম প্রভৃতিতে রতিমতি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। "সহজিয়া ভজন" খুব সহজ মনে করিয়া কেবল দল পাকাইয়া, গায়ে হরিনামের ছাপ মারিয়া বিড়াল-তপস্বীর মত বৈষ্ণবী-সঙ্গে রঙ্গ করিয়া থাকেন এবং সময়ে সময়ে খোলকরতাল সহযোগে কীর্ত্তন করিলেই মনে করেন—সমস্ত শেষ হইল। কর্ম্মযোগে অভ্যস্ত না হইলে যে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না—ইহা তাঁহারা আদৌ বিশ্বাস করেন না। অতি বড় চূড়ান্ত সাধক হইলেও সমাজের হিতের জন্য তোমাকে কর্ম্মযোগে আস্থাবান্ হইতেই হইবে—সমাজে অবস্থান কালে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে তুমি সাধক সমাজের ঘোর কলঙ্ক!

গোস্বামীপাদ জয়দেব সাধনার অত্যুচ্চ শিখরে সমাসীন হইলেও প্রতিদিন নিত্যকর্ম্ম পূজার্চ্চনা, সন্ধ্যাহ্নিক, জপ, তর্পণ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কর্ম্মে তিনি বড়ই মতিমান্ ছিলেন; কর্ম্মদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া সাধন-সৌধ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে তুমি রত্ন আহরণ করিতে পারিবে না; কর্ম্মই যে জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ করিয়া দেয়, অতএব কর্ম্মে আসক্ত না হইলে, অন্বেষণের শক্তি লাভ করা যায় না। গোস্বামীপাদ কর্ম্মযোগে প্রাণ সরল করিয়া সংকীর্ত্তনে সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন, এইজন্য তাঁহার প্রাণে সাম্প্রদায়িক হিংসা দ্বেষ ছিল না; শাক্তকেও তিনি যেমন ভাল বাসিতেন, বৈষ্ণবকেও তদনুরূপ। সাধনায় যাহার সমাধির অবস্থা—তাহার ভেদজ্ঞান থাকিতে পারে না। জয়দেব আমিত্ব হারা হইয়াছিলেন; তত্ত্ববস্তুর অন্বেষণে সিদ্ধকাম হইয়া তিনি জগৎ ব্রহ্মময় দেখিতেন। আমার কিছুই নাই সকলই তোমার—তোমা ছাড়া জগতে আর কিছু নাই আমিও

তোমার, তুমি আমার—ইহাই পরমহংস ভাব, এইভাবে প্রভাবিত হইলে জীব শিবত্ব লাভ করে, দেবতার আসন অধিকার করিতে সমর্থ হয়—ইহাই যথার্থ বৈষ্ণব ভাব। সকল সম্প্রদায়ের সাধক এই ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হইলে তুরীয় অবস্থায় উন্নীত হইয়া থাকে এবং তাহা হইলেই তাঁহাদের সাধনার চরম সিদ্ধি লাভ হইল বলিয়া শাস্ত্র প্রচার করিয়াছেন।

অধুনা প্রভুপাদ জয়দেব প্রত্যহ নিত্যকর্ম্ম সমাধা করেন বটে, কিন্তু তাহাতে এত ভাবের আধিক্য উপস্থিত হয় যে সকল কার্য্য আর ঠিক ভাবে সমাধা করিতে পারেন না; তন্ময় হইলে সকল কার্য্যে ভুলভ্রান্তি হইয়া পড়ে; যেটা প্রথম সে পরে, যেটা পরে সেটাই প্রথমে সমাধা করিয়া ফেলেন, পঞ্চপ্রদীপের পরিবর্ত্তে শঙ্খ অথবা কোষা নাড়িয়া আরতি করিয়া থাকেন। ভাব-বিভোর হইলে সাধকের এইরূপ অবস্থাই হইয়া থাকে, আত্ম-ভোলা তন্ময় সাধক ইহার হাত এড়াইতে পারেন না, এ ভ্রম তাঁহার নিত্যসাথী; পরমাত্মার সহিত পরমাত্মীয়তা।

জয়দেব মুক্তকচ্ছ হইয়া আরতি করিতেছেন, কাহার পরিবর্ত্তে কি লইতেছেন তাহার জ্ঞান নাই, ভাবময়ের ভাব জাগিয়াছে—তাই সমস্ত ভুল—সমস্ত একাকার, পদ্মাবতী আসিয়া চমক ভাঙ্গিয়া দিলে, মন প্রকৃতিস্থ হইলে হাসিয়া বলিতেন—পদ্মা! ভুল হইতেছে, ভাগ্যে তুমি আসিলে। সাধক হৃদয়ে যখন এই ভুল বদ্ধমূল হয়, তখনই তিনি জগতের সকল ভ্রান্তির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারে, কিন্তু সে ভাবের সাধক আজকাল কম্ জন; ভাবের ঘরে চুরি করিয়া ভাবুক সাজিলে ত ভগবান্ ঘুষ খাইবেন না? বহুকাল পূর্ব্বে একদিন বিদুর-পত্নীর ভাববিভোরতা তন্ময়তা—সে কত মধুর, কত চিত্তপ্রসাদন, কত মুগ্ধকর—দেখিয়াছিলাম, ভগবানের কমনীয় কণ্ঠের সাড়া পাইলে বিদুর-পত্নীর বাহ্যজ্ঞান থাকিত না; তিনি অহরহঃ ভক্তপ্রবীণ স্বামী বিদুর মহাশয়ের ন্যায় ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলিতেন।

একদিন দীনবন্ধু ভগবান্ দীন-বিদুরের কুটীরে আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন, বিদুর মহাশয় তখন গৃহে ছিলেন না, ভিক্ষায় গিয়াছিলেন ; ভক্তিমতী বিদুরপত্নী তখন বস্ত্র ধৌত করিতে পুষ্করিণীতে গিয়াছিলেন। ভগবানের আহ্বান শুনিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িয়া আসিয়া বলিলেন, ঠাকুর! প্রভু ত ভিক্ষায় গিয়াছেন—বাড়ীতে নাই ; কৃতার্থ করিতে যদি আসিয়াছেন, তবে দীনের কুটীর দাওয়ায় উপবেশন করুন, তিনি এখনি আসিবেন। ভক্তাধীন ভগবানের আহ্বানে বিদুরপত্নী বাহ্যজ্ঞানহীন হইয়া একপ্রকার উলঙ্গই আসিয়াছেন, ভগবান্ বলিলেন—বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে কিছু খাইতে দিন ; ভাবময়ী বিদুর-বনিতা ভগবানের আব্দারে প্রেমগদগদ হইয়া নানাস্থান অন্বেষণ করিলেন, কিছু খাদ্য পাইলেন না, তবে একস্থানে কয়েকটা শুষ্ক পর্য্যুসিত কদলীফল ছিল, তাহাই আনিয়া ভগবান্‌কে ছাড়াইয়া খাইতে দিতেছেন। আজ কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া এমনি তন্ময় হইয়াছেন, প্রেমাশ্রুতে নয়ন এমনি বাধিয়া গিয়াছে যে সারাংশ ফেলিয়া দিয়া পরিত্যক্ত অংশ (খোলা) ভগবানের হাতে দিতেছেন ; ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের ভক্তিমাখা সেই পরিত্যক্ত খাদ্যই সুধা মনে করিয়া খাইতেছেন। এমন সময় বিদুর আসিয়া ভগবানের সহিত পত্নীর সেই প্রেমের খেলা নিরীক্ষণ করত প্রেমভক্তি-বিভোর চিত্তে শ্রীচরণে প্রণতি করিলেন এবং পত্নীকে বলিলেন—একি ভাব, ভগবানের শ্রীকরে এ কি দিতেছ? বিদুরপত্নী তখন আত্মস্থ হইয়া ভগবৎপ্রেমে নিমজ্জমান মন প্রাণকে ফিরাইয়া লইয়া চমকিতভাবে দৌড়িয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করত বস্ত্র পরিধান করিলেন।

বিদুর মহাশয় প্রেমাময় নয়ন জলে ভাসিয়া ভগবান্‌কে বলিলেন—পত্নীকে ধন্য করিলে, পতির গতি কি হইবে লক্ষ্মীপতি? ভগবান্ ভক্ত সহবাসে আত্মহারা হইয়া বলিতেছেন, ভক্তপ্রবর! ক্ষুধা-আধিক্য হইয়াছে, কিছু খাইতে দাও, ভক্তচূড়ামণি বিদুর বলিলেন—হাহে আত্মারাম! তোমার ক্ষুধাতৃষ্ণা ত কিছুই বুঝিতে পারি না, মা নন্দরাণী উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী দিয়াও পাঁচন বাড়ার আঘাত খান, আর দরিদ্র আমি তোমাকে কি দিব, চারিটী ক্ষুদ

ভিন্ন আজ ত আর কিছুই ভিক্ষা পাই নাই? ভগবান্ আগ্রহ সহকারে তাহাই চাহিলেন এবং আহার করিয়া তৃপ্তির সহিত ভক্ত ও ভক্তপত্নীকে অভিনন্দন দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। হৃদয়ে ভক্তি থাকিলে ভক্তাধীনের কাছে ত্রুটী হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এই সুদুর্লভা ভক্তি লাভ করা কি সহজ সাধনার ফল?

জয়দেব সর্ব্বদাই সঙ্গীতে তন্ময় থাকিতেন, ইহাতেই সিদ্ধি লাভ করিয়া তিনি সাধ্যবস্তু লাভ করত ধন্য হইয়াছিলেন। যত জপ-তপ, সাধন, ভজন সমস্তই হরিনাম-সাগরের অগাধ জলে বুদ্‌বুদের ন্যায় উঠিতেছে পড়িতেছে—সাধক ইচ্ছামত তাহার সাধনা করিতেছে। কিন্তু যে সাধক এই নামসাগরের অগাধ জলে মগ্ন হইয়াছে; ইহার অতলে ডুবিয়া যে আত্মহারা হইয়াছে, তাহার আর কি সাধন চাই—তিনি ত মুক্ত, তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত, সোহংসমন্বিত, হরিবোল বলিলেই যাহার নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হয়; সেই নামের মধ্যে নামীকে যে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাঁহার আর সাধনার আবশ্যক নাই।

কবিকুলচূড়ামণি জয়দেবের ইষ্ট ইহাতেই পরম পরিতুষ্ট, তবে সাধারণ লোকের জন্য কর্ম্মকাণ্ডের সাহায্য লইয়া সাধকপ্রবর প্রতিদিন শ্রীরাধামাধবের পূজানিরত থাকেন—স্বামীর ভাব দেখিয়া ভাবময়ী পদ্মাবতী কাছে কাছে থাকিয়া সমস্ত স্মরণ করাইয়া দিতেন, বাহ্যিক পূজা শেষ হইলে সাধক অন্তরে অন্তর্যামীর পূজা করিতেন। তার পর অপরাহ্ণে অতিথি সৎকারের মহাধূম হইত—পদ্মাবতী এ কার্য্যে স্বয়ং ব্রতী হইয়া ক্ষুধাতুরের ক্ষুধায় আহার যোগাইতেন।

আজ সাধক কবি প্রাতঃকাল হইতেই সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিয়াছেন—অনবরত সঙ্গীত রচনা করিয়া এক স্থানে এত ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন যে, আর লেখনী চালন করিতে পারিতেছেন না, ভাবে ডুবিয়া পড়িয়াছেন, বাহ্যিক কিছুই মনে নাই। বেলা মধ্যাহ্নের সমীপবর্ত্তী, তথাপি স্বামী কালীকলম ছাড়িতেছেন না দেখিয়া পদ্মাবতী নিকটস্থ হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিলেন—প্রভু! সূর্য্য যে মধ্যগগনে,—বেলা যে অনেক হইয়াছে। পতিব্রতা

পত্নীর কাতর আহ্বানে জয়দেবের চৈতন্য হইল "হাঁ পদ্মা, এই যাই, তুমি আমার কাগজ কলম নাড়াচাড়া করিও না" বলিয়া উঠিলেন, গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, দুইটী ভক্ত প্রভুর সহগমন করিল।

জয়দেব কবি, জয়দেব ভাবুক, জয়দেব রসিক, জয়দেব রূপবান্ গুণবান্ সাধকপ্রধান, প্রাণের আবেগে গান বাঁধিতে এবং সুধাকণ্ঠে তাহার আলাপ করিতে তিনি যেমন পারিতেন, ভক্ত জগতে তেমন আর কেহ পারিত না। পদ্মাবতী তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইলে শ্রীরাধামাধব তাহা শ্রবণে উৎকর্ণ হইতেন। আজ ভাবের সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ যেন মদনানলে জর্জ্জরিত হইয়া শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—প্রিয়ে চারুশীলে! যদি সত্য সত্য আমার প্রতি কোপযুক্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার কটাক্ষশর নিক্ষেপ কর, অথবা নখর অধরে দন্তধারে দংশন করিয়া কৃতার্থ কর, যাহাতে তোমার সুখবোধ হয় তাহাই কর, ভক্তকবি সাধনমার্গের উচ্চস্তরে উঠিয়া দেশ-বড়াড়ী রাগে রচনা করিয়াছেন—

(রাই) বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা রোচয়তি লোচনচকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে, মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং দেহি মুখকমলমধুপানম্॥
সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং যেন বা ভবতি সুখজাতম্॥
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥
নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥
স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্॥

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলক্তকরাগম্॥
স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো হরতু তদুপাহিতবিকারম্॥
ইতি চটুলচাটুপটুচারুমুরবৈরিণো রাধিকামধি বচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতম্॥

এই সঙ্গীতটী রচনাসময়ে শ্রীকৃষ্ণকে মদনদহনে প্রপীড়িত করিয়া কবি যখন ভগবান্‌কে বিশেষ কাতর করিয়াছেন—শ্রীরাধার বিরহ অসহ্য হওয়ায় যখন ঠাকুর বলিতেছেন—রাধে! মদনের ক্লেশরূপ অনল আমাকে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে; এ দারুণ যন্ত্রণা আমার অসহ্য, অতএব তুমি দয়া করিয়া মদনের শরনিঃসৃত গরল-খণ্ডনকারী তোমার রঞ্জিত পদপল্লব আমার শিরোভূষণরূপে প্রদান কর। "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনং" অবধি লিখিয়া কবিভারতী পদ্মাবতীরমণ জয়দেব আর লিখিতে পারিলেন না। "দেহি পদপল্লবমুদারং" একথা তিনি কেমন করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন? শ্রীরাধা ভগবানের মস্তকে পদার্পণ করিবেন—একথা লিখিতে তাঁহার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল; একথা পুস্তকে লিখিলে কি বৈষ্ণবসমাজ তাঁহার পুস্তকের আদর করিবেন, বরং তাঁহাকে অধার্ম্মিক স্ত্রৈণ বলিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন।

কবির ভাব-সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে; হৃদয় ভরিয়া গিয়া নিস্তরঙ্গরূপে কূলে কূলে ঠেকিয়াছে—লেখনী আর চলিতেছে না। এমন সময় পদ্মাবতী আসিয়া ডাকিলেন—প্রভু! বেলা যে অধিক হইয়াছে, কখন স্নানাহার পূজার্চ্চনা করিবেন? মন যখন উড়ু উড়ু, হৃদয় যখন দুরু দুরু কাঁপিতেছে; মোহমুগ্ধ জয়দেব লিখি কি না লিখি করিতেছেন; ত্রিলোকের অধীশ্বর মদনমোহন শ্রীমধুসূদনকে প্রিয়ার নিকট এত কামান্ধ, এত ইন্দ্রিয়পোষক ক্ষুদ্র করিলে বৈষ্ণবসমাজ তাঁহাকে অভক্ত নীচ বলিয়া গালি দিবে, এই সন্দেহে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে;

তাহার উপর পদ্মার কাতর আহ্বানে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি কাগজ কলম ফেলিয়া স্নানে গমন করিলেন।

হায়! আজ অবতারকল্প মহাপুরুষ জয়দেবের হৃদয়ও মায়ামুগ্ধ, মোহাভিভূত, সন্দেহ-দোলায় দুলিত ; শ্রীরাধা বড়, কি শ্রীকৃষ্ণ বড়, এই তর্কবিতর্ক লইয়াই তাঁহার লেখা বন্ধ হইল—"দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখিতে হস্ত কম্পিত হইল! সাধারণ অজ্ঞ বৈষ্ণব হয়ত শ্রীকৃষ্ণ স্বামী ও শ্রীরাধা তাঁহার দাসী মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টে শ্রীরাধার পূজা করিতে পারেন, কিন্তু জয়দেব গোস্বামী আজ এত মোহমুগ্ধ হইলেন কেন? শ্রীরাধাও যিনি শ্রীকৃষ্ণও তিনি বরং আগে রাধাশক্তি তার পর শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তবৎসলা শ্রীরাধার ভক্তিভাবে অধীর হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ত স্বয়ং বলিয়াছেন ঃ—

"আদৌ রাধাং ততঃ কৃষ্ণং জপন্তি যে চ মানবাঃ।
সদ্গতিশ্চৈব তেষাং হি দাস্যামি নাত্র সংশয়ঃ॥

শক্তির অমর্য্যাদা করিলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না, চণ্ডীদাস পরম শাক্ত হইয়া তবে পরম বৈষ্ণব হইতে পারিয়াছিলেন।

জয়দেব কবি পণ্ডিতাগ্রগণ্য, তিনি জানেন শ্রীরাধা নামের পর শ্রীকৃষ্ণ নাম সংযোগ করিয়া তবে পূজা করিতে হয়, তাঁহার ইষ্টদেবতা "রাধামাধব" তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্য, আদিতে রাধানাম এবং পশ্চাতে শ্রীকৃষ্ণনাম যোজনা না করিয়া বিপরীত ভাবে জপ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইতে হয়, ভগবান্ তাহাকে মুক্তিদান করেন না। ইহা তাঁহারই শ্রীমুখের বাক্য—হায় মোহ! আজ কবিকুলচূড়ামণি পণ্ডিত জয়দেবকেও যখন তুমি মুগ্ধ করিয়া সঙ্গীত রচনায় বিরত করিলে—তখন অন্যাপরে কা কথা!

শক্তি ও শক্তিমানে প্রভেদ নাই। যেমন মধুরতা, তরলতা, শ্বেতবর্ণতা লইয়া দুগ্ধপদার্থটী প্রস্তুত হইয়াছে, সেইরূপ সৎ চিৎ আনন্দ প্রভৃতির স্বরূপ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ নির্ণীত হইয়া ছে। দুগ্ধের ঐ তিনটী গুণ ছাড়িয়া দিলে যেমন দুগ্ধ বলিয়া কোন পদার্থ থাকে না, সেইরূপ শক্তিমানের শক্তি বা ঐ তিনটী গুণ বাদ দিলে

ব্রহ্মশক্তি নিরূপণ করা কঠিন। সূর্য্যের কিরণ যেমন সূর্য্য হইতে পৃথক্ নহে; চন্দ্রের চন্দ্রিকা যেমন চন্দ্র হইতে অভিন্ন, অগ্নির দাহিকা শক্তিই যেমন অগ্নির স্বরূপ, অগ্নির দাহিকাশক্তি অথবা দাহিকাশক্তিরূপ অগ্নিই যেমন প্রকাশমান, বিভিন্ন করিলে যেমন মূলবস্তু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক করিলে নির্গুণ ব্রহ্মের কোনও আদর থাকে না। জগতে শক্তিরই প্রাধান্য, সগুণরূপে তিনি যে মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করুন, সকল মূর্ত্তিই ভুক্তিমুক্তি-প্রদাত্রী শক্তি ভিন্ন কিছুই নহেন। সেই শক্তিকে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, কালী, তারা, রাধা, লক্ষ্মী কিংবা পিতামাতা অথবা সখাসখী যাহাই বলিয়া তুমি চিত্ত-সুখ লাভ কর—তাহাই বল।

জয়দেব স্নানে যাইতেছেন—মৃদুমন্দ পদবিক্ষেপ করিতেছেন আর পাণ্ডিত্যের প্রভাবে উক্তরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া মনে মনে নিঃসন্দেহ হইবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি আরও বলিতেছেন—যতদিন ভেদভাব না ঘুচিতেছে, ততদিন জীবের আসা যাওয়া বন্ধ হইতেছে না। বৈষ্ণবী শক্তি বিষ্ণুর অধিকৃত বলিয়া নহে, এই রাধা বা বিষ্ণুশক্তি বিষ্ণুর প্রসবিত্রী, তাই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড়। মহাশক্তি বিশ্বজননী—ব্রহ্মাণ্ডপালিনী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বররূপে আপনি প্রসূত হইয়া আবার তাঁহাদের প্রসূতি সাজিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা; রাধাকৃষ্ণ উভয় তত্ত্ব লইয়াই ব্রহ্মত্ব, যিনি রাধিকা তিনিই কৃষ্ণ, যিনি কৃষ্ণ তিনিই রাধিকা, এই রাধাতত্ত্বের পরমতত্ত্ব হৃদগত করিতে না পারিয়া শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনত্বের বিচার করিতে যাওয়া নরকভোগমাত্র।

জয়দেব চলিতেছেন আর স্বরূপে মুগ্ধ হইয়া বলিতেছেন—আমার মোহ ঘুচিয়াছে; এতক্ষণ ভুল বুঝিয়াছিলাম। সবই শক্তি, জগৎ শক্তিময়, ব্রহ্মও শক্তি, বিষ্ণুও শক্তি, শিবও শক্তি, শক্তি ব্যতীত পরমাত্মাও আত্মরক্ষায় অসমর্থ; স্ত্রী-শক্তি, পুরুষশক্তি, শক্তি উপাস্য; পুরুষ উপাসক, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে প্রকটিত করেন বলিয়াই "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" নতুবা হার ভগবত্তা কোথায়! যথার্থ বলিতে হইলে শক্তি ভিন্ন শক্তিমান্ বলিয়া কোন পদার্থ নাই। জয়দেবের

হৃদ্‌পদ্ম মোহান্ধকারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বিশদভাবে ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার ভ্রম অপনীত হইল—ইষ্টদেব "রাধামাধব" হৃদয়-সিংহাসনে দেখা দাও, গৃহে গিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখিতে যেন লেখনীতে প্রভূত শক্তিসঞ্চয় হয়, অথবা তোমার তত্ত্ব তুমিই লিখিয়া দাও দয়াময়! প্রেমের পাগল ভক্ত জয়দেবের নয়নে অজস্র প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া গমনপথ রুদ্ধ করিল। এ অবস্থায় তিনি এই সুদূরপথ অতিবাহিত করিয়া কেমনে গঙ্গাগর্ভে গমন করত স্নান সমাপন করিবেন, সঙ্গী শিষ্যদ্বয় প্রভুর অবস্থা দেখিয়া চঞ্চল হইলেন। এদিকে বেলাও অধিক হইয়াছে, তথাপি সাধকের চৈতন্য নাই—ধীরমন্থর গতি ; কখন যান, কখন দাঁড়াইয়া ভাবমগ্ন হন। এখন কেবল বলিতেছেন—ভক্তগণ! রাধানাথের করের মোহন বাঁশী ত শ্রীরাধানামেই সাধা ছিল, সে ত আর অন্য সুরে বাজিত না রাধা-নামেই শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী ফুকারিয়া মোহনতানে আত্মভোলা হইতেন। বাঁশী শ্রীনাথের শ্রীমুখে আবদ্ধ হইয়াই যে বাজিত—"রাধাপ্রেমে বাঁধা আমি রাধা মম মূলাধার" শ্রীরাধার মানের দায়ে স্বয়ং ভগবানই ত পায়ে ধরিয়া মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। শ্রীরাধাই যে শ্রীকৃষ্ণের ইষ্ট, তবে "দেহি পদপল্লবমুদারং" কেন বলিব না আর তাহা লিখিতেই বা দোষ কি? দাও প্রভু! হৃদয়ে শক্তি দাও, অথবা লিখিয়া দাও অকিঞ্চন ভক্তের প্রার্থনা পূর্ণ কর। ভক্তগণ দেখিলেন—আজ গুরুদেবের যেরূপ ভাব—তাহাতে গঙ্গাস্নান আর সম্ভবপর হইবে না।



বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথীর কৃপা।

প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করা জয়দেবের নিত্যকর্ম্ম, কিন্তু আজ কেমন করিয়া তাহা হয়, তাঁহার বাটী হইতে স্নানঘাট প্রায় আঠার ক্রোশ ব্যবধান, আজ কিরূপে এই সুদূর পথ অতিবাহিত করিয়া গঙ্গাস্নান করা হয়, আর কেমন করিয়াই বা ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর পূজা, ভোগরাগ, অতিথিসেবা, তাহার পর তাহার সাধের সঙ্গীতটীর পাদপূরণ করিতে পারা যায়! জয়দেব কাঁদিয়া বলিলেন,—সুরতরঙ্গিণি! আজ কি তোমার পতিত সন্তান, তোমার ক্রোড়ে নিমজ্জিত হইয়া নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিতে পারিবে না? একদিনও যে আমার এ কার্য্যে অবহেলা হয় নাই মা? আজও যে ইচ্ছা করিয়া অবহেলা করিয়াছি—তাহাও নহে, প্রাণের ভাব ত তোমার অবিদিত নাই জননি! আজীবন স্নানের সঙ্কল্প করিয়া আজ তাহা হইতে বিচ্যুত হইব কি? ভগবান্ বিষ্ণু সঙ্গীতের মোহন শক্তিতে দ্রবীভূত হইয়া তোমার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমিও আজ সেই বিশ্ববিজয়িনী শক্তিতে আত্মহারা হইয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্মভ্রষ্ট হইলাম; হায় হায় কি করিলাম! ভক্তপ্রবর জয়দেব গঙ্গা-স্নানে যাইতে পারিবেন না, অজয়ের জলেই আজ তাহা সমাধা করিতে হইবে বলিয়া প্রাণে বিষম আঘাত পাইলেন, কিন্তু কি করিবেন—তাহা হইলে প্রভুর পূজা —ভোগের সময় উত্তীর্ণ হইবে। প্রভু ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িবেন—অতিথিগণ দিশাহারা হইবে। হায় হায়! আজ এ দিকেও যে বিষম বিভ্রাট! জয়দেব নিজে তিন দিন না খাইয়াও থাকিতে পারেন; যোগময় সাধকের ক্ষুধা তৃষ্ণার হাত এড়ান বেশী কঠিন নহে, কিন্তু শ্রীরাধামাধবের ভোগ ও অতিথিগণের সেবা

নিবারণ করা যে সকল কার্য্যের মুখ্যকার্য্য ! জয়দেব গঙ্গাস্নান হইল না বলিয়া অতি ক্ষুব্ধমনে শিষ্যগণ সহ অজয়ের ঘাটে অবতীর্ণ হইলেন।

অজয়নদের কদম্বখণ্ডির ঘাট তখন স্নানার্থীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজা লক্ষ্মণসেনের গুরু ভৈরবানন্দও আজ সশিষ্য সেই ঘাটে স্নানের জন্য আসিয়াছেন। গ্রামান্তরে কোন শিষ্যবাটী যাইবেন, গঙ্গাস্নানের আর সময় হইবে না বলিয়া তিনিও আজ অজয়ের কূলে সমাগত। জয়দেব যে স্থানে আসিয়াছেন, ভৈরবানন্দ তাহা দেখিতে পান নাই, তাই শাক্তানন্দ শিষ্যকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

বৎস! সেদিন রাজার নিকটে জয়দেব ছোঁড়া আমার যে অপমান করিয়াছে, তাহাতে আমার মর্ম্মস্থল দগ্ধ হওয়ায় দারুণ চিন্তায় স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, গঙ্গাস্নানের পথকষ্ট আর সহ্য হইবে না, আজ এই স্থানেই স্নানাহ্নিক সমাপন কর ; অপমান বলে অপমান, রাজার কাছে মুখ দেখান ভার, মা শঙ্করি! কি করিলে মা! একটা ছোঁড়ার কাছে অপমান করিয়া আমার এতদিনের সাধনপ্রভাব নষ্ট করিলে?

শাক্তানন্দ। প্রভু! আপনি একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িবেন না, ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই কোন ভৌতিক বিদ্যা জানে, নতুবা আমাদের সকলের চক্ষে অমন করে ধূলা দিতে পারে? আপনি মনঃকষ্ট করবেন না, এর প্রতিশোধ আমি নেবই নেবো!

ভৈরব। না বাবা! আর ও সবে কাজ নাই, মায়ের যাহা ইচ্ছা তাই হয়েছে; এখন ওরূপ কোন অন্যায় কাজ করিলে রাজার বিষনয়নে পড়তে হবে ; ও সব কাজে আর যেও না, মাকে ডাক—তিনি যদি এর প্রতিবিধান করেন। বেলা বেড়ে উঠলো, আজ এইখানেই "মাতর্গঙ্গে" বলে দুধের আস্বাদ ঘোলে মিটাও।

ভৈরবানন্দ ঘাটে অবতরণ করিলেন। ভিন্ন দিক দিয়া সশিষ্য জয়দেব কদম্ব-খণ্ডির ঘাটে নামিতেছেন, আর ডাকিতেছেন—"বিষ্ণুপদার্ঘ্যসংভূতে গঙ্গে ত্রিপথ-গামিনি, ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মেহর জাহ্নবি, পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং

পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ, ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপহরো হরিঃ। "ভক্তিসিন্ধু মথিত করিয়া ভক্তপ্রবর জয়দেব ডাকিয়াছেন। তখন পৌষমাস, বর্ষার বারিরাশি প্রবিষ্ট হইয়া নদীতে বাণ আসিবার কোনও সম্ভাবনা নাই, তথাপি সহসা অজয়ের তরঙ্গ প্রবল ভাব ধারণ করিল, নদী সহসা কূলে কূলে ভরিয়া তাহাতে শ্বেতবর্ণ সলিলরাশির বিষম তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। সহসা নদীর এই গভীর ভাব দেখিয়া সকলে ভয়ে তীরে উঠিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিল।

জয়দেব সহসা তরঙ্গের প্রবলতা দেখিয়া; শ্বেতবর্ণ জলরাশির তরঙ্গভঙ্গী বিলোকন করিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে, উচ্ছ্বসিত আবেগভরা কণ্ঠে স্তব আরম্ভ করিলেন ঃ—

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরল তরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিনিবাসিনি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতঃ তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, ত্রাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্॥
হরিপদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তা-ধবল-তরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতভারং, কুরু কৃপয়া ভব-সাগর-পারম্॥
তব জলমমলং যেন বিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।
ভীষ্মজননি খলু মুনিবরকন্যে, নরকনিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে॥

ইত্যাদি স্তব পাঠ শেষ করিয়া করযোড়ে বলিতে লাগিলেন—মা ভক্তবৎসলে পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে! আজ প্রতিদিনের গঙ্গাস্নান সিদ্ধ হইল না বলিয়া প্রাণে বড়ই বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মা, তোমার সমধিক ভক্তবাৎসল্যে আমার সে বিমদভার দূরীভূত হইল। ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে আজ এতদূর

আসিয়াছ মা! এস এস, ব্রহ্মকমণ্ডলু-বিহারিণি, ত্রিপথগামিনি ভগবতি গঙ্গে, আজ তরঙ্গভঙ্গে আসিয়া পতিত কেন্দুবিল্ববাসীকে উদ্ধার কর! তারপর নিজ ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—ভক্তগণ! আর দুঃখ করিতে হইবে না, গঙ্গাস্নান হইল না বলিয়া যে দুঃখ হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলে, ত্রিলোকতারিণী ম আজ তোমাদের সে দুঃখ নাশ করিতে অজয় নদের জলে মিলিত হইয়াছেন; অজয় নদের জল আজ হইতে গঙ্গাজলে পরিণত হইল, কর কর ভক্তগণ! প্রাণ ভরিয়া মায়ের পবিত্র জলে অবগাহন করিয়া স্নান কর।

গুরুদেবের বাক্যে আজ ভক্তগণ "জয় মাতর্গঙ্গে ত্রিতাপনাশিনি আজ কেন্দুবিল্বের কদম্বখণ্ডির ঘাট ধন্য হইল, আমরা পূর্ণ মনস্কাম হইয়া তোমার পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া ধন্য হইলাম।" অপরাপর স্নানার্থিগণও মহাপ্রভু জয়দেবের কথা শুনিয়া তাঁহার বাক্য বেদবাক্য জ্ঞানে বিশ্বাস করিয়া গঙ্গাস্নানে মুক্তি স্নানের ফল লাভ করিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি—ভৈরবানন্দও শিষ্যগণ সহ সেই ঘাটে স্নান করিতেছিলেন, জয়দেবের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছিল। তিনি তাঁহাকে অপদস্থ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—মিথ্যা কথা, দেবী ভাগীরথী কখন আঠার ক্রোশ রাস্তা অতিক্রম করিয়া অজয় নদে আসিয়া মিশিতে পারেন না. অসম্ভব কখন সম্ভব হইতে পারে না। মিথ্যাবাদী জয়দেবের কথায় কেহ কখন বিশ্বাস করিও না—ইহা নিশ্চয়ই বন্যার জল, বাণ ডাকিয়া তরঙ্গ প্রবাহের জলরাশি অজয়ে প্রবেশ করিয়াছে; জয়দেবের কি এত ভক্তিবল আছে যে মা সুরধুনী তাহার জন্য অজয়ে প্রবেশ করিবেন; এ গঙ্গার পবিত্র বারি নহে, তোমরা কেহ চতুরের এ চতুরতায়, বাজীকরের এ ভোজবাজীতে বিশ্বাস করিও না।

জয়দেব রাগহীন নিরহঙ্কার, হাসিতে হাসিতে বলিলেন—ভক্তবর, ভৈরবানন্দ, এ মিথ্যা কথা তোমায় কে বলিল? পৌষ মাসে প্লাবনের জলরাশি

কোথা হইতে আসিবে—এ ত বর্ষাকাল নহে; আজ কেন্দুবিল্ববাসীকে কৃতার্থ করিতে অজয় নদ মহাতীর্থ সুরতরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়াছেন; শিব-জটাবিহারিণী ভবরাণী, আজ ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতে সত্যই সমাগত হইয়াছেন। হে শাক্ত ভক্ত, তোমার হৃদয়ে হিংসাবৃত্তি কি এত প্রখর, ঐ দেখ, মা আজ তোমার ভ্রম অপনোদন জন্য কি খেলা খেলিতেছেন, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারিণী মা নিজ হস্তের স্বর্ণশঙ্খ উত্তোলন করিয়া সকলের সকল সন্দেহ দূর করিতেছেন—আজ তোমরা ধন্য, তোমাদের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আজ অধম জয়দেবও ধন্য হইল—বল বল ভক্তগণ, মাতৃচরণে প্রণিপাত করিয়া ভক্তি গদ্গদ কণ্ঠে বল :—

প্রসীদ পরমেশ্বরী সুরধুনী গঙ্গে,

ধ্যান ধারণায় মাকে প্রসন্ন করিয়া বলঃ—

সুরূপাং চারু নেত্রাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্।
চামরৈর্বীজ্যমানাস্তু শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্॥
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্।
সুধাপ্লাবিত-ভূপৃষ্ঠাং মাল্যগন্ধানুলেপনাম্॥

সকলে ভক্তপ্রবর জয়দেবের ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে তারস্বরে গঙ্গার স্তব করিয়া সেই পবিত্র জলে স্নান করত সর্ব্বতীর্থের সার পুণ্য সঞ্চয় করিল। প্রভুপাদ জয়দেবকে সকলে ভক্তচূড়ামণি বলিয়া গুরু বলিয়া, মান্য করিত, আজ তাঁহার দ্বারা অঘটন সঙ্ঘটন হইতে দেখিয়া দেবতাজ্ঞানে পাদ্যার্ঘ্য দানে পূজা ও প্রণাম করত চরণধূলি লইয়া কৃতার্থ হইল।

এইবার ভৈরবানন্দ ভক্তের প্রভাব দেখিয়া অবনত মস্তকে বলিলেন—ভক্তবীর জয়দেব! এতদিনে বুঝিলাম—তুমি ভক্তচূড়ামণি; ভক্তিডোরে যথার্থই ভগবান্‌কে বাঁধিয়াছ, এতদিনে তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম, তোমার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে গুরু বলিয়া

স্বীকার করিলাম। বুঝিলাম—হৃদয়ে বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইলে একজনকে অপমানিত করিয়া নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অগ্রসর হইলে নিজেকেই অপদস্থ ও অপমানিত হইতে হয়। এখন ভাল করিয়া বুঝিলাম—যে কোন প্রকার সাধনাই করা যাক্—মন প্রাণ সরল না করিলে তত্ত্বজ্ঞানে তত্ত্বমসি হইতে না পারিলে, সর্ব্বতত্ত্বাতীতা বিশ্বজননী বা সর্ব্বতত্ত্বাতীত বিশ্বেশ্বরের চরণে আশ্রয় লাভ করিয়া শক্তিশালী হইতে পারা যায় না। ভক্তচূড়ামণি জয়দেব, ভক্তি যে কি বস্তু, আর ভক্তাধীনা মাকে কিরূপ ভক্তি করিয়া ডাকিলে যে সেই ডাক ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিয়া তাঁহার কর্ণে পৌঁছায়, তাহা তুমিই বুঝিয়াছ এবং শিখিয়াছ! নিজে বৈষ্ণবের চূড়ামণি হইয়া শাক্ত ভক্তের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ, প্রথম দিন চণ্ডীপুরের শ্মশানে তোমার অসাধ্য সাধন দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম—ভোজবাজী; আর সেই দিন হইতেই তোমার সহিত আমার মনোমালিন্য সংঘটন হয়। পরে সেই জন্যই বিষম অশ্রদ্ধার ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া তোমাকে নানাস্থানে অপদস্থ ও অপমানিত করিবার ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছি। কিন্তু যে পরম ভক্ত, মা যাহার সহায়, কাহার সাধ্য তাহাকে অপদস্থ অপমানিত ও পরাজিত করে! সে যে চিরবিজয়ী, তাহা ভ্রমেও এ চিত্তে স্থান দিই নাই। ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য তুমি কিন্তু একদিনও আমার প্রতি বিরূপ বা বিপক্ষ হও নাই—আমাকে বিপদ্গ্রস্ত করিবার জন্য তিলমাত্র চেষ্টা কর নাই। হতভাগ্য পাষণ্ড আমি কেবল তোমাকে নানা প্রকারে বিপদস্থ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া নিজেই পদে পদে অপমানের পসরা মাথায় তুলিয়া লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছি। সাধকচূড়ামণি জয়দেব! এত দিন পরে আজ আমার ভ্রম ঘুচিয়াছে, তাই বীরাচার ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবাচারে তোমার পদে নত হইলাম; ঘৃণা করিও না, অধমকে শিষ্য বলিয়া পদাশ্রয় দান কর।

জয়দেব করুণার্দ্র অন্তরে ভৈরবানন্দকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন—হে শাক্ত ভক্ত, হে জ্ঞানবীর! আনন্দময়ীর আনন্দে যাঁহার চিত্ত বিভোর,

আনন্দময় ভগবান্কে লাভ করিতে তাঁহার কষ্ট কিসের, চিন্তাই বা কি, যে মা, সেই বাবা, জনক জননী কখন ভিন্ন নহেন। ভেদ ভাব পরিহার করিয়া প্রাণ ভরিয়া বল হরিবোল, তুল প্রেমানন্দে রাধাগোবিন্দ রোল, অচিরে শ্রীহরির শান্তিময় কোল পাইয়া জুড়াইতে আর ভাবিতে হইবে না। ভৈরবানন্দ প্রেমানন্দে মত্ত হইয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে "হরিবোল, হরিবোল" বলিয়া ধরণীতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। অনর্গল দুই নয়নে প্রেমধারা বহিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। জয়দেব বয়োজ্যেষ্ঠ শাক্তবীর ভৈরবানন্দের পদধূলি লইয়া বলিলেন—প্রেমের দ্বারা হৃদয় গলিয়া গিয়াছে; প্রভুর নামে যার অশ্রু পতন হয় তার আর কোন চিন্তা নাই। যাও ভক্ত, পিতামাতার পদে সমান ভাবে প্রীতি ভক্তি রাখিয়া অভেদ ভাবে ভজনা কর, অচিরেই হৃদয়ে পরম শান্তি লাভ করিবে।

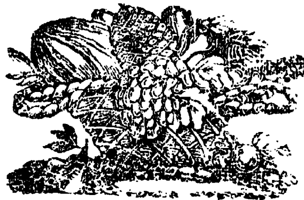
ভৈরবানন্দ প্রশান্ত প্রমত্ত চিত্তে গোস্বামি-প্রবর জয়দেবকে আলিঙ্গন অভিবাদন করিয়া হরিনাম ধ্বনি করিতে করিতে শিষ্যবাড়ী গমন করিলেন। হৃদয় তাঁর প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল, যাবতীয় সংকীর্ণতা দূর হইল, কিন্তু পাষণ্ড দুর্ব্বৃত্ত শাক্তানন্দের পশুভাব দূর হইল না। জয়দেবের এ অসীম ভক্তিপ্রভাব দেখিয়া তাহার চিত্ত টলিল না, হৃদয় মুগ্ধ হইল না। সে দারুণ খলস্বভাব, তখনও হৃদয়ে বিষম গরল পোষণ করত রোষকষায়িত লোচনে জয়দেবের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতে করিতে গুরুসঙ্গ ছাড়িয়া অন্য দিকে চলিয়া গেল।

মহাপণ্ডিত সাধকাগ্রগণ্য জয়দেবের অন্তঃকরণ মায়ামোহের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া স্নিগ্ধ শীতল অভেদ ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। বিষ্ণু কি এবং তাঁহার শক্তিই বা কি, সৃষ্ট জগতে তাঁহার শক্তিই বা কিরূপ কার্য্যকরী, জয়দেব তাহা বিশেষ ভাবে বুঝিয়াও সঙ্গীত-রচনার সময়ে কেমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার পদ মস্তকে ধারণ করিবেন এই চিন্তায় আকুল হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন সে শক্তি হৃদয়ে জাগিয়াছে—ভ্রম দূর হইয়াছে, বুঝিয়াছেন বিষ্ণু ও রাধা ভিন্ন নহেন, তাই এই চিন্তার "দেহি পদপল্লবমুদারং" লিখিতে হৃদয়ে

প্রভূত সাহস উপলব্ধি হইল, বটী গিয়া তিনি ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিবেন। পাছে বৈষ্ণব সমাজ তাঁহাকে দোষী বিবেচনা করেন, রাধার পদ শ্রীকৃষ্ণের মাথায় তুলিয়া দিলে পাছে কোন অপরাধ হয়, প্রাতঃকালে এই ভয়ে সঙ্কুচিত প্রাণে তিনি লিখিতে পারেন নাই। তবে অধিকারী ভেদে ভাবের তারতম্য হইতে পারে, পাছে নিম্নাধিকারী সাধকগণ উভয়ের মধ্যে ছোট বড় বিচার করিয়া ফেলেন, এই জন্য ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সঙ্গীত মধ্যে তাহা সংযোজনা করিতে সাহস করেন নাই। রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে ছোট বড় কেহই নহেন, যে রাধা সেই কৃষ্ণ, নিষ্ঠাবান্ ভক্তের নিকট ভেদভাব নাই। ভক্তের হৃদয়গত ভাবে বাধা পড়িলেই ভগবান্ স্বয়ং তাহার নিরাকরণ করিয়া দেন। ভক্ত বিপদে পড়িলে বিপদভঞ্জন তাহা ভঞ্জন করিয়া দিয়া থাকেন—এই জন্য তিনি ভক্তহৃদয়রঞ্জন।

আজ ভাগীরথীর অপার করুণায় তিনি বুঝিয়াছেন, তাঁহার এ সন্দেহও ভগবানের অপার করুণা-বারি-বিধৌত হইয়া নিরাকৃত হইয়া যাইবে। তিনি স্নান করিয়া কমণ্ডলু ভরিয়া গঙ্গাবারি গ্রহণ করিলেন, ভক্তগণ সহ মায়ের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে গৃহাভিমুখ হইলেন। জয়দেবের অসীম শক্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া কেন্দুবিল্বের অসংখ্য নরনারী আজ কদম্বখণ্ডির ঘাটে আসিয়া স্নান করত সুরতরঙ্গিণী গঙ্গাস্নানের আনন্দ লাভ করিল। সকলেই ভক্তের জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহার স্বর্গীয় জনক জননীর নামে উৰ্দ্ধে দৃষ্টিপাত করত বলিতে লাগিল—স্বর্গীয় ভোজদেব ও বামাদেবী আজ তোমরা কোন্ স্বর্গে, দেবকল্প পুত্র আজ তোমাদেরই চরণপ্রসাদে যে অতুলনীয় কীর্ত্তিধ্বজা উত্তোলন করিল, সাধন ভজনের যে প্রতুল প্রভাব দর্শন করাইল, সাধারণ মানব-সংহতি মানুষের সন্তানসন্ততি তাহা দেখাইতে পারে না। এহেন দৈবশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া জয়দেব বংশের মান, পিতা-মাতার সুকৃতি সম্মান সংবৰ্দ্ধিত করিয়া বাঙ্গালা দেশে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামকে মহাতীর্থ স্থানে পরিণত করিলেন। আজ হইতে আমরাও মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ধন্য হইলাম। হে করুণাময় জয়দেব!

তোমার গ্রামবাসীকে পরাভক্তির আস্বাদ গ্রহণে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করিয়া ধন্য কর, তোমার রাতুল চরণে স্থান দিয়া আমাদেরও জীবন্মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়া দাও বলিয়া সকলে উদ্দেশে তাঁহার চরণে প্রণাম করিতে লাগিল।



একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্দেহ-ভঞ্জন।

ভগবান ভক্তের, ভক্ত ভগবানের। তিনি কখনও ভক্তের অভাব রাখেন না, অভিযোগ শুনিয়া তাহার মীমাংসা করিতে কখনও বিলম্ব করেন না। যদি তাহা প্রাণের সহিত, মনের সহিত, প্রগাঢ় বিশ্বাসের সহিত তাঁহার চরণে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে তদ্দণ্ডেই তাহার পূরণ হইয়া থাকে। ভক্তাধীন ভগবান ভক্তের এইরূপ অধীন, ভৃত্যের ন্যায় কার্য্য করিতে এইরূপ দ্বিধাবিহীন।

জয়দেব মনে প্রাণে ডাকিয়া বলিয়াছেন—প্রভু! ভাবের ঘোরে লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে "দেহি পদপল্লবমুদারং" কিন্তু ভয় হইতেছে পাছে কোন ত্রুটী হয়, ভগবান্ ভক্তহৃদয়ের অভাব অভিযোগ বুঝিয়া, তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য তাই আজ জয়দেবরূপ ধারণ করত পদ্মাবতীর সমীপে উপস্থিত হইলেন। পদ্মাবতী তখন ভোগাদি রন্ধনে ব্যাপৃতা ছিলেন। হঠাৎ পতির আগমন দেখিয়া পরম শ্রদ্ধাবতী, পতি-অনুরাগিণী সতী ত্রস্ত হইয়া নিকটে আগমন করত বলিলেন—প্রভু! এই আঠার ক্রোশ রাস্তা অতিবাহিত করিয়া গঙ্গাস্নান করত এত শীঘ্র কেমন করিয়া ফিরিলেন?—ইহা যে অসম্ভব। আমার যে এখনও ভোগাদি প্রস্তুত হয় নাই।

জয়দেবরূপী ভগবান্ বলিলেন—পদ্মা! আজ আর গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইল না। সুদূর পথ এত বেলায় অতিবাহিত করিয়া ফিরিয়া আসা সম্ভবপর নহে, আর গানের পদাংশ পূরণের জন্য মনটাও সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে তাহা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় আর স্নানের ইচ্ছা হইল না, সত্বরই বাটী ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার কাগজ কলম ও মসীপাত্র আনিয়া দাও, অগ্রে তাহা পূরণ করিয়া ফেলি, তার পর স্নানাহার করিয়া রাজবাটী যাইব। আজ তথায়

বিশেষ আবশ্যক আছে; সভায় সভাপণ্ডিতের অভাব পড়িয়াছে। শুনিলাম সকলেই অনুপস্থিত, অতএব আমি না যাইলে রাজকার্য্যে পরামর্শ দিবে কে?

পতিপ্রাণা পদ্মাবতী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সমস্ত লেখনীয় দ্রব্য আনিয়া দিলেন। ভগবান্ নারায়ণ ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য অর্দ্ধলিখিত পদাংশে "দেহি পদপল্লবমুদারং" স্বহস্তে সংযোগ করিয়া দিলেন। জয়দেবের রচনাপদ্ধতি, তাঁহার হৃদয়ের ভাব-ভক্তি-গভীরতার অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া ঠাকুর নিজেই মুগ্ধ হইয়া মনে মনে বলিলেন—এমন ভক্ত হইতে আমারও সাধ হয়। ভক্তচূড়ামণি জয়দেব! তুমিই ধন্য, বিষ্ণুভক্তির পরমানুরক্তি তুমিই যথার্থ হৃদয়ে পোষণ করিতেছ। হৃদয়ের গভীর ভাব-প্রবণতায়, অসীম ভক্তি পবিত্রতায় মরি মরি এ শ্লোকগাথা কি সুন্দর মনঃপ্রাণহর হইয়াছে, পাঠ করিয়া আমার অন্তরাত্মা মুগ্ধ হইল।

স্বামী আর স্নানে যাইবেন না। পদ্মাবতী স্বামীর লেখনীয় দ্রব্যাদি যথাস্থানে রক্ষা করিয়া স্নানের জল ও গাত্রমার্জ্জনী প্রদান করত সত্বর শ্রীরাধামাধবের ভোগের আয়োজনে রত হইলেন। পদ্মাবতী স্বামী ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না। স্বামীই তাঁহার সব, ভগবান্ হইতেও বড়, এই ভাবে তিনি স্বামীর সেবা করেন বলিয়া, হৃদয়ে দ্বিধা ভাব নাই বলিয়া, আজ জগৎস্বামী তাহার অনুকম্পার পাত্র হইয়া দ্বারস্থ হইয়াছেন, এ সৌভাগ্য কেবল পত্যেকগতি সতীরই লাভ হইয়া থাকে, অন্যের পক্ষে এ সৌভাগ্য অসম্ভব।

করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু ভগবান্ আজ পরম শ্রদ্ধাবতী একান্ত ভক্তিমতী পদ্মাবতীর স্বামিভক্তির পুরস্কার প্রদান জন্য তদীয় আলয়ে তাঁহার প্রদত্ত ভক্তি-গঙ্গাজলে পরমসুখে স্নান করিয়া তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি শ্রীরাধামাধবের পূজা ভোগ প্রদান করত পদ্মাবতীর ভক্তিময় পবিত্র হস্তস্পৃষ্ট পরমান্ন পরমানন্দে ভোজন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন এবং মনে করিলেন, বহুদিন হইল ভক্তের এমন ভক্তিসুধা-বিমিশ্রিত, অমৃত অপেক্ষাও অমৃতময়, সুরসাল অন্ন ব্যঞ্জন রসনা তৃপ্তি

করি নাই; আজ ভোজনে বিশেষ পরিতোষ লাভ করিলাম। ভক্তের এইরূপ ভক্তিমাখা পরমান্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ আজ পরমায়ু বর্দ্ধনের জন্য আকণ্ঠ ভোজন পরিসমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ রক্ষা করত আচমন করিলেন। প্রতিদিন পদ্মাবতী স্বামীর পত্রাবশিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করেন—অন্য অন্ন তিনি গ্রহণ করেন না। আজ সেই সৌভাগ্যে জগৎ-স্বামীর প্রসাদান্ন বিনায়াসে লাভ হইল। যে প্রসাদান্ন ভোজন করিবার জন্য বিধিবিষ্ণু ইন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতা লালায়িত, আজ সতী পদ্মাবতী পাতিব্রত্য-বলে সেই প্রসাদ লাভ করিয়া দেবতারও অধিক সৌভাগ্য সঞ্চয় করিলেন, এইজন্য আমাদের শাস্ত্র সতী নারীকে সকল শক্তির আধার বলিয়া পূজার আসন প্রদান করিয়াছেন।

স্বামী আজ আর আহারের পর বিশ্রাম করিলেন না. পদ্মাবতীর প্রদত্ত তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গমন করিয়া রাজবাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বেলা অতিরিক্ত হইয়াছিল, এখনও দেবগৃহের অনেক কাজ বাকী রহিয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহা সারিতে হইবে বলিয়া আর বিলম্ব না করিয়া পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ লইয়া ভোজনে বসিয়াছেন, এমন সময় স্নানার্দ্র বস্ত্রে ভাববিভোর জয়দেব গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে তদবস্থ ও ভোজনানিরত দেখিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইলেন।

পদ্মাবতী স্বামীকে পুনরায় এই অবস্থায় ফিরিয়া একেবারে আহারের স্থানে আসিতে দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন। কারণ সধবা স্ত্রীকে স্বামীর সম্মুখে আহার করিতে নাই—ইহা হিন্দুর আচার বিরুদ্ধ। জয়দেব পত্নীকে তাঁহার আহারের পূর্ব্বে আহার করিতে দেখিয়া যাহা হিন্দুর স্ত্রীর একান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ আজ ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যা পদ্মাবতীকে তাহাই করিতে দেখিয়া বলিলেন—পদ্মা! তুমি ত আমার আহারের পূর্ব্বে কখনও আহার কর না, স্বামীর পূর্ব্বে স্ত্রীর আহার নীতিবিরুদ্ধ, তবে বুঝি আজ বেলাতিরিক্ত বশতঃ ক্ষুধার তাড়নায় এরূপ অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছ?



পদ্মাবতী স্বামীকে * * * * দেখিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন।

(১৪৬ পৃষ্ঠা।)

পদ্মাবতীর বদন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, অত্যধিক লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—পতিপদে যার মতি, ক্ষুধা তার প্রতি এমন কি বেশী তাড়না করিতে পারে, যাহাতে সে এরূপ অপকর্ম্ম করিয়া প্রাণের দেবতা স্বামীর অকল্যাণ সাধন করিতে তিলমাত্র ভীত হইবে না? স্বামীর প্রাণের মায়াপেক্ষা পতিপ্রাণা কি নিজ প্রাণের মায়া বেশী মনে করে? স্বামীর প্রাণের নিকট তাহার প্রাণ যে অতি তুচ্ছ। স্বামিন্ প্রভু! এই যে কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে তুমি বাড়ী আসিলে, শ্লোকের অর্দ্ধাংশ মনে পড়িয়াছে; তাই লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আর স্নানে যাইবে না, কাগজ কলম দিতে বলিলে; আমি কাগজকলম আনিয়া দিলাম-তুমি তাহা লিপিবদ্ধ করিলে, তারপর গৃহেই স্নান করিলে, পূজাদি করিয়া আহারান্তে রাজবাটী যাই বলিয়া বাহির হইলে; দেবগৃহের অনেক কাজ বাকী তাই তোমার পত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া ঐ কাজ সকল সমাধা করিবার জন্য দাসী ভোজনে বসিয়াছে,—এ দাসী ইহা ছাড়া আর ত কিছু জানে না—বলিয়া পদ্মাবতী ছল ছল নেত্রে নতাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন আর "পদ্মার হাতের ভাত হাতে রহিল, নয়ন জলে ভেসে গেল।"

ভাবে বিভোর জয়দেব আরও অধিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—পদ্মাবতী, আমি ত ইতঃপূর্ব্বে গৃহে আসি নাই, ভোজনও করি নাই; আমি স্নান করিয়া এইত গৃহে আসিতেছি। স্বামিবাক্যে পদ্মাবতী অবিশ্বাস করিলেন না, কিন্তু এ কি বিষম প্রহেলিকা, এ কি দুর্ভেদ্য রহস্য—এ রহস্য সমস্যার মীমাংসা কে করিবে? জয়দেব পত্নী পদ্মাবতীর প্রগাঢ় পতিভক্তির বিষয় মর্ম্মে মর্ম্মে বিদিত ছিলেন, তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে এ রহস্যলীলার মর্ম্মভেদ করিতে না পারিয়া বলিলেন—পদ্মাবতী, পুঁথিখানি আনয়ন কর ত দেখি—কিরূপে কবিতার পাদপূরণ হইয়াছে। পদ্মাবতী স্বামীর কৌতূহল-নিবারণার্থ ত্বরিতগতিতে পুঁথি আনয়ন করিলেন। জয়দেব পুঁথির পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন যে, দেব-অক্ষরে তাঁহার অপূর্ণিত পদাবলী পূর্ণিত হইয়াছে; যে অপ্রাকৃত সদক্ষর পাবকের ন্যায় ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—তাহা মানবের হস্তলিখিত হইতে

পারে না। অক্ষর যেন বলিতেছে—জয়দেব! রাধাপদ মস্তকে ধরিব ইহার আর বিচিত্রতা কি, ইহা ত অনেকবার ধরিয়াছি; রাধার মানের দায়ে পায়েও পড়িয়াছি, দাসখৎ লিখিয়া দিতেও কুণ্ঠিত হই নাই, তবে আর এ কথা লিখিতে তুমি ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? বেশী সন্দেহাকুলিত হইয়াছ বলিয়া—বৎস! আজ স্বহস্তে আমিই তাহা লিখিয়া দিলাম। ভক্তপ্রাণে ভক্তি-কৃতজ্ঞতার প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া নেত্রাসারে বক্ষঃ প্লাবিত করিল ভাবাবেগকম্পিত হস্ত প্রসারণে নেত্রাসার অপসারিত করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পাত করিয়া ভক্ত বলিলেন—মরি মরি, দেববাঞ্ছিত পবিত্র স্বর্ণরেখার ন্যায়, নীলিমগগনে চন্দ্রকরোজ্জ্বল ছায়াপথের স্নিগ্ধ শীতল কিরণ সম্পাতের ন্যায়, তাঁহারই ইষ্টদেব শ্রীহরির শ্রীকরকমলোত্থিত লেখনী লিখিত তাহারই সন্দেহাকুলিত হৃদয়ের মর্ম্মোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত; তাহারই গীতগোবিন্দ বন্দনার চারুমন্ত্র সমুচ্চারিত আদিরসের সেই ভাব দেখ, দেখ শ্রীনাথ মদনমোহনের কোমলহস্তে কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে! কবিকুল-কোকিল, পদ্মাবতী-চরণচারণ জয়দেবের প্রাণে অতৃপ্ত পিয়াসার প্রবল তরঙ্গ নির্ঝরের ন্যায় ঝর ঝর স্বরে চিরবাঞ্ছিতের চরণতলে মিশিয়া সাগরসঙ্গমের সৃষ্টি করিল, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সম্মিলনে মধুর কোলাহল-কল্লোলিত করিয়া যেন বলিতে লাগিল—জয়দেব! সন্দেহ দূর কর, শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ যে অভেদ তাহা দৃঢ়ভাবে চিত্তে অঙ্কিত কর, শক্তি ও শক্তিমান এক, প্রাণ ও দেহ অভিন্ন—একের অভাবে অপরের অস্তিত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব "দেহি পদপল্লবমুদারং" তোমার পবিত্র পদাবলীতে সংযোজিত হইয়া অক্ষয় হউক বলিয়া, আমিই তোমার প্রাণে উহার উন্মেষ করিয়া দিয়াছিলাম। শ্রীরাধা যে আমার মূলাধার আমার ইষ্টদেবী, ইহাতে যেন আর তোমার মত ভক্তের প্রাণে সন্দেহ না থাকে, তোমার শ্রীগীতগোবিন্দ ভক্তপ্রাণে সংগীত হইয়া অমরত্ব লাভ করুক—আশীর্ব্বাদ করিতেছি।

এতদিন পরে সাধকের সাধনবৃক্ষে সিদ্ধির পরম ফল প্রসব করিল। যাহা মনে করিয়াছিলেন, ভগবান্ তাহার প্রাণের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিবেন বলিয়া যে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন—আজ তাহা সফল হইল; সাধনায় সিদ্ধমনোরথ হইয়া

শ্রীমদ্ জয়দেব নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিলেন এবং শক্তিস্বরূপা পদ্মাবতীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, পদ্মাবতী, প্রাণেশ্বরী ধন্য তুমি নারীকুলে, তোমার অতুলনীয় প্রেমভক্তির শক্তিবলে এ অনুগত জয়দেবও ধন্য হইল, আজ তাহার শ্রীগীতগোবিন্দ রচনাও অভিনব সার্থকতা-মণ্ডিত হইল! দেবি! শ্রীহরির ত্রিলোকারাধ্য পদস্পর্শে আজ কুটীর স্বর্গ হইয়াছে, আমার ত্রিকোটী-কুল উদ্ধার হইয়াছে, আমার মানবজন্ম সার্থক হইয়াছে। শক্তিস্বরূপিণি ভগবতি আজ তোমার অমোঘ শক্তির পরিস্ফুরণেই এইরূপ সৌভাগ্যোদয়; দেবি! শক্তিমান্ যখন শক্তির পদতলে, তখন দাসানুদাস আমি তোমা হেন শক্তির কৃপালাভে বঞ্চিত থাকিব কেন, দাও দাও তোমার ঐ ভোজন-পরিত্যক্ত মহা-প্রসাদ আমি ভোজন করিয়া জীবন সার্থক করি। পদ্মাবতী তটস্থ হইয়া চিরবাঞ্ছিত আরাধ্য স্বামী দেবতার বরবপু হৃদয়ে ধারণ করিয়া বলিলেন—করেন কি প্রভু! শিরোমণি হইয়া, কণ্ঠের কণ্ঠহার হইয়া, হৃদয়রাজ্যের একচ্ছত্র রাজা হইয়া আজ এ কি করেন? দাসীর অকল্যাণ করিয়া নরকের পথ প্রশস্ত করিয়া দেওয়া কি আপনার উচিত? আমি যে চিরদিন ঐ পদের সেবাধিকারিণী।

জয়দেব হর্ষপূর্ণ সজল নেত্রে বলিলেন—পদ্মাবতী! গীতগোবিন্দে "দেহি-পদপল্লবমুদারং" লিখিতে মন বড়ই চঞ্চল হইয়াছিল। তর্ক বিতর্ক করিয়া যদিও কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু প্রার্থনা করিয়াছিলাম—ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু; ভক্তের বাসনা পূর্ণ কর, ঐ পদটী লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়া আমার প্রাণের ব্যাকুলতা নিবারণ কর, ঐ পদটী ঐ স্থানে সংবদ্ধ না করিলে কবিতার সমস্ত মধুরতা নষ্ট হইয়া যায় আর লিপিবদ্ধ করিলে বৈষ্ণব সমাজ হয়ত এ কথাটীর জন্য ত্রুটী গ্রহণ করিতে পারে, এই ভয়ে চিত্ত বড় বিক্ষোভিত হইয়াছিল তাই প্রার্থনা করিয়া প্রাণের আকুলতা প্রভুপদে নিবেদন করিয়াছিলাম। ভবভয়হারী ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্রীহরি তোমায় ছলনা করিয়া আমার মূর্ত্তিতে স্বয়ং আসিয়া সে ভয় হরণ করিয়া-ছেন, সে বেদনার নিরসন করিয়া স্বহস্তে পদটী লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

অধিকন্তু তোমার মত ভক্তিমতীকে কৃতার্থ করিবার জন্য তোমার হস্তস্পৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনে তোমাকে ধন্য করিয়া গিয়াছেন। আমি আজীবন সাধনা করিয়া যাহা করিতে পারি নাই, যে শক্তির তিলমাত্র ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই; পদ্মা! আজ সে অতুলনীয় শক্তি তুমি কোথা হইতে পাইলে, প্রভুর অমরবাঞ্ছিত বদনে অন্ন প্রদানে নারীজন্ম কেমন করিয়া সফল করিলে?

পদ্মাবতী অত তত্ত্ব কিছুই বুঝেন না, সেদিকে তাঁহার অন্তর তত আকৃষ্ট হইতেছে না। ভগবান্ আসিয়া অন্ন ব্যঞ্জন খাইয়া গিয়াছেন—ভালই হইয়াছে, তাহার জন্য বেশী আকুলি-বিকুলির ভাব প্রাণে জাগিল না, স্বামীর এখনও খাওয়া হয় নাই—তিনি মরমে মরিয়া তাড়াতাড়ি অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে যাইবেন দেখিয়া জয়দেব বলিলেন—দেবি! তোমার প্রভুর প্রভু, তোমার স্বামীর স্বামী জগৎস্বামীর ঐ দেবারাধ্য প্রসাদ প্রদান কর—আর রন্ধনের উদ্যোগ করিতে হইবে না। বলিয়া যেমন উহা গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইবেন, পদ্মাবতী হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন স্থির হউন, করেন কি, দাসী যে উহা উচ্ছিষ্ট করিয়াছে। প্রভুর পর প্রভু-ভক্তের উচ্ছিষ্টই ত জয়দেবের পরম প্রসাদ, তোমা হেন শক্তির প্রসাদে ঐ প্রসাদ ত মহাপ্রসাদে পরিণত হইয়াছে—দাও দাও দেবি; ক্ষুধিত ওষ্ঠাগত প্রাণ শীতল করি!

পরম বিদুষী সতীকুলসীমন্তিনী পদ্মাবতী বলিলেন, প্রভু! মহাশক্তি মহাশক্তি বলিয়া আমায় আজ এত অনুনয় বিনয় করা কি তোমার উচিত হইতেছে, আমি যে দাসী তোমার কৃপাভিলাষী, আমার যে এত শক্তি, ভগবান্ যে আমার স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন, সে কৃতার্থতার মূল কে? সে শক্তি আমি কোথা হইতে পাইলাম, ঐ রাজীব চরণ সেবা করিয়াই ত আমার সে শক্তি জন্মিয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্বে শক্তির সামর্থ্য বেশী হইলেও শক্তি সে শক্তি পাইলেন কোথা হইতে? শক্তিধরের পাদপদ্ম সেবা করিয়াই ত সে শক্তির উদ্ভব, ঐ পদ প্রসাদেই ত আমার এ অমিত শক্তি লাভ হইয়াছে, যাহার প্রসাদে ত্রিলোকপতি নারায়ণ এ পর্ণকুটীরে, দাসীর অকিঞ্চিৎকর অন্ন ভোজনে তৃপ্ত হইলেন। রাধাসতী অকলঙ্ক

পূর্ণিমার চাঁদ, তাই তাঁহার কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ অসীম কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। দেবতা আমার, পদ্মাবতীর প্রাণের আরাধ্য রতন, আজ যদি আমি তোমার ঐ নারীবাঞ্ছিত পদ তুচ্ছ করিতাম, যদি আমি কলঙ্কিনী হইতাম, তাহা হইলে কি দেবতার দর্শনে এ আমার সৌভাগ্যোদয় হইত, মূল কোথায়! আমার সৌভাগ্যের মূল যে ঐ পদমূলে, দেবতার আগমন জন্য আমি বেশী কিছু সৌভাগ্যবতী হই নাই—যত সৌভাগ্যবতী হইয়াছি নিত্য তোমার মোক্ষ মূলাধার পদসেবা করিয়া?

ব্রহ্মচারী জয়দেব পদ্মাবতীকে বিবাহ করিবার সময় তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইবার ভয় করিয়াছিলেন—এক্ষণে এই দেবীর সহবাসে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হইয়াছে কি সংরক্ষিত হইয়াছে তাহা মনে প্রাণে প্রণিধান করিয়া বলিলেন পদ্মা! আর রন্ধনে কাজ নাই, মহাপ্রসাদ কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না, ইহা যে সকল ভক্তি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে তাহা ত তুমি জান, তবে আর বিচলিত হইতেছ কেন—এস আজ তোমার সহিত দেবের দুর্লভ ধন জগন্নাথের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া কৃতার্থ হই। পদ্মাবতী আর দ্বিধাবোধ না করিয়া উভয়ে সেই অমৃতোপম প্রসাদ উদরস্থ করিয়া দেবতার অধিক সৌভাগ্য লাভ করিলেন।

পদ্মাবতীর নিকট জয়দেব ভিন্ন অন্য দেবতার অস্তিত্ব ছিল না বা তিনি এই সাক্ষাৎ দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতা বুঝিতেন না বলিয়াই তাঁহার এ সৌভাগ্য এত অনায়াসলভ্য হইল। আমাদের এই সতীর দেশে এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

আহারাদির পর জয়দেব পদ্মাবতী সহ "বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী" গানটী সুরলয়ে শ্রীরাধামাধবের নিকট কীর্ত্তন করিয়া সুসিদ্ধ করিয়া লইলেন। "স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লবমুদারং" ইহা যে কত বার কত ভাব ভক্তিতে স্বামী স্ত্রীতে শ্রীরাধামাধবের নিকট গাহিয়া নয়নজলে ভাসিলেন, এ দীন লেখক সে সুধাসেঞ্চনের ভাব ভাষায় বর্ণনা করিতে অক্ষম, যখন যেখানে ভাব কীর্ত্তন হইবে—যেখানে শ্রীরাধার মান-মহিমার কীর্ত্তন কোনও ভক্ত কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তিত হইবে—পাঠকগণ তখন সেই সুধারস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবেন,

এই সঙ্গীত ভিন্ন শ্রীরাধার মানমহিমার সংকীর্ত্তন করিলে তাহা ভক্তশ্রুতি-বিনোদন হইবে না।

জয়দেব আজ পত্নীর নিকট পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবীর মহিমার বিষয় বর্ণনা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন—পদ্মাবতি! আজ আমাদের রজনী সুপ্রভাত, চারিদিকেই আজ মঙ্গলময়ের সুমঙ্গল হস্ত প্রসারিত হইয়াছে। অতিরিক্ত বেলা হওয়ায় প্রতিদিনের সঙ্কল্পিত গঙ্গাস্নান বুঝি হইল না, এই আঠার ক্রোশ পথ অতিবাহিত করিয়া স্নান সমাধা করিতে পারিব না বলিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইয়াছিলাম, কিন্তু কষ্টহারিণী ত্রিপথগামিনী মা জাহ্নবী আমার অন্তরের দুর্ব্বহ কষ্ট নষ্ট করিবার জন্য উত্তাল তরঙ্গ আস্ফালনে অজয়ে মিলিত হইয়া দাসের মনস্কামনা সিদ্ধ করিয়াছেন; আমি শ্বেতবরণী মকরবাহিনী মায়ের অপরূপ রূপ দেখিয়া প্রীতিপ্রোৎফুল্ল মনে স্তব পাঠ আরম্ভ করিলে বিপক্ষ পক্ষ অবিশ্বাস করত বন্যার জল মনে করিয়া আমার হৃদয়বিশ্বাস ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিল—অসম্ভব বলিয়া আমার ধারণা ভ্রান্ত বলিয়া সকলেই উড়াইয়া দিতে বদ্ধপরিকর হইল, কিন্তু মা ভগবতী স্রোতস্বতী হরিপদ-বিহারিণী দ্রবময়ী গঙ্গা এ অকিঞ্চন দাসের মানরক্ষার জন্য কদম্বখণ্ডির ঘাটের অনতিদূরে নিজের পদ্মহস্তের কষিত কাঞ্চনকান্তি সুদৃশ্য কঙ্কণ উত্তোলন করিয়া সকলের প্রাণে অমোঘ বিশ্বাস ভক্তির বন্যা বহাইয়া দিলেন। আমিও মাতৃচরণে হৃদয়ের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইলাম। তোমারই প্রাণের অসীম ঐকান্তিকতায়, এতদূর যাইলে ফিরিতে কষ্ট হইবে—এই ভাবনায় আজ অজয়ের কদম্বখণ্ডির ঘাট মহাতীর্থে পরিণত হইল, কেন্দুবিল্ব আজ অসীম মহিমামণ্ডিত হইল—তাহার অধিবাসিগণের সৌভাগ্যের সীমা পরিসীমা রহিল না।

দেবতা আমার—হৃদয়-দেবতা এই অধিনী সতীর কত জন্মজন্মান্তরের বহু পুণ্য বলে যে দাসী ও চরণরাজীবে আশ্রয় পাইয়াছে—তাহা স্মরণ করিতেও মন প্রাণ আনন্দে আকুল হইয়া উঠে; পিতামাতা যদি আমায় জগদ্বন্ধু জগন্নাথ পদে সমর্পণ করিবার অঙ্গীকার না করিতেন, প্রভু দীননাথ, যদি এই দীনা

কাঙ্গালিনীর প্রতি সদয় হইয়া আপনার মত ব্রহ্মচারীর মতিপরিবর্ত্তন না করিতেন, তাহা হইলে কি দুঃখিনীর এ দুঃখ দুর্দ্দৈব নাশ হইত—না চিরকালের জন্য মোক্ষ লাভের পথ প্রশস্ত হইত? তোমার পাদপদ্মে সেবা ভক্তি আমাকে দেবীগণেরও অধিক ভাগ্যবতী করিয়াছে, বলিয়া পদ্মাবতী পতিপদে লুটাইয়া পড়িলেন।



দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্ত-সম্মেলন।

বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রাম আজ শ্রীবৃন্দাবনের শোভাসম্পদ-সমন্বিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ আজ ভক্ত জয়দেবকে সথারূপে সদয় দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীরাধামাধবের মূর্ত্তিতে জাগ্রত ভাব ধারণ করত লীলাতরঙ্গ বিস্তার করিলেন। বৈষ্ণব সমাজে একটা আগ্রহ-উৎসাহের সাড়া পড়িয়া গেল; যে শুনিল সেই কেন্দুবিল্বের পবিত্র মাটী স্পর্শ করিতে আগমন করিল। শ্রীমদ্ জয়দেবের খ্যাতি-প্রতিপত্তি, তাঁহার সাধন-সম্পত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, সকলেই এই অবতারকল্প সাধু মহাত্মার দর্শন লাভে কৃতার্থ হইতে একে একে কেন্দুবিল্বে সমাগত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক জয়দেবের এমন স্থান নাই যে এই ভক্তগণকে সম্মিলিতভাবে এক স্থানে রক্ষা করিয়া তাহাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারেন। ভক্তগণ সাধের দেহতরণী ভগবানের লীলাতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া উঠিল। ভক্তপ্রবর জয়দেব স্বরচিত গীতগোবিন্দের গোবিন্দ-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া সকলের মনঃপ্রাণ হরণ করিতে লাগিলেন।

প্রেমিক ভক্ত জয়দেব যখন কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া উঠিতেন, তখন তাঁহার বাহ্য চৈতন্য থাকিত না, অনর্গল প্রেমাশ্রু বিগলিত—শরীর মনঃ প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া তিনি গাহিতে গাহিতেই ধরাশায়ী হইয়া কেবল উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন—হা প্রাণগোবিন্দ, প্রাণের কৃষ্ণ! একবার দেখা দাও, প্রাণের হরি প্রাণের মাঝে, হৃদয়ের রত্ন-সিংহাসনে আসিয়া উদয় হও—তোমার ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম রাধাবিনোদ মূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সার্থক করি। গীতগোবিন্দের মধুর সঙ্গীত, তাহার মধুর

আলাপ, কীর্ত্তন গানে তাহার প্রাণ-মাতান রসালাপ যে শুনিল, সেই বুঝিল জয়দেব সাধারণ ভাবুক নহেন, ভগবানের ভাবসাগরে আপনহারা হইয়া না ডুবিলে এ ভাবের সঙ্গীত কখন রচিত হইতে পারে না।

আমাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি এই চারিটি আশ্রম—ইহা এক একটী অবস্থার মধ্যে ব্যবস্থিত হইলেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। একটী অপরটীর সহিত নৈকট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ; ব্রহ্মচর্য্য সকল আশ্রমেরই মেরুদণ্ড, ব্রহ্মচারী যে চিরকালই ব্রহ্মচারী থাকিবে—তাহা নহে, ব্রহ্মচারীরও সংসারাশ্রম বিধিবদ্ধ আছে, তিনি যে কেবল ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়া ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দিবেন অথবা প্রবল ইন্দ্রিয়-অনলে আপনাকে আহুতি প্রদান করিবেন—এমন নহে। তাহা হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা অসমাপ্ত রহিয়া গিয়াছে, এ শিক্ষার মধ্যে তিনি আদৌ প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ব্রহ্মচর্য্য বলিলেই যে কামেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দারপরিগ্রহ না করা—বুঝিতে হইবে—তাহা নহে। উহাতে শরীর নিস্তেজ, মন দুর্ব্বল হইয়া ব্রহ্মের ধ্যান-ধারণায় উপযোগী হয় না, ইহাই এখনকার ব্রহ্মচারিগণের মত, কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ বলেন—ইন্দ্রিয় সংযত করাই প্রধান উদ্দেশ্য, ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাই উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ উদ্দেশ্য নহে। প্রবল নিগ্রহ দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ শান্ত হয় না—বরং ভোগাদির দ্বারা কতকটা সংযত করিতে পারা যায়। ইন্দ্রিয় শান্ত করিবার একমাত্র উপায় জ্ঞানালোচনা ও উচ্চচিন্তা, মনু মহারাজ বলিয়াছেন—কেবল জ্ঞান দ্বারাই ইন্দ্রিয়-সংযম হইয়া থাকে।

বল-প্রয়োগ দ্বারা কিছু করিতে যাইলে তাহার ফল ভাল হয় না, একটীর শক্তি অপরটীতে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আমাদের রিপুগুলি বাহ্যতঃ পৃথক্ হইলেও বস্তুতঃ তাহারা এক, সকলে সমসূত্রে গ্রথিত, একটী বস্তুর রকমফের মাত্র। দেখা যায়—কোন সাধু কামেন্দ্রিয় দমন করিতে গিয়া ক্রোধী ও লোভী হইয়া পড়িয়াছেন, আবার একটীকে প্রশ্রয় দিলে অপরগুলিও প্রশ্রয় পাইয়া থাকে—এই জন্য ইন্দ্রিয়নিরোধ ব্যাপার বড়ই গুরুতর বিষয়, ক্ষুদ্র মানুষের

বলবুদ্ধি ইহাতে খাটে না, এই জন্য সংযমী হইয়া সকলকে সাম্যভাবে রাখাই গৃহী ব্রহ্মচারীর একান্ত কর্ত্তব্য।

জগৎ ব্রহ্মময়, যিনি সকল বস্তুতে তাঁহার সত্তার দর্শন করেন—তিনিই ব্রহ্মচারী; যিনি নিজের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের জন্য চিন্তা করেন—তিনি পরার্থপর ব্রহ্মচারী; যিনি নিজের ক্ষুদ্র গণ্ডী ভুলিয়া বিশ্বহিতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারেন, তিনিই হিতব্রত ব্রহ্মচারী, যিনি জীবের ত্রিতাপ জ্বালার শান্তি করিবার জন্য পাপী-তাপীর দ্বারে ঘুরিয়া তাহাদিগকে ভাগবতামৃত পান করাইয়া সুশীতল করেন—তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মচারী; প্রভু জয়দেব এই শ্রেণীর ব্রহ্মচারী ছিলেন। পদ্মাবতী সহধর্ম্মিণীরূপে তাঁহার সহায় হইয়াছিলেন। আজ জীবের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, তাই তাঁহারা সকল ভক্তকে সমান ভাবে কোল দিয়া শান্ত করিতেছেন, হরিনামের প্রেমধারায় স্নান করাইয়া সুশীতল করিতেছেন।

যখন জয়দেব খুব বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন—গীতগোবিন্দের সুযশঃ যখন চারিদিকে বিস্তৃতি লাভ করিল, তখন ভগবৎ প্রেমপিপাসু বহু ভক্ত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের শিষ্য হইতে কেন্দুবিল্বের শান্তিকুটীরে উপস্থিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশ বৈষ্ণব-বিভায় বিভাসিত হইয়া জগতে আবার বিষ্ণুভক্তির জয়ডঙ্কা তুলিয়া শির উন্নত করিয়া দাঁড়াইল।

কথায় বলে—স্ত্রীভাগ্যে ধন অর্থ লাভ হয়, কথাটা নিতান্ত নিরর্থক নহে। আমরা যখন যেখানে যে কোন ব্যক্তিকে যে কোন বিষয়ে উন্নত দেখিতে পাই, তাহার মূলে হয় পিতৃভক্তি, না হয় মাতৃভক্তি অনেক স্থানে পত্নীর সত্যানুরক্তি দেখিতে পাই, যাহার পত্নী বশবর্ত্তিনী, ধর্ম্মপথগামিনী নহে—তাহাকে ধর্ম্মে বা কর্ম্মে উন্নত হইতে দেখা যায় না; সে আজীবন নৈরাশ্য-সাগরে ডুবিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে—কোন দিকে ঠিক চলিতে পারে না। শেষে অমূল্য-সম্পত্তি চরিত্র নষ্ট করিয়া ইতোনষ্ট ততোভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।

প্রকৃতিই জগজ্জননী, রমণীই তাহার মানুষী মূর্ত্তি, এই দেবীমূর্ত্তি হইতেই আমাদের জন্ম, এই জন্য এই মূর্ত্তি আমাদের সর্ব্বথা আদরণীয়া—পূজনীয়া, আজ

কালের দোষে, শিক্ষার ফলে আমরা আর এ দেবীকে চিনিতে পারি না—কেবল কুলীলার সহচরী মনে করিয়া অধঃপাতের চরম সীমায় আসিয়া পড়িতেছি। আমাদের দেশে অরুন্ধতী, গার্গী, দ্রৌপদী প্রভৃতি রমণীগণ কি দেবী-স্বরূপিণী ছিলেন না? গার্গী ব্রহ্মজ্ঞানে এতদূর পারদর্শিনী ছিলেন যে রাজর্ষি জনকের বিবুধ সভায় ব্রহ্মজ্ঞানিগণের পরীক্ষক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীর রাজনীতিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞানের কথা মহাভারত মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন। আর আমাদের এই জননীগণের মধ্যে শিক্ষার অবকাশ দিলে যে জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইত না, তাহা কে বলিতে পারে—অতএব ব্রহ্মচারীর নিকট এই সকল স্ত্রীলোক উপেক্ষণীয় নহেন—ইঁহাদের দ্বারা ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যের ক্ষয় হয় না বরং উন্নতিই হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচারী জয়দেব যদি আজ বিদুষী ধর্ম্মপরায়ণা পদ্মাবতীর সাহায্য না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবন যে ব্যর্থ হইত, ব্রহ্মচর্য্য যে নষ্ট না হইত, তাহা কে বলিতে পারে? জয়দেব গোস্বামী পার্থিব অর্থে অর্থবান্ না হউন, অপার্থিব পরমার্থে যে এত ধনবান্ হইয়াছেন, পত্নী পদ্মাবতীই তাহার প্রধান কারণ, বোধ হয় প্রেমময়ী পদ্মাবতী-নদী জয়দেব-সাগরে আসিয়া না মিশিলে জয়দেবের সাধন-সাগর এত বিস্তৃতিলাভ করিতে পারিত না, জয়দেব কবিবিজয়ী জয়দেব হইয়া জগতে এত প্রখ্যাতি লাভও করিতে পারিতেন না। অদ্বৈত জ্ঞানের অধীশ্বর শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও যখন ত্যাগধর্ম্মের ভিতর দিয়া পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, অমরক রাজার মৃতদেহ অবলম্বন করিয়াও যখন তাঁহাকে কিছুদিন ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিতে হইয়াছিল, রমণীসঙ্গ ও সহবাস-সুখ ভোগ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, তখন অন্যে পরে কা কথা! যদি কেবল ইন্দ্রিয়নিরোধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইত, তাহা হইলে স্বয়ং শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্যের এ দশা ঘটিত না।

শ্রীমদ্ জয়দেবের সৌভাগ্য-সূর্য্যকে কিরণসমুজ্জ্বল করিবার জন্য শ্রীভগবান্ তাঁহাকে পরমা প্রকৃতি পদ্মাবতীর পাণিপীড়নে বাধ্য করিয়াছিলেন। আজ

জয়দেব যে গীতগোবিন্দ রচনায় শ্রীভগবানের সাহায্য পাইয়াছেন, তাঁহার সাধন-সৌধ যে এত দৃঢ়রূপে নির্ম্মিত হইয়া তাঁহাকে এত ধ্যাননিমগ্ন, এত প্রেমভক্তি-সম্পন্ন, এত ভাবুক করিয়াছে, সে কাহার গুণে—পদ্মাবতীর গুণে নয় কি? সাধন-সমাধিতে মগ্ন হইয়া ভগবানের প্রেমসাগরে ডুবিয়া যে তাঁহার চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, আবিলতা থাকে না, পদ্মাবতীর পবিত্র আপন-করা, হৃদয়-ভরা প্রেম কি তাহার সাহায্যকারী নয়? মরি মরি জ্ঞান ভক্তি সরলা, দয়া দাক্ষিণ্য কোমলা স্বর্গীয় গুণবিহ্বলা পতিপ্রাণা হিন্দু সতী, তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম, আর তোমার প্রেমের পাগল দয়িতচরণে সংখ্যাতীত প্রণাম—তোমার গুণে সে ভাগ্য-ধরের সৌভাগ্যের অবধি নাই বলিয়া তিনি আজ বঙ্গবরেণ্য! আর তিনি কি মা! যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বাঙ্গালার ঘরে ঘরে তোমার মত ধর্ম্মোজ্জল শাশ্বতময়ী মূর্ত্তি প্রদান করিয়াছেন, যিনি তোমার মত হিন্দু রমণীর অপরূপ চিত্রের ভাস্কর, তাঁহার চরণে কি করিব মা! শুধু প্রণাম করিলেও আশা মিটে না—পিপাসা টুটে না, তাই সেই দেবদুর্লভ চরণ বক্ষে ধরিয়া তাঁহারই স্বরূপে ডুবিয়া থাকিতে পারিলে জীবন ধন্য, মানব জন্ম কৃতার্থম্মন্য হয়।

যখন দেশ বিদেশ হইতে দীক্ষা গ্রহণাশায় প্রভূত ভক্ত শিষ্য দলে দলে আসিয়া জয়দেবের পর্ণকুটীর উজ্জ্বল করিল, তখন জয়দেব প্রমাদ গণিলেন, কেমন করিয়া তাহাদিগের স্থান ও আহার প্রদান করিবেন, মন্ত্রদান ত পরের কথা।

দেবী পদ্মাবতী স্বামীর বিষাদভাব তিরোহিত করিবার জন্য নিজে ভিক্ষায় বাহির হইলেন। জীবে দয়া, দরিদ্র পূজনও বৈষ্ণব-সাধনার প্রাণ, তিনি স্বামী-রচিত গীতগোবিন্দের অতুলনীয় পদাবলী দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন করিয়া এক দিকে তাঁহার হৃদয়দেবতা স্বামীর মাহাত্ম্য, তাঁহার ভক্তিপ্রীতি আন্তরিকতার ঘোষণা করিতে লাগিলেন, পতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তনই পতিব্রতার পরম ধর্ম্ম, তাহার পর অন্য-দিকে বৈষ্ণবগণের আতিথ্য সৎকারে সাহায্য করিতে লাগিলেন, স্বহস্তে সেই অসংখ্য ভক্তের জন্য রন্ধন করিয়া মাতার মত খাওয়াইতে লাগিলেন,সেবাকার্য্যে বাৎসল্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে লাগিলেন। জয়দেব প্রভু "ক্লীং" মহাবীজ প্রদান করিয়া

তাহাদিগকে হরিনামে মত্ত হইতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। সমস্তই হইল, কিন্তু এ তীর্থযাত্রিগণের থাকিবার স্থান কোথায়, ইহাত আর মুষ্টিভিক্ষায় সম্পন্ন হইবে না! জয়দেব ও পদ্মাবতী এতাদৃশ লোকসমাগম দেখিয়া ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবের পদতলে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। প্রত্যাদেশ হইল—সাধু ভক্তের সেবার্থ পরের সাহায্য গ্রহণে দোষ নাই, দানগ্রহণ-জনিত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না, তুমি রাজার ও দেশবাসীর শরণাপন্ন হও।

জয়দেব তাহাই করিলেন, রাজাকে জানাইবার জন্য একদিন নবদ্বীপে গমন করিলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন শ্রীক্ষেত্র হইতে আসিয়া মহাবৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছেন। মহাশক্তির প্রভূত বলে বলীয়ান্ হইয়া রাজা লক্ষ্মণসেন বৈষ্ণবচূড়ামণি হইয়াছেন, শক্তিপূজায় বিষ্ণুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন—ইহার গুরু বৈষ্ণব চূড়ামণি জয়দেব, তিনিই রাজার ভেদভাব পরিহার করিয়া জ্ঞান চক্ষু প্রদান করিয়াছেন, তাই রাজা দেশে আসিয়া এক্ষণে নির্লিপ্তভাবে রাজ্য শাসন করিতেছেন। জয়দেব স্বরচিত সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাতঃকালে রাজবাটী প্রবেশ করিলেন, রাজা লক্ষ্মণসেন পরম অপ্যায়িতচিত্তে, দিন সুপ্রভাত ভাবিয়া গুরুদেবের পদধূলি গ্রহণ করত সিংহাসন দান করিলেন এবং শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

জয়দেব বলিলেন—আজ ভক্ত শিষ্যমণ্ডলী শ্রীপাঠ কেন্দুলী পবিত্র করিতে শ্রীরাধামাধবের চরণতলে উপস্থিত হইতেছে, আমরা স্ত্রী পুরুষে ভিক্ষা করিয়া এক প্রকার তাহাদের ভোগের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি, কিন্তু স্থান দানের ত ক্ষমতা নাই, দরিদ্রের কুটীরে ত তাদৃশ বহু লোক রাখিবার স্থান হইতেছে না, তাই প্রভুর মন্দির নির্ম্মাণ ও ভক্তগণের থাকিবার স্থান নির্ম্মাণের জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।

ধার্ম্মিকপ্রবর বদান্যবর রাজা লক্ষ্মণসেন পরম অপ্যায়িত হইয়া গুরুদেবকে রাজ্ঞীসমীপে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। মহারাণী বলিলেন—প্রভুপদে আমাদের অদেয় কি আছে? কখনও কোন দ্রব্য প্রদান

করিলে তিনি গ্রহণ করেন না, অর্থের লোভত তাঁহার কখন দেখি নাই, এক্ষণে তিনি যখন স্বয়ং ঐরূপ সৎকার্য্যের জন্য আসিয়া বহু দিনের পর রাজবাটী পবিত্র করিয়াছেন, তখন যাহাতে কার্য্যোদ্ধার হয়—তাহা করুন। মহারাজ, আমাকে আর জানাইবার আবশ্যক কি? আমিও ওপদে চিরদিন বিক্রীত রহিয়াছি।

রাজা লক্ষ্মণসেন অভিমান করিয়া বলিলেন, আর আপনি দাসের রাজসভায় পদার্পণ করেন না—মা জননীও বোধ হয় এ অধম পুত্র কন্যাকে ভুলিয়া গিয়াছেন?

জয়দেব বলিলেন—না মহারাজ! আপনাদের ইষ্টচিন্তা করা আমাদের প্রাত্যহিক কার্য্য, তবে যে রাজসভায় আসিতে পারি না—তাহার কারণ ভক্ত-সমাগম, আপনাদের আবশ্যক হইলে বলিয়া পাঠাইবেন আর এই কার্য্যে একটু নিশ্চিন্ত হইলে আমি সভায় আসিয়া কুমারকে সদুপদেশ প্রদান করিব।

রাজা লক্ষ্মণসেন প্রচুর অর্থ দান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন আরও যদি কিছু আবশ্যক হয়, আজ্ঞা করিবেন পাঠাইয়া দিব, তবে মন্দির ও অতিথিশালা যেন খুব সুন্দররূপে নির্ম্মিত হয়, অর্থের জন্য কোনও বিষয়ে ত্রুটি না হয়, ব্যয় সঙ্কোচ করিবেন না, অধম তাহার পূরণ জন্য ভীত হইবে না। রাজা ও রাণী সেদিন শ্রীগুরুর সেবা করিয়া তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গোবিন্দভজন শুনিয়া অহোরাত্র মহানন্দে কাটাইয়া দিলেন।



ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

দস্যুকরে।

"শুভস্য শীঘ্রং" প্রভুপাদ জয়দেব আর কাল বিলম্ব না করিয়া গৃহগমনের মানস করত রাজবাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা লক্ষ্মণ সেন পাল্কীযানে গুরুকে নদীতীর অবধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব-চূড়ামণি মনুষ্যযানে আরোহণ করিতে স্বীকৃত না হইয়া বলিলেন—রাজন্! যান-বাহনের আবশ্যক নাই, আমি একাকী আসিয়াছি, একাকীই যাইব, আমার মত দরিদ্র সন্ন্যাসীর প্রতি কে আর অত্যাচার করিবে বরং বেশী আড়ম্বর বা জানাজানি কাণাকাণি হইলে বিপদের সম্ভাবনা অধিক, অতএব আমি একাকীই যাইব এবং কার্য্য শেষ হইলে রাজসভায় আসিব, শুভকাজে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। প্রভু বাহির হইলেন, রাজা কিয়দ্দূর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীরাধামাধবের মন্দির ও অতিথিশালা নির্ম্মাণের অর্থাদি রাজবাটী হইতে সংগৃহীত হইল, ভগবানের কৃপায় বেশী কষ্ট করিতে হইল না দেখিয়া প্রভু জয়দেব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গঙ্গাতীরে আসিতেছেন, নৌকারোহণ করিয়া পরপারে যাইবেন এই আশা, এমন সময় কয়েকজন দস্যু আসিয়া পথ অবরোধ করিয়া বলিল—ভণ্ড বেটা! রাজবাড়ী থেকে কত টাকা পেয়েছিস্, যদি ভাল চাস্ ত টাকা গুলি রেখে প্রাণ নিয়ে পালা, নইলে টাকাও যাবে আর এই খাড়ার ঘায়ে প্রাণও হারাবি; বেটা ভণ্ড, টাকা রাখ্, এখনি রাখ্ বল্‌ছি, ব্যাটা যেন কতই ভক্ত, চিতে বাঘ সেজেছে!

ভগবানের ভক্তি-কবচাবদ্ধ হৃদয়ে, ভীতি-বিরহিত চিত্তে বৈষ্ণব-চূড়ামণি জয়দেব দস্যুগণের প্রতি চাহিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—আঁ! কে হে শাক্তানন্দ! এ আবার কি, সাধু হয়ে চৌর্য্যের ব্যবসা, দেবতার অর্থে লোভ কেন? প্রভুর

মন্দির নির্ম্মাণের জন্য অর্থ ভিক্ষা করিয়া লইয়া যাইতেছি, ইহার লোভ সংবরণ কর। অভাব হইয়া থাকে, রাজার কাছে জানাইতে পার, তোমাদের রাজা ত দরিদ্র-প্রতিপালক, তাঁহার রাজত্বে ত চোরের উপদ্রব থাকা সম্ভবপর নহে? রাজা প্রজাপীড়ক হইলেই রাজ্যে অত্যাচার অনাচার বৃদ্ধি হয়, যে রাজ্যে রাজা প্রজা-রঞ্জক, সে রাজ্যে এ পাপের অভিনয় কেন! বিশেষতঃ ভৈরবানন্দের শিষ্য হইয়া তুমি এ কি করিতেছ, ইহাতে যে তাঁহার উপর পাপের বোঝা চাপান হইবে?

দস্যু-সর্দ্দার শাক্তানন্দ বলিল—ভণ্ড বেটা! আর তোর উপদেশ দিতে হবে না, রাজার কাছে যাবার রাস্তা কি আর তুই খোলা রেখেছিস্, যে দিন থেকে তুই ভোজবিদ্যায় তাঁহার ছেলেকে বাঁচিয়েছিস্, সেদিন থেকেই আমাদের সে পথ রুদ্ধ হয়েছে, আমরা অভাবের ক্রীতদাস হইয়া এই ব্যবসা ধরেছি, এখন বৈষ্ণব পশুদের ধ্বংস করাই আমাদের মহাকাজ হয়েছে; রাখ্ বেটা যা পেয়েছিস্, নইলে টাকা কেড়ে নিয়ে হাত পা কেটে জলে ফেলে দিব!

নির্ভীকচিত্ত জয়দেব টাকা রাখিলেন না দেখিয়া দুরন্ত দস্যুগণ তাঁহাকে বিষম প্রহার-জর্জ্জরিত করত টাকা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিল। সরলপ্রাণ জয়-দেব দস্যুগণের প্রতি তিরস্কার না করিয়া যাতনা-কাতর প্রাণে বলিলেন—চতুর-চূড়ামণি! এ আবার তোমার কি লীলা হরি! তুমিই রাজার কাছে পাঠাইলে, আবার তুমিই আমায় বিষম প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া টাকা কাড়িয়া লইলে, বৃন্দাবনের চোরাবৃত্তি কি এখনও তোমার যায় নাই? তবে আমার প্রতি এ নির্য্যাতন কেন ঠাকুর? এ জগতে ভালমন্দ সকল কার্য্যে তুমিই মূলাধার, মানুষের কোন সাধ্য নাই যে তোমার টাকা অপহরণ করে, কারণরূপী তুমি, কার্য্যও তোমার খেলা, খেলাও খেলাও খেলুয়াড়, কিন্তু দরিদ্র ভক্তের প্রাণ লইয়া এত টানাটানি কেন? প্রহার খাইয়াও ভক্ত ভগবানের প্রতি অচল অটল, প্রাণ তিলমাত্র ভক্তিহীন হইল না, দস্যুগণের প্রতি দোষারোপও করিলেন না বরং ভগবানের প্রেমলীলা মনে করিয়া ধূলায় পড়িয়া অসহ্য মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় কয়েক জন হিন্দু সৈনিক পুরুষ মল্লযুদ্ধ করিয়া রাজবাটী অভিমুখে আগমন করিতেছিল—তাহারা এই মহাপুরুষকে চিনিত, তাঁহাকে সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করিত, প্রভুকে তদবস্থ এবং প্রহারে জর্জ্জরিত দেখিয়া অতীব সন্তপণে রাজ-বাটীতে লইয়া গেল। রাজা ও রাণী গুরুদেবের দুর্দ্দশা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। অচিরে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া প্রাণপণে সেবা করিতে লাগিলেন, এ অবস্থায় গুরুপত্নীকে সংবাদ প্রেরণ বিধেয়, তাঁহার আগমন একান্ত বাঞ্ছনীয় বিবেচনায় শিবিকা প্রেরণ করিলেন।

স্বামী একাকী গিয়াছেন—সঙ্গে কেহ যায় নাই, টাকা কড়ি লইয়া পথ চলা যুক্তিসঙ্গত নহে; কয়েক দিন হইল কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই, পতিগত-প্রাণা পদ্মাবতীর আহার নিদ্রা নাই, প্রাণ আন্‌চান্‌ করিতেছে। অর্থ অনর্থের মূল, এই জন্য সাধু সন্ন্যাসীর এ অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য স্পর্শ করা উচিত নয়, কিন্তু প্রভুর মন্দির নির্ম্মাণ ত টাকা না হইলে হইবে না, রাজার নিকট হইতে এই টাকা লইয়া আসিতে তাঁহার কোন বিপদ হইবে না ত মন যে বড় খারাপ হইতেছে? পদ্মাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় রাজার বরকন্দাজ শিবিকা সহ উপস্থিত হইয়া ভীষণ সংবাদ জ্ঞাপন করিল! পদ্মাবতী ঠিক পাগলিনীর মত ধূলায় লুটাইয়া পড়িলেন, প্রতিবেশী রমণীগণ বলিলেন—মা, উতলা হইও না; প্রভুর আদেশে প্রভুর কার্য্যে গিয়া প্রভুর কোনও অনিষ্ট হইবে না, সেখানে সেবা করিবার কেহ নাই বলিয়া রাজা লোক পাঠাইয়াছেন, তুমি যাও, আমরা দেবসেবার ব্যবস্থা করিব—কোন ত্রুটী হইবে না।

পদ্মাবতী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া শ্রীরাধামাধব-চরণে অন্তরের দুঃখ নিবেদন করত শিবিকারোহণ করিলেন। শিবিকারোহণে যাইতে দুই দিন বিলম্ব হইবে। হায়, পতিবিরহ-বিধুরা পদ্মাবতীর যদি পাখা থাকিত, তাহা হইলে তিনি এখনি উধাও হইয়া যাইতেন। পতিবিরহ-কাতরা পদ্মাবতী এমনি বিহ্বলা, এমনি শোকসন্তপ্তা হইয়াছেন।

রাজা ও রাণীর ঐকান্তিক সেবা শুশ্রূষায় জয়দেব একদিনে আরোগ্য লাভ করিয়া উদ্যান-বাটিকায় কুমারের সহিত অবস্থান করত তাঁহাকে রাজ্য শাসন সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন, আরও একটু সুস্থ হইলে রাজা পুনরায় অর্থদান করিয়া লোক দ্বারা স্বদেশে পাঠাইয়া দিবেন বলিয়াছেন।

বহু পূর্ব্বে সেই একদিন গুরুপত্নী দর্শন হইয়াছিল, শুনা যায়—তিনি প্রভুর সাধনপীঠ ছাড়িয়া কখন কোথাও যান না। রাজা ও রাণী এই অবসরে দেবীদর্শন মানসে একটা অছিলা করিলেন, প্রভু পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন, এই জন্য এ বাটীতে তাঁহার আগমন একান্ত আবশ্যক, নতুবা সেবার ক্রটি হইতেছে ইত্যাদি জ্ঞাপন করিয়া শিবিকা পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং মাতা ঠাকুরাণী যে অদ্ভুত পতিপরায়ণা স্বামী-অন্ত জীবন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য একজন সখীকেও প্রস্তত করিয়া রাখিয়াছেন। পদ্মাবতী আসিলে একটী দুঃসংবাদ শুনাইয়া দেখিবেন—তিনি অন্তরে কিরূপ ব্যথা অনুভব করেন।

দুই দিন পরে পদ্মাবতী শিবিকারোহণে রাজধানী উপস্থিত হইয়া উন্মাদিনীর বেশে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সকলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীমূর্ত্তি পদ্মাবতীকে দর্শন করিয়া বলিলেন—দেবতার দেবীই বটেন, এমন না হলে কি মিলন, প্রভু যেমন কার্ত্তিক-সদৃশ অতুলনীয় পুরুষ, প্রভুপত্নীও তেমনি ভগবতী-প্রতিমা, সকলে ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল, রাণী গললগ্নীকৃতবাসে বসিবার জন্য রত্নাসন প্রদান করিলেন।

বিবশা পদ্মাবতী বলিলেন—মা! এ কি বসিবার সময়, এ কয় দিন আমার হৃদয়াসন শূন্য, দেবতা সিংহাসনে নাই, আমি শূন্যহৃদয়ে ঘোর যাতনা পাইতেছি, প্রভু যথায় আমাকে তথায় লইয়া চল, তাঁহাকে না দেখিয়া, তাঁহার চরণে প্রণাম না করিয়া আমি বসিতে পারিব না। আমার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বেদনায় ভার, মর্ম্মস্থান নিদারুণ যন্ত্রণাকাতর হইয়া রহিয়াছে, প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন না করিলে মর্ম্মের যন্ত্রণা ও দারুণ গাত্রবেদনা বিদূরিত হইবে না; আমি বসিতেও

পারিব না। রাণী বুঝিলেন—রূপে গুণে অতুলনীয়া, পতির পত্নী বটে—রাণী বিমুগ্ধা হইলেন! পদ্মাবতী বলিলেন, তোমরা রাজার রাণী, প্রভুর নিকট পদব্রজে যাইতে যদি কষ্ট হয়, দেখাইয়া দাও—প্রভু কোথায়? আজ চারি পাঁচ দিন অদর্শন ওহো মর্ম্মভেদ হইতেছে, হাতে ধরি মা! প্রভুর সন্ধান দান করিয়া ভিখারিণীকে সঞ্জীবিত কর।

পদ্মাবতীর বদনের ভাব যেন বর্ষণোন্মুখ মেঘের কোলে সৌদামিনীর ভীষণ চঞ্চলতা, পতিপাদপদ্ম-দর্শনসুখ-বিমুখ সাধ্বীর কালিমামাখা লোচনযুগল যেন বারিবর্ষণের পূর্ব্বে রাগরঞ্জিত কাদম্বিনী—উঃ হুঃ যন্ত্রণা অসহ্য হইয়াছে, দুই এক পল আশাবায়ু সঞ্চালন না হইলে গভীর বর্ষণে বক্ষ ভাসাইয়া দিবে। রাণী ভাব দেখিয়া বিচলিত হইলেন, নারী-হৃদয়ের এ ভীম আলোড়ন বুদ্ধিমতী ভুক্তভোগী রাণী বুঝিলেন, কিন্তু সখী তাঁহাকে পরীক্ষাচ্ছলে হঠাৎ বলিয়া ফেলিল প্রভু! আমাদিগে ফাঁকী দিয়া পলাইয়াছেন—শুনিলাম।

বজ্র ফাটিয়া গেলে যেমন চারিদিক ঝলসিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, পদ্মাবতীর নয়ন হইতে সেইরূপ বিষাদবহ্নি বাহির হইয়া চারিদিক্ বাঁধিয়া ফেলিল, তিনি বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—কি কি! দাসীকে ছাড়িয়া প্রভু আমার একাকী চলিয়া গিয়াছেন, আমি কি অপরাধ করিয়াছি যে সঙ্গছাড়া হইলাম। আমি তথায় অগ্রে না যাইলে যে প্রভুর সেবার ক্রটী হইবে, আমার মত সেবা আর কেহ করিতে পারিবে না। প্রভু! যাই যাই দাঁড়াও দাঁড়াও, অতিরিক্ত বিষাদ অবসাদে, দুই দিনের অনাহার-জনিত দারুণ দৌর্ব্বল্যে সতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন, সেই মূর্চ্ছাই তাঁহার জীবনের শেষ—পরিণতি, পরীক্ষা করিয়া জীবনের কোনও লক্ষণ পাওয়া গেল না। রাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

এ কয় দিন গুরুদেবকে সভাপণ্ডিতরূপে কুমারকে প্রজাপালন সংক্রান্ত উপদেশ দিতে দেখিয়া রাজা লক্ষ্মণসেন প্রাতঃকালেই ইষ্টচিন্তায় মনোনিবেশ করিতেছেন, আজও সেইরূপ নিবিষ্টচিত্ত হইয়াছেন, এমন সময় রাণীর চিৎকার শুনিয়া

রাজা অন্তঃপুরে দৌড়িয়া আসিলেন এবং সোণার কমল ভূপরি লুটিয়া রহিয়াছে, অযত্নম্লান দেখিয়া রাজা বলিলেন—রাণী, রাণী! এ কি, স্বর্গের এ দুর্লভ রত্ন ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে কেন? গুরুদেবের হৃদয়-সিংহাসনের দেবী শিরের শিরোমণিকে এত অযত্ন করিয়া পাপের পথ প্রশস্ত করিতেছ কেন?

রাণী ভয়চকিতনেত্রে গুরুপত্নীর পরীক্ষার কথা বলিলেন। বলিলেন—তিনি শুনিবামাত্র এইরূপ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। রাজা নিকটে গিয়া নাসিকার অগ্রভাগে হস্ত দিয়া দেখিলেন নিশ্বাস পড়িতেছে না, এ যে শেষ, হায় হায়, হইল কি, কতক্ষণ এমন হইল? প্রভু কোথায়! রাজা লক্ষ্মণসেন আর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া পাগলের মত উদ্যানবটিকায় দৌড়িলেন, এবং আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা গুরুপদে নিবেদন করিলেন।

নির্ব্বিকার নির্ব্বিকল্প জয়দেব শুনিয়া হাসিমুখে বলিলেন—রাজন্! এত উৎকণ্ঠিত হইবার কারণ কি? হরিভক্তের মৃত্যু কোথায়, যমের সাধ্য কি যে সে এ পবিত্র প্রাণ হরণ করে! পদ্মাবতীর হৃদয়ের প্রত্যেক পরতে পরতে যে মৃত্যুভয়হারী হরিনাম অঙ্কিত, মরণ-বারণ হরিনাম যে তার প্রত্যেক ধমনীতে ধ্বনিত হইতেছে, মৃত্যু কি তার নিকট অগ্রসর হইতে পারে? বিশেষতঃ পদ্মাবতীর ন্যায় সতী কি স্বামী ছাড়িয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে পারে? চলুন মহারাজ! কি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে দেখি গিয়া, বলিয়া রাজার সমভিব্যাহারে প্রভুপাদ জয়দেব অন্তঃপুরে আগমন করিলেন এবং পত্নীর কর্ণমূলে কয়েকবার মরণবারণ হরিনামধ্বনি করিবা মাত্র পদ্মাবতী চৈতন্য লাভ করিলেন। স্বামীকে ও অন্যান্য পৌরজনকে নিকটবর্ত্তী দেখিয়া সে আলুথালু বেশ সংযত করিলেন, স্থির ভাবে উপবেশন করত স্বামীর পদারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ের অভাব পূর্ণ করিতে লাগিলেন। রাজা রাণী ও পুরস্ত্রীগণের শুষ্ক বদনে আবার আনন্দরাশির হাসি ফুটিয়া উঠিল।

অতঃপর কিছুদিন রাজা ও রাণী সাক্ষাৎ দেবদেবী যুগলকে হৃদয়-পুরীর পুরোভাগে রাখিয়া অন্তরের সহিত পূজার্চ্চনায় পরম পরিতোষ লাভ করিলেন,

ঐহিক, পারত্রিক, পরিত্রাণের পথ কতকটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন, মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রভূত অর্থ প্রদান করিলেন এবং পাছে কোন দস্যু তস্করে এবারেও মন্দির-নির্ম্মাণে কোন বাধা বিঘ্ন প্রদান করে, এই জন্য রাজবাটী হইতে কয়েকজন প্রহরী নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। যতদিন মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ না হইবে—যতদিন তন্মধ্যে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা না হইবে—ততদিন তাহারা কেন্দুবিল্ব পরিত্যাগ করিবে না, এই আদেশ প্রদত্ত হইল।

জয়দেব ও পদ্মাবতী ত্রিলোকপতি নারায়ণের আবার এক নূতন লীলাখেলা দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। সানন্দচিত্তে দেশে আসিয়া মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। রাজার অনুচরগণ কার্য্যের উদ্যোগ আয়োজন করত যত সত্বর সম্ভব কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিল।

পাষণ্ড শাক্তানন্দ হিংসাবৃত্তি পরিহার করিতে না পারিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্য জয়দেবকে বিষম প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া অর্থাদি কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করিয়াছে। তাহার গুরু শাক্তভক্ত ভৈরবানন্দ এতদিন পরে সেদিন জয়দেবের সাধনশক্তি দেখিয়া, অজয়ের সহিত ভাগীরথী গঙ্গাকে সম্মিলিত করিতে দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া সকল শত্রুতা বিসর্জ্জন দিয়াছেন। জয়দেবকে গুরুপদে বরণ করিয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করত পুরুষোত্তমে চলিয়া গিয়াছেন, প্রভুপাদ জয়দেবকে তিনি অদ্বিতীয় মহাপুরুষ, সাধন-শক্তি-সমন্বিত অবতার বলিয়া স্বীকার করত মনোমালিন্য পরিহার করিয়াছেন। কিন্তু দুরন্ত দস্যু শাক্তানন্দ সাক্ষাৎ দেবতা-স্বরূপ জয়দেবের দর্শন পাইয়া, তাঁহার অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ দেখিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না, তাহার হৃদয় খলতাশূন্য হইল না। এই জন্য কথায় বলে—সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ! সর্প অপেক্ষাও মানুষের খলতা অত্যন্ত অধিক, এ জগতে এমন কোন ভয়ানক পাপ কাজ নাই, যাহা তাহার দ্বারা আচরিত হইতে পারে না। সরলতা কাহাকে বলে সে তাহা জানে না, অনুক্ষণ গরলে হৃদয় পূর্ণ করিয়া লোকের সর্ব্বনাশ সাধনে যত্নবান্। শাক্তানন্দ

প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া জয়দেবের প্রাণ সংহার করিবে, শাক্তের শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নিজে জয়ী হইবে। কিন্তু পাষণ্ড জানে না যে শাক্তই বা কে আর বৈষ্ণবই বা কে! যাহার অন্তঃকরণ এত নীচ, পরকে সংহার করিয়া যে ধর্ম্মজগতে বড় হইতে চায়, তাহার উন্নতি কোথায়? পাষণ্ড শাক্তানন্দ রাজরোষে পড়িয়া কিছুদিন পরে ধৃত হইল এবং বিচারে কঠোর শাস্তি পাইলেও আপনার স্বভাব পরিবর্ত্তন করিল না। ভগবানের ইচ্ছা না হইলে, দীনবন্ধু কৃষ্ণনামে কর্ম্মফের না কাটিলে, কাহার সাধ্য তাহাকে সংযত করিতে পারে।



চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার পরীক্ষা।

অংশু কথনও পাংশুজালে আচ্ছন্ন থাকে না। সাধন তেজে তেজীয়ান প্রদীপ্ত ভাস্করসম জয়দেব অবিলম্বে বঙ্গদেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিলেন. তাঁহার যশঃসৌরভে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত হইতে লাগিল। সাধনপীঠ শ্রীপাঠ কেন্দুবিল্ব এক নূতন শ্রী ধারণ করিল। পল্লীর আবালবৃদ্ধবণিতা হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের তেজোময় নিশান উড্ডীন করিল। রোগ শোক জরা ব্যধি কেন্দুবিল্বের অধিবাসিগণকে আর বিব্রত করিতে পারিল না; পল্লীজননী শস্যশ্যামলারূপে সকলের অভাব মোচন জন্য শস্যবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। সাধকের সাধন মহিমায় যে গ্রাম মহিমান্বিত হয়, কোন প্রকার আপদ-বিপদ, দুঃখ-দৈন্য তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না।

সাধকশ্রেষ্ঠ জয়দেবের গীতগোবিন্দ সকলের কণ্ঠে অহরহঃ সমুচ্চারিত হইতে লাগিল। শুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, ভারতের সর্ব্বত্র এই অনুপম গীতিকাব্যের আদর বাড়িয়া গেল। বৈষ্ণব সমাজ জয়দেবের হৃদয়সাগর-মথিত এই অভিনব গীতিকাব্যের কীর্ত্তন করিয়া ভক্তপ্রাণে অতুলানন্দ প্রদান করিতে লাগিল। বঙ্গসাহিত্যকুঞ্জের কলকণ্ঠ কোকিল জয়দেব কবির সঙ্গীত স্বরলহরী বঙ্গবাসীর কোমল প্রাণের তারে ধৈবত নিখাদ সুরের সুধারা ঢালিয়া দিয়া বুঝি বাঞ্ছিতের পদতলে সঙ্গীত রচনার অমরত্ব বিস্তার করিয়া দিল। যে শুনিল সেই বলিল—মনুষ্য হৃদয়ের ভাব ভক্তির তূলিকাতে এমন হৃদয়গ্রাহী, মর্ম্মস্পর্শী সঙ্গীত কথনও রচিত হইতে পারে না, ইহা দেবতা-হৃদয়-নিহিত আদিরস-রসিত প্রেমসাগরের তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। জয়দেব কবি নিশ্চয়ই দেবতা! কেন্দুবিল্বের গোস্বামী বংশের প্রাতঃস্মরণীয় ভোজদেব

বামাদেবীর জন্ম সার্থক যে এমন দেবশিশুর জনকজননী হইয়া তাঁহারা জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

সামান্য অর্থ উপার্জ্জন করিলে মানুষ যেমন অধিক লাভের আশায় অজর অমরভাবে তাহার অনুসরণ করে, অতিরিক্ত আয়ত্ত করিলেও যেমন তাহার আশা বৈতরণী নদীর মত তাহাকে সীমাহীন অনন্ত সমুদ্রের কূলে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে; অপার্থিব ধন পরমার্থ লাভেও একটু অগ্রসর হইলে, পরমার্থ তত্ত্বের সামান্য মাত্র আস্বাদ উপলব্ধি করিতে পারিলে সাধক তেমনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া সে অমূল্যনিধি পাইবার আশায় প্রাণপাত করিতে বিন্দুমাত্র কাতর হয় না!

সেবাধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাণ, এই ধর্ম্মসাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে ইহ পরকালে আর সুখসৌভাগ্যের ইয়ত্তা থাকে না। কলিতে ইহাই পরম ধর্ম্ম, ত্যাগের পূর্ণ আদর্শ বৈষ্ণব ধর্ম্মও তাই তৃণাদপি সুনীচ হইয়া সেবাধর্ম্মেই জীবন উৎসর্গ করিতে আদেশ দিয়াছেন, হিন্দু শাস্ত্রেও তাই সেবা-ধর্ম্ম মুখ্য-ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঋষিকল্প সাধক-চূড়ামণি জয়দেব কর্ম্মজ্ঞান ও ভক্তিযোগে চূড়ান্ত যোগযুক্ত হইয়া, শ্রীমধুসূদনের অমল-ধবল ধ্বজবজ্রাঙ্কিত চরণকমল হৃদয়ে ধারণ করিয়া পর-সেবায় প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। সাধন সিদ্ধির ইহাই শেষ ক্রিয়া, হৃদয় উদার ভাবাপন্ন করিয়া সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক জীব মধ্যে শ্রীমন্নারায়ণের সত্তা অনুভব করিয়া সেবা করাই ব্রহ্মজ্ঞান—ইহাই সাধনার সম্পূর্ণ পরিণতি।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের কৃপায় প্রভুর মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়াছে, অতিথি অভ্যাগতের আশ্রয় স্থানও পরিপাটিরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, তবে দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় বঞ্চিত থাকি কেন? দরিদ্রের মধ্যেই যে তিনি চির প্রকট, রোগী শোকী আর্ত্তের মধ্যে যে তাঁহার অমিয়-সুন্দর সুচারুমূর্ত্তি চিরবিরাজিত, দরিদ্ররূপেই ত তিনি জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে বর্ত্তমান, দরিদ্রের সেবাই ত তাঁহার সেবা। এইবার জয়দেব সেবাধর্ম্মে মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ব্রত উদ্‌যাপনে বদ্ধ-পরিকর হইলেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী পদ্মাবতী স্বামীর সাহায্যকল্পে ভোগরন্ধনের

জন্য অন্নপূর্ণারূপে দণ্ডায়মানা হইলেন। তবে আর এ ব্রত উদ্‌যাপনে বাধা কোথায়?

জগতে স্ত্রী-শক্তি যাহার সহায়—পতিব্রতা পত্নী যাহার অনুকূলা, কর্ম্মযোগে যোগযুক্ত হইয়া সিদ্ধি লাভ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইবে কেন? বিষ্ণুগতপ্রাণ জয়দেব পরসেবাকাতর প্রাণের আকুল আহ্বানে কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। স্বামী-অনুরাগিণী সহধর্ম্মিণী পদ্মাবতীর অনুকূল প্ররোচনায় তিনি পুনরায় সাহায্য প্রার্থী হইয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলেন।

কে বলে কর্ম্ম বন্ধনের কারণ, কে বলে কর্ম্ম না করিয়াও সাধন সিদ্ধির পথ সুপ্রশস্ত করা যায়? যে বলে সে কর্ম্মকে যোগের শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম, যথার্থ যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে, ফলাফল শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া অক্লান্ত কর্ম্মী হইয়া কর্ম্মযোগে অভ্যস্ত হইলে, এই কর্ম্মই তাহার সাধনপথের বাধাবিঘ্ন দূর করিয়া মুক্তিমার্গে উন্নীত করিয়া দেয়, সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভববন্ধনের দায় হইতে মুক্ত করিতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। জয়দেব গোস্বামীর নাম দেশবিদেশে খুব প্রখ্যাত, খুব বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে; সুপণ্ডিত ও কবি বলিয়া তাঁহার সুখ্যাতি ত ছিলই—গীতগোবিন্দ রচনার পর হইতে ভক্ত সাধক বলিয়া তিনি চারিদিকেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ধনী দরিদ্র সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেইখানে পূজা ও প্রণামী পাইতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল—প্রভুর পাদপদ্ম দর্শনে আজ আমরা ধন্য হইলাম, সেবাধর্ম্মে আপনি যদি কখন কোন অনাটন বোধ করেন এবং যদি আমাদের ক্ষুদ্রশক্তিতে প্রভুর কোন উপকার হইবে বলিয়া মনে করেন, আমাদিগকে জানাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা পূরণ হইবে, প্রভুকে কষ্ট করিয়া আর এত দূর আসিতে হইবে না, আমরাই পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া দেবদর্শনের সাধ মিটাইব। সৎকার্য্য মনে উদয় হইলে এবং তাহা সফল করিবার জন্য ভগবানকে প্রাণের মধ্যে আবরিয়া রাখিয়া চেষ্টা করিলে

তাহাতে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হওয়া যায়—ধর্ম্মপাগলা বাঙ্গালা দেশের লোক তাহার জন্য কখনই কুণ্ঠিতহস্ত নহে।

গুণীর গুণ দেশে তত প্রচার হয় না—যত হয় বিদেশে, জয়দেব যত দূর দেশে যাইতে লাগিলেন, তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি তত গৌরব-সৌরভ-মণ্ডিত হইতে লাগিল। সকলেই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় আদর করিয়া তাঁহার হৃদয়নিহিত শুভকর্ম্মের সফলতা বিধানের জন্য উৎসাহ সাহায্য প্রদান করিতে লাগিল। তাঁহার পূজা অর্চ্চনা করিয়া ভক্তবর্গ তাঁহাকে দেবতার আসন প্রদানে কুণ্ঠিত হইল না। জয়দেব দাক্ষিণাত্যের সান্নিধ্যে উপনীত হইয়া গুরুদর্শনের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না, মাধ্বাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কিয়দ্দিন অবস্থান করিলেন। আচার্য্যদেব জয়দেবের নিকট তদীয় পত্নী পদ্মাবতীর গুণের কথা শুনিয়া বলিলেন—দেবতার মিলন দেবীসহ, দানবী কি সে পবিত্র হৃদয় অধিকার করিতে পারে, জয়দেব পত্নীর গুণে তুমি নিত্য জয়যুক্ত হইবে।

কিয়দ্দিন তথায় অবস্থান করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন। গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় জয়দেব পদ্মাবতীকে ভীত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন—আমার প্রাণের জন্য তুমি ভীত হইও না। বিষ্ণুভক্তের প্রাণের আশঙ্কা নাই। যদি একান্তই অধীর হও, ইষ্টদেবতার পাদপদ্মে বসিয়া আমার শুভচিন্তা করিও, তাহা হইলে যাবতীয় অশুভ নাশ হইবে, তুমি সকল ত্রাসের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। সেবাকার্য্যে প্রভূত অর্থের আবশ্যক, এই জন্য অনবরত লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারিলে কার্য্যে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া, জয়দেব ভারতের নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া, কত রাজা মহারাজ জমীদার প্রভৃতিকে হরিনামে মত্ত করিয়া বামড়া রাজ্যের হরিভক্ত রাজাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। অর্থ ত অনেক সংগৃহীত হইয়াছে এবং নানাস্থানে পাইবার প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে বামড়া-রাজ গণপতিরাওকে দীক্ষিত করিয়া দেশে গমন করিবেন, বহুদিন রাজা তাঁহার অপেক্ষায়

বসিয়া আছেন, এত নিকটে আসিয়া একবার দেখা না করিলে তিনি কি মনে করিবেন ?

সমস্ত রাত্রি পান্থবাসে যাপন করিয়া জয়দেব প্রাতঃকালেই বামড়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবার মানসে অগ্রসর হইয়াছেন। জঙ্গলাকীর্ণ, পার্ব্বত্যপ্রদেশের পথঘাট বড়ই দুর্গম হইলেও কর্ম্মসহি , ত্যাগধর্ম্মে নিবিষ্টপ্রাণ জয়দেবের ভ্রূক্ষেপ নাই, ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি সেই বন্ধুর পথে প্রবেশ করিলেন।

ভক্তের পরীক্ষা পদে পদে, যে বেশীভক্ত—তাহার পরীক্ষা তত বেশী, তত কঠিন—তত কষ্টপ্রদ ! এইজন্য পরোপকার-ব্রতে ব্রতী হইলে, কমল সংগ্রহে বদ্ধপরিকর হইয়া কণ্টকের কষ্টে ভয় করিলে সুধশোমধু আহরণ করা হইবে না। ভীতিশূন্য, পরম বিশ্বাসবান্ ভক্ত না হইলে এ মহৎ কার্য্যে সফলতা লাভ করা অসাধ্য। ভগবানের গুণ গান করিতে করিতে ভক্তপ্রবর জয়দেব যেমন বনাকীর্ণ অপ্রশস্ত পথে অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি একটা পাপ্ড়া ভীষণ বেগে তাঁহার কর্ণমূলের অগ্রভাগ অতিক্রম করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঐ পাব্ড়ার দ্বারা আঘাতিত হইলে নিশ্চয়ই ভবলীলা সাঙ্গ হইত। এ দুর্গম প্রদেশে শত্রু আবার কোথা হইতে আসিল, আমার নিকট অর্থ আছে, এ সন্ধান এখানে কে জানিল, তবে কি পূর্ব্ব হইতে কেহ আমার পশ্চাদনুগমন করিয়াছে ?

জয়দেব "ত্রাহি মধুসূদন" স্মরণ করিয়া অগ্রসর হইতেছেন। এদিকে পাবড়া ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া কয়েকজন যমদূতাকৃতি দস্যু অগ্রসর হইয়া তাঁহার হস্ত পদ বদ্ধ করিয়া ফেলিল এবং টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া তাঁহার অনিন্দ্য-সুন্দর বর বপুর হস্ত দুইখানি কাটিয়া লইবার জন্য অস্ত্র প্রসারণ করিল, দেখিয়া জয়দেব বলিলেন—দস্যুগণ ! তোমরা আমার সমস্ত কাড়িয়া লও, প্রাণ লইবার ইচ্ছা করিলে তাহাও লইতে পার, কিন্তু আমার হাত দুইটী আমার জীবন অপেক্ষাও মূল্যবান্—এই দুইটী যাইলে আমার প্রভুর সেবার ব্যাঘাত হইবে। দোহাই

তোমাদের, যাহার জন্য এত কষ্ট করিয়া সুদূর প্রবাসে আসিয়াছি, সেই সেবাধর্ম্মই ব্যর্থ হইবে—অতএব হস্ত দুইটী ভিক্ষা দাও বরং প্রাণ গ্রহণ কর।

এত কাকুতি মিনতি, এত বিনীত প্রার্থনা কিছুতেই পাষণ্ডগণের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না, সেই পরম সুন্দর দেহ হইতে হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া লইল এবং দয়া করিয়া প্রাণে না মারিয়া ভক্তপ্রবর জীবন্মৃত জয়দেবকে একটী কূপে নিক্ষেপ করিয়া যেমন পলাইবার জন্য উদ্যত হইল, অমনি হস্তকর্ত্তনকারী দুর্ব্বৃত্ত দস্যুকে একটী পার্ব্বতীয় ভীষণ অজগর দংশন করিল, বিষে জর্জ্জরিত হইয়া সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল, অপর সকলে পলায়ন করিল। যে হতভাগ্য হাত কাটিয়াছিল, সর্পাঘাতের যন্ত্রণায় যে অস্থির হইয়া ভূতলশায়ী হইয়াছিল, প্রভু জয়দেব তাহাকে চিনিলেন—সে সেই নদীয়াবাসী খলস্বভাব শাক্তানন্দ, এত দূরদেশে আসিয়াও সে তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি চরিতার্থ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হায়রে খল্! কোন্ নরকে তোমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—তাহা কে বলিতে পারে? প্রভু জয়দেব ভীষণ পরীক্ষার অকুল পাথারে ডুবিয়া, নিভৃত নির্জ্জন বনপ্রদেশের কূপমধ্যে পড়িয়া হা হতোঽস্মি করিতে লাগিলেন।



পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রাণের দায়।

যে যথার্থ বৈষ্ণব, বিষ্ণুভক্তি যে সম্যক্‌ভাবে আয়ত্ত করিয়া জীবন ধন্য করিতে পারিয়াছে; ইহ জগতের কার্য্যকারণে সে ভগবানের অস্তিত্ব ভিন্ন আর কিছুই দেখে না—কিছুই উপলব্ধি করে না; ভালোর মধ্যে সে যেমন তাহার হরিকে বিদ্যমান দেখে, মন্দের মধ্যেও তেমনি তাঁহার অস্তিত্ব বিলোকন করিয়া থাকে। তাহার প্রাণের বিষ্ণু নাই কোথায়—জলে স্থলে, অনলে অনিলে; তাহার প্রাণের দেবতা নাই এমন স্থান কি আছে? ধার্ম্মিক লোকের মধ্যে তিনি ধর্ম্মরূপে লীলা বিস্তার করিতেছেন, পাপীর মধ্যেও তিনি পাপকর্ম্মের লীলাখেলায় মত্ত। পরম বৈষ্ণব সকল বস্তুতেই ভগবানের বিভূতি দর্শন করিয়া ব্রহ্মভাবে বিভোর হইয়া থাকে। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য প্রভুপদে জয়দেবেরও সেই ভাব।

অত্যাচারী তাহার প্রতি অত্যাচার করিল, তাহার হস্তদ্বয় কর্ত্তন করিয়া বিষম যন্ত্রণা দানে কূপে নিক্ষেপ করিল, জয়দেব অত্যাচারীর কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না, তিনি দেখিলেন—সকল কার্য্যের অভিনয়কর্ত্তা শ্রীহরি, এ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি, ইহার কার্য্য তাঁহারই লীলামাধুর্য্য। তাই ভক্তবীর বৈষ্ণব-চূড়ামণি ক্ষমা ও দয়ার নিধান জয়দেব কূপমধ্যে যন্ত্রণায় কাতর স্বরে ডাকিলেন—হে দীনবন্ধো, কৃপাসিন্ধো! এ আবার তোমার কিরূপ কৃপা কৃপাময়, আমাকে যদি এতই যন্ত্রণা দিলে তবে আবার দস্যুটীকে সর্পবিষে জর্জ্জরিত করিয়া প্রাণ হরণ করিলে কেন দয়াময়! এই কার্য্যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া কোথায় সে অভাবের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মহোল্লাসে স্বজনগণ সহ পরিবৃত হইবে, সুখে তাহাদের ভরণ পোষণ চালাইয়া, নিজে সুখমগ্ন হইবে, না, তাহাকে একেবারে ভবের সকল ভাবনা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলে—কার্য্যে মতিগতি তুমিই দিলে আবার

তুমিই তাহার প্রাণ হরণ করিলে ; জানি না প্রাণবল্লভ! এ তোমার কেমন দয়া, আমাকে মারিয়া যদি তাহাকে ধন দিলে, তবে ভোগের অবসর দিলে না কেন? সর্ব্বান্তর্যামিন্, হে পতিতপাবন, মধুসূদন, ভবভয়হারি, হে হৃদ্বিহারি! আমার বুঝি আসন্ন সময় উপস্থিত, যন্ত্রণা বড়ই অসহ্য হইয়াছে। হে অচ্যুত! যদি ইহাতেই আমার পঞ্চত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে হৃৎপদ্মাসন হইতে আর চ্যুত হইও না, দাও তোমার মুক্তিমূলাধার চরণকমল, আমার হৃদয়কমলে স্থাপন করি, দাঁড়াও একবার নব নটবর বেশে, ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিম ঠামে, হ্লাদিনী শক্তি লইয়া বামে একবার দেখা দাও হরি, তোমার নবজলধর রূপ দেখিতে দেখিতে তোমার করুণাধার "ক্লীং" বীজ রসনায় জপিতে জপিতে, আমি ভবের সকল যন্ত্রণা হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি পাই। হে কৃষ্ণ, হে হরি, হে নারায়ণ, অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম রূপে আমার বুকের মাঝে দেখা দাও ; প্রাণের ভয় করি না, কারণ প্রাণময় তুমি, তোমার প্রাণ তোমাকে দিয়া তোমাময় হইব, ইহার তুল্য আর সৌভাগ্য কি আছে? মরণের ভয়ও হরিভক্তের নাই, কারণ তোমার নামেই যে সে ভয় দূর হয়, সকল ভয়ে অভয় লাভ করা যায়, তবে যদি বাঁচিতে হয়, তাহা হইলে হস্তহীন হইয়া বাঁচিলে ফল কি প্রভু! তোমার সেবা কাজেই যদি অপারক হইলাম—তবে এ জীবনে ফল কি? জয়দেব অতিশয় কাতর হইলেন, আরব্ধ ক্রিয়া অসমাপ্ত রহিয়া গেল, স্বগ্রামে অভুক্তদের জন্য, দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্য একটা স্থায়ী কিছু করা হইল না, মনের আশা মনেই রহিয়া গেল, ভাবিয়া নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। জয়দেবের, কাতর ক্রন্দনে বনের পশু পক্ষীর মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল, তাহারা কূপের নিকট আসিয়া ভক্তের কাতর কণ্ঠের সে করুণ কাহিনী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল।

বৈষ্ণবকুল-ধুরন্ধর বামড়াধিপতি প্রতিদিন গঙ্গারোহণে সেই রাস্তা ধরিয়া প্রাতঃ ভ্রমণে যাইতেন। আজও যাইতেছেন, কিন্তু মন বড়ই ম্রিয়মাণ—এত বয়স হইল তথাপি দীক্ষা হইল না, উপযুক্ত গুরু মিলিল না! ভগবান্ গুরুগীতায় লিখিয়াছেন—প্রাণের আগ্রহ জন্মিলে, দীক্ষার কাল উপস্থিত হইলে গুরু আপনিই

মিলিয়া যায়, কিন্তু আমি এত চেষ্টা করিতেছি, কই ভগবান ত সদয় হইলেন না! শুনিয়াছি বঙ্গের কেন্দুবিল্ব গ্রামে তিনি নাকি গুরুরূপে পাপী তরাইতে, বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু কই শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম, বহু অনুনয় বিনয়ে আসিবার অঙ্গীকারও করিয়াছিলেন—এই মাসেই ত আসিবার কথা, কিন্তু তাহাও ত শেষ হইল, তবে কি হতভাগ্যের কোন গতি হইবে না, দীক্ষা-বিহনে কি জীবনান্তে পিশাচত্ব লাভ করিতে হইবে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণ বদনে রাজা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া কূপ মধ্য হইতে আর্ত্তের নিদারুণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন, সে স্বর বড়ই বিষাদ-ব্যঞ্জক, অথচ ভক্তিরসে ভরা, ভগবানের প্রতি তীব্র খেদোক্তি। রাজা হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া কূপের সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন—একটী পরমসুন্দর ব্রহ্মচারী মূর্ত্তি রক্তাক্ত-কলেবরে কূপমধ্যে পতিত; দেখিয়া রাজা দয়ার্দ্র চিত্তে অতি সাবধানে সহচরগণের সাহায্যে তাঁহাকে উত্তোলন করিলেন। রাজা সেই তরুণ-অরুণ-জ্যোতিঃসম্পন্ন—যোগের প্রতিমূর্ত্তি ব্রহ্মচারীর এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহার পুণ্যময় রাজ্যে সন্ন্যাসীর প্রতি এইরূপ অত্যাচার অবলোকন করিয়া, বড়ই দুঃখিত হৃদয়ে বলিলেন—প্রভু! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, আর কাহারাই বা আপনার এরূপ দুর্দ্দশা করিল বলুন, অচিরেই আমি তাহার প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিব; আমার রাজত্বে সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি এরূপ অত্যাচার! রাজার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিল।

প্রভু জয়দেব দেখিলেন—হিতে বিপরীত, রাজা যেরূপ ক্রোধান্বিত হইয়াছেন, রাজ্যে এরূপ পাপাভিনয় দেখিয়া যেরূপ দুদ্ধর্ষ হইয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়—কত লোকের প্রতি শাসনদণ্ডের ব্যবস্থা হইবে, অথচ যথার্থ পাপীর শাস্তি হইবে না। একজন ত ইতঃপূর্ব্বেই সর্পাঘাতে মরিয়াছে, অবশিষ্ট সকল ভিন্ন দেশবাসী দেশত্যাগ করিয়াছে। জয়দেব কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিলেন—রাজন্! আমি বঙ্গদেশ-বাসী, বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব আমার জন্মস্থান, আমার নাম হরিদাস জয়দেব, আমার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে আজ আপনার রাজত্বে উপস্থিত

হইয়াছি, কিন্তু কয়েকজন বিদেশীয় দস্যু আমার সমস্ত অপহরণ করিয়াছে, তাহাতে আমার কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই—আমি স্ব-ইচ্ছায় ঐ সকল দ্রব্য তাহাদিগকে দিয়াছি; তবে এত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও তাহারা আমার হস্তদ্বয় কাটিয়া লইয়া প্রভুর সেবায় যে ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিল,—প্রাণ লইল না, অথচ জীবন্মৃত করিল, এই দুঃখেই আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে।

যে চিন্তায় প্রাণ অস্থির হইয়াছিল—আজ ঘরে বসিয়া সেই দুর্লভ রত্ন লাভ হইল, প্রাতঃকালে দেবদর্শন হইল দেখিয়া রাজা গণপতিরাও ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া চরণ ধারণ করিলেন এবং এই শুভযোগের সহিত অশুভযোগ দেখিয়া, প্রভুর অবস্থা ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। জয়দেব তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—রাজন্! ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, প্রভুর ভক্ত হইতে হইলে আগে শক্তির পদতলে পড়িয়া শক্ত হইতে হয়, সহনশীল না হইলে কখন কৃপাময়ের কৃপালাভ করা যায় না, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে পুরস্কারের আশা কোথায়? এজন্য তুমি চিন্তা করিও না। এ ঘটনায় যে কি ঘটনা সংঘটন হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? এক্ষণে করুণাময় স্বামী ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

রাজার আর ভ্রমণে যাওয়া হইল না, আজ চিরপ্রার্থিত দেবতাকে পাইয়া পরমানন্দে গৃহে ফিরিলেন। রাজবাটীতে আসিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। জয়দেব বলিলেন—রাজন্! গৃহীর জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা শাস্ত্র-সঙ্গত বটে, তবে সঙ্গে সঙ্গে দৈবের সাহায্য প্রার্থনা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; আপনি প্রতিদিন ভক্তগণকে ডাকিয়া কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করুন, নাম সংকীর্ত্তনে সর্ব্ব রোগ-শোক নাশপ্রাপ্ত হয়। রাজা গণপতিরাও প্রভুর চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ত্তনের সুযোগ করিয়া দিলেন। বহু বৈষ্ণব আসিয়া আজ রাজার আঙ্গিনায় সংকীর্ত্তনে মত্ত হইল। কীর্ত্তনীয়া হইলেন স্বয়ং প্রভু জয়দেব! "গীতগোবিন্দের" সে সুধাময় কীর্ত্তন শুনিয়া সকলে স্তব্ধ ও মোহিত হইয়া গেল, জয়দেবকে অবতার বুঝিয়া, পাপীর পরিত্রাতা ভাবিয়া, পদে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। রাজা ও রাণী

বুঝিলেন---এতদিনে তাঁহাদের মনুষ্য জীবনে সার্থকতা প্রদানের দেবতা উপস্থিত হইয়াছেন।

যে নামে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হয়—প্রত্যহ সেই নাম গান করিয়া ভক্তবীর জয়দেব অপার স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে লাগিলেন, তাহার উপর রাজা ও রাণীর প্রাণপণ সেবায় ঠাকুর সত্বর আরোগ্য লাভ করিয়া, দীক্ষাদানে তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। রাজা ও রাণী জয়দেবের ন্যায় অবতারকল্প মহাপুরুষের পদে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া সকল বিষয়ে ধন্যত্ব লাভ করিলেন। রাজা ও রাণী যথন শুনিলেন—গুরুদেব অতিথি-সেবার ব্যবস্থার জন্য দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং শিষ্যগণের নিকট তাহার জন্য যে সকল প্রণামী পাইয়াছিলেন—তাহা দস্যুগণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, তথন তাঁহারা আশ্বাস দিয়া বলিলেন---প্রভু! চিন্তা করিবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন—সে সেবাব্রত উদ্‌যাপনের ভার আপনার এই দাসদাসীই গ্রহণ করিবে। জয়দেব শ্রীরাধামাধবের নামে জয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন।

সৎসঙ্গীর সঙ্গ পাইলে মানুষ সহজে তাহা পরিহার করিতে চায় না—ভক্ত হৃদয়ের ভক্তিপ্রাবল্য দেখিয়া ভক্ত-প্রাণ জয়দেবও সে অনুরোধ এড়াইতে পারেন না, আসি-আসি করিয়াও তাঁহার দেশে আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এ দিকে পদ্মাবতীর প্রাণের টানে এবং শ্রীরাধামাধবের স্বপ্ন দর্শনে তিনি দেশে আসিবার জন্য অস্থির হইয়া রাজা রাণীর নিকট অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বলিলেন—বৎস! আবার আসিব—এক্ষণে বহুদিন আসিয়াছি, আরব্ধ শুভকার্য্য বাকী পড়িয়া রহিয়াছে, কার্য্য শেষ করিতে হইবে।

রাজা ও রাণী জয়দেবের চরণে আত্ম-বিক্রয় করিয়াছেন, এই সুদক্ষ গুরুর উপদেশে তাঁহারা দিন দিন সুকৃতি-রাজ্যে উন্নত হইয়া পরম পবিত্রতা, মানসিক নির্ব্বিঘ্নতা লাভ করিয়া পারত্রিক উন্নতির পথে ধাবিত হইতেছেন। গুরুদেব দেশে যাইতে চাহিলে তাঁহাদের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করিবেন—তাঁহারও ত কর্ত্তব্য আছে—কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দেওয়া ত উচিত নয়, তবে

সম্প্রতি হরিবাসরে যে মহামহোৎসব সম্পন্ন হইবে, গুরুদেবকে তাহার পর স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন—জয়দেব ভক্ত শিষ্যের সে অনুরোধে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

ক্রমশঃ দিন সন্নিকট হইল, মহোৎসবের মহতী ঘটা আরম্ভ হইল, দেশ বিদেশ হইতে সাধু সন্ন্যাসিগণের শুভাগমন হইতে লাগিল। প্রতি বৎসর হরিবাসরে রাজা এইরূপ সাধু সন্ন্যাসিগণের পদধূলি গ্রহণে রাজ্য পবিত্র করিয়া থাকেন। এ বৎসর শ্রীগুরুদেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে সেই মহামহোৎসব সম্পন্ন হইবে—তাই এ বৎসর উৎসবের আয়োজনও অনেক বেশী হইয়াছে।

এই বিরাট উৎসবে অবারিত দ্বার, ভূরি ভোজনে সাধুসন্ন্যাসীর প্রবেশ নিষিদ্ধ নহে। যে আসিতেছে, সেই আশাতীত আদর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইতেছে; রাজা গুরুদেবের সহিত সকলের যথারীতি সৎকার সাধন করিতেছেন। আজ কয়েক জন সন্ন্যাসী ভূরিভোজনে আসিয়াছেন—রাজা তাঁহাদের সংবর্দ্ধনা করিতেছেন। প্রভু জয়দেব কিন্তু এই সন্ন্যাসী কয়জনকে দেখিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং রাজাকে বলিয়া দিলেন, আহারের পর ইঁহাদিগকে যেন যাইতে না দেওয়া হয়। রাজা মনে করিলেন—তবে বুঝি ইঁহারা প্রভুর কোন পরিচিত সন্ন্যাসী হইবেন। রাজা তাই আহারের পর তাহাদের আটক রাখিলেন, অনুনয় বিনয় করিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন—দ্বারবান্‌দিগকে বলিয়া দিলেন যেন তাহারা উঁহাদিগকে ছাড়িয়া না দেয়।

সকলে চলিয়া যাইতেছে—রাজা আমাদিগকে ছাড়িতেছেন না দেখিয়া কয়জন সন্ন্যাসীর প্রাণে ভয় হইল! রাজার গুরু ঐ হাত-কাটা সন্ন্যাসী, তবে কি সেই—সেই জয়দেব, যাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া হাত কাটিয়া আমরা কূপে ফেলিয়া দিয়াছিলাম, এ কি সেই জয়দেব! হায় হায়! এ কি হইল—কেন আসিলাম, সন্ন্যাসিবেশী দস্যুগণের হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল, আঃ ভবলীলার শেষ ভাবিয়া ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইতে লাগিল। জয়দে নিশ্চিতই আমাদিগকে চিনিতে পারিয়াছে, আর রাজা যখন উহাকে গুরু

করিয়াছে, উহার কথায় মরে বাঁচে, তখন আর আমাদের নিস্তার নাই। হায় হায়! ক্ষুধায় কাতর হইয়া কোথায় বাঁচিতে আসিলাম, না প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িল! এ উহার মুখ চায়, ও উহার মুখের প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে, কোনও কথা প্রকাশ করিতে পারে না। জয়দেব হয়ত তাহাদের প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিবে, নীচ প্রাণের এই নীচ অভিসন্ধি লইয়া তাহারা জীবন্মৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মহাপ্রাণ জয়দেবের মহাপ্রাণতার বিষয় তাহারা চিত্তে স্থান দিতে পারিল না।

যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদর ভগবান্‌কে হৃদয় সিংহাসনে বদ্ধ করিয়াছে, তাহার হৃদয় কত বড়, কত উচ্চ, সে কি কখনও সহজে কাহারও অনিষ্ট করিতে চায়? নিজের প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হইলেও সে পরের প্রাণের সঙ্কট মোচনে চির যত্নবান্। মহানুভব জয়দেব তাঁহার প্রাণহন্তা দস্যুগণকে চিনিতে পারিয়া, তাহাদের বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া বলিলেন—আচ্ছা! অভাবেই মানুষকে স্বভাবচ্যুত করে, অভাবেই ইহারা দস্যু তস্কর হইয়াছে, নতুবা শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট জীব কি এত নিকৃষ্ট হইতে পারে? পাষণ্ডগণের দ্বারা অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, প্রাণ সঙ্কটে পড়িয়াও বিষ্ণুগতপ্রাণ জয়দেব তাহাদের প্রতি তিলমাত্র রুষ্ট হইলেন না। হাতে পাইয়া তাহাদের প্রতি কোনও দণ্ডের ব্যবস্থা করাত দূরের কথা, তাহাদের অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে ব্যথা অনুভব করিলেন। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ" জগতের সকলকে যে আপনার মত দেখে সেই পণ্ডিত, সেই সাধু, সেই ধার্ম্মিক। জয়দেবের হৃদয় দয়ায় পূর্ণ হইয়া উঠিল, উৎসব সমাপনান্তে তিনি রাজাকে বলিয়া ঐ দস্যুবেশী সাধুদিগকে আশাতীত ধন দান করিয়া, রাজকীয় বিদায় অভিনন্দনে নন্দিত করিয়া মহাসমারোহে সৈন্য-পরিবেষ্টিত করত তাহাদের ভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

রাজা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মনে করিলেন—গুরুদেব যখন উহাদিগকে ঐরূপ ভাবে সম্মানিত করিতে বলিয়াছেন, তখন নিশ্চিতই উহারা খুব সম্মানার্হ।

পথে আসিবার সময় সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ সাধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা ঠাকুরগণ, অন্যান্য সাধুদের পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা হইল না, আর

আপনাদের প্রতি রাজার ও গুরু মহারাজের এত অনুকম্পা প্রদর্শন করিবার কারণ কি? দস্যুগণ জয়দেবের কবলমুক্ত হইয়া আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করত হাসিতে হাসিতে বলিল—দেখ, যখন আমরা ভেক লই নাই, সন্ন্যাসী হই নাই, তখন এক রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতাম, আর তোমাদের ঐ রাজার গুরু, ঐ ভণ্ড জয়দেব বেটাও সেখানে কর্ম্ম করিত। অনেকবার তহবিল তছরুপ করায় রাজা উহার শিরশ্ছেদন করিতে অনুমতি দেন। যখন শ্মশানে জল্লাদগণ উহার প্রাণদণ্ড করিতে যায়, তখন অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া আমরা উহার দণ্ড রহিত করত হাত কাটিয়া ছাড়িয়া দিই, ঐ হাত-কাটা নুলো বেটা এখন তোমাদের রাজার গুরু হইয়াছে! পাছে আমরা উহার পূর্ব্ব কথা প্রকাশ করিয়া দিই, এই জন্য সে ভয়ে আমাদিগকে এইরূপ আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিল।

সৈন্যগণ ইহাদের কথায় তাদৃশ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। জয়দেবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকৃত হইলেও তাঁহার দেহজ্যোতিঃ যেরূপ সাধন-প্রভামণ্ডিত তাহাতে তাঁহাকে ঐরূপ প্রকৃতির লোক বলিয়া কখনই বিশ্বাস হইতে পারে না। স্বভাব ভাল না হইলে প্রভাব বর্দ্ধিত হয় না, ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভ করাও তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া থাকে। সাধু মহারাজ যে মহাপুরুষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি মহানুভবতার পরিচয় দিলেন, আর ইহারা তাঁহার মিথ্যাপবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিল।

দস্যুগণ জয়দেবের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া যেমন নিজ মূর্ত্তি প্রকাশে পলায়ন করিবে, অমনি সহসা সে স্থান ভূমিকম্পে ভূমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল। ভগবান্ আর সহ্য করিতে পারিলেন না, পাপের নগ্নমূর্ত্তি পাষণ্ডগণকে ভূতল-মধ্যে প্রোথিত করিয়া আবদ্ধ-নিশ্বাসে প্রাণে মারিলেন।

সৈন্যগণ রাজসমীপে সেই আশ্চর্য্য দৈব ঘটনা বিবৃত করিল, পরদুঃখকাতর, দয়ার্দ্র-জীবন, বৈষ্ণব-চূড়ামণি জয়দেবও তাহা শুনিয়া রাজার নিকট আনুপূর্ব্বিক তদ্বিষয় বর্ণনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজন্! অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। যদি অর্থ পাইয়া তাহাদের মতিগতির পরিবর্ত্তন হয়, এই ভাবিয়া

তাহাদের প্রতি ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলাম! এক্ষণে বিশ্বকর্ত্তা, পাপীর সংহর্ত্তা ভগবানের সে ব্যবস্থা বোধ হয় মনোমত হয় নাই। তাই মন্মথমোহন মধুসূদন তাহাদের প্রতি নিজের চরম ব্যবস্থা বিধান করিলেন। আমরা কীটাণুকীট, জগৎ-কর্ত্তার সে শাসন ব্যবস্থার পর্য্যালোচনা বা ভাল মন্দের বিচার করিবার ক্ষমতা কোথায় পাইব? জয়দেবের নয়নযুগল হইতে পরদুঃখে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার কর্ত্তিত হস্তদ্বয় দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। বামড়ারাজ গণপতিরাও ভগবদ্ভক্ত গুরুদেবের অসীম মহিমা সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধচিত্তে চরণতলে পতিত হইলেন।



ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

পুরস্কার-প্রাপ্তি।

কাণ্ডারী বিহনে তরণীর যেরূপ বানচাল অবস্থা হয়, গতির যেমন কোনরূপ স্থিরতা থাকে না, এতদিন কেন্দুবিল্ববাসীরও সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল, আজ কয়েক দিন হইল নাবিক আসিয়াছেন, আবার হাল ধরিয়াছেন, জীবন-যন্ত্র আবার দিক নির্ণয়ে সমর্থ হইয়াছে। জয়দেবকে পাইয়া জীবন্মৃতা পদ্মাবতী আবার প্রফুল্লতা পাইয়াছেন, গ্রামবাসিগণ প্রভুর আগমনে ধর্ম্মজীবনে আবার কর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। শ্রীরাধামাধব প্রাণের ভক্ত জয়দেবের পূজাভোগ পাইয়া আবার সহাস্য-আস্যে সিংহাসনে বিরাজমান হইয়াছেন, এতদিন যে সুন্দর অধর হাসির অমিয় ধারা বর্ষণে বিমুখ ছিল, দেখিলে ঠিক পুতুল বলিয়া মনে হইত, আজ তাহা জাগ্রৎ ভাবে মধুর অধরে বংশী-বাদনরত হইয়াছেন। ভক্ত না হইলে ভক্তাধীনকে জাগাইবার ক্ষমতা কাহার আছে? ভক্ত না জাগাইলে দেবতা যে চিরদিনই অসাড় মৃত, ভক্তই যে তাঁহার জীবন-তারে প্রাণের স্পন্দন সমাহিত করেন। জয়দেব আজ সে মৃত দেহে সঞ্জীবন-মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাই এত হাসি—শ্রীমুখের তাই এত মধুরিমা।

সেবা ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য অতিথি সন্ন্যাসীর এবং দরিদ্রগণের সৎকার করিয়া শ্রীরাধামাধবের পদে আশ্রয় লাভাশায় জয়দেব দেশ ভ্রমণের এত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন। দস্যুহস্তে প্রাণ সংশয় হইবার উপক্রম হইলেও গোস্বামি-প্রবর জয়দেব তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন। বামড়ার রাজা গণপতিরাও প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবাব্রত উদ্‌যাপনের জন্য প্রচুর ধন দান করিয়াছেন। দেবতা অনুকূল হইলে যখন সকল অভাব মোচন হয়,

পরমার্থ করতলগত হইয়া যখন।জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করে, তখন সামান্য অর্থের অভাব পূরণ হইবে—ইহা আর বিচিত্র কি?

পদ্মাবতী প্রতিদিন অন্নপূর্ণার মত রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া বহুলোকের অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছেন, দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত লোক সকলকে আহার করাইতেছেন—বাসস্থান দিতেছেন, আর ভুবন-মঙ্গল হরিনাম শুনাইয়া, গীতগোবিন্দের মধুর পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া তাহাদের কর্ণকুহর পবিত্র করিতে-ছেন; জীবনের অন্ধকারময় পথে হরিনামের আলোকবর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে সুগম করিয়া দিতেছেন। যাহা যথার্থ পরোপকারব্রত, যাহা নিঃস্বার্থ সেবা-ধর্ম্ম জয়দেব ও পদ্মাবতীর দ্বারা কেন্দুবিল্বের শ্রীরাধামাধবাশ্রমে আজ তাহাই অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইষ্ট দেবতার পূজাভোগ ও দরিদ্র সেবায় সাধক-দম্পতী প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, ধর্ম্ম কর্ম্মের ঐকান্তিক অনুষ্ঠানে ইহাই তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিদান, শেষ জীবনে ইহাই তাঁহাদের ভগবদ্দত্ত পুরস্কার।

দান ত অনেকেই করে,দাতা ত জগতে অনেক আছেন, কিন্তু জীবের দুর্গতি-নাশের জন্য যিনি অকাতরে হরিণাম বিতরণ করিয়া ভবপারের পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দেন, এ জগতে তাঁহার তুল্য মহানুভব দাতা কে? বৈষ্ণবকুলপাবন জয়দেব আজ অকাতরে পাপী তাপী সকলকে ডাকিয়া শ্রীরাধামাধবের স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত আশ্রমে আশ্রয় দান করত হরিনাম-সুধারসে অভিষিক্ত করিয়া বলিতেছেন—জীব! কলিকলুষ নাশের এমন মহামন্ত্র আর নাই,হরেনাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" ভাই নির্ভয়ে চলিয়া যাও, প্রাণ ভরিয়া, নয়ন জলে ভাসিয়া এই মুক্তিমূলাধার নাম করিতে করিতে যেখানেই গমন কর, তোমার অবারিত দ্বার—এ নামে তোমায় কেহ আট্‌কাইবে না, বরং সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিবে, স্বয়ং কৃতান্তও কিঙ্কররূপে তোমার গন্তব্য পথের সন্ধান বলিয়া দিবে। ভয় নাই, ভয় নাই, হরিনামে জীব সকল ভয়ে অভয় লাভ করিয়া থাকে।

প্রচুর ধনরত্ন পাইলে সাধারণ মনুষ্যের যেমন একটা গরিমা, একটা উন্মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়, নির্লোভ পদ্মাবতী জয়দেবের প্রাণে তজ্জনিত অহংভাবের লেশমাত্র সঞ্জাত হয় নাই ; অর্থ যে একটা অসার পদার্থ, জীবনের শান্তিময় যজ্ঞে যে ইহার প্রয়োজন নাই, পরমার্থ নষ্ট করিতে যে ইহার ক্ষমতা অসীম, তাহা তাঁহারা জানিতেন, তাই তাহার সদ্ব্যয়ে তাঁহাদের এত ঐকান্তিক চেষ্টা। সাংসারিক অনেক কাজে ইহার দ্বারা উপকার হয় বটে, জাগতিক অনেক কাজে ইহার আবশ্যকতা আছে সত্য, কিন্তু যাঁহারা পারমার্থিক তত্ত্বে বিভোর, বিলাস-বাসনা যাঁহারা অন্তরে স্থান দেন না ; একমুষ্টি ভিক্ষান্ন পাইলে যাঁহারা পরম পরিতুষ্ট, তাঁহাদের নিকট অর্থের আদর কোথায় !

ধর্ম্মকার্য্য আরম্ভ করিবার সময় একটু কষ্ট, তারপর যদি তাহা উপযুক্ত লোকের দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশে অর্থের অভাবে তাহা নষ্ট হয় না, এই ধর্ম্মপাগলা দেশে কে কোথা হইতে যে তাহা বহন করিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠানটীকে পরিচালনক্ষম করিয়া দেয়—তাহা দেবতাই জানেন। আজ জয়দেবের ন্যায় উপযুক্ত ভক্তের হস্তে পড়িয়া শ্রীরাধামাধবাশ্রমের দরিদ্রসেবায় মহোৎসব, তাই অতি সুশৃঙ্খলা হইতে লাগিল। কেন্দুবিল্ববাসী দরিদ্রসেবার পুণ্যধর্ম্মে, জীবনের এই মুখ্য কর্ম্মে, শ্রীমন্নারায়ণের এই অন্নকূট পার্ব্বণে, জয়দেব পদ্মাবতীর নাম চিরমহিমান্বিত করণে উঠিয়া পড়িয়া যোগদান করিল।

পদ্মাবতী প্রতিদিন শিষ্যগণ সহ ভোগ রন্ধন করিয়া দেন, জয়দেব প্রভু ভোগ দান করিয়া যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কেবল ক্ষুধিতের পরিতুষ্টি প্রার্থনা করেন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির রন্ধন কার্য্য একটা মহাযশের কার্য্য ছিল—রাজা মহারাজের স্ত্রীগণও স্বহস্তে পাক করিয়া আত্মীয়-স্বজন ও অতিথি-অভ্যাগতের সন্তোষ সাধন করিতেন। পাণ্ডব-মহিষী দ্রৌপদী রাজার ঘরণী, রাজপুত্রী, রাজ-পুত্রবধূ হইয়াও প্রতিদিন দশ সহস্র অতিথি সৎকার করিতেন। আর আজকাল যদি স্বামীর শতাধিক মুদ্রা আয়ের সমাগম হইল, তাহা হইলেই আমাদের স্ত্রীগণ স্বামী পুত্রের আহার দানে অপারক হইয়া পড়িলেন, দেশ-কাল-পাত্র এমনি

খারাপ হইয়াছে। এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমাদের মা-লক্ষ্মীরা এত বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; ইহা কি জাতীয় অবনতির একটা প্রধান কারণ নহে?

জয়দেব পদ্মাবতী প্রতিদিন সমাগত ভক্তগণের সেবা করিয়া, তাহাদের জীবন যাত্রার চিন্তায় নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়া চিন্তামণির চরণচিন্তায় মন প্রাণ সমর্পণ করিতে, ধর্ম্মকর্ম্মে মতিমান্ করিয়া কর্ম্মজীবনে যোগযুক্ত হইতে উপদেশ প্রদান কেরিতন। মরি মরি! বাঙ্গালায় যখন এমন পাপি-পরিত্রাতা কর্ম্মযোগী গুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল, তখন দেশবাসীর যে কি শুভদিন সমুপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিতেও প্রাণ আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, মনে হয়—আর কি সে সুখের দিন বাঙ্গালায় আসিবে না? ভগবন্! আর কি তুমি তেমনি তেমনি তেমনি ক'রে আমাদের আনন্দের আঙ্গিনায় আনন্দময় ব্রহ্মচারিরূপে, কর্ম্মযোগে অভ্যস্ত করিয়া আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাব ফুটাইয়া তুলিবে না?

প্রতিদিন অজস্র অতিথি সৎকার করিয়া পতিপত্নী উভয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাতর কণ্ঠে আহ্বান করিয়া বলিতেন—যদি কেহ অভুক্ত, ক্ষুধিত, পিপাসিত থাক, শ্রীভগবান্ রাধামাধবের ভোগ এখনও প্রস্তুত আছে, আসিয়া ক্ষুধা পিপাসা মিটাইয়া তাঁহার অনুগত সেবক-দম্পতীকে কৃতার্থ কর। গৃহপালিত গবাদি পশু আসিলেও তাহারা দেবতাবৎ পূজিত ও সংকৃত হইত। জগদ্ধিতকারী গোবিন্দই গো ও ব্রাহ্মণ রূপে চিরদিনই হিন্দুর নিকট পূজিত হইয়া থাকেন, গোমাতা যে তাঁহাদের নিকট বিশিষ্টরূপে সমাদৃতা, প্রপূজিতা। যখন আর কোন অভুক্ত তাঁহাদের আশ্রমে আসিত না, তখন স্ত্রীপুরুষে গাত্রাদি ধৌত করত শ্রীভগবানের সন্ধ্যারতি সমাপন করিয়া জীবন ধারণের জন্য সমস্ত দিনের পর ভোজন করিতেন। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম করিয়াও পতিপত্নীর দেহের লাবণ্য যেন ফুটিয়া উঠিত, ঢল ঢল অঙ্গের জ্যোতিঃ দেখিলে তাহার প্রতি পলকবিহীন নেত্রে চাহিয়া থাকিতে হইত! রাজার রাজভোগে প্রতিপালিত হইয়া অট্টালিকাবাসী হইলেও এ স্বর্গীয় সুষমা-সৌন্দর্য্য লাভ হয় না। প্রাণময়ের

পদে প্রাণ মনঃ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তে তাঁহার চরণচিন্তায় চিত্ত সংযত করিতে পারিলে প্রাণের সহিত দেহের আয়তন প্রসারণ, জ্যোতিঃ বিকিরণ হইয়া অমানুষিক সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিবর্দ্ধন হইয়া থাকে, মন প্রাণ কলুষ-কালিমামুক্ত না হইলে এ পুরস্কারলাভ জীবের ভাগ্যে ঘটে না।



সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণব-প্রীতি।

একদিন সাধু সন্ন্যাসী অতিথি অভ্যাগতের ভোজন সমাধা হইবার পর যথা-রীতি গ্রাম প্রদক্ষিণ করত সন্ধ্যার পর জয়দেব ভোজনে বসিয়াছেন, পদ্মাবতী প্রাণের দেবতাকে এটা খাও, সেটা খাও বলিয়া ভোজন করাইতেছেন। এমন সময় বহিঃপ্রাঙ্গণে লোকের কলরব শ্রুত হইল, দূরদেশ হইতে অভুক্তগণ আসিয়াছেন —মনে করিয়া জয়দেব ভোজনে বিরত হইলেন, আচমন করত বাহিরে আসিয়া দেখিলেন—কতকগুলি যমদূতাকৃতি মনুষ্য মন্দির চত্বরে হানা দিয়া বসিয়াছে। তাহারা জয়দেবকে দেখিবামাত্র অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল—বল্ বেটা, তোর ধনরত্ন কোথায় আছে? প্রভু বলিলেন আমার ধনরত্ন কিছুই নাই! আমি সন্ন্যাসী ভিখারী! দস্যুগণ বলিল—তবে এত টাকা প্রত্যহ খরচ করিতে কোথায় পাস্!

প্রভু জয়দেব বুঝিলেন—ধনবাদে আমার গৃহে ডাকাত পড়িয়াছে। তিনি অনুনয় বিনয় করিয়া দরিদ্রতা জানাইতে লাগিলেন, বস্তুতঃ জয়দেবের সঞ্চিত ধন কিছুই ছিল না, যত্র আয় তত্র ব্যয়—প্রতিদিন যাহা পাইতেন, তাহার এক কপ-র্দ্দকও না রাখিয়া সমস্ত ব্যয় করিতেন। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সঞ্চয় শাস্ত্রবিরুদ্ধ, আজ ভগবানের কৃপায় যাহা হইল, কল্য আবার যাহা দিবেন, যেরূপ কৃপা করিবেন—তাহাই হইবে, অতএব সঞ্চয়ের আবশ্যকতা কি? বিশ্বাসবান্ ভক্ত কখনও সঞ্চয়ের ধার ধারে না। দস্যুগণ তাহা বুঝিল না, এত অনুনয় বিনয়েও তাহাদের পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইল না, তাহারা অনবরত প্রভুকে নির্য্যাতন করিতে লাগিল দেখিয়া পতিপরায়ণা পদ্মাবতী তাহাদের পদে ধরিয়া বলিলেন—তোমরা কেন প্রভুকে বৃথা প্রহার করিতেছ, আমরা অর্থ কখনও সঞ্চয় করি না, উহাতে আমাদের প্রয়োজনও

নাই, তবে দরিদ্রসেবার জন্য যাহা খরচ করি, তাহা প্রভুর শিষ্যগণ প্রদান করিয়া থাকেন, আমরা এক কপদ্দকও উহা হইতে রক্ষা করিয়া দত্তাপহারী হই না। অর্থ জীবনের সার বস্তু বলিয়া আমরা মনে করি না। আমাদের সকল রত্নের সার রত্ন, আমাদের অমূল্য সম্পদ ঐ দেখ চিরসঞ্চিত হইয়া মন্দির মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। যে ধনলাভ করিলে জীবনে আর কখনও অপ্রতুলতা বোধ থাকে না, ঐ দেখ আমাদের সেই আরাধ্য ধন সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, যখন যাহা আবশ্যক হয়, ঐ কল্পতরুর নিকট প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পাওয়া যায়, তবে আর কিসের জন্য সঞ্চয়, আমাদের ধনরত্ন রক্ষা করিবার বাক্স সিন্দুক পর্য্যন্ত নাই, তবে তোমরা কেন প্রভুর নবনীত-কোমল দেহে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতেছ? ছাড়িয়া দাও, সোণার দেহ প্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া পাপপঙ্কে লিপ্ত হইও না।

দস্যুগণ পদ্মাবতীর বাক্যে মন্দির মধ্যে চাহিয়া দেখিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু মন্দিরে আলোক দান করা হয় নাই। তথাপি মন্দির আপনাআপনি স্নিগ্ধ আলোকপূর্ণ হইয়াছে, কি এক স্বর্গীয় প্রভায় আলোকোজ্জ্বল হইয়া মন্দির হাস্যময়রূপে অপূর্ব্ব প্রভাজাল বিস্তার করিয়াছে। মনুষ্যপ্রদত্ত দীপালোক এমন স্নিগ্ধমধুর আলোক দানে কাহারও প্রাণে পুলক প্রদান করিতে পারে না! পুণ্য প্রতিমা দেবদেবীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিই এই অভিনব আলোকের সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীরাধামাধবের বিগ্রহ-দেহ হইতেই এই পুলকজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইতেছে। বিগ্রহমূর্ত্তি মহামূল্য রত্নালঙ্কারে মণ্ডিত, মন্দিরটীও পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত, প্রাণ-মাতোয়ারা সৌগন্ধে আকুলিত, দেখিলে প্রাণ-মন মুগ্ধ হইয়া সত্যসত্যই ভক্তিভাবে বিভোর হইতে হয়।

এত দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াও সেই দুর্ব্বৃত্ত রক্তাম্বর-পরিধায়ী দস্যুগণ জয়দেবকে টানাটানি করিয়া বলিল— বল্ তোর কোথায় কি আছে, নতুবা এখনি তোর প্রাণ হনন করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিব। জয়দেব ঘোরতর বিপদে পড়িয়া বিপদবারণ মধুসূদনকে মনে মনে বলিলেন—আজ আবার হঠাৎ এ কি খেলা খেলিতেছ প্রভু! তোমার কি দয়ার অন্ত নাই, দীনভক্তকে পদে পদে

পরীক্ষা করিয়া কি নিজের মহিমা বিস্তার করিয়া লইবে? এ বিপদে আবার কিরূপ মায়া বিস্তার করিবে—তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না! প্রকাশ্যে বলিলেন—বাবা! আমিত তোমাদিগকে সমস্তই ছাড়িয়া দিয়াছি, কোথায় কি ধন সঞ্চিত আছে—দেখিয়া লও, আমি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, দীন-ভিখারী, সঞ্চয় আমার কোন জন্মে নাই, আমার সর্ব্বস্ব ধন ঐ রাঙাচরণ; তোমরা মারিতে হয়, কাটিতে হয়, যাহা ইচ্ছা হয়—কর, আমার ধনরত্ন কিছুই নাই। সত্য বল্‌ছিস্—ঠিক বল্‌ছিস্ বলিয়া দস্যুপতি ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

"জয়দেব কখনও মিথ্যা কথা উচ্চারণ করে না" বলিয়া ভক্ত-প্রবর জয়দেব ইষ্ট-দেবতা রাধামাধবের প্রতি চাহিয়া অবিরল ধারে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। স্বামীর আহারের ব্যাঘাত হইল, সমস্ত দিন অনাহারে গেল, তাহার উপর প্রহার খাইতে হইল দেখিয়া, পদ্মাবতী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার লোকজন সমাগত হইল, তাহারা সংখ্যায় এত বেশী যে দস্যুদলকে এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিতে পারিত, কিন্তু প্রভু বলিলেন—বৎসগণ! স্থির হও, অযথা রক্তপাতে বসুমতীকে অপবিত্র করিও না, উহারা যাহা করিতে আসিয়াছে, তাহা সম্পাদন করিতে দাও। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সকলেই প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এইবার প্রহার করিতে উদ্যত হইলেই তাহারা আক্রমণ করিবে, ইহাতে প্রাণ যাক, আর থাক! কিন্তু সন্ন্যাস-বেশধারী দস্যুদল আর কোন অত্যাচার না করিয়া মন্দিরে মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া কি জানি কি ভাববিভোর হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, সে সজীব মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া তাহারা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। বিগ্রহের সেই তীব্র কটাক্ষ, সেই প্রোজ্জ্বল নয়ন হইতে রোষবহ্নি বহির্গত হইয়া যেন তাহাদিগকে দগ্ধ করিবার জন্য প্রলয়াগ্নির সৃষ্টি করিতেছে দেখিয়া দস্যুগণ ভীতচকিত ভাবে জয়দেবকে মৃদুস্বরে বলিল—প্রভু! আমাদের অপরাধ নাই, শুনিয়াছিলাম তুমি প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়া যক্ষের মত রক্ষা করিতেছ, তাই দেশের এ দুঃসময়ে উহা গ্রহণ করিতে আসিয়াছিলাম—আমরা প্রকৃত দস্যু নহি।

জয়দেব বলিলেন—যাহারা এ মিথ্যা প্রবাদ প্রচার করিয়াছে, তাহারা দেশের শত্রু, ধর্ম্মকর্ম্মের ঘোর প্রতিহন্তা, প্রভুর চরণই আমার অমূল্য ধন, উহা ব্যতীত আমার এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় নাই; যদি তোমাদের এতই অভাব হইয়াছে, দেশের জন্য প্রাণ কাঁদিয়াছে, তাহা হইলে ঐ পদে পড়িয়া প্রার্থনা কর, দেশের দৈন্য, নিজের দৈন্য, সকল দৈন্যের হাত হইতে মুক্ত হইয়া জীবন ধন্য করিবে, আর এমন করিয়া দেশমাতৃকার সেবায় পাপ সংগ্রহ করিতে হইবে না।

দস্যুপতি সম্মোহিত হইয়া ভাবমুগ্ধচিত্তে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল—প্রকাণ্ড মন্দির, অতি সুশোভনরূপে সজ্জিত, সে সাজসজ্জায় রাজার অট্টালিকাও সজ্জিত হইতে পারে না, রাধামাধব বিগ্রহের শোভাসম্পদ, বিষয়-বৈভব এত বেশী, ভিখারী বৈষ্ণব জয়দেবের সাধ্য নাই যে এ সকল অমূল্য ধনরত্নে দেবতা ও দেব-মন্দির সজ্জিত করিতে পারে, এ দৈবানুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মন্দির মধ্যে কি এক স্বর্গীয় সুরভি-গন্ধামোদিত—যাহা নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করিলে প্রাণ মাতোয়ারা হইয়া যায়, হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি যাবতীয় দুষ্প্রবৃত্তি নাশ হইয়া প্রাণ এক অপার্থিব ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া পাষণ্ডকেও ভক্তিভাবে ভাবিত করিয়া দেয়! মরি মরি! জয়দেব কি অপূর্ব্ব ধনে ধনবান্, কি অপার্থিব ধনসম্পদের গৌরবে গরীয়ান্, তাঁহার প্রতি ভগবানের কৃপা কি অসীম; লোকের কথায় লোভপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার ভবনে ধনাপহরণ করিতে আসিয়া কি দুষ্কার্য্যই করিয়াছি। দস্যুদলপতি ভাবমগ্নচিত্তে জয়দেবের বন্ধন মোচন করিয়া রোদন-রুদ্ধ-কাতর কণ্ঠে বলিল—জয়দেব! আমি প্রভু ভৈরবানন্দের প্রধান শিষ্য—নাম শাক্তানন্দ, আর ইনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামানন্দ, আমাদের গুরুদেব আপনার মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া পুরুষোত্তমে জগন্নাথের পদে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, মায়ের ছেলে আজ পিতার ক্রোড়ে উঠিয়া আনন্দ-ধামে আনন্দকেলি করিতেছেন। দেশের রাজা লক্ষ্মণ সেনও বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতেছেন, দেশ অরাজক হইতে বসিয়াছে, চারিদিকে

শত্রু মাথা তুলিতেছে, এ সময় দেশের জন্য আমরা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি, তাই অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশের লুপ্তপ্রায় গৌরব-গরিমা রক্ষার্থে প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছি। এখন আপনার উপদেশে বুঝিলাম—শুধু অর্থবলে এ বিপদে কোন কাজ হইবে না, দৈববল প্রধান বল। প্রভু! ক্ষমা করুন, আজ আমরা না বুঝিয়া আপনার মত মহাপুরুষকে নির্য্যাতিত করিয়াছি। তার পর পদ্মাবতীর চরণতলে পতিত হইয়া তাহারা বলিল—মা! সন্তান দুষ্কর্ম্ম করিলে জননীর নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা পায়; আমরা অপরাধী, মহাপাপী, পাষণ্ড, আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন।

জয়দেব দস্যুপতির পরিচয় পাইয়া এবং তাহারা শাক্তচূড়ামণি ভৈরবানন্দের শিষ্য শুনিয়া বলিলেন—আপনারা করেন কি, বয়োজ্যেষ্ঠ ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়া, এরূপ ছদ্মবেশে আমাদের ভবনে আসিয়া, এরূপভাবে আমাদের অকল্যাণ সাধন করিতেছেন কেন?° অতিথি যেরূপেই আসুন, আমাদের পূজ্য; বিশেষতঃ, যে মহাত্মার শিষ্য আপনারা, তিনি আমার গুরুস্থানীয়, অতএব এরূপ অনুনয় বিনয় করিয়া আমাদিগকে পতিত করিবেন না; যাহা হইয়াছে, সমস্তই দেবতার খেলা, এই বলিয়া সদয়-হৃদয় জয়দেব শাক্তানন্দ ও শ্যামানন্দকে আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। সে পবিত্র স্পর্শে তাঁহারা যেন আরও সম্মোহিত হইয়া পড়িলেন, কি এক স্বর্গীয় স্পর্শসুখ তাঁহাদের দেহ কণ্টকিত, রোমাঞ্চিত, ঘন ঘন স্পন্দিত হইতে লাগিল; শাক্তের ভাবভক্তি। বিষ্ণুভক্তিস্রোতে মিশিয়া সুমিষ্ট ভাবস্রোতের সৃষ্টি করত হৃদয় দ্রবীভূত করিয়া তুলিল, কঠিনে কোমলতা আশ্রয় করিল, শাক্তানন্দ প্রেমভাবে বিগলিত হইয়া বলিলেন—আপনারা যথার্থই ধনবান্ হইয়াছেন—যে ধন পৃথিবীর কোনও রাজার ভাণ্ডারে নাই, সেই অপার্থিব স্বর্গীয় সম্পদে আপনাদের হৃদয়-ভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে, আপনারা রাজার রাজা, সম্রাটেরও সম্রাট। হে পিতঃ, হে মাতঃ! এই অকিঞ্চন দাসানুদাস ভক্তকে সেই ধনের কণিকামাত্র প্রদান করুন, আমরা ধন্য হইয়া যাই, ঐহিক পারত্রিক সকল অভাব হইতে মুক্ত হইয়া নিষ্কাম ভাবে চির-নির্ব্বাণ লাভের পথে অগ্রসর হইয়া জীবন সার্থক করি।

জয়দেব গলিয়া গিয়াছেন, পদ্মাবতী বাৎসল্যভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন, কি বলিয়া তাহাদের সান্ত্বনা করিবেন, সেরূপ ভাবের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। ভক্তপ্রাণ এত নমনশীল, এত কোমল যে প্রহার-যাতনায় জর্জ্জরিত হইয়াও রাগের লেশমাত্র তাঁহার নাই। ক্ষমাময় হইয়া জয়দেব বলিলেন—দেখুন! আপনারা বয়সে প্রবীণ, আমরা আপনাদিগকে কি জ্ঞান শিক্ষা দিব, শ্রেষ্ঠ সাধকের শিষ্য ভক্তিতত্ত্ব আপনাদের ত কিছুই অবিদিত নাই!

শাক্তানন্দ বলিলেন—প্রভু! শাস্ত্রে আছে, যিনি জ্ঞানে প্রবীণ, তিনিই যথার্থ প্রবীণ, সকলকেই জ্ঞান শিক্ষা দিবার অধিকার তাঁহার আছে; আর আপনি যখন আমাদের পূজনীয় গুরুদেবের সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়াছেন, তখন ত আপনি গুরুর গুরু, আমাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ না করিবেন কেন? রাজ্য ছারখারে যাইতে বসিয়াছে, নবদ্বীপাধিপতি পার্থিব সুখ-সম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিরাগী সাজিয়াছেন, এই জন্য ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, বক্তিয়ার খিলিজী রাজ্য আক্রমণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বাধা দিয়া দেশে হিন্দু রাজ্য সমভাবে রক্ষা করিবার জন্য দল বাঁধিতেছিলাম, অর্থসংগ্রহ করিতেছিলাম, সহজে অর্থ সংগৃহীত না হইলে অন্ধকার মত দস্যুতা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম, যদি কোন কৌশলে হিন্দুরাজ্য সংরক্ষিত করিতে পারি। এখন বুঝিলাম—অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া দেশের কাজ করা যায় না, কেবল শারীরিক বল দেশরক্ষার সহায়ক হইতে পারে না, ধর্ম্মবল সঞ্চয় করিয়া দৈববলে বলবান্ হইতে না পারিলে দেশরক্ষা অসম্ভব; ধর্ম্মই বল—অর্থ বল নহে। আসুরিক বল সঞ্চয় না করিয়া পারমার্থিক বল সঞ্চয় করিলে শত্রুর আক্রমণ সহজে ব্যর্থ করা যায়। প্রভু! দেশের অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক প্রাণ অস্থির হইয়াছে, হিন্দুরাজ্য যদি লয় হয়, তাহা হইলে হিন্দু নাম লইয়া ফল কি? অসীম শক্তিশালী আপনি, দৈববল আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্ত, আমাদিগকে সেই বলের কণিকামাত্র প্রদান করুন—যাহার বলে আমরা প্রবল পরাক্রান্ত যবনবাহিনীর গতিরোধ করিতে পারি; রাজা লক্ষ্মণ সেনের আশা এখন দুরাশামাত্র!

শাক্তানন্দের আবেগপূর্ণ বাক্যে জয়দেবের হৃদয় বিচলিত হইল—কিন্তু উপায় কি? তিনি বলিলেন—অন্যে বুঝুক আর নাই বুঝুক, রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং ইহাদের উচ্ছেদ সমস্তই দৈবাধীন। ভগবানের ইচ্ছা কি, তাহা তিনিই জানেন, তবে হিন্দু রাজ্য যেরূপ টলমল করিতেছে, চারিদিকে শত্রুপক্ষ যেরূপ হানা দিয়া বসিয়া আছে, তাহাতে লক্ষ্মণ সেনের পর হইতেই হিন্দু রাজ্যের উচ্ছেদ হইবে, ইচ্ছাময়ের বোধ হয় ইহাই ইচ্ছা; তিনি রাখিলে কাহারও উচ্ছেদের ক্ষমতা নাই, তিনি উচ্ছেদ করিলে কাহারও রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই; আমরা রক্ষ্য, তিনি রক্ষাকর্ত্তা; নিয়ন্তা তিনি, আমরা কেবল নিমিত্ত মাত্র; তিনি চালক, আমরা চালিত; তিনি ী আমরা যন্ত্র—যেমন চালাইবেন, তেমনি চলিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিবার ক্ষমতা জগজ্জীবের নাই। বোধ হয় হিন্দু রাজত্বের আর শ্রেয়ঃ নাই; সাধকের সাধনলব্ধ শ্রীমুখের বাণী শুনিয়া শাক্তানন্দ স্তব্ধ হইল, করযোড়ে বলিল—তবে কি কোনও উপায় হইবে না?

"উপায় প্রভুর পায়" বলিয়া জয়দেব বলিতে লাগিলেন—কুরুক্ষেত্র সমরে ভগবান্ অর্জ্জুনের রথরশ্মি ধরিয়া যেমন সারথ্য করিয়াছিলেন, সকল বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়া যেমন পাণ্ডবগণের পরিচালনা করিয়াছিলেন, সে সমর-সাগর পার করিতে যেমন তিনি সকলকে কৃপা-সাহায্য প্রদান করিয়া ধর্ম্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভগবান্ সাহায্য না করিলে দেশ কি মানুষিক সাহায্যে রক্ষিত হইতে পারে? যেখানে রাজ্য রক্ষা হয় বা হস্তচ্যুত হয়, সেখানে দৈবের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা আছেই, এ মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য; আমরা সাধন-শক্তিহীন, তাই মনে করি, এ সমস্ত বুঝি মানুষে করিল। কিন্তু রাজশক্তিপ্রদান করা, আপনার প্রতিনিধিরূপে শাসনদণ্ড হাতে দেওয়া কি রাজার রাজা না হইলে দিতে পারে? এ মনুষ্য-শক্তির অতীত কোনও একটা অমানুষিক শক্তির কার্য্য; যাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে, সেই জাতিই ইহার অধিকার লাভ করিয়া সকল জাতিকে পরাজিত করিবে, তোমার আমার চেষ্টায় কি হইবে ভাই শাক্তানন্দ শ্যামানন্দ? হিন্দুর যাবতীয় কার্য্যের পরিণতিই

ত্যাগধর্ম্ম, ভোগে আসক্ত হইয়া শেষে ত্যাগে প্রাণাহুতি দেওয়াই হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মকর্ম্মের মূলমন্ত্র। প্রাণপণে ধর্ম্মের প্রতি চাহিয়া, প্রবৃত্তিতে আসক্ত হইয়া, ভোগ-পরায়ণ হইয়া শেষে নিবৃত্তিমার্গে আরোহণ করত মোক্ষের পথে প্রয়াণই হিন্দুর যাবতীয় কার্য্যের লক্ষ্য। রাজা লক্ষ্মণ সেন পরম ধার্ম্মিক, ত্যাগের জন্যই এতদিন ভোগে আসক্ত হইয়াছিলেন, আদর্শ-রাজরূপে প্রজাপালন করিয়া এই-বার নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করত রাজরাজেশ্বরের দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহার মন মত্তবারণের মত ছুটিয়াছে, সংসারের কোনও মায়া মমতার আর ক্ষমতা নাই যে তাহাকে বারণ করিয়া রাখে।

শাক্তানন্দ হতাশ হইলেন, পরম ভাগবত জয়দেবের মুখে দেশের ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়া বলিলেন—আপনার মত ভক্তের অখণ্ডনীয় বচনাবলী শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম—দেশরক্ষার আর কোনও উপায় নাই, হিন্দু স্বাধীনতা লোপ করাই হইতেছে এখন দৈবের ইচ্ছা, তবে আর বৃথা চেষ্টায় ফল কি? মা ব্রহ্মময়ী! তোর সাধের বাঙ্গালা তবে সত্যসত্যই শ্মশানে পরিণত হইল, সত্যসত্যই তুই শ্মশানকালীরূপে সেই শ্মশানে লোলরসনা বাহির করিয়া তোর সন্তানগণের উষ্ণ শোণিত পান করত তাণ্ডব নৃত্য করিবি? সে দিন পূজার সময় তোর ঘোরতর কটাক্ষ দেখিয়া, আমার সাধের পুষ্পাঞ্জলি তোর রাঙা পায়ে স্থান পাইল না দেখিয়া বুঝিলাম, দেশের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত হইতে আর বিলম্ব নাই। মনে হইল—দেশ বৈষ্ণব হইয়া, বিষ্ণুশক্তি-সমন্বিত হইয়া বোধ হয় স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া যাইতেছে, তাই পরম বৈষ্ণব জয়দেবকে নির্য্যাতন করিলাম হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া কত পীড়ন করিলাম, কিন্তু সাধকের ধৈর্য্যগুণ দেখিয়া বুঝিলাম, মহৎ হইতে হইলে ধরার মত সহিষ্ণু হইতে হয়, নতুবা পার্থসারথিকে দেহ রাজ্যের রিপুসংগ্রামে সারথি-রূপে পাওয়া যায় না। বৃথায় তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া, সাধ্বী পরমা প্রকৃতি পদ্মাবতীর সম্মুখে তাঁহার দেবকল্প স্বামীকে পীড়ন করিয়া কেবল পাপের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলাম, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে কতদিনে শেষ হইবে, তাহা কে জানে? ব্রাহ্মণের ক্ষমাই মহত্ত্ব, এই মহৎ গুণে ব্রাহ্মণ দেবতারও শ্রেষ্ঠ, তাই জয়দেব

আমাদের প্রতি তিলমাত্র রুষ্ট না হইয়া সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়াছেন—ইহাই যথার্থ দেব-চরিত্র।

তারপর সজল নয়নে তাঁহাদের ইষ্টদেবী তারা মাকে উদ্দেশ করিয়া এবং মন্দিরস্থিত বিগ্রহমুর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া শাক্তানন্দ করযোড়ে বলিলেন—মা ইচ্ছাময়ী, প্রভু দীনবন্ধু! দেশকে যখন পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে তোমরা ইচ্ছুক, ভগবদ্ভক্ত সাধকমুখে যখন তাহা ব্যক্ত হইল, তখন ত্রিজগতে কাহার সাধ্য যে, তাহার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখে? তবে তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, আমরা লোকালয় ত্যাগ করিয়া গিরিগুহা আশ্রয় করি। ভাই জয়দেব, দেবী পদ্মাবতী! ক্ষমা কর, আমাদের সকল দোষ মার্জ্জনা কর, তোমরাই ধন্য জগদ্-বরেণ্য, ধরার মত সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া, নিঃস্বার্থভাবে জগতের হিতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া জগতের নাথ শ্রীহরিকে এমন অচ্ছেদ্য ভক্তিডোরে বাঁধিয়াছ, আমরা তোমাদের মত ধার্ম্মিক হইতে পারি নাই, তাই কিছুদিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তোমাদের উপদেশানুসারে কার্য্য করিবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। অনন্তর মহামায়ার বঙ্গবিখ্যাত ভক্তদ্বয় রজনীর অন্ধকারে রুদ্ধশ্বাসে কোথায় পলায়ন করিল কেহ, দেখিতে পাইল না।

ভৈরবানন্দের পর তদীয় শিষ্য শাক্তানন্দ ও শ্যামানন্দ খুব বিখ্যাত হইয়া দেশমাতৃকার পূজায় ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন—শক্তির সাধনা বিনা এ ভারত জাগিবে না; কিন্তু শিবশক্তি, বিষ্ণুশক্তি যে এক, এই ভেদজ্ঞান-বিরহিত না হইয়াই এত সাধন ভজনেও তাঁহারা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না, তাঁহাদের সকল সাধনাই বিফল হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কীর্ত্তনানন্দ।

যাঁহাকে সকলে দেখিতে চায়, যাঁহার সঙ্গলাভে সকলেই কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করে, তিনি যে ভগবানের জানিত মহাপুরুষ, ভগবানের দয়া যে তাঁহার প্রতি সমধিক, তাহা কে অস্বীকার করিবে? গোস্বামীপাদ প্রভু জয়দেব এতদিন গৃহে ছিলেন না, তজ্জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত, তাঁহার দর্শনাশায় সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, তাঁহার প্রাণ জুড়ান মধুর সংকীর্ত্তন না শুনিয়া সকলেই বিমর্ষ চিত্তে কালযাপন করিতেছিল। মহারাজ লক্ষ্মণসেনও বহুদিন গুরুদেবের দর্শন না পাইয়া জীবন্মৃতবৎ কালযাপন করিতেছিলেন, সাধনক্ষেত্রে দিশাহারা হইয়া নিস্ফল ভ্রমণ করিতেছিলেন। আজ জয়দেব সুস্থ শরীরে স্বদেশে ফিরিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ সস্ত্রীক প্রভুর দর্শন লাভের জন্য শিবিকা প্রেরণ করিয়াছেন।

গুরুদর্শন হিন্দুর পক্ষে মহাপুণ্যের ফল, প্রাতঃকালে শ্রীগুরুর অভয়পদ দর্শন করিলে সকল তীর্থের ফল লাভ হয়, দিন সুপ্রভাত হইয়া সুমঙ্গলে অতিবাহিত হইয়া থাকে—ইহাই ধার্ম্মিক হিন্দুর আন্তরিক ধারণা; তাই গুরুদেবের দর্শন জন্য ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজের এত কাতর প্রার্থনা, এত সানুনয় বিনীত কামনা।

ভক্তের কাতর প্রার্থনা দেবতার নিকট উপেক্ষিত হইতে পারে না। জয়দেব ও পদ্মাবতী রাজা ও রাণীর কাতর আহ্বান শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। শিষ্য দীনবন্ধুকে ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবের পূজার ভার অর্পণ করিয়া কয়েকজন বিশিষ্ট সাধুচিত্ত গ্রামবাসীকে অতিথিসেবার ভার অর্পণ করত প্রভুপাদ জয়দেব পত্নীসহ নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। রাজা ও রাণী পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পুরুষোত্তম যাত্রা করিবেন, সংসারের কর্ম্ম-কোলাহল আর তাঁহাদিগকে ভাল লাগিতেছে না; এই মর্ত্ত-প্রবাসে চিত্ত আর স্থিরতা লাভ করিতে

পারিতেছে না, বাড়ী পানে এখন মন ছুটিয়াছে, মায়ের কোলে উঠিয়া আনন্দ-কেলি করিবার জন্য মাতৃপ্রাণ পুত্রের অন্তরে সাড়া পড়িয়াছে, তাই শ্রীগুরুদেবের সহ একত্র পুরুষোত্তম যাত্রা করিতে বড়ই ইচ্ছা। পুরীর রাজা আনন্দদেবও সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন—জয়দেব ও তদীয় পত্নী পদ্মাবতীকে লইয়া তথায় গমন করিতে. তিনিও নাকি একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছেন, জয়দেবের সহিত তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই এত আগ্রহ—এত আন্তরিকতা।

যথাসময়ে প্রভুপাদ জয়দেব সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাণী পরমারাধ্য শ্রীগুরু ও আরাধ্যতমা গুরুপত্নীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া বহুদিনের তৃষিত প্রাণ সুশীতল করিলেন। তখন জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রসার প্রতিপত্তি বৈষ্ণব সমাজে প্রবল হইয়াছে ; সে সঙ্গীতে অনুরাগ-ভক্তি যারপরনাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে. সকল কীর্ত্তনীয়াই সংকীর্ত্তন প্রসঙ্গে প্রভুপাদ জয়দেব গোস্বামী বিরচিত "গীতগোবিন্দের" ভাব সঙ্গীতের অভিনয় করত ভক্তপ্রাণে অমিয় সুধা সেচন করিতেছে ; প্রাণের তারে একটা সঞ্জীবনী শক্তিপ্রদান করিয়া তাহাকে অসীম ভক্তি-উৎসাহ দানে তন্ময় করিয়া দিতেছে। যেখানেই ভক্তগণ গোস্বামীপাদ প্রভু জয়দেবের শুভাগমন হইবে শুনিতেছে, ভক্তের দল সেইখানে সম্মিলিত হইয়া খোল করতাল সহ অভিনব "গীতগোবিন্দের" সঙ্গীত আলাপনে রচয়িতার প্রাণে আনন্দ-উৎসাহ দান করত শ্রোতৃগণের চিত্তচকোরকে সুধা বিতরণ করিয়া ধন্য করিতেছে। বঙ্গদেশে এমন কীর্ত্তন সম্প্রদায় নাই, যাহাতে এই রসনা-তৃপ্তিকর, শ্রবণ-সুখকর, ভক্তিপ্রেম-প্রবর্দ্ধক অমিয়-মধুর সঙ্গীতের অনুপম তান লয়ে সভা সঞ্জীবিত না হইতেছে। বাঙ্গালার বাহিরে ভারতের নানা স্থানে ইহার আদর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, পুরুষোত্তমেও বহু প্রেমিক ভক্ত দেবদর্শনে যাইয়া ইহার সঙ্গীত করত বৈষ্ণবগণের ভাব-কূপ উথলিত করিয়া দিতেছে।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন সাধকাগ্রগণ্য জয়দেবকে সস্ত্রীক নবদ্বীপে আনয়ন করিয়াছেন শুনিয়া বৈষ্ণব সমাজে একটা আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল, সকলেই

সেই পুরুষ-পুঙ্গবকে দেখিবার জন্য লুব্ধচিত্তে রাজবাটীতে সমবেত হইল, দেশ বৈষ্ণব ধর্ম্মে গলিয়া গেল। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তচূড়ামণি জয়দেব গোস্বামীর পদে প্রণিপাত করিয়া, তাঁহার পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া মনে মনে দেবদর্শন ও স্পর্শনের সৌভাগ্য উপলব্ধি করত কৃতার্থ হইতে লাগিল। ভক্তকবি জয়দেব সকলকে কলির একমাত্র সম্বল নাম সংকীর্ত্তনে প্রাণ ঢালিয়া দিতে উপদেশ প্রদান করিলেন। নামের মধ্যেই নামীর দর্শন পাইবে। কর কর জীব! প্রেমানন্দে শ্রীহরির নাম গান করিয়া আনন্দনীরে বুক ভাসাইয়া দাও, এযুগে কৃচ্ছ্রসাধ্য অন্য সাধনার আবশ্যকতা নাই।

অশীতিপর বৃদ্ধ মহারাজ লক্ষ্মণসেন আজীবন শক্তির পদে প্রাণাহুতি দিয়া অস্থি-মজ্জা শক্তি-ভক্তিতে ভাসাইয়া জীবন-সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ জয়দেবকে গুরুপদে বরণ করত সমস্ত ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, ভোগের পর ত্যাগ ধর্ম্মের শৈলশিখরে সমারূঢ় হইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়াছেন, পরম বৈষ্ণবী মহামায়াকে আয়ত্ত করিয়া বিষ্ণুপদে আশ্রয় লইয়াছেন। যে ভক্ত হৃদে কালী, বাহিরে শিব, আর বদনে শ্রীহরি বলিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ভবার্ণবে জীবন-ভেলা ভাসাইয়া দিতে পারে, সে ত ডঙ্কা মারিয়া ভবজলধি উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে—তাহাকে রোধ করিবার সাধ্য কাহার? শক্তি-সাধনায় ভক্তি-প্রীতির উৎপত্তি হইয়া বৈষ্ণবে তাহার পরিণতি হওয়াই ত সাধনার চরম লক্ষ্য; রাজা লক্ষ্মণসেন আজ সেই সৌভাগ্যে ভাগ্যবান্, তাই জীবন-সন্ধ্যায় জয়দেবের মত অবতারকল্প মহাপুরুষের দর্শন লাভে ধন্য হইয়াছেন।

অশেষ গুণমণ্ডিত রাজা লক্ষ্মণসেন হিন্দুর শেষ নরপতি; পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়া অশেষ যশোমণ্ডিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মত সুবিচারক এবং বদান্যবর রাজা বাঙ্গালার শেষ সিংহাসনে আর কেহ উপবেশন করেন নাই—প্রাতঃস্মরণীয় বল্লাল সেনের উপযুক্ত পুত্ররূপে তিনি গৌড়ের সিংহাসন অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পৈতৃক রাজ্য গৌড়, নদীয়া ও বিক্রমপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও তিনি পবিত্র নবদ্বীপ ধামেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন;

বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভার ন্যায় তাঁহার রাজসভাও গোবর্দ্ধন, শরণ, উমাপতি, ধোয়ী, শ্রীমদ্ জয়দেব কর্ত্তৃক পরিশোভিত ছিল। এই পঞ্চজন মহাকবি কাব্যপ্রিয় মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতরূপে তাঁহার রাজ্যের শ্রীসম্পদ বর্দ্ধন করত ধর্ম্মময় জীবনে কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত করিতেন। তাঁহার মণিময় কারুকার্য্যখচিত রাজসভায় নানাবিধ প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ লইয়া মলয়-মারুত সতত প্রবাহিত থাকিত। অসীম চুয়া চন্দনের সৌগন্ধে মাতোয়ারা হইয়া নব যুবতীগণের মৃণাল-বাহু নৃপতি শিরে রাজচ্ছত্র সম্প্রসারিত করিত, কামকামিনীর কমনীয় কান্তিবিশিষ্টা সুন্দরী যুবতীগণ মহারাজের ক্লান্তিদুরীকরণার্থ চামর ব্যজন করিত, তোরণে মঙ্গলঘট পুষ্প-পল্লব-মালায় সুশোভিত হইয়া রাজবাটীর মঙ্গল সূচনা করিত, গৃহমধ্যে নয়ন-মনোহর বহুমূল্য গালিচার আসন এবং উৰ্দ্ধদেশে স্বর্ণঝালরে ঝলমলায়মান চন্দ্রাতপ গৃহের শোভাবর্দ্ধন করিত—এখনকার মত টেবিল চেয়ারে গৃহের এবং সভামণ্ডপের শোভা সংরক্ষিত হইত না। মহারাজ লক্ষ্মণসেন এইরূপ ভোগে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া ত্যাগধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—এইরূপ ভোগের পর ত্যাগ আসিলে কি আর তাহাতে পতন হই-বার সম্ভাবনা থাকে? নতুবা ভোগ হইল না—ত্যাগে অভ্যস্ত হইলাম, সে ত্যাগ কয়দিনের জন্য, সে বৈরাগ্য সামান্য বৈরাগ্য ভিন্ন আর কি বলা যাইবে?

জয়দেব রাজার অনুরোধে এই প্রথম সস্ত্রীক রাজবাটীতে পদার্পণ করিলে সকলে সেই অপূর্ব্ব প্রভাজালমণ্ডিত সাধক-পত্নীকে অবলোকন করিয়া দেবীভ্রমে চরণে প্রণত হইয়া কৃতার্থ হইল। এখনকার মত তখন স্ত্রীলোকের অবগুণ্ঠন প্রথা প্রচলিত ছিল না, সকলেই পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ প্রণাম করিত, ভক্তি প্রীতির চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। আজ রাজসভায় রমণীকণ্ঠে সঙ্গীত আলাপ হইবে, সংকীর্ত্তনানন্দে সমাগত ভক্ত-প্রাণ মোহিত করিবার জন্য রাজা লক্ষ্মণসেন কয়েকটী কোকিলকণ্ঠী গায়িকাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মহারাণীর অনুরোধে দেবী পদ্মাবতীও সে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, অপূর্ব্ব শোভা-

সম্পদশালিনী পদ্মাবতী স্বামীর অনুমতিক্রমে রাজসভায় পদার্পণ করিলে সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিল। এ সভার কর্ত্রী নবদ্বীপ রাজলক্ষ্মী মহারাণী ভুবনেশ্বরী, আর ভিন্ন সভায় মহারাজ লক্ষ্মণসেন গুরুদেব জয়দেবসহ সমাসীন। অন্য চারিজন কবিও মহারাজের সভায় সমুপস্থিত হইয়া প্রথমে জয়দেবের সহিত আলাপ-পরিচয় করত দুই একটী কবিতার অবতারণা করিলেন। ভক্ত কবি জয়দেব প্রাণের অভিনব ভাবপূরিত ভাষার ঝঙ্কারে তাঁহাদের কবিতার যে সদুত্তর প্রদান করিলেন, রাজ-কবিগণ তাহাতে পরাস্ত হইয়া বলিলেন— আপনি সাধন-সম্পদে সম্পত্তিশালী, আপনার সহিত আমাদের কবিতার তুলনা হইতে পারে না। আপনি স্বভাবকবি, ঐশ্বরিক শক্তিতে শক্তিশালী, ভগবানের ঐশ্বর্য্য-বিভূতি-ভূষিত হইয়া আপনি জগদ্বরেণ্য হইয়াছেন, আমাদের সে ক্ষমতা কোথায় যে আপনার সমকক্ষ হইব? জয়দেব আত্মপ্রশংসা শুনিয়া সকলকে বিনয়নম্র অভিবাদন করিলেন।

আজিকার সভা সাধারণ সভা নহে—রাজকার্য্য বা প্রজার আবেদন-নিবেদন শ্রবণ জন্য এ সভা আহূত হয় নাই। গুরু ও গুরুপত্নীর সাদর সম্ভাষণ জন্য, আনন্দ অভিনন্দনের জন্য এবং ভক্তসম্মেলনের জন্য এই সভার অধিবেশন হইয়াছে। অতএব ইহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। কবিগণের কবিতার আবৃত্তি শেষ হইলে, গায়িকাগণের মধুরকণ্ঠে তানলয় সংমিশ্রিত হইয়া সঙ্গীত বিদ্যার অবতারণা হইল। জয়দেব পদ্মাবতী শুনিলেন—বড় মধুর, বড় মনোরম। গায়িকাগণ গীতবাদ্যে সুনিপুণ বটেন কিন্তু তাহাতে ভক্তিরসের অমিয়োচ্ছ্বাস প্রাণ-মাতান প্রেমোচ্ছ্বাস নাই, কেবল তানলয়ের বিষম ঝঙ্কার সঙ্গীতজ্ঞগণের শ্রবণ-সুখকর, কিন্তু অনভিজ্ঞগণের শ্রবণ-সুখদায়ক নহে।

যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে বিষয়ের অবতারণা হইলে তাহার প্রাণ স্বতই মাতিয়া উঠে, সাধারণকে শুনাইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে একটা গুপ্ত আকাঙ্ক্ষা যেন স্বতই জাগিয়া উঠিয়া চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়া থাকে। দেবী পদ্মাবতী সঙ্গীতে দৈবশক্তি-সম্পন্না, বিধিদত্ত করুণকণ্ঠের কোকিল-কাকলী শ্রোতার প্রাণে

সুধাবর্ষণ করিয়া তাহাকে রসের সাগরে ভাসাইয়া দিতে তাঁহার স্বরমূর্চ্ছনা সততই অসীমশক্তি সম্পন্ন; জয়দেবের গীতগোবিন্দের সঙ্গীত তাঁহার কণ্ঠে সমুচ্চারিত হইয়া দেবতার আসনও টলাইয়া দেয়; রাণী একথা পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন—তাই পদে ধরিয়া বলিলেন—মা! অভাগিনী কন্যাগণের চির-পিপাসিত চিত্ত চকোরের শান্তি বিধান করিতে কি আপনি একবার সুধাবর্ষণ করিবেন? পদ্মাবতী লজ্জা-বিজড়িত নেত্রে স্বামীর বদন প্রতি চাহিয়া তাঁহার অভিমত-প্রার্থিনী হইলেন। ভক্তগণ সমীপে ধর্ম্মসঙ্গীতে জয়দেব কবির আপত্তি নাই দেখিয়া পদ্মাবতী প্রস্তুত হইলেন।

কেন্দুবিল্বের অমর কবি জয়দেবের সুধাভরা গোবিন্দ-সঙ্গীত তখন পদ্মাবতীর মোহনকণ্ঠের তানলয়ে অপূর্ব্ব ভক্তিভাব মিশ্রিত হইয়া কখনও পঞ্চমে, কখন নিখাদে ধৈবতে, কখন বা কড়ি মধ্যমে ধ্বনিত হইয়া সভাস্থল স্বর্গীয় সম্মোহন স্বরে মুখরিত করিয়া তুলিল।

শ্রোতৃগণ যে যেভাবে বসিয়াছিল, সে সেইভাবেই মুগ্ধচিত্ত হইয়া বসিয়া সুখের সাগরে ডুবিয়া পড়িল। প্রভু জয়দেব মৃদু তালে মৃদঙ্গবাদন করিয়া গায়িকার তালমান সুসঙ্গত করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্রোতৃবর্গ সকলেই মনে করিল, বুঝি দেবসভায় মা ভারতীর সুধাবিনিন্দিত কণ্ঠে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর একত্র সমাবেশ হইয়া আমাদের কর্ণে এমন সুধাবর্ষণ করিতেছে। ইতঃপূর্ব্বে তাহারা গীতগোবিন্দের এমন প্রাণারাম কীর্ত্তনানন্দ উপভোগে জীবন জুড়াইতে পারে নাই, মর্ত্ত্যবাসী নরনারীর কণ্ঠে এমন অমৃতধারা পরিপূরিত সঙ্গীতের রসাস্বাদন তাহারা স্বপ্নেও আশা করে নাই। সঙ্গীত-কর্ত্রীর স্বরলহরী যেমন কোকিল-কণ্ঠ-বিনিন্দিত, পদাবলী-রচয়িতার রসভাব পরিপূরিত শব্দবিন্যাসও তেমনি সুরসাল, ভক্তিভাব ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ, স্বর্গ মর্ত্ত্য একাকার করিয়া যেন ইহা সকলের কর্ণে সুধাবর্ষণ করত মর্ম্মের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত সুধাসিক্ত করিয়া দিতেছে। সকলেই সমস্বরে বলিল—আজ এ কীর্ত্তনানন্দে আমরা অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিলাম। রাজসভার গায়িকাগণের অনিন্দ্যসুন্দর মুখমণ্ডল লজ্জায়

বর্ষাবারি-নিষিক্ত গোলাপের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া গেল। রাজা ও রাণী দেবকল্প গুরু ও গুরুপত্নীর হৃদয়-সমুদ্র-মথিত, ভক্তিপ্রেম-বিমিশ্রিত অপূর্ব্ব-সঙ্গীত-সুধা পান করিয়া ধন্য হইলেন। রাজসভায় "গীতগোবিন্দ" পদাবলী জয়শ্রীমণ্ডিত হইয়া অশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইল।

রাজা ও রাণীর প্রাণ ত পূর্ব্ব হইতেই বৈরাগ্যপূর্ণ ছিল—আজ সাধকের এই অপূর্ব্ব সাধন-প্রভাব দেখিয়া তাঁহার সহিত পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিতে আর বিলম্ব সহ্য হইল না। রাজা লক্ষ্মণসেন নিজ রাজধানী নবদ্বীপের এবং তাহার সন্নিকটস্থ অমরাবতী সদৃশ নগর "লক্ষ্মণাবতীর" ভার পুত্র ও মন্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া কর্ম্মক্লান্ত জীবনে অবসর গ্রহণ করিলেন। কালির ঘরে থাকিলে শরীরে দাগ লাগাই সম্ভব বিবেচনা করিয়া রাজা পরদিন সস্ত্রীক গুরু ও গুরু-পত্নীকে লইয়া তীর্থযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।



একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রচন'-প্রতিযোগিতা।

তীর্থযাত্রার জন্য আজিকার প্রাতঃকাল খুব প্রশস্ত বলিয়া অদ্যই সকলে পুরুষোত্তমে রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। রাজা গুরুদেবের সহিত সকল তীর্থের সার শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া কলির জাগ্রৎ দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথের দর্শন পাইবেন, তাঁহার পদে মস্তক রাখিয়া জীবন সার্থক করিবেন বলিয়া আজ মহা-হর্ষযুক্ত; ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া রাজা ও রাণী সানন্দে পুজাহ্নিক সমাপন করত গুরু ও গুরুপত্নীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ভক্তচূড়ামণী জয়দেব প্রতিদিনই প্রায় বিনিদ্র নয়নে ভক্তিযোগ সমাযুক্ত হইয়া ভগবানের ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করেন—তাই রজনীর শেষযামে তাঁহার নিদ্রা একটু গাঢ়তর হইয়া পড়ে—শয্যাত্যাগ করিতে কিছু বিলম্ব হয়। আজ কিন্তু সে নিয়ম অব্যাহত নাই, তিনি রজনীর শেষযামে নিদ্রোত্থিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিয়াছেন—পূজায় বসিয়া শ্রীমন্নারায়ণের স্তোত্র পাঠ করত "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরী-কাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ" বলিয়া দেবতার স্নানমন্ত্র "ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতস্পৃষ্টা অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলং" ভগবান! তুমি বিরাটমূর্ত্তি, সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, আমি ভূমিতে নত হইয়া তোমায় প্রণাম করিতেছি তুমি আমার এই দশাঙ্গুল পরিমিত সহস্রার রূপ মণিকোঠায় অবস্থান করিয়া আমার আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয় নষ্ট কর" বলিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। সে ধ্যানে চঞ্চলতা নাই—বাহ্যজ্ঞান একেবারে তিরোহিত, সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুবিয়া একেবারে সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছেন—তীর্থ গমনের

কথা তাঁহার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইতেছে না, অথবা এরূপ সাধকের সকল স্থান তীর্থ, সকল স্থানেই যখন তাঁহারা ভগবদ্দর্শন করেন, তখন তাঁহাদের পক্ষে স্থান, অস্থান কি আছে? পদ্মাবতী পূজাহ্নিক কিছু জানেন না বা করেন না, অথবা অত আড়ম্বরে তাঁহার মন প্রাণ ধাবিত হয় না, তিনি জানেন, তাঁহার স্বামীকে, স্বামী ভিন্ন অন্য দেবতার অস্তিত্ব তাঁহার নিকট নাই—তাই পূজাহ্নিক করিবার মত বসিয়া তিনি স্বামী-সাগরে আপনহারা হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করেন; স্বামীর শ্রীমূর্ত্তি হৃদয়স্থ করিয়া সচন্দন ভক্তি অর্ঘ্যদানে বলেন—দেবতা আমার, অধীনার ইহ-পরকাল-সম্বল-পতিত-পাবন, তুমি সন্তুষ্ট থাকিলেই আমার জন্ম সার্থক, আমার কর্ম্ম সফল, একমাত্র তুমিই প্রাণের পূজা গ্রহণ করিয়া দাসীকে কৃতার্থ কর। পদ্মাবতী স্বামিপদে জপ তপঃ সমস্ত সমর্পণ করিয়া বাহ্য পূজার হস্ত হইতে পরিত্রা· লাভ করিয়াছেন।

সকলে পূজাহ্নিক করিল, জপ তপঃ করিল, ভক্তি-বিভোর চিত্তে রাজা ও রাণী নারায়ণের চরণামৃত পান করিয়া অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন, কিন্তু পদ্মাবতী তাহার কিছুই করিলেন না দেখিয়া জয়দেব পত্নীকে বলিলেন—পদ্মা! কই তুমি ত তীর্থযাত্রার পূর্ব্বে আজ দেবতার পদে নতিস্তুতি, ভক্তি-প্রীতি দেখাইলে না? পদ্মাবতী বলিলেন—স্বামীর পূজায় মজিয়া আমি অন্য দেবতার ধ্যান ধারণায় অব্যাহতি লাভ করিয়াছি—স্বামী পূজা ছাড়া আমার অন্য পুজায় মন যায় না, স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বার্থসার দেবতা, তিনি ছাড়া অন্য দেবতার পূজা স্ত্রীজাতির আবশ্যক নাই—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে বলিয়া ও সকলে জলাঞ্জলি দিয়াছি। আমার বিশ্বাস স্বামীর ভবনই দেব-ভবন, স্বামীর সহবাসই স্বর্গবাস, স্বামীর চরণামৃত পানই স্ত্রীজাতির ঐহিক পারত্রিক নিস্তারের উপায়, তাঁহার পাদপদ্মই ভবার্ণব উদ্ধারের সেতু; এত সহজ ও সুগম পন্থা থাকিতে আমি অন্য কষ্ট করিতে যাইব কেন? রাণী ভুবনেশ্বরী পদ্মাবতার অতুলনীয় পতিভক্তি দেখিয়া মুগ্ধচিত্তে পদতলে বসিয়া বলিলেন—মা! যখন সকলই করিলে, জাগতিক মায়ামোহের অতীত করিয়া যখন দুর্লভ ভক্তিমার্গে পরিচালনা করিলে, তখন তোমার

মত ভেদভাব তিরোহিত করিয়া স্বামী সাগরে ডুবাইয়া নারী জন্মের সার্থকতা সম্পাদন করিলে না কেন ?

জয়দেব মনে মনে পদ্মাবতীর প্রগাঢ় স্বামিভক্তি, স্বামীর প্রতি ঐকান্তিক আসক্তি দেখিয়া বলিলেন—এই গুণেই ভগবান্ স্বামিরূপ ধারণ করিয়া তোমার হাতের অন্ন ব্যঞ্জন গ্রহণ করত শুধু তোমাকে নয় আমাকে ও আমার উদ্ধতন পুরুষপরম্পরাকে ধন্য করিয়াছেন। আমার আকৃতি ধরিয়া হস্তলিখিত "গীত গোবিন্দের" পাদ পূরণ করিয়া তাহার এত সুযশ-মহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন। তোমার মত দেবীস্বরূপিণী পত্নীলাভ করিয়াই অধম জয়দেব আজ ধরণীতলে ধন্য ও দেশবরেণ্য হইয়াছে। তোমার মত মহাশক্তির অতুলনীয় শক্তি প্রভাবেই যে বৈষ্ণব সমাজে আমার এত খ্যাতি-প্রতিপত্তি, এত সুযশ-সুখ্যাতি তাহা কে অস্বীকার করিবে? সতী, আমিও তোমার মত শক্তির সাহায্যে এ অদ্ভূত শক্তি লাভ করিয়াছি, এইজন্য তোমার মত শক্তির পদতলে আমিও চিরাবনত রহিলাম।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে যখন রাজা ও রাণী গুরু ও গুরুপত্নীসহ তীর্থযাত্রার জন্য নৌকারোহণ করিলেন, সেই সময় পদ্মাবতীর জনক বসুদেব ও জননী বসুমতী দেবী তাঁহাদের দেবদেবী সদৃশ কন্যা-জামাতার দর্শন-সাধ গোপন করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যে গঙ্গাতটে আসিয়া তাঁহাদের সেই অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি, সেই অতুলনীয় দেবভাব দেখিয়া সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন—আমরা ধন্য, আমাদের জীবন ধন্য, আমরা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কন্যা পদ্মাবতীকে সাক্ষাৎ দেবতার করে সম্প্রদান করিয়া ধন্য হইয়াছি। মা! যেখানেই থাক, ঐ আরাধ্য দেবতার পদতলে বসিয়া তোমার এই চিরদুঃখী জনক জননীর চিন্তা করিতে ভুলিও না। নৌকা তখন ছাড়িয়া দিয়াছে, পদ্মাবতী জনক জননীর পদে প্রণাম করিয়া—তাঁহাদের সেই পবিত্র দেবোপম মূর্তি হৃদয়ে আঁকিয়া করযোড়ে বলিলেন—তোমাদের স্নেহদয়া ও আন্তরিক আশীর্ব্বাদেই আমার এই সৌভাগ্যোদয়। মা, বাবা! এ দুঃখিনী দুহিতাকে ভুলিও না।

রাজার নৌকা বায়ুভরে চলিতে লাগিল—তীরে অসংখ্য নরনারী হিন্দুরাজ চক্রবর্ত্তী পরম ধার্ম্মিক রাজা লক্ষ্মণসেন ও মহাসতীরাণী ভুবনেশ্বরীকে শেষ কৃতজ্ঞতা দেখাইতে গঙ্গাতীরে আসিয়াছিল, যতদূর দৃষ্টি চলিল—ততদূর স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া নৌকা নয়নান্তরালবর্ত্তী হইলে—সকলে হতাশ প্রাণে গৃহে ফিরিল।

এখনকার মত তখন শ্রীক্ষেত্র গমন সহজসাধ্য ছিল না, তবে রাজা মহারাজের সহিত গমন করিলে অর্থবাহুল্যে কষ্ট কতক পরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারিত। বজরার উপর রাজা গুরুদেব সহ আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় রত হইলেন। দেশত্যাগ রাজ্যত্যাগ জনিত কষ্ট তাঁহার মর্ম্মপীড়াদায়ক হইল না, মহারাণীও নিরানন্দ হইলেন না, গুরুপত্নীসহ পতিভক্তির প্রাণময় আলাপ করিতে করিতে যথাসময়ে আনন্দ ময়ের আনন্দধাম শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। পুরীক্ষেত্র সকল তীর্থের শেষতীর্থ—সকল বাসনা কামনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া জীব এই পুরীক্ষেত্রে, নির্ব্বাণ রাজ্যের অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া চিরশান্তি লাভ করে, বাসনা জঞ্জালে জড়িত হইয়া কেহ পুনরায় বাড়ী ফিরিবার বাসনায় শ্রীপুরে গমন করিত না।

পুরীর রাজা আনন্দদেব পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। জয়দেব শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রাজা আনন্দদেবের আতিথ্য গ্রহণ করত প্রতিদিন মন্দিরে গমন করিয়া প্রভু জগন্নাথদেবকে "গীতগোবিন্দের" সংগীত শ্রবণ করাইতেন; পতিপত্নী উভয়ের ইহাই নিত্যকর্ম্ম হইয়াছিল। যাহারা এই কীর্ত্তনে যোগদান করিত, ভক্তকণ্ঠ সমুচ্চারিত এই সুললিত সঙ্গীত শ্রবণ করিত, তাহারা সকলেই বিমুগ্ধচিত্তে বলিত—এমন মধুর সঙ্গীত কি মানুষে রচনা করিতে পারে? ভাষার এমন পরিপাটী বাঁধন, ছন্দোবন্ধের এমন সুসঙ্গত গঠন কি মানব মস্তিষ্ক-প্রসূত হইতে পারে? দৈব প্রভাবে প্রভাবান্বিত না হইলে মানুষের পক্ষে এমন ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত রচনা এবং তাহার এমন প্রাণমাতান কীর্ত্তন অসম্ভব,

জয়দেব ও পদ্মাবতী মানুষ নহেন, সকলে জয় জয়কার করিয়া জয়দেব ও পদ্মাবতীকে দেবতার মত পূজা করিতে লাগিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—রাজা আনন্দদেব জয়দেবের "গীতগোবিন্দের" সুযশ মাহাত্ম্যে লুব্ধচিত্ত হইয়া তাহার অনুকরণে একখানি "গীতগোবিন্দ" নিজে রচনা করিয়াছিলেন। আনন্দদেবও মহাভক্ত, জয়দেব-প্রণীত গীতগোবিন্দের লালিত্য, পদবিন্যাস, তাহার সুরমানরসভাব দেখিয়া, সুকবি কাব্যসাহিত্যে সুপণ্ডিত রাজা বহু চেষ্টায় একখানি "পদাবলী" রচনা করিয়া প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

মোহমুগ্ধ আনন্দদেব বুঝিতে পারিলেন না যে আজন্ম ভক্তজীবন-বহনকারী দেবকল্প জয়দেবের সহিত রচনা-প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হওয়া তাঁহার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। ভক্তকবি জয়দেব যে বিষ্ণুদেবতার জয় ঘোষণা করিবার জন্য, ভারতে বিষ্ণুভক্তি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণব সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিবার নিমিত্ত, বিষ্ণুর অংশে জন্মলাভ করত লক্ষ্মীস্বরূপিণী পদ্মাবতীকে অঙ্কলক্ষ্মীরূপে পাইয়া প্রভূত শক্তিশালী হইয়াছেন, দেবী ভারতী ছন্দোময়ী সহচরী কবিতার সহিত কণ্ঠে অধিষ্ঠিতা হইয়া তাঁহার লিপিকুশলতার সাহায্য করিতেছেন, এ সাহায্য রাজা আনন্দদেব কোথায় পাইবেন? দৈব যে তাঁহার প্রতি অনুকূল, তাই জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের মধুরতা বিশ্ববিশ্রুত, তাঁহার কৃত "গীতগোবিন্দ" শ্রবণে ভক্তহৃদয় এত আনন্দনন্দিত। রাজার "গীতগোবিন্দ" রচিত হইল বটে, এক প্রকার শ্রুতিমধুরও হইল বটে, কিন্তু জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের নিকট তাহার প্রভুত্ব বজায় রহিল না। রাজা আনন্দদেব অহঙ্কৃত হৃদয়ে জয়দেবকে তুচ্ছ করিবার জন্য, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য পদাবলী রচনা করিয়া ত্রিলোকের নাথ জগন্নাথকে পরীক্ষক স্থির করত তাঁহার পদতলে নিজকৃত ও জয়দেবকৃত পদাবলীর উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টতার বিচার-ভার অর্পণ করিলেন।

ভক্তবৎসল ভগবান্ জগদ্বন্ধু জয়দেবকৃত "গীতগোবিন্দ" বক্ষে ধারণ করিলেন, রাজার কৃত "গীতগোবিন্দ" স্পর্শও করিলেন না দেখিয়া রাজা আনন্দদেব

অভিমানে সাগরজলে ঝাঁপ দিতে গমন করিলেন। ভগবান্ ভক্ত আনন্দ-দেবকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—আনন্দ! তুমি যে আমার পরমভক্ত, তোমার প্রতি যে আমি চির সদয়—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভক্তবীর জয়দেবের সহিত সমকক্ষ হইতে আশা করা দুরাশা মাত্র। সে ধরায় বৈষ্ণবধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আমার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আজন্ম ব্রহ্মচারী রূপে জপ তপ ও সাধনা নিরত রহিয়াছে। পাপী তাপীকে কলিকলুষ হইতে উদ্ধারের জন্য, আমার পতিত-পাবন নাম ধরাতলে বিলাইবার জন্য জীবনের সমস্ত সুখসৌভাগ্য চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়াছে, তাহার সহিত সমান অধিকার লাভ করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে কি? তবে তুমি যে আমার পরম ভক্ত, তোমার ভক্তিভাব যে সুদুর্লভ, রচনা-পারিপাট্যে যে বিশেষ উপযোগী হইয়াছ, তাহা দেখাইবার জন্য তোমার রচিত গীতগোবিন্দের বারটী শ্লোক জয়দেবের "গীতগোবিন্দের" সর্ব্বাগ্রে স্থান পাইবে, ইহা আমি অঙ্গীকার করিলাম, তবে তাহা জয়দেবের ভণিতাযুক্ত করিলে তোমার মহত্ত্ব বর্দ্ধিত হইবে ভিন্ন ক্ষুণ্ণ হইবে না। জয়দেবের মত মহাপুরুষের ভক্তিরসাপ্লুত সঙ্গীতের সহিত তোমার রচিত শ্লোকগুলি সংশ্লিষ্ট থাকা কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। তোমাকে যে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি—ইহাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ, তুমি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া জীবননাশের আশা ত্যাগ কর।

রাজা আনন্দদেব শ্রীভগবানের সান্ত্বনাবাক্যে পরম আপ্যায়িত হইয়া শ্রীচরণে ক্ষমাভিক্ষা করিলেন। জয়দেব যে শ্রীহরির অবতার আনন্দদেব আজ ভগবানের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবতার আসন প্রদান করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ" রচনা-প্রতিযোগিতায় শ্রীমদ্ জয়দেব গোস্বামীর জয়লাভ হইল। প্রভু জগন্নাথ সমীপে শ্রীগুরুর এতাদৃশ সম্মান লাভ হইল দেখিয়া নবদ্বীপাধিপতির আনন্দের সীমা রহিল না।

প্রতিদিন সংকীর্ত্তনের দল বাহির হইয়া দেশ মাতাইয়া তুলিল, উড়িষ্যার সমস্ত গ্রাম নগর হরিনাম-স্রোতে ভাসিতে লাগিল। জয়দেব সংকীর্ত্তন সম্প্রদায়ের

পুরোভাগে অবস্থান করিয়া প্রাণের তানে কীর্ত্তন করিতেছেন, দলে অসংখ্য লোক, রাজা মহারাজ হইতে অতি দরিদ্র পর্য্যন্ত এই দলভুক্ত হইয়াছে, হরিনামে ত জাতিবিচার নাই—পদমর্য্যাদার অভিমান নাই, সকলেই সকলকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতেছে, সকলেই এক পিতার পুত্র, অতএব ভাই ভাই ভাবে ভেদভাব রহিত হইয়া শুধু উড়িষ্যা নহে—দেশদেশান্তরেও বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইলেন।



ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিদায়।

কিয়দ্দিন আত্মভোলাভাবে দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া প্রভুপাদ জয়দেব লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। তিনি যেথানে গমন করিলেন বিনায়াসে তথাকার অধিবাসী সকল মন্ত্রমুগ্ধবৎ চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল—তিনি যেরূপ ভাবে চালাইলেন, লোক সকল সেইরূপ ভাবে পরিচালিত হইতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। তিনি বলিলেন—অল্পায়ূ কলির জীবের পক্ষে নাম-সংকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য সাধনা নাই। তোমরা সকলে সরল প্রাণে পতিত-পাবন শ্রীহরির চরণে চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহার নাম গান কর, তাহা হইলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। ভক্তিভাবে গদ্‌গদ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি জয়দেবের বামে প্রেমময়ী লক্ষ্মীস্বরূপিণী পদ্মাবতীকে দেখিয়া সকলেই মর্ত্ত্যে রাধাকৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, দেশকে নবজীবন দান করিয়া বিষ্ণুভক্তিসমন্বিত করিবার জন্য বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া স্বয়ং নারায়ণ লক্ষ্মীসহ ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছেন মনে করিয়া তাঁহাদের চরণধূলি লইয়া জীবন সার্থক করিল।

এইরূপে ভারতে ধর্ম্মের জয়পতাকা তুলিয়া জয়দেব গোস্বামী উড়িষ্যার রাজা আনন্দদেবকে আলিঙ্গন করত রাজা লক্ষ্মণসেন সহ পুনরায় নবদ্বীপধামে প্রত্যাবৃত্ত হইবার উপক্রম করিলে রাজা আনন্দদেব দেবপ্রতিম জয়দেবকে অভিবাদন করত পুনরায় সাক্ষাতের প্রার্থনা জানাইলেন। প্রভু ইঙ্গিতে বলিলেন—আমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে—এইবার গৃহত্যাগ করিব, বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা আনন্দদেব ম্রিয়মাণচিত্তে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন দেখিয়া জয়দেব বলিলেন—রাজন্! জগতে তোমার দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক, গৃহত্যাগ করিলেই ধর্ম্ম হয় না, শ্রীহরি তোমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন, বুঝিয়া করিতে পারিলে, ঐ কর্ম্মে যোগযুক্ত হইয়া

তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারিলে অন্য যোগতপস্যার আবশ্যক হইবে না, উহাতেই তুমি শ্রীহরির কৃপা লাভ করিতে পারিবে, যাও, গৃহে যাইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন কর।

অবতারকল্প মহাপুরুষের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া আনন্দদেব স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রভু জয়দেব যথাসময়ে নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইলে নবদ্বীপ যেন মধুপুরীতে পরিণত হইল—রাজ্য হরিনামস্রোতে মধুময় হইয়া উঠিল। জয়দেব-পদ্মাবতীকে পাইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার কণ্ঠে হরিনামের কল্লোল সমুত্থিত হইতে লাগিল। সাক্ষাৎ প্রেমভক্তির প্রতিমূর্ত্তি সাধক দম্পতির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া সকলে সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হইল, প্রমত্ত প্রাণে আহার নিদ্রা তাহাদের ভুল হইতে লাগিল। রাজা ও রাণী হরিনামে পাগল হইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া গেলেন, দেশের রাজা রাণী এমন ধার্ম্মিক-চূড়ামণি হইলে, তাহার প্রজাবৃন্দ কি অধার্ম্মিক হইতে পারে?

রাজসিক তামসিক ভাবে যখন জীবের হৃদয় পূর্ণ হয়—তখন জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি অবনতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া থাকে। রাজ্য ঐশ্বর্য্যের প্রতি মন বশীভূত হইয়া বাহ্যিক বিলাসিতা, বাহিরের শ্রেষ্ঠতা লাভে দিশাহারা হইয়া তাহারা কর্ম্মের অবতারণা করে, বীরের মত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া থাকে। আহার বিহার, ভোগ-বিলাসের পারিপাট্য তখন তাহার সারসর্ব্বস্ব হয়, মান-সম্ভ্রম তখন তাহার জীবনের আরাধ্য বস্তু হইয়া উঠে। কিন্তু এই সকল জাগতিক ভোগ-লিপ্সায় যখন আর মন শান্তি পায় না, নিবৃত্তির পথে আসিয়া প্রাণ যখন কোনও অপার্থিব ভোগ-সুখে মত্ত হইবার জন্য অস্থিরতা অনুভব করিতে থাকে, তখনই ধীরে ধীরে অন্তর মধ্যে সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব হয়, বিষ্ণুভক্তি, বিষ্ণুপ্রীতি, সচ্চিদানন্দে আনুরক্তি তখন তাহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত করিতে থাকিলে বাহ্যিক আর তখন ভাল লাগে না, আড়ম্বরে মজিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতে আর তাহার চিত্ত

চায় না। তখন জীব অতি নম্র প্রকৃতি ধারণ করিয়া 'তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি স্বামী আমি পদসেবিকা দাসী' এইভাবে এই অমূল্য জীবনের দিন কটা অতিবাহিত করিয়া শ্রীহরির চরণপদ্মে মিশিতে চেষ্টা করে, অনেকে এই ভাবকে স্ত্রীভাবে ভাবিত করিয়া রমণীবেশ ধারণ করিয়া সাধনায় রত হন, ইহাই হইল বৈষ্ণব ধর্ম্মের সখীভাবে সাধনা। জগতে যদি থাকিতে হয়—তোমার হইয়া থাকিব, আমার যাহা কিছু প্রিয়বস্তু তোমাকে সমর্পণ করিয়া তোমার হইয়া থাকিতে পারিলেই যেন থাকার মত থাকা হয়, এই ভাবিয়া ভক্ত সাধক সেই মহাভাবে প্রভাবিত হইয়া পড়ে, ইহাই শ্রীপতির শ্রীচরণে আত্ম-ভোলা ভাব—ইহাই বৈষ্ণব-প্রীতি।

গুরুশক্তি শিষ্যদেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। শিষ্য যদি একান্ত প্রাণে গুরুপদে সমাধিযুক্ত হয়—গুরুদেবকে সাক্ষাৎ সদাশিব জগদ্‌গুরু বলিয়া হৃদয়াসনে স্থান দিয়া পূজা করে, তাহা হইলে সদ্‌গুরুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া অসম্ভব নহে। আচার্য্য-প্রধান ভক্ত কবি জয়দেবের প্রধান শিষ্য রাজা লক্ষ্মণ সেন, রাণী ভুবনেশ্বরী গুরুদেবকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া তৎপদে প্রাণাহুতি দিতে পারিয়াছিলেন আর কেহ তাদৃশ আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই, তাই জয়দেবের কৃপা আজ তাঁহাদের প্রতি সমধিকরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে; ভোগের পূর্ণতা লাভ করিয়া ত্যাগের প্রতি চিত্ত ধাবিত হইয়াছে। এই জন্য অকাতরে রাজ্য ঐশ্বর্য্যের মায়া ত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্তির জন্য প্রাণ এত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। গুরুর কৃপাই এই মায়া-মোহ নাশের প্রধান কারণ।

রাজা লক্ষ্মণ সেনও এখন গুরুর ন্যায় মহাভাবে ভাবিত হইয়া ভাব-ময়ের ভাবসাগরে অবগাহন করিয়াছেন, তাই পরম ধনে ধনবান্ হইয়া পার্থিব-ধনে বিতৃষ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। ভাবসাধক মহামনা জয়দেব যাহার গুরু, সাধন রাজ্যে যাঁহার আসন এত উচ্চে, তাঁহার শিষ্য হইয়া রাজা ও রাণীর কিছু না কিছু পাইবার আশা করা অসম্ভব নহে। রাজা লক্ষ্মণ সেন জানেন—এ

মহাপুরুষের কৃপা লাভ আর বেশী দিন নহে, তিনি আর বেশী দিন সংসারে থাকিবেন না, তাই প্রতিদিন কাছে কাছে থাকিয়া ডাকার মত ডাকিতে লাগিলেন, গুরুর উপদেশ মত ভাব-বিভোর প্রাণে যাহাতে সাধন-রাজ্যের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইতে পারা যায়, যাহাতে সেই রাজ্যেশ্বরের সর্ব্বস্ব ধন অভয় চরণদুখানি ভক্তি-ব্রহ্মবাণে আহত করিয়া নিজের হৃদয়-অন্তঃপুরে পূরিয়া রাখিতে পারা যায়, শ্রীগুরুর নিকট সেই সন্ধানের অনুসন্ধান করিতে বিরত হইলেন না। বাঙ্গালার বাঙ্গালী সাধকগণের মধ্যে এ আশা-আকাঙ্ক্ষা সকলেরই হৃদয়ে জাগরিত, কিন্তু "মনের মত ধন, দেয় কোন্ জন" তেমন সাধনসিদ্ধ গুরুলাভ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ?

যদি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলে রাজা সাক্ষাৎ শিবতুল্য নারায়ণের অবতার-কল্প মহাপুরুষ জয়দেবকে গুরুরূপে পাইয়াছেন, তবে পরকালের পথ পরিষ্কার করিতে আর বৃথা কালত্যাগ করেন কেন ? সেদিন জগতের নাথ জগদ্বন্ধু ত প্রভুকে দেশের কাজ সারিয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে আদেশ দিয়াছেন, রাজা আনন্দদেবের নিকট প্রভু ত সেই জন্যই বিদায় লইয়া আসিয়াছেন, ইচ্ছাময়ের কবে যে ইচ্ছা হইবে, হঠাৎ চলিয়া যাইবেন, তাহার ত স্থিরতা নাই ! তাই অনবরত কাছে কাছে, কায়ার ছায়ার মত থাকিয়া শরণাগতরূপে জীবনের সাধ মিটাইতেছেন।

গোস্বামীপাদ জয়দেবের বয়স এক্ষণে যৌবনের পরপারে আসিয়াছে, তথাপি ধর্ম্মতেজে দৈহিক সৌন্দর্য্য এমন অটুট, এমন লাবণ্যযুক্ত রহিয়াছে যে, দেখিলে নবযৌবন-সম্পন্ন বলিয়া ভ্রম হয়। জননী পদ্মাবতী যেন চির-যৌবনা, যৌবন-সৌন্দর্য্যে অঙ্গ ঢল ঢল, কিন্তু মাতৃত্বের ভাবে পূর্ণ, মা ভিন্ন অন্যভাবে দর্শন করিলে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, মনের মধ্যে একটা আতঙ্ক আসিয়া ভীষণ কশাঘাতে অস্থিপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দেয়, মা মা বলিয়া, তখন চরণে পড়িতে সদাই প্রাণ চায়। যেখানে ধর্ম্মের প্রাবল্য, অধর্ম্ম কি সেখানে মাথা তুলিতে পারে ? . . . . .

নবদ্বীপে দুই তিনমাস অবস্থান করিয়া, হরিনাম-স্রোতে নবদ্বীপ নগরী ভাসাইয়া দিয়া, প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়ে হরিনামের প্রতিষ্ঠা করিয়া, সাধক দম্পতী স্বদেশে আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বগ্রামের কাজ এখনও অনেক বাকী, কেন্দু-বিল্ববাসী এখনও তাঁহার নিকট অনেক প্রত্যাশা করে, দেশে দেশে ঘুরিয়া সকলের উদ্ধার সাধন করিলেন, কিন্তু নিজ জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব যে "যে তিমিরে সেই তিমিরে" সে যে তাঁহার নিকট পারত্রিক পথ পরিস্কারের আরও অনেক উপদেশ শ্রবনের বাসনা হৃদয় মধ্যে পোষণ করে; জয়দেব আর কালবিলম্ব করিতে পারিলেন না। রাজার নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিয়া দেশে আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। রাজা ও রাণী এ মর্ম্মঘাতী বাণী শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তাঁহার সহিত শ্রীবৃন্দাবন বাসের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

প্রভু জয়দেব বলিলেন—বৎস! শ্রীবৃন্দাবন তোমার শেষের বাসস্থান নহে, শাক্তভক্তের যেমন কাশীবাস, নিষ্ক্রিয় ত্যাগীর পক্ষে তেমনি দারুব্রহ্ম কলির দেবতা শ্রীজগন্নাথের পদাশ্রয় লাভই নিদানের বিধান, তুমি কিছুদিন রাজ্যবাস করিয়া সময়ক্রমে পুরীধামে গমন করিবে, তথায় তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবে, অন্যস্থান তোমার মত ত্যাগী সাধকের পক্ষে উপযুক্ত নহে। রাজা অশ্রুসিক্তকণ্ঠে, গভীর শোকদগ্ধচিত্তে বলিলেন—প্রভু! আর ত আপনার দর্শন পাইব না, যদি কখন, কোন, ভ্রমে পতিত হই, তাহা হইলে কাহার শরণাপন্ন হইয়া সে ভ্রম অপনোদন করিব? জয়দেব বলিলেন—বৎস! তোমার যেরূপ অবস্থা, দেবদ্বিজে যেরূপ ভক্তি, প্রাণের দৃঢ়তা যেরূপ অচল অটল, তাহাতে তোমাকে আর ভ্রমে পড়িয়া আত্মহারা হইতে হইবে না তোমার সে অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; যদি একান্তই ভ্রম হয়, আপনাপনিই তাহা সংশোধিত করিতে পারিবে, অন্যের সাহায্য আবশ্যক হইবে না। বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মহারাণী ভুবনেশ্বরী পদ্মাবতীর পদে ধরিয়া বলিলেন—মা! দুঃখিনী কন্যার গতি কি করিয়া যাইতেছ? যখন কোনও প্রকার বিপদে পড়িব, সংসারের

জালে জড়িত হইয়া যখন দিশাহারা হইব—চারিদিক অন্ধকার দেখিব, তখন বিপত্তারিণী দুর্গামাতা রূপে কে আসিয়া আমাদের সে দুর্গতি হরণ করিবে, আমরা আর কাহার শরণাপন্ন হইব?

পদ্মাবতী কাতর হৃদয়ে রাণীকে বুকে তুলিয়া বলিলেন—মা! সাধ্বীর আবার বিপদ কি? যখন একান্তই বিপদে পতিত হইবে, তখন রমণীর দুর্লভধন পতি-দেবতার অভয় চরণ স্মরণ করিবে, তাহা ত তোমার সঙ্গেই রহিল মা! এ ধন নিকটে থাকিলে, ইহাতে অচলা ভক্তি থাকিলে, নারী জাতি যে জগতে অজেয়—কাহার সাধ্য যে তাহার কেশাগ্র স্পর্শ করে? যদি কেহ না জানিয়া করে—তাহা হইলে ত্রিশূলীর ত্রিশূলে কি তাহার রক্ষা থাকিবে! বিপদবিনাশিনীর কন্যার আবার বিপদের আশঙ্কা? শান্তিসলিলে নিমজ্জিত হইয়া পাপশিশিরের আশঙ্কা? বিষ্ণু ভক্তি যাহাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত, বিপদ তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারে না। শ্রীমধুসূদন চক্রহস্তে সদাই তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, ভবভয়হারীর পুত্র কন্যা হইয়া সামান্য ভয়ে অস্থির হওয়া কি তোমাদের উচিত?

রাণী ভুবনেশ্বরী গুরুপত্নী পদ্মাবতীর সে তেজোদৃপ্ত বাণী ভগবতীর আদেশ বাণীর মত শিরোধার্য্য করিয়া রোদন সংবরণ করিলেন। জয়দেব রাজা ও রাণীকে কেন্দুবিল্বের প্রতি সুদৃষ্টি রাখিয়া রাজ্য শাসন করিতে উপদেশ দিলেন। কেন্দুবিল্ব অতি দরিদ্র গ্রাম—অতএব রাজার শুভদৃষ্টি আবশ্যক। রাজা লক্ষ্মণসিংহ বলিলেন—যেখানে রাজার রাজার শাসনবাক্যে প্রজাগণ পরিচালিত হয়, আমার শিরোমণি আপনি যেখানে প্রজার হিতের জন্য সৎপথ প্রদর্শন করিবেন, সেখানে আমার শাসন কি কার্য্যকরী হইবে? তবে যতদিন সংসারে থাকি—আমার প্রাণোপম কেন্দুবিল্বকে মমতা প্রদানে রক্ষা করিতে সতত যত্নবান থাকিব, আপনার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিব না। জয়দেব ও পদ্মাবতী পরম ধার্ম্মিক শিষ্য দম্পতীকে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিয়া চির বিদায় গ্রহণ করিলেন।

জয়দেব যতদিন নবদ্বীপে ছিলেন—ততদিন রাজার বিরুদ্ধে কেহ মাথা তুলিতে পারে নাই। সর্প যেমন সর্প-চিকিৎসকের নিকট সতত অবনত-মস্তক, নবদ্বীপ রাজ্যের শত্রুগণও তদ্রূপ ভক্তবীর জয়দেবের ভক্তিবীর্য্য দেখিয়া ভয়ে মস্তক অবনত করিয়াছিল—কেহ কোনও প্রকার শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করে নাই। ধর্ম্মের নিকট অধর্ম্মের প্রভাব কতটুকু ব্যক্ত হইতে পারে, জোর করিয়া ব্যক্ত করিলে সে যে তৎক্ষণাৎ জয়দেবের ভক্তিবীর্য্যে ভস্ম হইয়া যাইবে। জয়দেব রাজধানী পরিত্যাগের পর সকলেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। লক্ষ্মণসেনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মুসলমানকে রাজ্য প্রদান করিতে রাজারই কর্ম্মচারিগণ ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করিতে লাগিল। বক্তিয়ার খিলিজীকে রাজ্য জয়ের সমস্ত সন্ধান বলিয়া দিল। লক্ষ্মণসেন এখন রাজ্যরক্ষার জন্য আর তত চেষ্টিত নহেন। প্রাণ তাঁহার ত্যাগের প্রতি আসক্ত হইয়াছে—ভোগের জন্য, রাজ্য করিয়া সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য তিনি আর লালয়িত নহেন। বন্ধন এখন যত শিথিল হয় মায়া-মোহের হাত যত এড়াইতে পারেন—তাহাই তাঁহার চেষ্টা। প্রবাদ আছে হিন্দুরা ধর্ম্মধর্ম্ম করিয়াই দেশটাকে অধঃপাতে দিয়াছিল—মুসলমানের করে তুলিয়া দিয়া পরাধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিল—কিন্তু একাকী লক্ষ্মণসেন কি করিবেন? দেশের যদি সে ভাব থাকিত, তাহা হইলে কি আর সিন্ধুনদী পার হইয়া যবনগণ এদেশ আক্রমণ করিতে পারিত? যেখানে এত ধর্ম্ম—মহাপুরুষের এত উপদেশ—সেখানেও যখন দেশপ্রাণতা জাগিল না, তখন বুঝিতে হইবে ইহা রাজার দোষ নহে—দৈব প্রতিকূল, তাই বক্তিয়ার খিলিজি মাত্র আঠার জন সৈন্যসহ এত বড় বাঙ্গালা দেশ বিনায়াসে জয় করিয়াছিল। রাজা লক্ষ্মণ-সেন তখন উদাসীন, ত্যাগ তাঁহার মনে প্রাণে গাঁথা হইয়া গিয়াছে; যখন ভৈরবা-নন্দের প্রধান শিষ্য শ্যামানন্দ ও শাক্তানন্দের প্রাণে ভিন্ন আর কাহার প্রাণে রাজ্য রক্ষার চিন্তা জাগিল না, পরাধীনতার দরুণ যন্ত্রণা অম্লানবদনে সহ্য করিবে বলিয়া নানা প্রকার ষড়যন্ত্রে ঘরের শত্রু বিভীষণের মত সকলে মুসলমানের হস্তে রাজ্য তুলিয়া দিল, তখন একাকী রাজা আর কি করিবেন—স্ত্রী-পুত্র লইয়া

নিষ্কামীর চির আরাধ্য, ত্যাগীর একমাত্র আশ্রয়স্থান পুরুষোত্তম যাত্রা করিলেন। প্রাণ প্রাণ-ময়ের দর্শনে উধাও হইলে, জাগতিক কোন বাধাই তাহাকে বাধা দিতে পারে না। মহাযোদ্ধা লক্ষ্মণসেন কেন, স্বয়ং বুদ্ধদেবও ত এই পথের পথিক হইয়া রাজ্যভার ত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন ভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করেন নাই, উদাস প্রাণ তাঁহাকে উধাও করিয়া বাঞ্ছিতের চরণে লইয়া গিয়া চির শান্তি দান করিয়াছিল।



একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বধামে।

জয়দেব জন্মভূমির নিকট শেষ বিদায় লইতে গ্রামে আগমন করিলেন। গ্রামবাসী তাঁহার গৃহত্যাগ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ দলে দলে আসিয়া তাঁহাদের প্রাণের প্রাণ ইষ্টদেব জয়দেবকে শেষ দর্শন করিয়া ছল ছল নেত্রে প্রণিপাত করিল—যে শুনিল, সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মহাপুরুষের দর্শন লাভে কৃতার্থ হইতে আসিল। সকলেরই মুখ মলিন—প্রাণ বিষাদে ভরা, কি অমূল্য নিধি আজ চিরতরে হারাইতে হইবে ভাবিয়া, তাহারা একান্ত ম্রিয়মাণ ভাবে যেখানে পাইল বসিয়া অনুশোচনার গভীর নিশ্বাসের সহিত ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিল।

প্রভু জয়দেব শ্রীরাধামাধবের পূজা শেষ করিয়া সমাগত দরিদ্র নারায়ণ-গণের সেবা ভোগ প্রদান করিলেন। তারপর ভক্তগণের প্রতি প্রসাদ বিতরিত হইল। অন্যান্য দিন সকলে কত আগ্রহ-আনন্দে সে প্রসাদ ভোগ ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, পরমানন্দে আনন্দময় ভগবানের জয় ঘোষণা করে, কিন্তু আজ তাহারা প্রভুর আদেশে প্রসাদ গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু ইহাই শেষ ভাবিয়া, দেব-দেবীর হস্তের পৃষ্ট পরমান্ন এই শেষ উদরস্থ করিল—প্রভু গৃহত্যাগ করিলে কে আর আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইবে—কষ্টে পড়িলে কাহার আশ্রয়ে আসিয়া জীবন যুড়াইব ভাবিয়া তাহারা চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল। গ্রামবাসিগণ বলিল—প্রভু! আপনাদের অবস্থানে কেন্দুবিল্ব পরম তীর্থ হইয়াছিল, আমরা এই মহাতীর্থে বাস করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেছিলাম, অভাব-অভিযোগ, জরাব্যাধি গ্রামের ত্রিসীমানায় আসিতে পারিত না—আমরা চির আরামে গ্রামে

বসতি করিতেছিলাম। এক্ষণে আপনাদের গ্রামত্যাগে আমাদের এবং অধীন ভক্তদের কি গতি হইবে—এই অভুক্ত দরিদ্রগণ কাহারই আশ্রয়ে সেবা-ভোগ পাইয়া জঠরজ্বালা নিবারণ করিবে—পিতা মাতার মত কে তাহাদিগকে রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা দান করিয়া প্রাণারাম স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করিবে? আপনারা চলিয়া গেলে কেন্দুবিল্বের সকল সৌন্দর্য্য, সকল গরিমা-মহিমা তিরোহিত হইয়া চির অন্ধকারে ডুবিয়া পড়িবে, এ আঁধার পুরে এখানকার মত কে আর জুড়াইতে আসিবে, গ্রাম হিংস্রক জন্তুর বাসস্থান হইবে—আপনাদের দেশত্যাগে আমরাও গ্রাম ত্যাগ করিব। আমরা আর কাহার দেবজ্যোতিঃপূর্ণ আনন্দময় বরবপু দেখিয়া দিন সুপ্রভাত মনে করিব, আপনাদের অভাবে আমরা আর কি সুখে এ শ্মশানভূমে বাস করিব?

ভক্তবৎসলা পদ্মাবতী ও ভক্তপ্রাণ জয়দেব সকলকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন—বৎসগণ! প্রভু জগন্নাথের আদেশে আমাদিগকে নানাদেশ পর্য্যটন করিয়া শেষে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে হইবে—নতুবা আমাদিগকে কর্ত্তব্যকার্য্যে ক্রটীজনিত পাপ সঞ্চয় করিতে হইবে, তজ্জন্য প্রভুর আদেশ অবহেলা করিয়া দেশে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তোমরা আমার ভক্ত, আমার চির সহায়। গুরুও যেমন ভক্তের আশ্রয়, ভক্তও তেমনি গুরুর আশ্রয়—একের সাহায্য-অভাবে অন্যের অমঙ্গল অনিবার্য্য—অতএব শোক পরিত্যাগ কর, প্রভু নারায়ণের কৃপায় কেন্দুবিল্ব চিরদিন শান্তির আগার থাকিবে—যতদিন তোমাদের প্রাণে ঈশ্বরপ্রীতি, ভগবদ্ভক্তি, সাধনানুরক্তি, বর্ত্তমান থাকিবে—ততদিন এ গ্রামের প্রকৃতির বিকৃতি হইবার সম্ভাবনা নাই। ভগবান্ তোমাদের প্রতি সমানভাবে কৃপাদৃষ্টি করিবেন, তোমাদের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবেন। ধর্ম্ম যেখানে জয় সেখানে, ভক্তকণ্ঠে প্রতিদিন যেখানে হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়, কৃতান্ত তাহার ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না, হরিণাম সাধনা, করিয়া সদাশিব মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন—তাহা কি তোমরা জান না? তোমাদিগকে হরিনামের কীর্ত্তন করিতে যেরূপ শিখাইয়াছি, ধ্যান-ধারণায় মনোনিবেশ করিয়া

যেরূপে কর্ম্মযোগে অভ্যস্ত হইতে বলিয়াছি—প্রাণে প্রাণে সেইরূপ করিলে জীবন সংগ্রামে আর বাধা বিপত্তির ভয় থাকিবে না। কর্ম্ম বন্ধনের কারণ মনে করিয়া কেহ কর্ম্মে অবহেলা করিও না, যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া নিষ্কামত্ব আসিলে, সকল কর্ম্মই মুক্তির কারণ, বন্ধনের ভয় তাহাতে নাই, তাই ভগবান্ স্পষ্টাক্ষরে শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

যদি কর্ম্মে বন্ধনের ভয় থাকিত, কর্ম্মযোগ যদি এতই হীন হইত—তাহা হইলে মঙ্গলনিদান শ্রীহরি কখনও সে কার্য্যে অর্জ্জুনকে আসক্ত হইতে উপদেশ দিতেন না; অতএব কর্ম্মকে স্পষ্ট জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে? যদি একান্তই অসক্ত হও—অবস্থা বৈগুণ্যে যদি কর্ম্ম করিতে না পার, তাহা হইলে একমাত্র নাম সাধনে মত্ত হইবে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরে পূজার্চ্চনায় যে ফল হইত, অল্পায়ু কলির জীব যদি মনে প্রাণে নাম সংকীর্ত্তন করে, তাহা হইলেই সেই ফল প্রাপ্ত হয়, কলিতে নাম সংকীর্ত্তনই পরম স্বস্ত্যয়ন ও শান্তিলাভের একমাত্র উপায়।

গুরুর ঈপ্সিত বিষয়ে বাধা প্রদান করা শিষ্যের উচিত নহে—ভক্তগণ সান্ত্বনা লাভ করিল। জয়দেব তাঁহার প্রত্যেক ভক্তকে সেবা কার্য্যের ভার দিয়া বলিলেন—দরিদ্র সেবাই পরম ধর্ম্ম, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের ইহাতে তৃণাদপি সুনীচ হইয়া কার্য্য করা উচিত। প্রত্যেক দরিদ্রই নারায়ণের প্রতীক—তাঁহার মূর্ত্ত প্রতিমা। পিতা মাতার বহু সন্তান থাকিলে যেমন তাঁহারা নানাবিধ খেলনা দিয়া ভুলাইয়া রাখেন—যাহারা একান্ত নাছোড়বান্দা হইয়া ধরে—তাহাদিগকে কোলে না তুলিয়া যেমন থাকিতে পারেন না, ধনিগণকে ধনরূপ খেল্না দিয়া পিতা মাতা ভুলাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু দরিদ্রগণ খেল্না পায় নাই, তাহাতে তাহারা ভুলে নাই—তাই তাঁহার প্রতীক, মূর্ত্ত প্রতিমারূপে দাতাকে কৃতার্থ করিতে দ্বারে আসিয়া থাকেন। তাঁহারা সদাসর্ব্বদা "নিরাশ্রয়োং মাং জগদীশ রক্ষ" এই হৃদয়-

ভেরী বিশ্বাসবাণী লইয়া লোকের দ্বারে উপস্থিত হয়। দরিদ্রই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, দরিদ্র না হইলে কেহ তাঁহাকে ডাকে না, ধনী ধন পাইয়া ভুলিয়া থাকে, মনে করে—আমি দান করিয়া ঐ দরিদ্রকে রক্ষা করিলাম, কিন্তু ভাবে না যে ঐ দীন হীনকে দান করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম, দীননাথের দরবারে পৌঁছিবার সেতু নির্ম্মাণ করিলাম—তাহা হইলে তাহাদিগকে দান করিয়া অহমিকার বশবর্ত্তী হইতে হইত না, পাপের পথ প্রশস্ত করিয়া পরকালে হা হুতাশ করিতে হইত না। দরিদ্রতা যদি আকাঙ্ক্ষিত—অভিলষিত বস্তু না হইবে, তবে পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবী কেন ভগবানের নিকট দরিদ্রতা-বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন? দরিদ্র যত ভগবানের নাম করে, তাঁহাকে স্মরণ মনন করে—কষ্টে পড়িয়া পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে, ধনীর তত করিবার আবশ্যক হয় না। নাম করিলেই নামীর সন্ধান পাওয়া যায়, দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণ অন্তর্নিবিষ্ট, ধনীর মধ্যে থাকিলেও তাহারা বুঝে না, দেখে না, ধন লইয়া ব্যস্ত থাকে। দরিদ্রের নারায়ণই ধন—অতএব এরূপ নারায়ণ ধনে ধনবান্ ধনীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিতেছ, হে বৈষ্ণব! তুমি কখনও বিস্মৃত হইও না। যদি এই সেবা কার্য্যে অর্থের অপ্রতুলতা হয়, নবদ্বীপাধিপতি তাহার জন্য কিছু জায়গীর দান করিয়াছেন—তাহাতেই সেবাব্রত সহজে পরিচালিত হইবে, বলিয়া রাজপ্রদত্ত দানের একখানি পাট্টা প্রদান করিলেন।

প্রভুপাদ সকল ভক্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন—নাম কীর্ত্তনই কলিকলুষনাশের উপায়—আর দরিদ্র নারায়ণের সেবাই তাহার প্রধান অবলম্বন, ইহা ছাড়া বৈষ্ণবের সিদ্ধিলাভের আর অন্য উপায় নাই, কলিকালে সত্য, আর দানই পরম ধর্ম্ম, স্বর্গবাসের সোপান স্বরূপ। যদি আমার প্রতি তোমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে বৈষ্ণবের পরম সিদ্ধির পথ—এই দুইটী রীতি হইতে স্খলিত হইও না। অন্তে ইহার দ্বারাই তোমারা আনন্দঘন চিন্ময় চিদানন্দের আনন্দ সাগরে ডুবিয়া তৃষিত প্রাণ সুশীতল করিতে পারিবে। সকলে সমস্বরে বলিল—আপনি দেবতারও অধিক, আপনার এ অমূল্য উপদেশ আমরা শিরোধার্য্য করিয়া আপনার এই কেন্দুবিল্বের অতুলনী কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিতে প্রাণপণ

করিব—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার এ অক্ষয় ভাণ্ডারে কখন কোন প্রকার অভাব অনুভূত না হয় এবং আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে যেন সুস্থ দেহে, সানন্দ-চিত্তে এ কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। জয় প্রভু শ্রীরাধামাধবের জয়, জয় প্রভু জয়দেব-পদ্মাবতীর জয়।

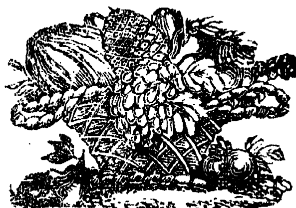
কেন্দুবিল্ব আজ হইতে শ্রীবৃন্দাবনের মত ভক্তিরাজ্যে পরিণত হইল, সেবা-কার্য্যে অতুল আনন্দ-উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, ভক্তকণ্ঠে অনবরত মুক্তি-মূলাধার হরি-নাম মহামন্ত্র সমুচ্চারিত হইয়া গগন পবন মুখরিত করিয়া তুলিল। কেন্দুবিল্ববাসী এবং সমাগত ভক্ত বৈষ্ণবগণের আগ্রহাতিশয্যে বৈষ্ণব সমাজের প্রধান ছত্রপতি পণ্ডিতাগ্রগণ্য ভক্ত কবি জয়দেব ও তদীয় পত্নী দেবীতুল্য পদ্মাবতীর গৃহত্যাগে এক বিদায় অভিনন্দনের আয়োজন হইলে, অষ্টাহকাল ব্যাপী মহামহোৎসবের আয়োজন হইল। শ্রীশ্রীরাধামাধবের অধিবাস, ভোগারতি, সন্ধ্যাস্তুতি, স্বপ্নবিলাস, হরিবাসর, অষ্টপ্রহর কীর্ত্তন, মহামহোৎসবের দধিমঙ্গল প্রভৃতির আয়োজন হইল। দরিদ্র নারায়ণের সেবা সর্ব্বতোভাবে আচরিত হইয়া গ্রামখানি ভক্ত-গণের আনন্দ-পদভরে টলটলায়মান হইয়া উঠিল। সেদিন কেন্দুবিল্বের এ উৎ-সবে ভারতের প্রায় সকল ভক্তই সমাগত হইয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য হইতে জয়দেব গোস্বামীর গুরুদেব আচার্য্য প্রধান মাধ্বাচার্য্যও এ মহা মহোৎসবে যোগদান করিয়া আচার্য্যের আসন সমলঙ্কৃত করিতে ক্রটী করেন নাই। মাধ্বাচার্য্য জয়দেবকে নারায়ণের অবতার বলিয়া জানিয়াও তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে গুরুপদে অধি-ষ্ঠিত হইয়া দীক্ষাদান করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। আজ নারায়ণের সহ লক্ষ্মী অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রভুর সেবাকার্য্যে সহধর্ম্মিণীরূপে পদ্মাবতীকে অধিষ্ঠিতা দেখিয়া বুঝিলেন—শক্তি ও শক্তিমান্ কখনও পৃথক থাকিতে পারেন না। মাধ্বাচার্য্য গুরু হইলেও উদ্দেশে মনে মনে লক্ষ্মী নারায়ণের মানস পূজা করিয়া ধন্য হইলেন।

শ্রীরাধামাধবের ভোগারতির পর মাধ্বাচার্য্য ভক্তগণের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া সাধক দম্পতীকে অভিনব পুষ্পমাল্যে ভূষিত করত তাঁহাদের চারিদিকে

খোল করতাল সহ "গীতগোবিন্দ" কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ভক্তগণের সে উচ্চরোলে আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হইয়া অনন্তের কোলে মিশাইয়া অস্তিমের পথ পরিমুক্ত করিয়া দিল। তারপর সকলে প্রেমানন্দে মাতিয়া গাহিল—

এস দীনবন্ধু হরি, ভক্ত সঙ্গে নৃত্যানন্দে এস, কৃপাবিন্দু বিতরি।
তোমা বিনা আর কেবা আপনার, তুমি ভবপারের কাণ্ডারী॥

আহার নিদ্রা ভুলিয়া সকলে নাম-সাগরের অগাধ জলে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। মাধবাচার্য বুঝিলেন—যাহা স্বয়ং শঙ্কর পারেন নাই, অধীনের দীন শক্তিতে যাহা হয় নাই, শ্রীমজ্জয়দেবের অতুলনীয় শক্তিতে আজ তাহা সম্ভবপর হইল। দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বঙ্গ-গগনের শ্রদ্ধাস্পদ ভাস্কর অসময়ে অস্তমিত হইবেন। দেশ পরাধীন হইবার পূর্ব্বে চির স্বাধীন অমরাত্মা জয়দেব পত্নীসহ শেষ দীপ্তি প্রকাশের জন্য শ্রীবৃন্দাবনবাসী হইবেন।



দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নানাকথা।

জয়দেবও পদ্মাবতীকে অভিনন্দন দান করিয়া অনেকে তাঁহাদের চরণ-ধূলি গ্রহণ করত উৎসবের পর আপনাপন স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। আচার্য্য-প্রধান মাধ্বাচার্য্য প্রকাশ্যে আশীর্ব্বাদ ও মনে মনে দেব-দেবীর চরণে ভক্তি-প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। জয়দেব ও পদ্মাবতীর অভ্যুদয়ে দেশের অবস্থা খুবই উন্নত হইয়াছিল—বাঙ্গালা দেশ তখন ধর্ম্মকর্ম্মে মজিয়াছিল—ইঁহাদের মহাপ্রস্থানে সেই বাঙ্গালা অধঃপতনের প্রতি অগ্রসর হইবে, দেশে আর সুখের স্রোত বহিবে না! তবে ভক্তবীর জয়দেবের প্রভাব যতদিন মানব মনে জাগরিত থাকিবে—যতদিন সমাজ সেই ভাবস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইবে—ততদিন দেশের কোন অমঙ্গল সাধিত হইবে না; কিন্তু সে আর বেশী দিন নহে—বাঙ্গালা দেশ সত্বরই যবন হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়া পরাধীনতা-শৃঙ্খল পায়ে পরিবে। দেশ পরাধীন হইলে তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, মানসম্ভ্রম, সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে, আত্মগৌরব হারাইয়া পরস্বা অনুকরণে মর্য্যাদা অনুভব করিবে। এইজন্য সাধনসিদ্ধ—মহাপুরুষগণ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ক্রমশঃ নিভৃত গিরি-গহনের আশ্রয় গ্রহণ জন্য দেশত্যাগ করিলেন। জয়দেব ও পদ্মাবতী যাই সাই করিয়াও জন্মভূমির মায়ায়—গ্রামবাসী আত্মীয় স্বজনের প্রাণের আকর্ষণে—আরও দুই একদিন অবস্থান করিয়া গ্রামের শোভা বর্দ্ধন করিতেছেন।

প্রতিদিন অসংখ্য নর-নারী আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন—তাঁহার শ্রীমুখের উপদেশবাণী শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। জয়দেব নানা প্রকার কথা প্রসঙ্গে তাঁহাদের মনের সন্দেহ দূর

করিয়া তাঁহাদিগকে সৎপথে পরিচালিত করিয়া দিতেছেন। প্রভু বলিতেছেন— দেখ ভক্তগণ! ভগবান্ শরণাগত-প্রতিপালক—ভক্তিশাস্ত্র কেবল উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—ভগবানের শরণাগত হও, তোমার সকল ভয় তিরোহিত হইবে— ইহপরকালে তুমি সকল বিষয়ে অভয় লাভ করিবে।

ভক্ত বলিল—প্রভু! কেমন করিয়া শরণাগত হইতে হয়—কেমন করিয়া তাঁহার পদে আত্মনির্ভর করিতে হয়—দয়া করিয়া আমাদিগকে উপদেশ দিন।

জয়দেব।—ভগবানের প্রিয়কার্য্য করা, তাঁহার কার্য্যে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োগ করা, অর্থাৎ যাহা কিছু করিবে, সমস্তই তাঁহার কর্ম্ম—তিনি প্রভু আমি দাস—সবই তাঁহার কার্য্য, তোমার স্বতন্ত্র কোন কার্য্য নাই— এই ভাবে তন্ময় হইয়া কার্য্য করিবে। তাহা হইলে সত্বর পরা ভক্তি লাভ করিয়া ভক্তিময় জীবন অতিবাহিত করিতে পারিবে? ভক্তির আধার এক-মাত্র শ্রীহরি জীবের একমাত্র সাধুবস্তু। প্রাণভরা ভক্তি লইয়া জীবন যাপন করিতে পারিলে অন্তিমে মুক্তিলাভের কোন ভাবনা নাই। পরমেশ্বরে একান্ত অনুরাগই এই মুক্তি লাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু ইহা বড়ই সৌভাগ্য সাপেক্ষ— ইহা সহজলভ্য নহে। সুদুর্লভা, তুমি নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মী হইতে পার, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানী হইতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু ভক্ত হইতে হইলে ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহপাত্র হওয়া চাই। নিখিল-নিয়ন্তা ভগবান্‌কে নিয়ত স্মৃতিপটে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে পারিলেই এই অনুগ্রহ লাভ করা যায়।

ভক্ত।—প্রভু! কলিকলুষ-প্রপীড়িত দুর্ব্বলান্তঃকরণ জীব সর্ব্বদাই কাম-ক্রোধাদির অধীন এবং তাহাদের সেবাতেই তৎপর; রিপুপরতন্ত্র জীবের পক্ষে তাহাদের অধীনতা-পাশ ছেদন করা সহজ নহে। তবে কেমন করিয়া আমাদের সে আশা পূর্ণ হইবে—আপনার উপদেশ মত কেমন করিয়া ভগবান্‌কে সর্ব্বদা স্মৃতিপটে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব?

জয়দেব। বৎসগণ! করিব বলিয়া একান্তচিত্ত হইলে, ভগবানে সর্ব্বতো-ভাবে প্রাণ মন সমর্পণ করত ঐ সকল রিপুর কুপ্রবৃত্তিগুলির আসক্তি তাঁহার সহিত সংযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে পথ সহজেই সরল হইয়া যায়—ভোগের কামনা ক্রমশঃ ত্যাগের পথে ধাবিত হয়। সেই ভুবনমোহন, পরমসুন্দর, ভক্তবৎসল, শরণাগত-প্রতিপালকা, একমাত্র কামনার বস্তু শ্রীহরিকে মনে দৃঢ় করিলে পার্থিব আনন্দে মুগ্ধ হইতে আর ইচ্ছা হয় না, তুচ্ছ কামনা আর তাঁহার নিকট প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, বৈভব তখন তাঁহার নিকট অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। ভাবে বিভোর না হইলে ভক্ত হওয়া যায় না; ভক্তের কোন আড়ম্বর বা নিদর্শন নাই, তাঁহাকে দেখিলেই—তাঁহার সেই প্রেম ঢল ঢল নয়নের প্রেম উছল ভাব দেখিলেই বুঝা যায়—ইনি প্রেমিক, প্রেমময়ের দরবারের ইনি প্রধান প্রতিনিধি।

ভক্ত। তাহা হইলে নাম সংকীর্ত্তনই ত ভক্তিলাভের সহজ উপায়, ইহা অবলম্বন করাই ত উচিত—অন্য কর্ম্ম না করিলেও ত চলিতে পারে?

জয়দেব। নাম কীর্ত্তন যে সহজ সাধ্য উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই—আর কলিতে ইহাই করণীয়—"নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" তবে একেবারে কর্ম্মহীন হইয়া থাকিতে হইবে—তাহারও কোন কথা নাই—যতদূর সাধ্য নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করিবে—নতুবা মন বশীভূত হইবে কিসে? শাস্ত্রের বিধিনিষেধ, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য পালন না করিলে চিত্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িবে, যোগযুক্ত হইয়া কার্য্য করিলে তাহাতেই ত ভক্তিভাব জাগিয়া উঠিবে। হিন্দুশাস্ত্র কোন বিষয়েই অন্যায় উপদেশ দেন নাই। যাহাতে সাধকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—আমাদের সনাতন আর্য্যশাস্ত্র তাহা ব্যতীত অন্য কোন উপদেশ বিধিবদ্ধ করেন না, ইহার প্রত্যেক উপদেশই মঙ্গলময়!

ভক্ত। আচ্ছা প্রভু! আমাদের যে এই "সহজিয়া ভজন" স্ত্রী-পুরুষ একত্র হইয়া সাধন ভজন—ইহাতে কি সত্বর মুক্তি লাভ হয় না?

জয়দেব। কে বলিল—মুক্তি লাভ হয় না? স্ত্রী পুরুষ ছাড়া হইলে সৃষ্টিই থাকে না। যে পরমাত্মার শক্তি হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি হয় এবং যাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হয়—তিনিই বিষ্ণু। শ্রুতি বলেন—তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ” জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত কারিণী শক্তির বিষয় সর্ব্বদা আকাশে সূর্য্যের ন্যায় দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব পুরুষ বা বিষ্ণু দেবতাই পরমাত্মার প্রথম রূপ, আর ঐ সৃষ্টিস্থিত্যন্ত-কারিণী শক্তি—যিনি প্রকৃতি নামে অভিহিতা হন, তিনি “শক্তিশক্তিমতোরভেদতঃ” পুরুষ হইতে ভিন্ন নহেন। অথবা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছায়া বিশিষ্ট সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের সূক্ষ্মাবস্থাকে প্রকৃতি বলে।

ভক্ত। প্রকৃতি না হইলে পুরুষ তবে থাকিতে পারে না; শক্তি ও শক্তিমানে তবে অভেদ বলুন?

জয়দেব। সংসারে বিষ্ণুই ত পালনী শক্তি; যে শক্তির দ্বারা তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেন—পালন করেন, সে শক্তি কি বিষ্ণু হইতে স্বতন্ত্র? বেদ বলেন— ব্রহ্ম ও মায়া, তন্ত্র বলেন—শিব ও শক্তি, আর সাংখ্য বলেন—স্ত্রী ও পুরুষ, তবে কে কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে? পুরুষ নিজে পূর্ণ নহে—স্ত্রীও নিজে অপূর্ণ, দুইটী বস্তু একত্ব প্রাপ্ত হইলে তবে পূর্ণত্ব লাভ হয়। প্রত্যেক স্ত্রীতে পুরুষত্ব এবং প্রত্যেক পুরুষে স্ত্রীত্ব বর্ত্তমান; তোমার স্ত্রী তোমা হইতে পৃথক্ নহেন—তুমিও তাহা হইতে পৃথক্ নও। যদি মানবের স্ত্রীশক্তি এত হীন হইত, তাহা হইলে তাহার জন্য অত বড় একখানি রামায়ণের সৃষ্টি হইত না—ভগবান্ রামচন্দ্র প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সীতার উদ্ধারে ব্রতী হইতেন না। চাঁদের চন্দ্রিমা ও অরুণের অরুণিমা যেমন পৃথক্ করিলে মূল বস্তুর উচ্ছেদ সাধন হয়, সূর্য্য ও চাঁদের যেমন অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি তোমা হইতে তোমার স্ত্রীকে, বা স্ত্রী হইতে তোমাকে পৃথক করিলে—অর্দ্ধ অবস্থায় কাহারও অস্তিত্ব থাকে না। যদি যথার্থ হিন্দুর শাস্ত্রানুসারে বিবাহ-বন্ধন সমাহিত হয়—তাহা হইলে একের অভাবে অন্যের অবস্থিতি অসম্ভব।

এই জন্য স্বামীর বিয়োগে স্ত্রী সহমরণে যায়। পতি জীবিত না থাকিলে জীবন্মৃত বা একেবারে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। ইহা প্রতিদিন চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া শক্তিকে ঐরূপ তুচ্ছ জ্ঞান কর কেন?

ভক্ত। আচ্ছা প্রভু! কোন বৈষ্ণবতীর্থে বা বৈষ্ণবপীঠে কি কখনও শক্তিপূজা হইত—তাঁহারা কি শক্তি মানিতেন?

জয়দেব। সে কি গো, তোমরা কি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কর নাই? তাহাতেই যে আছে প্রতি অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণ হবিষ্যাশিনী হইয়া ক্যাত্যায়নী দেবীর ব্রতানুষ্ঠান করিতেন—অরুণোদয়ে যমুনাজলে অবগাহন পুর্ব্বক স্নান সমাপন করিয়া শুদ্ধচিত্তে বালুকাময়ী কত্যায়নী মূর্ত্তি গঠন করত নানা উপচারে দেবীর পূজা করিয়া প্রার্থনা করিতেন ঃ—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি !
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥

হে সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্য-সমন্বিতা মাহামায়া কাত্যায়নি! আপনি নন্দনন্দনকে আমাদের পতিরূপে মিলাইয়া দিন, আমরা আপনাকে নমস্কার করি। এইরূপে তাঁহারা কাত্যায়নী ভদ্রাকালীর পূজা করিয়া বর প্রার্থনা করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে আয়ান ঘোষ যে শাক্ত ছিলেন, তাঁহার জন্য প্রভু আমার কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্রীরাধার বিপদুদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহা কি তোমরা জান না?

ভক্ত।—প্রভু! অনেক অনেক বৈষ্ণব ত এ মতের পোষকতা করেন না,—তাঁহারা শক্তি মানিতে চান না।

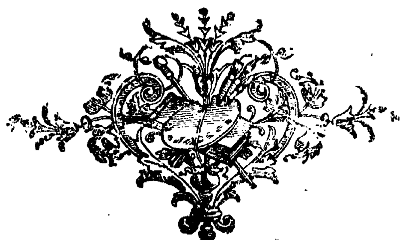
জয়দেব। ইহা ভাল নহে—ভগবান্ আমাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্তি প্রদান করেন নাই, ক্রমশঃ এরূপ বিদ্বেষভাব পরিপোষিত হইলে শাক্ত বৈষ্ণবে এরূপ মতদ্বৈধ হইলে ধর্ম্ম অধঃপাতে যাইবে, ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলে দেশের দুর্গতি বাড়িয়া যাইবে—রক্ষা করিবার উপায়

থাকিবে না। সাধকের মত ও পথ ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ সাধ্যবস্তু যে এক—অভিন্ন, তাহা নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। নদী যে দিক্ দিয়াই গমন করুক, সাগরে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তাহার আর অন্য উদ্দেশ্য নাই। সেইরূপ সাধক যে পথই অবলম্বন করুন, সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মসমর্পণ করাই যখন উদ্দেশ্য—তখন এত হিংসাদ্বেষ কি ভাল? ইহাতেই সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হইয়া থাকে, ধর্ম্ম লইয়া ঘোর কলহের সৃষ্টি হয়—শাক্ত বিষ্ণু-মূর্ত্তি দেখিবে না, বৈষ্ণব কালী-দুর্গার মূর্ত্তি দেখিয়া তীব্র কটাক্ষ করিবে; এই ভেদজ্ঞান আসিয়াই ধর্ম্মবিপ্লব, তাহাতে সমাজ-বিপ্লব, জাতি-বিপ্লব শেষে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইয়া দেশ ছারখার হইয়া যাইবে। আমাদের আর্য্য-শাস্ত্র কোথাও দেববিদ্বেষী হইতে উপদেশ দেন নাই। তবে আজকাল আর্য্য বংশধর হিন্দুর হৃদয়ে এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তিসকল পরিপুষ্ট হইতেছে বলিয়া ভয় হয়,—দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলপ্রদ নহে। যাহা হউক, তোমরা আমার প্রিয়তম শিষ্য, এভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া ধর্ম্মপথভ্রষ্ট হইও না, প্রাণপণে ধর্ম্মের পদে প্রণত থাকিলে, চিত্তে মলিনতা প্রবেশ করিতে পারিবে না।

ভক্ত। প্রভু! বৈষ্ণবের কিরূপভাবে জীবনযাপন করা উচিত, আজ এইটুকু বলিয়া বিশ্রামলাভ করুন।

জয়দেব। "তৃণাদপি সুনীচেন তরো রপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ"। বৈষ্ণবের ইহাই প্রধান অবলম্বন—এইভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীহরির চরণে শরণ লইলে তোমাদের পতনের সম্ভাবনা নাই। কেননা, ছোট না হইলে বড় হওয়া যায় না। ভগবান্ বামনরূপ ধরিয়া তোমাদিগকে কি বুঝাইয়াছেন, বিশ্বরূপ ভগবান্ বামন হইয়া দেখাইয়াছেন, বলিরাজার নিকট ক্ষুদ্র ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি চাহিয়া শেষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবরোধ করিয়া দেখাইয়াছেন—প্রভু হইতে হইলে অগ্রে দাস হইতে হইবে, বড় হইতে হইলে অগ্রে ছোট হইতে হইবে—নতুবা তোমাকে কেহ মানিবে না, তোমার মাহাত্ম্য কেহ বুঝিবে না। দ্বাপরেও বৈষ্ণবের প্রাণধন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবের

রাজসূয় যজ্ঞে বিপ্রগণের পদপ্রক্ষালনের ভার লইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝিতে হইবে ক্ষুদ্রত্বই মহত্ত্ব। অধ্যাত্মতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে, ভগবান্ অঙ্গুষ্ঠমাত্র হইয়া সর্ব্বহৃদয়ে আত্মারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অথবা তিনি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, বিশ্বব্যাপক, পুরুষশ্রেষ্ঠ। ছোট না হইলে ক্ষুদ্র জীবহৃদয়ে অধিকারের অধিকার কি তিনি পাইতেন? বামনরূপে সেই "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" অণু হইতেও অণু, এবং মহৎ হইতেও মহৎ,—ভাব নিত্য পরিস্ফুট রহিয়াছে। ভক্তগণ! সন্ধ্যা সমাগত, নিত্যকর্ম্মের সন্ধ্যোপাসনার সময় উপস্থিত, এখন কর্ম্মে মন দাও; তোমরা অহরহঃ শাস্ত্রের এই অমোঘ বাক্য সকল প্রতিপালন করিতে যত্নবান্ হইবে। প্রভুপদে প্রণাম করিয়া সেদিন সকলে বিদায় হইল।



ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভারতের ভবিষ্যৎ।

বিবাহিত জীবনে পুত্রকন্যার প্রতিপালন করিতে না পারিলে, তাহাদের মুখে প্রাণজুড়ান আধ আধ বচনসুধা শুনিয়া শ্রবণ জুড়াইতে না পারিলে প্রাণটা কেমন খাঁ খাঁ করে—মনটা কেমন বিষাদ-অবসাদে ভরিয়া যায়। জয়দেব-পদ্মাবতীর তাহা নাই, থাকিলে কি আর তাঁহাদের দেশ-ত্যাগে এমন প্রাতঃস্মরণীয় বংশটার লোপ হইয়া যায়? সকলেই আজকাল এই বিষয় লইয়া কেবল অনুশোচনা করিতেছেন। সাধারণের এই বাক্য আকর্ণন করিয়া পতিপত্নীর প্রাণেও যেন সেই চিত্তসুধাকর মধুর ভাব জাগিয়া উঠিয়া আজ সমস্ত রজনী তাঁহাদিগকে বিমনা করিয়া রাখিয়াছে। রজনী প্রভাত হইলেই তাঁহারা শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিবেন, সাধের কেন্দুবিল্ব আঁধার হইবে। ভগবান্ কখনও ভক্তের অভাব রাখেন না—তাই সেই শীতরজনীর গভীর যামে যখন গ্রামবাসী সকলেই নিদ্রিত, ভক্তগণ হতাশ হইয়া গৃহে গমন করিয়াছেন, জয়দেব-পদ্মাবতী বাৎসল্যভাবে বিভোর হইয়া তখন ইষ্টদেব শ্রীরাধামাধবের চরণতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন। প্রাণের ধনকে প্রাণের ভাবে দেখা পাইবেন বলিয়া আকিঞ্চন করিলেন। রত্নসিংহাসনে শ্রীমূর্ত্তির জাগরণ হইল। রত্ননূপুর রুণুঝুনু বাজিয়া উঠিল, ভক্তপ্রবীণ জয়দেব হস্ত প্রসারণ করিলেন—সিংহাসন হইতে ভগবান্ ভক্তের সুকোমল অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, পদ্মাবতী হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র চিৎশক্তি শ্রীরাধা-বিনোদিনী পদ্মাবতীর কণ্ঠ ধরিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কখন জয়দেবের ক্রোড়ে, কখন পদ্মাবতীর ক্রোড়ে; শ্রীরাধাও কখন জয়দেবের কখন বা পদ্মাবতীর ক্রোড়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বলিলেন—ভক্তদম্পতী, পুত্রকন্যার জন্য এত চিত্তবিক্ষোভ কেন? বৈষ্ণবের পুত্রকন্যা ত সকলেই—জগৎশুদ্ধ লোকই ত তাহাদের বাৎসল্যের পাত্র; কেবল একটি মাত্র পুত্রকন্যালাভে আদর করিয়া ভক্তহৃদয় এত সংকীর্ণ করিবার দরকার কি? বৈষ্ণব প্রাণ কি এত ক্ষুদ্র, হৃদয় কি তাহাদের এত অপ্রশস্ত, জগজ্জীব যাহাদের আশ্রয় পাইয়া লালিতপালিত হয়, একটি পুত্র বা কন্যার জন্য তাহাদের প্রাণ কাতর হওয়া কি যুক্তিযুক্ত, বৈষ্ণবের প্রকৃতি যে স্নেহবাৎসল্যের আধার—বিষ্ণুর সম্মোহন মূর্ত্তি, বিরাট ভাবের বিশাল-বিস্তার, জগতের প্রত্যেক জীবের জন্য যে তাহার প্রাণ কাতর—পৃথিবীর এই জীবসমূহ যে তাহাদের পুত্রকন্যা, প্রত্যেক দুঃস্থ দরিদ্রনারায়ণই যে তাহাদের অবশ্য প্রতিপাল্য; এত পুত্রকন্যার পিতামাতা হইয়াও বৎস! ক্ষুদ্রত্বের সীমা অতিক্রম করিতে পারিলে না; পুত্রকন্যা হইল না বলিয়া প্রাণে আঘাত পাইতেছ? এই যে আমরা তোমাদের পুত্রকন্যারূপে অঙ্ক-শোভাবর্দ্ধন করিতেছি, আহারদানে আমাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি কর।

জয়দেব-পদ্মাবতীর চৈতন্য হইল—আমরা কি করিতেছি, হৃদয়কে এত সংকীর্ণ করিতেছি কেন? বিশ্বপ্রাণ শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধাসহ আমাদের সকল অভাব মোচন করিতেছেন—দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিয়োজিত করিয়া যখন আমাদের জীবন ধন্য করিয়াছেন—তখন দুই একটি ঔরসজাত পুত্রের জন্য আমরা এত অভাব বোধ করি কেন? প্রভু! ক্ষমা করুন—পুত্রভাবে দেখা দিয়া আমাদের অস্থির চিত্তকে সুস্থির করিয়াছেন—আমাদের সকল অভাব মোচন করিয়াছেন, অনুগত ভক্ত আমরা ধন্য হইয়াছি। এক্ষণে কি খাইবে বল, তোমার ক্ষুধার আহার যোগাইয়া আমরা ভবক্ষুধার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই! প্রাতঃকালে পূজার জন্য ক্ষীর, সর, নবনী প্রস্তুত ছিল—পদ্মাবতী-জয়দেব ইষ্টদেবতা শ্রীরাধামাধবের বদনচন্দ্রমায় তাহা ঢালিয়া দিয়া, নন্দ-যশোদার ন্যায় তাঁহাদের চাঁদবদনে পিতৃমাতৃ সম্বোধন শুনিয়া প্রেমভরে তাহা অর্পণ করিয়া দেবতাদেরও অসাধ্য সৌভাগ্য লাভ করিলেন।

বিশ্বপ্রকৃতি পুরুষের পিতামাতা হইয়া আজ জয়দেব-পদ্মাবতী পুত্রকামনা চিরতরে পরিত্যাগ করিলেন।

শীতের গভীর রজনী, প্রকৃতির শীতল কোলে সকলেই নিদ্রায় অচেতন, দূর-শ্রুত শৃগালের কাতর কলরব বায়ুস্তরে মিশিয়া আসিয়া কর্ণে প্রবেশ করত রজনীর গভীরতা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার পূর্ব্বে নিজ স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির পবিত্র মন্দির মধ্যে বৃন্দাবন-চন্দ্রের অপূর্ব্ব লীলা-মাধুর্য্য বিস্তার দেখিয়া পদ্মাবতী-জয়দেব বিভোর-প্রাণ, আপনা ভুলিয়া প্রভুপদে আত্মহারা—কোন সংজ্ঞা নাই, বাহ্যিক চৈতন্য বিলোপ হইয়াছে, পরিধানের বস্ত্র স্খলিত হইয়াছে, ঠাকুর ঠাকুরাণীর মানবীয় খেলা দেখিয়া মনে করিতেছেন,—ইহা রাধাকুঞ্জ না শ্যামকুঞ্জ! খেলায় যে বিরতি নাই? ভক্ত এইরূপ ভাবে প্রাণের দেবতাকে খেলার সাথী পাইলে আর পার্থিব লেখায় কি মনঃসংযোগ করিতে চায়? সমস্ত রজনী বিশ্বজনক-জননীর সঙ্গে পুত্র-কন্যার খেলাধূলা শেষ করিয়া প্রভাত সময়ে যখন শিষ্যগণ আসিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে কলরব করিতে লাগিল, তখন জয়দেব ও পদ্মাবতী সংযত ভাবে বাহিরে আসিয়া দর্শন দিলেন। উন্মুক্ত দ্বারদেশে সকলে রাধামাধব চরণে মস্তক নমন করিয়া প্রীতি-প্রণতি জ্ঞাপন করিল।

আজ মধ্যাহ্নে প্রভুর গ্রামত্যাগের শুভ মুহূর্ত্ত—তাই দুঃখের ভাগী হইতে, তাঁহাদের অদর্শনে প্রাণ-পোড়া বিষাদভাব অর্জ্জন করিতে বেশী ভক্তের সমাগম হয় নাই, কেবল কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ও গ্রামবাসী স্ত্রী পুরুষ বিষাদ-মলিন মুখে ইতস্ততঃ কাজকর্ম্মে রত হইয়াছে। পদ্মাবতী আজ তাহাদিগকে প্রাণ ভরিয়া খাওয়াইবার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিলেন। জয়দেব পূজা সারিয়া মন্দির চত্বরে উপবেশন করিলে সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিল।

জয়দেব সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—বৎসগণ! ভারতের ভবিষ্যৎ মঙ্গলজনক নহে। ভগবান্ দেশবাসীর কার্য্যগুণে তাহাদের প্রতি বিরূপ হইবেন, ইহার পতনের সহিত অন্য জাতির অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী, বাঙ্গালাও পরাধীনতা শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া দুর্ব্বিষহ কষ্ট ভোগ করিবে। দেশবাসী ক্রমশঃ অধর্ম্মের পথে

অগ্রসর হইয়া বিজিত জাতিরূপে অতীব হীনাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, সত্য ক্রমশঃ দেশ হইতে লোপ পাইবে, অসত্যের জয় এবং সত্যের পরাজয় এ রাজ্যের গরিমা রূপে আচরিত হইবে, দেশবাসী বাক্যবাগীশ হইবে--কথা বলিবে, কাজ করিবে না। কর্ম্মই যাহাদের যোগ ছিল, কর্ম্মযোগী বলিয়া যাহারা চিরপ্রসিদ্ধ ছিল, তাহারা কথায় গগন পবন প্রতিধ্বনিত করিবে, কার্য্যের বেলা মস্তক অবনত করিবে, কর্ম্মযোগী বাঙ্গালী কর্ম্মের পন্থা ভুলিয়া যাইবে, অকর্ম্মে দড় হইয়া দাসত্বে জীবন উৎসর্গ করিবে, ত্যাগীর সন্তান অমৃতের বরপুত্র বৃথভোগে আসক্ত হইয়া বিলাসিতাকে জীবনের সার সর্ব্বস্ব মনে করিয়া ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে। সতী দেবীর অমোঘ বাক্য বিফল হইবে, ভূদেব ব্রাহ্মণগণ কলির ব্রাহ্মণ রূপে কার্য্য করিবে, ধর্ম্মকর্ম্মে আস্থা রাখিবে না, ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জিত হইবে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল মুখে বড় হইয়াছি—বলিয়া স্পর্দ্ধা করিবে।

প্রভুর মুখে ভারতের তথা বাঙ্গালার এই সকল ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া একজন দেশভক্ত শিষ্যের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, কাতর কণ্ঠে বলিল—প্রভু! ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লোপ পাইলে ত দেশের অবস্থার ব্যবস্থা থাকিবে না, তবে বিপ্রবংশ লোপ হইবে, এই কি দেশের ভবিষ্যৎ?

প্রভু বলিলেন—একেবারে লোপ হইবে না তবে এত কম হইবে যে, তুলনায় না থাকারই মধ্যে বিবেচিত হইবে। অন্য জাতি বড় হইয়া ব্রাহ্মণের অধিকার কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিবে।

শিষ্য বলিল,—তবে কি বিপ্রগণ বিষহীন সর্পের ন্যায় বীর্য্য বিহীন হইয়া পড়িবেন, আর কি তাঁহাদিগকে কেহ গ্রাহ্য করিবে না?

প্রভু বলিলেন—গ্রাহ্য অগ্রাহ্য কার্য্যগুণে, কার্য্যহীন হইলে কে কোথায় গ্রাহ্য করিয়া থাকে? সর্পের শিশু সর্পই থাকিবে, আমের গাছে আর আমড়া ফলিবে না, তবে টক্ আর মিষ্ট, মানুষের ছেলে মানুষই হইবে।

শিষ্য। প্রভু! সাধুর ছেলে যদি চোরও হয়, তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ?

প্রভু। চোর হইল বলিয়া তাহার আশা একেবারে ত্যাগ করা মহত্ত্ব নয়, তাহার সংশোধনের চেষ্টা করিবে, সংস্কারে গুণবান্ করিবার চেষ্টা করিলে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া কঠিন নহে। চোর রত্নাকর সংস্কারগুণে বাল্মীকি, জগদারাধ্য কবি হইয়াছিলেন। যে শূদ্রগণ মহত্ত্ব লাভ করিবেন, তাঁহারা বড় হইয়াছি বলিয়া ব্রাহ্মণের অধিকার কাড়িয়া না লইয়া তাঁহাদিগকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন, ইহাতে তাঁহাদের মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পাইবে, কিন্তু শূদ্রগণ অহমিকার বশবর্ত্তী হইয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিবে না, শূদ্রগণ অধিকার লোভে অন্ধ হইয়া পতিত হীনবীর্য্য ব্রাহ্মণের গলায় ছুরী দিবে। যাহারা মহৎ হইতে চেষ্টা করে, ভগবানের আশীর্ব্বাদ লাভে ধন্য হইতে যাহাদের প্রয়াস, একজনের অধিকার কাড়িয়া লইয়া বড় হইতে তাহারা চায় না, বরং সেই পতিত জাতিকে উন্নতির দিকে তুলিয়া দিয়া আপনার প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

শিষ্য।—প্রভু! অন্য জাতি ত ব্রাহ্মণ হইতে পারে, বিশ্বামিত্রও ত হইয়াছিলেন?

প্রভু।—সেরূপ উৎকট তপস্বী আজকাল কয়জন পাওয়া যায়? ব্রহ্মার বরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে মানিত কয়জন? বশিষ্ঠ মানিতেন না, গৌতম মানিতেন না, তাঁহার পুত্র শতানন্দ মানিতেন না, ত্যাগীর শ্রেষ্ঠ ঋষির গরিষ্ঠগণ যখন তাঁহাকে মানিতেন না, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ হইয়া কি ফল লাভ হইয়াছিল? ব্রাহ্মণের স্বভাব সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হওয়া, কিন্তু বিশ্বামিত্র গৌতমের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ইন্দ্রকে নিয়োজিত করিলেন, ইন্দ্র অহল্যার সর্ব্বনাশ সাধন করিল, বংশে কলিমা লেপন করিল, কিন্তু অহল্যার স্বামী গৌতম উদারহৃদয়ে ইন্দ্রের প্রতি ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে সহস্রলোচন করিয়া দিলেন। বিশ্বামিত্র সঙ্কল্পিত বশিষ্ঠ-মারণ যাগে হোতা পাইলেন না, বশিষ্ঠকে মারিবার জন্য কেহ বিশ্বামিত্র-সঙ্কল্পিত যজ্ঞে হোতা হইলেন না, কিন্তু বশিষ্ঠ স্বয়ং সে যাগে হোতা হইয়া পূর্ণাহুতি দিতে অগ্রসর হইলেন, নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া পরের কার্য্যোদ্ধার

করিতে দৃঢ়ব্রত হইলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন এ তেজ কি আর কাহারও প্রাণে জাগিতে পারে ? হায় ! সেই ব্রাহ্মণগণ নিস্তেজ হইবে ? বিপ্রকুলবল্লভ জয়দেব ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিলেন।

প্রভুর অবস্থা দেখিয়া শিষ্য বলিল,—প্রভু ! তবে কি দেশের আর আশ্রয় নাই, অন্য শক্তির দ্বারা কি দেশের কার্য্য হইবে না ?

প্রভু। না, অন্য জাতির দ্বারা দেশোদ্ধার হইতে পারে না, তবে চেষ্টা অনেকে করিবে। সময়ে সময়ে ক্ষণপ্রভার ক্ষণস্থায়ী আলোক বিস্তারের ন্যায় ক্ষীণ শক্তি লইয়া অন্যান্য জাতি চেষ্টা করিবে কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইবে না। বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের গৃহে ভগবান কল্কিরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া পুনরায় দেশকে স্বাধীন করিবেন। তবে অন্যান্য জাতির চেষ্টায় পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া থাকিবে, লোকের প্রাণে একটা উৎসাহ জাগিয়া থাকিবে মাত্র। দেশে প্রকৃতি-বিপর্য্যয় হইবে, সময়ে বারিবর্ষণ হইবে না, অসময়ে হয়ত দেশকে ভাসাইয়া দিবে, জরা ব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত বাড়িবে, বার্দ্ধক্য বাড়িবে, জীব অল্পায়ু হইবে, রোগ ভোগ করিয়াই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিবে, জীবনে স্ফুর্ত্তি-আনন্দ পাইবে না, ধর্ম্মহীন হইয়া সুখের মুখ দেখিতে পাইবে না, অল্পবয়স্ক বালিকার সন্তান হইবে। অজাতশ্মশ্রু যুবক পুত্রের পিতা হইবে, অর্থাভাবে তাহাদের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতে না পারিয়া কপালে করাঘাত করিবে।

শিষ্য। তবে কি হিন্দু রাজত্বের অবসান হইলে, দেশ পরাধীন হইলে জীবন সংগ্রামে পড়িয়া সোণার ভারতের অধিবাসিগণকে দিশাহারা হইতে হইবে ?

জয়দেব। পরাধীন জাতি আবার কোথায় সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পায় ? চির-দিনই ত তাহাদিগকে জীবন ধারণের জন্য নানা প্রকার অকার্য্য কুকার্য্য করিতে হইবে, ক্রমশঃ এমন দিন আসিবে যে ভারতবাসী আত্মীয় স্বজনকে পর করিয়া

দিয়া কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিবে। প্রতিদিন যাহা প্রতিপালন না করিলে হিন্দুত্ব বজায় থাকে না, এমন দিন আসিবে, যখন জীবন সঙ্কটে তাহাও ভুলিয়া যাইতে হইবে, দেশে খাদ্য শস্যের অভাব হইবে। সাত্বিক আহার ঘৃত দুগ্ধ চক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইবে না, সমস্ত ভেজালে পরিণত হইবে। হিন্দুর যাহা মূলধন, সেই গোধন উদর-পরিপোষণে নির্ব্বংশ হইয়া যাইবে। গোচর ভূমি উঠিয়া যাইবে, যে ধন হিন্দুর অমূল্য ধন, জননী-জঠর হইতে ধরায় পতিত হইলেই যে ধনের আশ্রয় লইতে হয়, যিনি আমাদিগকে জননীর মত প্রতিপালন করেন, দেবের রক্ত তেজ যাহার দুগ্ধ সেবনে বর্দ্ধিত হয়, সেই গোমাতার দুর্দ্দশার একশেষ হইবে। হিন্দুর সকল কার্য্যেই ঘৃত, দধি, দুগ্ধের আবশ্যক, গাভী জননীই ইহার জনয়িতা, তাহার প্রসাদেই আমরা এই সকল উপাদেয় দ্রব্য আহার করিয়া শরীর পোষণ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকি, ক্রমশঃ ভারত সেই উপাদেয় খাদ্যদ্রব্যে বঞ্চিত হইয়া জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার রূপে অকালে মরণের কোলে দুর্লভ মানবদেহ অর্পণ করিবে।

বেদপ্রতিপাদ্য দেবতা, জগদ্বিধাতা শ্রীকৃষ্ণ যে গোমাতার হিতের জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন, গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত এই পঞ্চগব্যে যাহাদের আরাধ্য বিষ্ণুশিলা পবিত্রীভূত হয়েন, এমন প্রাতঃস্মরণীয়া পশুরূপা গৃহপালিতা জননী, হিন্দু গো-গৃহের অধিষ্ঠাতৃ দেবী, একদিন তাহার অভাবে হিন্দু গৃহের পবিত্রতা নষ্ট হইবে, আরাধ্য গোগৃহ শূন্য হইয়া নীরব হাহাকারের সৃষ্টি করিবে। জননী মৃত্যু-মলিন বিষাদক্লিষ্ট পুত্রের মুখে সুধাসর্পিঃ প্রদানে অসমর্থা হইয়া কপালে করাঘাত করিবে! যে ধন হিন্দুর প্রধান ধন, জীবনের মূলধন, যাহা না পাইলে জীবনযন্ত্র শিথিল হইয়া পড়ে, যে ধনে ধনবান্ হইয়া বিরাটরাজ রাজন্যবর্গের অগ্রণী, ছিলেন, সেই সকল ঐশ্বর্য্যের মূল ঐশ্বর্য্য, সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন, গোধনের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দুর প্রাণ ছট্‌ফট্ করিবে, চক্ষে অন্ধকার দেখিবে, ইচ্ছা থাকিলেও নির্ব্বির্য্য বহু হিন্দু

তাহার উদ্ধার সাধনে পরাঙ্মুখ হইবে। ইহা অপেক্ষা দুঃখের ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? পরম আচারবান্ জয়দেব দিব্য চক্ষে ভারতের এই সকল দৈবদুর্বিপাক অবলোকন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাসে মর্ম্ম-যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। প্রভু! যদি এতই হৃদয়-বেদনা অনুভব করেন, তাহা হইলে আর ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া কাজ নাই। দেশের অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে, আপনি সুস্থির হউন।

জয়দেব। বৎস! হিন্দুরাজ্য লোপ হইলেই দেশবাসীকে হাড়ে হাড়ে এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে, তাই কিছু কিছু বলিয়া রাখিতেছি, পুত্রপৌত্রগণকে সাবধান করিয়া দিবে, কিছু দিন পর্য্যন্ত অনাচার ব্যভিচারের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যদি হিন্দু সংসারে কতকটা ধর্ম্মকর্ম্ম বজায় রাখিতে পারে, নতুবা বিধাতার বিধিবিধানের বিরুদ্ধে হস্তপ্রসারণ করে—এমন সাধ্য কার এ যে ভগবানের মায়া, রোধ করিবার শক্তি মানুষের কোথায়?

শিষ্যগণ প্রভুর দেশবাৎসল্যপূর্ণ বদনের প্রতি চাহিয়া রহিল—ভবিষ্যৎজ্ঞানে জ্ঞানবান্ ধার্ম্মিকচূড়ামণি জয়দেব বলিতে লাগিলেন—ধর্ম্মহীন হইলে মানুষ পশুতুল্য হইয়া যায়, ধর্ম্মে আস্থাবান্, কর্ম্মে মতিমান্ আছে বলিয়াই মানুষ —মানুষ, পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নতুবা মানুষে আর পশুতে পার্থক্য কোথায়? আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন সামান্য পশুর কার্য্য, দেবত্ব লাভে সমর্থ মানুষও যদি কেবল সেই কয়টী গুণে গুণবান্ হয়, তবে আর তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? কিন্তু দুরন্ত কাল তাহাদিগকে সেইরূপেই কোলে টানিয়া লইবে, পশুরও অধম করিয়া ফেলিবে। হিন্দু সমাজে সকল সময়েই সকল জাতির সমান অধিকার, সমাজ ব্রাহ্মণরক্ষিত, তাঁহারাই তাহার গুরু বলিয়া অন্য জাতি যে অশ্রদ্ধেয় নিন্দনীয় তাহা নহে। কামার কুমার, তিলী মালী নাপিত প্রভৃতি সকল জাতিই সমাজের সহিত দৃঢ় সম্বন্ধে আবদ্ধ, সমাজদেহের সকলেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপ, তবে ব্রাহ্মণ

মেরুদণ্ড, সমাজদেহের শীর্ষস্বরূপ হইলেও অন্যান্য জাতির সাহায্য লইতে তাঁহারা বাধ্য, শূদ্র দাসজাতি বলিয়া তাহাদিগকে কেবল দাসত্বে ব্রত করিয়া রাখিলে জাতির মহত্ত্ব কোথায়? দাসকে প্রভু করিয়া দিবার ক্ষমতা, পতিতকে উদ্ধার করিয়া দিবার মহত্ত্ব যদি যাহার না থাকে—তাহা হইলে তিনি নিজে মহৎ কিসে? যে বড় সে স্বতই ছোটকে বড় করিতে চেষ্টা করিবে—ইহাই ব্রাহ্মণের মহত্ত্ব, ইহাই তাঁহাদের দেবত্ব। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে উদারতা, সে পর-দুঃখকাতরতা থাকিবে না বলিয়া তাঁহারা কলির ব্রাহ্মণ কার্য্যে হীন, ধর্ম্মে দীন, দানে পতিত হইয়া বিষহীন সর্পের ন্যায় কেবল গর্জ্জন করিবেন। ইহাতেও সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হইবে, শূদ্রগণও শিক্ষিত হইয়া ভাবিবে আমরা বুঝি ব্রাহ্মণকে নিম্নে ফেলিয়া দেবতার আসন গ্রহণ করিব, কিন্তু বিফলপ্রযত্ন হইবে, জন্মাগত অধিকার কাড়িয়া লওয়া ভগবান্ ভিন্ন কাহারও ক্ষমতা নাই। এরূপ পরস্পর মনোমালিন্যে সমাজে ঘোর অশান্তির অনল সৃষ্টি করিবে। সাত্ত্বিক ভাব, রাজসিক ভাব তিরোহিত হইয়া মানুষ কেবল তামসিক ভাবে আলস্যপরায়ণ হইবে—জাতীয় বৃত্তি লোপ পাইয়া দাসত্বই সকল শ্রেণীর লোভনীয় হইয়া পড়িবে। দেশের শিল্প-বাণিজ্য লোপ পাইতে থাকিবে, ঘরের মণিমাণিক্য ফেলিয়া পরের কাচখণ্ডের লোভে দেহের রক্ত বিনিময় করিবে। মুসলমান রাজত্বেও একপ্রকার সুখেদুঃখে কাটাইয়া পররাজত্বে দুঃখের অতলে ডুবিয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করিবে! দেশের লোক দেশের শত্রু হইবে। পরদেশীর পদপূজার জন্য অজস্র টাকা ব্যয় করিবে, কিন্তু দেশবাসীর গলায় ছুরিকাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। সে সকল অপকর্ম্ম মানুষের করণীয় নহে, তাহারই আচরণ করিয়া আচার বিচার ভ্রষ্ট হইবে, দেবদ্বিজে ভক্তি থাকিবে না, অর্থই সার সর্ব্বস্ব ভাবিয়া পরকালের সম্বল পরমার্থে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পশুর মত জীবন যাপন করিবে। প্রভু রাধামাধবের আদেশ মত দশ অবতারস্তোত্র বর্ণন সময়ে কলিকাল মাহাত্ম্যে দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠিতেছে; জগতের

সনাতন আর্য্যজাতির ভয়াবহ পরিণাম ভাবিয়া চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিবংশও এরূপ দুর্গতি ভোগ করিবে, ধর্ম্মহীন হইলে যে দেবতারও অব্যাহতি নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, এই অধর্ম্মনাশের জন্য, এই দুর্গতি দূরীকরণের জন্য কলিতে পতিতপাবন, দুর্গতি-নাশন হরিনামই একমাত্র মহৌষধ, শিষ্যগণ! ধার্ম্মিকের কাছে কলির প্রভুত্ব নাই, তোমরা অবহিত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন কর।

শুভ সময় সমাগত দেখিয়া প্রভু গাত্রোত্থান করিলেন, কায়ার সহিত পদ্মাবতী ছায়ার উত্থানে বিলম্ব হইল না, জয়দেব স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির চরণে শির নত করিয়া বলিলেন—দেবি আমার, সাধনসিদ্ধির মূলাধার জননী আমার, তোমার ক্রোড়ে যদি কোনও অত্যাচার অবিচার করিয়া থাকি, স্নেহবাৎসল্যে পুত্রের সে অপরাধ মার্জ্জনা কর, তারপর শিবমন্দিরের প্রতি অকপট ভক্তিপ্রণতি, স্তব-স্তুতি করিয়া, পূজার ভার উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করত শ্রীরাধামাধব মূর্ত্তি গলায় বাঁধিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন—এই মন্দির তোমাদের, নিত্য তোমরা ইহাতে সন্ধ্যারতি করিয়া মঙ্গলদীপ জ্বালিয়া প্রাণের হরি সংকীর্ত্তনে ভগবানের আবাহন করিবে, তোমাদের কাতর আহ্বানে তিনি নিত্য সত্যস্বরূপে আবির্ভাব হইবেন, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি অতিথি-গণের অভ্যর্থনায় সমান আন্তরিকতা প্রদর্শন করিয়া দেবতার আশীর্ব্বাদভাজন হইবে, দুঃস্থের দুর্গতি দূরীকরণের আকাঙ্ক্ষা নিজের দুর্গতিনাশের অন্যতম উপায় ভাবিয়া শ্রদ্ধাযত্নের ত্রুটি করিবে না।

প্রভু পত্নীসহ অগ্রসর হইলেন, শিষ্যগণ কি অমূল্যনিধি তাহাদের চিরতরে ছাড়িয়া যাইতেছে ভাবিয়া ছল ছল নেত্রে পশ্চাদনুসরণ করিল, খোল করতাল ধীর স্বরে ভক্তের ভক্তিভজনের অভিনন্দন দান করিতে লাগিল। জয়দেব ও পদ্মাবতী অজয়ের কূলে আসিয়া করযোড়ে প্রণাম করিলেন, সে কূলে কলনাদিনী সুরধুনী গঙ্গার স্তব পাঠ করিয়া বলিলেন—করুণাময়ি! অধম সন্তানের প্রতি তুমি যে অসীম করুণা প্রদর্শন করিয়াছ, প্রতি দিনের গঙ্গাস্নান সঙ্কল্প যে পূর্ণ

করিয়াছ, তাহাতে অধম সন্তান ত কৃতার্থ হইয়াছে, তৎসহ কেন্দুবিল্বগ্রামও মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে ; গ্রামবাসী প্রতিদিন তোমার সর্ব্বপাপনাশন পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া কলিকলুষ-বিমুক্ত হইতেছে। মা! আমার আরাধ্য জন্ম-ভূমির প্রতি তুমি চির কারুণ্য প্রকাশ করিয়া গ্রামবাসীকে ধন্য করিও আজ আমরা তোমার মুক্তিমূলাধার চরণে প্রণাম করিয়া প্রভুর নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দা-বনে গমন করিতেছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেখানে বৃন্দাবনচন্দ্রের দর্শনে জীবন ধন্য করিতে পারি। পতিপত্নী উভয়ে গললগ্নীকৃতবাসে পতিতপাবনী ভাগিরথী চরণে প্রণাম করিয়া বৈষ্ণবের নিত্যধাম শ্রীবৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কেন্দুবিল্ববাসী উচ্চৈঃ স্বরে হরিনাম করিয়া তাহাদের প্রাণসর্ব্বস্ব, প্রিয়জনে বিদায় দান করত তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধরিয়া ম্লানমুখে গৃহে ফিরিল।



চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীবৃন্দাবনে।

জয়দেব ও পদ্মাবতী জাগতিক সকল মায়াপাশ ছিন্ন করিলেন, চিত্তের যাবতীয় বিক্ষেপ দূর করত একান্ত ভক্তিপ্রেমপুলকিত অন্তঃকরণে তন্ময় ভাবে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে প্রবেশ করিলেন। লীলাময়ের নিত্য-লীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনধামের অপূর্ব্ব শোভা নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণে যার-পর-নাই আনন্দ অনুভব করিলেন, বিভোর প্রাণে প্রত্যেক নিকুঞ্জ ধামে শ্রীরাধাসহ রাধানাথের লীলাবিহার দর্শন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রাধাপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া বলিয়াছিলেন—"বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামী" শ্রীবৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া আমি একপদও কোথাও যাইব না, প্রভুর সে কথা ত বর্ণে বর্ণে সত্য, তিনি ত বাস্তবিক বৃন্দাবন ছাড়িয়া কোথাও যান না, যে দেখিতে জানে—যাহার চক্ষু ফুটিয়াছে, সে শ্রীবৃন্দা-বনের প্রত্যেক নিকুঞ্জ মধ্যে শ্রীরাধামাধবের অস্তিত্ব দেখিয়া বিভোর হইবে, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্নে চিহ্নিত কুঞ্জরজে গড়াগড়ি দিয়া মানব জন্ম সার্থক করিবে। যাহার চক্ষু নাই, অজ্ঞান-অঞ্জনে যাহার চক্ষু আবরিত হইয়া গিয়াছে, সে কেবল গাছ পালা দেখিবে, আর নরকোলাহলে কাণ ঝালাফালা করিয়া বধির হইবে না ত কি?

ভক্ত দম্পতি এইবার কেশীঘাটে আসিয়া আশ্রম স্থাপন করিলেন, শ্রীরাধা-মাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনায় মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়া দিলেন। সাধকের প্রাণের ভাবে মূর্ত্তি সজীবতা প্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনস্থ হইলেন। যে দেখিল, সে আর নয়ন ফিরাইতে পারিল না সেই খঞ্জন-গঞ্জন আঁখির অপরূপ চাহনি দেখিয়া, সেই প্রেমমূর্ত্তির নৃত্যপর ভাব অবলোকন করিয়া বংশীবদনের বংশীবাদন ভঙ্গী দেখিয়া যাত্রিগণ প্রথমে জয়দেবের শ্রীপাটে উপস্থিত হইল, ভগবানের প্রাসাদ

লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া তবে অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। শুনা যায় জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে আসিয়া গোস্বামী প্রভুর রাধামাধবজীউর মন্দির নির্ম্মাণে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, মন্দিরটীও খুব পরিপাটীরূপে নির্ম্মিত হইয়া লোকের মন হরণ করিয়াছিল। জয়দেব ও পদ্মাবতী বহু দিন অবধি শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর সাধন-ভজনে কালাতিপাত করিয়াছিলেন।

দেশ বিদেশ হইতে যত রাজা মহারাজ শ্রীবৃন্দবনধামে আসিতেন, সকলেই জয়-দেব গোস্বামীর শ্রীমন্দিরে তাঁহাদের প্রাণের "গীতগোবিন্দ" কীর্ত্তন শুনিয়া শ্রীরাধা-মাধবের বাল্যভোগে প্রাণ পরিতৃপ্ত করিয়া তবে শ্রীধাম পরিত্যাগ করিতেন। স্বামী ও স্ত্রীর একতান সুরে সেই গোবিন্দভজন ভক্তের সুললিত কণ্ঠের সেই প্রাণপোরা ভক্তিভরা সংকীর্ত্তন শ্রবণ না করিলে যেন প্রাণের আশা মিটিত না, শ্রীবৃন্দাবনে আসার তৃষ্ণা ছুটিত না। সে জগন্মঙ্গল সংগীত যে শুনিত সেই বলিত ইহা অতুলনীয়, ভগবানের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ না পাইলে, প্রাণ দেওয়া ভক্ত না হইলে শুধু ভালমানে কখনও এমন করিয়া লোকের প্রাণ মোহিত করিতে পারা যায় না, ইঁহারাই যথার্থ বৃন্দাবনবাসী হইয়াছেন, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে ইঁহারাই যথার্থ ভাবে বুঝিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন।

শাক্ত ভক্ত যেমন কাশীবাসে জীবলীলা সাঙ্গ করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে, এই ঈপ্সিত স্থানের পুতরজ যেমন তাহাদের চিরস্পৃহণীয়; শ্রীবৃন্দাবনের প্রত্যেক ধূলিকণা বৈষ্ণবের তেমনি চিরাকাঙ্ক্ষিত বস্তু, এই আরাধ্য ধামে জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া প্রভুর পদে মিশিতে পারিলে তাঁহারাও ভগবানের সারূপ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারেন, এইজন্য বৈষ্ণবগণ এই পুণ্যপূত রজে দেহের অবসান করিবার জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া শেষ জীবনে শ্রীবৃন্দাবন-বাসী হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

একবার পরম ভাগবত জয়পুরাধিপতি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া নানা মন্দির ভ্রমণ করত যখন কেশীঘাটে আসিলেন, জয়দেব পদ্মাবতীর মধুরকণ্ঠে গোবিন্দভজন শ্রবণ করিলেন, যুগপৎ স্তম্ভিত ও মোহিত হইয়া বলিলেন—এই কি বৃন্দাবনের

যশোদা তুলাল নন্দগোপসুত শ্রীকৃষ্ণ, বৃষভানু রাজনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকা সহ বৃন্দাবন বিহার করিতেছেন? এই ভক্তদম্পতীই কি ভক্তপ্রাণে বৃন্দাবনের সেই ভাব নবীভূত করিবার জন্য প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন? মরি মরি এমন প্রাণোন্মাদ কীর্ত্তন ত কখন শুনি নাই—অথবা এ শুধু কীর্ত্তন নহে, ভক্তপ্রাণের নিভৃত নিবাসের ভাবতরঙ্গ শ্রীমুখ হইতে সুধারূপে ক্ষরিতেছে, এই সুধারস পান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে আসার আশা সফল হইল। মহারাজ কিছু দিন সাধু সহবাসে তীর্থবাস করিয়া এই যোগী-যোগিনীকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে পূজা করত বহু অনুনয় বিনয়ে স্ববাসে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজপুরী পবিত্র করিয়া কিছু দিন ইঁহাদের দেবকণ্ঠে "গীতগোবিন্দ" সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। জয়পুর রাজধানী কিছু দিন হরিপ্রেমে ভাসমান হইয়াছিল। জয়পুরাধীপতি কিছু দিন জয়দেব ও পদ্মাবতীকে গুরুর আসনে সমাসীন করিয়া নিভৃত নির্জ্জনে তাঁহাদের পদপুজা করিয়াছিলেন এবং "ঘাটী" নামক স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া জয়দেবের বিগ্রহ মূর্ত্তি স্থাপন করত সেবার বিপুল বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এখনও সেই স্থানে জয়দেবের বিগ্রহ দেবতা রাজপ্রদত্ত দেবত্রা ভোগ করিয়া পূজা পাইতেছেন।

জয়দেব পদ্মাবতী কিন্তু চিরদিন তথায় অবস্থান করিতে পারিলেন না, বৃন্দাবনের বনে বনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম জপমালা করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে তাঁহাদের প্রাণ অস্থির হইল—সাধকদম্পতী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পুনরায় শ্রীধামে আগমন করিলেন। এখানে আসিলে প্রাণের গতি পবিবর্ত্তন হয়, এইজন্য হিন্দুশাস্ত্রে তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য এত প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ লোক সংসারতাপে তাপিত হইয়া তীর্থবাসের পবিত্র আবাসে, তাহার সুস্নিগ্ধ বাতাসে দেহ-মন পবিত্র করিয়া যখন করুণাময়ের করুণা লাভ করিয়া অন্তে পরমগতি লাভ করিতে পারে, তখন আশ্রমধর্ম্মের পবিত্র আচারে জীবনযাপন করিয়া ধ্যান ধারণা পূজোপাসনায় দেহ মন সাধু পবিত্র করিয়া মহাত্মা জয়দেব গোস্বামী সহধর্ম্মিণী সহ বৈষ্ণবজীবনের শেষ তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া

যে জীবন ধন্য করিবেন, তীর্থের মাহাত্ম্য উজ্জ্বল করিবেন—তাহার আর বিচিত্রতা কি?

সাধকের সাধন বলেই তীর্থ মাহাত্ম্য সমুজ্জ্বল হয়, জয়দেব পদ্মাবতীর মত একনিষ্ঠ বৈষ্ণব সাধকের তেজঃপ্রভাবে যে শ্রীবৃন্দাবন উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিবে, তাহার আর সন্দেহ কি? অবতারকল্প জয়দেব বুঝিলেন—দিনে দিনে জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, আয়ুঃ-সূর্য্য অস্তগমনের কাল প্রায় নিকটবর্ত্তী, তাই সাধক আর বৃথা কাজে সময় নষ্ট করেন না। আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগই পরমযোগ, তাহাই সাধনার চরম, তাই প্রভু সকল সময়েই সমাধিস্থ হইয়া বাহ্যিক বিষয় হইতে প্রাণাপহরণ করত আত্মভোলা ভাবে বিভোর হইয়া থাকেন। এখানে আসিয়া তাঁহার ভাব-সাগর যেন দিন দিন উছলিয়া উঠিতে লাগিল, বাহ্যিক পূজাভোগারতির ত কথাই নাই, নিজের দৈহিক ভোগ-বিলাস আহার নিদ্রাও তিনি ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। যোগতপস্যবিমুখ সাধারণ মানবের চক্ষে এখন জয়দেব পাগল ভিন্ন আর কিছুই নহেন। সতী পদ্মাবতী কালকামিনী কালীর মত পাগল স্বামীকে লইয়া পাগলিনীর মত কালযাপন করিতে লাগিলেন। প্রভু জয়দেব হরিবোল বলিয়া উন্মাদের ন্যায় কুঞ্জে কুঞ্জে ছুটিয়া বেড়ান, বিশ্বপ্রেমিক সাধক ভাবাবেশে কাহাকেও নিকটে পাইলে কি ভাবিয়া তাহার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হন। কখনও আধা উলঙ্গ ভাবে কটীর বসন ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়া কুঞ্জের বৃক্ষ সকলকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলেন—"এই যে হরি দয়াময় প্রাণধন" তুমি যে সর্ব্বত্র, এই যে, প্রাণের হরি কুঞ্জবিহারী হইয়া গাছে পাতায় পাতায় নৃত্য করিতেছেন—ধন্য ব্রজবাসী, তোমরা আমার প্রাণেশ্বরের প্রাণ ভুলান নৃত্য, দর্শন তাঁহার মধুর অধরের বংশীরব শুনিয়া জীবনের সকল সাধ মিটাইতেছ, আর অকিঞ্চন আমি তাহার অংশ গ্রহণ করিতে পারিব না? ঐ দেখ আমার কালাচাঁদ কালিন্দীর কূলে ব্রজগোপীসহ কেমন বিহার করিতেছেন, রসময় রসের রাসে কেমন রাসরসিক হইয়া ঠমকে ঠমকে চলিয়াছেন, রতিরসভারে

বিভোর ব্রজগোপীগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছেন, বুঝিয়া জয়দেব ফুকারিয়া গাহিলেন :—

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥

আদিরস রসের সার, শৃঙ্গার রস রসের প্রাণ, এই রসেই জগৎ সৃষ্টি, এই রসেই রসিকরাজ শ্রীকৃষ্ণ জগৎপালনে আপনার বিষ্ণুশক্তি হরিলীলা বিকাশ করিয়া ধন্য করিতেছেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ জয়দেব প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে সেই পরম রমণীয় সুকুল-কমনীয় শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। সাধক প্রাণের বিহ্বল ভাব কত উন্নত কত লোভনীয়—সাধক ভিন্ন তাঁহার উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নহে। এক পদ্মাবতী ভিন্ন এ ভাব বুঝিতে আর কাহার সাধ্য নাই, তাই স্বামীকে জগৎস্বামী ভাবিয়া, দেবতার মত পূজা করিয়া অনবরত ঠিক বালকের মত তাঁহাকে হৃদয়-আবরণে আবরিয়া রাখিতেন। জয়দেবের এমন-বালকভাব—বালকে যেমন হাসে-নাচে-গায়, লজ্জা সম্ভ্রমের ভয় রাখে না, জয়দেবও সেই ভাবে বিভোর, লোকনিন্দার অতীত, যিনি অনন্তের প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাইতেছেন, সান্তের ভয় তাঁহার কোথায়!

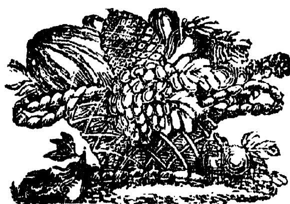
জয়পুরাধিপতিও মাঝে মাঝে শ্রীবৃন্দাবনে আসেন, গুরু ও গুরুপত্নীর প্রেম-বিহ্বল ভাব দেখিয়া মনে করেন রাধাকৃষ্ণ আর কোথায়, ইহাঁরাই ত প্রকটরূপে শ্রীবৃন্দাবন ধন্য করিতেছেন! মহারাজ সাধকচূড়ামণি জয়দেবের শিষ্য হইয়া শেষ জীবনে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছেন, লোকজনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন—পাছে ভগবৎপ্রেমে পাগল, দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য সাধক পদ্মাবতীর এত সাবধানতা সত্ত্বেও আপনহারা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া পড়েন। পাছে কোনও বিপদ আসিয়া এ সাধা প্রেমতরঙ্গে বাধা প্রদান করে। কিন্তু সাধন-রাজ্যের সাধক, ভাবরাজ্যের মহাপুরুষ, ভগবানের দ্বারা রক্ষিত, তিনি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সুদর্শন হইয়া রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে

পথিভ্রষ্ট করিয়া জীবনান্তের পথে লইয়া যাইবার সাধ্য কার, যদি সাধক স্বইচ্ছায় সে সাধে বাধ্য না হয় ?

জয়দেব দেশের অবস্থা বুঝিলেন—হিন্দু রাজত্বের অবসানের দিন নিকটবর্ত্তী। বর্ষাকালের রাত্রি—আকাশে মেঘ, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, চারিদিক্ অন্ধকারের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে—গুরু গম্ভীর গর্জ্জনে মেঘ ডাকিতেছে—কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন নিশীথে অন্য প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। গোবিন্দমন্দির নির্জ্জন—ভক্ত জয়দেব পদ্মাবতী সহ মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। শিষ্যগণ প্রভুর ভাব দেখিয়া আজ যেন বিষম সন্দেহে আকুল হইয়া কাতর প্রাণে অবস্থান করিতে লাগিল। জয়দেব মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দ্বিভুজ মুরলীধর শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির নয়নে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া ভাস্বর নয়নে চাহিয়া রহিলেন, নয়ন হইতে অজস্র প্রেমধারা পতিত হইয়া বুক ভাসিতে লাগিল—সে নয়ন জগতের আর কোন বস্তুতে আকৃষ্ট হইল না। ভাবাবেশে ভক্তপ্রবীর জয়দেবের প্রাণবায়ু নয়নপথ দিয়া বাহির হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া গেল, একটী আনন্দময় লোহিতজ্যোতিঃ বিদ্যুতের মত প্রবাহিত হইলে জয়দেবের পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রাণহীন হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, ভক্তাবতার জয়দেব ভগবানের শ্রীঅঙ্গে মিশিয়া মর্ত্ত্যলীলা শেষ করিলেন। পতির পবিত্রদেহ কোলে করিয়া পরম পতিব্রতা পদ্মাবতী নিষ্কাম-ব্রতরূপিণী সতীকুল-লক্ষ্মী পদ্মাবতী রাধা-অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ রাধাবিনোদনীর শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ ঢালিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

সাধক-দম্পতি আজীবন ভগবানের সহিত প্রেমখেলা খেলিয়া ভাবের ঘোরে বিভোর চিত্ত অতিবাহিত করত সংসার-নাট্যের অভিনয় সামাধা করিয়া মর্ত্ত্য-লীলার অবসান করিলেন। সাধকের এই ভাবে মৃত্যু দেখিয়া বৃন্দাবনবাসী সকলে জয়ধ্বনি করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিতে লাগিল। ভক্তগণের সেদিনকার সেই প্রাণময় সংকীর্ত্তনে বনের পশু পক্ষিগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়া জয়দেব পদ্মাবতীর শোকোচ্ছ্বাস—আনন্দোচ্ছ্বাসে পরিণত করিয়াছিল। সাধক-দম্পতির

সেই পবিত্র দেহ বহন করত সকলে গগনভেদী নাম সংকীর্ত্তনে যমুনাকূলে সমধিস্থ করিলেন। জয়পুরাধিপতি পরম গুরুর বিয়োগ-বিদেনা প্রভৃত পরিমাণে হৃদয়ে বিদ্ধ হইলেও বিধাতার বিধান মান্য করিয়া আশ্বস্ত হইলেন, সময় হইলে জাগতিক সমস্ত বস্তুই কালের কোলে শেষ হইবে—কাহারও নিস্তার নাই ভাবিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া গুরুদেবের ও পদ্মাবতীর সমাধির উপর প্রতিদিন সন্ধ্যাদীপদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রতিদিন তাঁহার হৃদয়দ্রবকারী, ভক্তহৃদয়-রঞ্জনকারী "গীতগোবিন্দ" ঐ সমাধির উপর গান করত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাঁহার আত্মার প্রীত্যর্থে প্রতিদিন দ্বাদশটী ভক্তের পরিতোষের সহিত আনন্দভোজের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মহারাজ বাহাদুর ক্ষুণ্ণ মনে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভক্তমণ্ডলী সাধক-সাধিকার পরিণাম-স্মৃতি সমুজ্জ্বল করিয়া আজও তাঁহার স্বর্গগত আত্মার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।



উপসংহার।

প্রাতঃস্মরণীয়-বৈষ্ণবকুল-ধুরন্ধর জয়দেব পদ্মাবতী আর ইহ সংসারে নাই। একদিন বাঙ্গালাকে ধন্য করিতে, বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজকে পবিত্র করিয়া লুপ্ত-প্রায় ধর্ম্মকে পুনর্জ্জীবন দান করিতে ভক্ত আসিয়াছিলেন—পতিপ্রাণা পত্নীসহ সংসার-সন্তাপতাপিত জীবগণের উদ্ধারের জন্য ভক্তিভাণ্ডার খুলিয়া দিয়া বাঙ্গালার বাঙ্গালীকে নব-জীবন দান করিয়া গিয়াছেন—নীরস হৃদয়ক্ষেত্রে রসের ছড়াছড়ি করিয়া বলিয়াছিলেন, কলিতে ভক্তি রস-রসায়ন ভিন্ন সজীব-জীবন ধারণের অন্য উপায় নাই। আধ্যাত্মিক কবিরাজ জয়দেব গোস্বামীর ব্যবস্থা মত হিন্দু সংসার পরিচালিত হইলে, ভক্তিরসে মজিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিতে পারিলে—সংসারীর জীবনে কখন অবসাদ আসিতে পারে না, ইহাই ভক্ত কবির অমোঘ বিধান, তাই বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার রসসাগর "গীতগোবিন্দে"র পুণ্য প্রতিদান—বাঙ্গালী প্রাণ ভরিয়া এই কাব্যরস পান করিয়া অমরত্ব লাভ করে।

রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব অতীব দুর্জ্ঞেয়, অরসিক এ তত্ত্বের মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারে না। পরম বৈষ্ণব রসিকপ্রবর শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামী ঠাকুর "গীতগোবিন্দ" গ্রন্থে মধুর ভাবের সাধনার এবং রসিকতার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন আর এই মধুর রসের সাধন ভজন করিয়াই শ্রীশ্রীপদ্মাবতী ঠাকুরাণীর সহিত তিনি ব্রজধাম প্রাপ্ত হইলেন। অরসিক কখন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-সাগরের কূল নির্ণয় করিতে পারে না। শ্রীমজ্জয়দেব ঠাকুর আজীবন বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি দ্বেষাদ্বেষি ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। বৈষ্ণবকে তিনি যেমন প্রীতির চক্ষে দেখিতেন, শাক্তকেও তেমনি বা তদপেক্ষা বেশী দেখিতেন। শুষ্ক মরুময় হৃদয়ে কখন ভক্তির রসসঞ্চার হইতে পারে না, এই জন্য ভক্ত মাত্রই রসজ্ঞ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-রসরসিক—ভাব-ভক্তি বিভোর—প্রেমিকঃ--যে দ্রব্য রসে-ভরা—প্রেমে মাতোয়ারা—তাহারই গ্রাহক বেশী; নীরস দ্রব্যের ক্রেতা বাজারে নাই। প্রেমভক্তির নিদানভূত বৈষ্ণব-

তাই সকলের রুচিপূর্ণ এবং সহজসাধ্য। গোস্বামিপাদ জয়দেব তবু তাহাকে "সহজিয়া ভজন" নাম দিয়া তাহার সাধন ভজন আরও সহজ সাধ্য করিয়া গিয়াছেন। কেবল বলিয়া গিয়াছেন—"নামে রুচি, জীবে দয়া" অতিথি-সেবনই বৈষ্ণবধর্ম্মের সারভূত তপস্যা, শ্রীভগবান্‌কে সারাৎসার ভাবিয়া তাঁহার নাম, তাঁহার সৃষ্ট জীবে দয়া প্রকাশ করিলেই ভগবানের সাধনা করা হইল। জয়দেব কিছুদিন ভজন সাধন যোগাভ্যাস করিয়া শেষ জীবনে ঐরূপ তপস্যাই জীবনের সার সম্বল করিয়াছিলেন এবং তাহারই জন্য তিনি নানা স্থানে নানা পাপীর দ্বারা নির্য্যাতিত হইয়াও তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করত ভগবানের নিকট তাহাদের উন্নতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রেমরসে রসিক না হইলে কি হৃদয় এত কোমল, এত সাধুতাপূর্ণ হইতে পারে, না, ত্রিদশাধিপতি ভগবানের দুর্লভ চরণ এত সহজে লাভ করিয়া তিনি দেবতার অধিক সৌভাগ্য অর্জ্জন করিতে পারেন? "ভগবান্ মনের ধন" মন যার ভাল, পরদুঃখে যাহা সদাই বিগলিত, সে হৃদয়ই হৃদয়দেবতা ভগবানের নিত্য বাসস্থান। জয়দেব গোস্বামী সেই পরাৎপরকে হৃদয়-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমরসে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব "গীতগোবিন্দ" রচণা করিয়া বৈষ্ণব-শিরোমণি হইয়া গিয়াছেন।

কতদিন চলিয়া গিয়াছে, কত বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি ভক্তের কৃত "গীতগোবিন্দ" এখনও চিরনূতন, এখন-শুনিলে নীরস প্রাণে রসের তুফান বয়, অরসিক হৃদয়ও প্রেমরসে ভরিয়া যায়। যাহা প্রাণ দিয়া গাথা, প্রাণের গভীর ভক্তিতূলিকা দ্বারা যাহা আঁকা, তাহা কি প্রেমিক হৃদয় হইতে কখন মুছিয়া যাইবে, কবির আদিরসে সৃষ্ট "গীতগোবিন্দ" অমর প্রেমিক ভক্তের প্রাণে ইহা চিরদিন শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। এখনও বিষ্ণুভক্তির নিদানভূমি শ্রীবৃন্দাবনের বনে বনে প্রতি নিকুঞ্জকাননে শ্রীজয়দেব পদ্মাবতীর শ্রীকণ্ঠসমুচ্চারিত "গীতগোবিন্দের" মধুর নিক্কণ—

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।

খোল করতাল সহ ভক্তকণ্ঠে সংগীত হইয়া বৃন্দারণ্যের গগন পবন সুধাময় করিতেছে। কোথাও বা ভক্ত রসিকের ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া আকাশে বাতাসে মিশিয়া চলিতেছে:—

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।

কীর্ত্তনীয়াগণ কোথাও বিভোর প্রাণে কীর্ত্তনানন্দে মাতিয়া তান লয় সহকারে গাহিয়া বেড়াইতেছে—

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি হরসি নিলীয় বসন্তং"

কোথাও ভক্তের সুমধুর কণ্ঠে শ্রীমন্নারায়ণের দশাবতার স্তোত্র গীত হইয়া ভবক্ষুধার শান্তি মানসে বলিতেছেঃ—

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং, বিহিত বহিত্রচরিত্রমখেদম্
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥

জয়দেবের গীতগোবিন্দ শ্রীরাধার মহাত্ম্যেই পরিপূর্ণ, ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি বৃন্দবনবিহারিণী প্রেমময়ী রাধার অনুপম কীর্ত্তিই ভক্তকবি জয়দেব ভাব-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, শক্তিমান্ অপেক্ষা শক্তি বড়। প্রথমে তাহা পারেন নাই, ভয়বিহ্বলচিত্তে লেখনী ফেলিয়া স্নানে গিয়াছিলেন, তারপর ভগবান্ যখন সে শক্তির শ্রেষ্ঠতা আপনি লিখিয়া দিলেন, তখন ভক্ত উচ্চকণ্ঠে গায়িয়া বলিলেন, লিখিয়া জানাইলেন, "শক্তিই শক্তিমান্—শক্তিমান্ই শক্তি।" অকুতোভয়ে প্রকাশ করিয়া জয়দেব কবি জগতে অমর কীর্ত্তিধ্বজা প্রোথিত করিলেন। ভক্তিপ্রাবল্যে কবি জয়দেব শক্তির জয় ঘোষণা করিয়া "জয়দেব" নাম সার্থক করিলেন আর পদ্মাবতী সতী সেই আজীবন সঞ্চিত কবিত্ব শক্তিতে সোহাগ সংযোজিত করিয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা সম্পাদন করত জগতীতলে চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিলেন।

ক্ষত আরোগ্য হইলেও যেমন তার দাগ মিলায় না, তেমনি স্রষ্টা চলিয়া গেলেও তাহার সৃষ্ট বস্তুর লোপ হয় না—মানুষ চলিয়া গেলেও তাহার অমরত্ব ঘোষণা করিয়া থাকে। অমর কবি জয়দেব "শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দের" অমর পদাবলী রচনা

করিয়া আজ কতদিন হইল, অমরধামে শ্রীকৃষ্ণের পদতলে মিশিয়াছেন—তথাপি তাঁহার অমর লেখনী-প্রসূত "গোবিন্দসংগীত" এখনও সজীব ভাবে বাঙ্গালার গগন পবন মুখরিত করিয়া তাঁহাকে অমরত্ব দান করিতেছে। যতদিন বাঙ্গালায় বাঙ্গালী থাকিবে, যতদিন সাধককণ্ঠে স্বরসমুচ্চারণ শক্তি নির্জ্জীব না হইবে, ভাষার আদর যতদিন সমান ভাবে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ততদিন পদ্মাবতীপতি শ্রীমজ্জয়দেব কবির কোকিলকণ্ঠ-বিনিন্দিত সঙ্গীত-সুধা শাক্ত বৈষ্ণবের কণ্ঠে সমান ভাবে সমুচ্চারিত হইয়া প্রাণে অপার আনন্দ প্রদান করিবে।

বাঙ্গালার রসিক ভক্তসদনে, প্রেমভক্তির বিলাস অঙ্গনে যখন যেখানে কীর্ত্তনের আসর সজ্জিত হয়, তখন সেখানে রসরাজ জয়দের কবির মধুর পদাবলীর অবতারণা না করিয়া কেহই আসর সাজাইতে পারে না, শ্রীমতীর মান গাহিয়া সম্মান লাভ করিতে হইলে, চিত্তচকোরের প্রেমপিপাসার নিবৃত্তি করিতে হইলে জয়দেবের সুধাময় "গোবিন্দগীত" না গাহিলে উপায়ান্তর নাই, এমন সুধার সুধারা ঢালিয়া চিত্তের সুস্থিরতা সম্পাদন করিতে দ্বিতীয় পদাবলী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধক চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাধনার ধন "গীতগোবিন্দ" রহিয়াছে, বঙ্গবাসীর নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহার কীর্ত্তি সজীব রাখিয়াছে। বাঙ্গালায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ যে অতুলনীয় মধুরতাময় উপভোগ্য কাব্যগ্রন্থ, তাহা অস্বীকার করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। তাই বলি, স্রষ্টা চলিয়া গেলেও তাঁহার সৃষ্টির মধুরতা লোপ পায় না, তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয়রূপে চিরদিন ভক্তগণের নিকট সমাদৃত হইয়া তাঁহার স্মৃতিপূজার অনুকরণ-রূপে বর্ত্তমান থাকে।

অনুমান বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ৩০শে পৌষ মকর সংক্রান্তির দিন আমাদের অমরকবি বৈষ্ণবচূড়ামণি গোস্বামিপাদ জয়দেব পত্নীসহ লীলা সংবরণ করিয়া অমরবাসে বসতি করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণধূলি-ধূসরিত জন্মভূমি কেন্দুবিল্ব আজ পবিত্র তীর্থে পরিণত হইয়াছে। প্রতি বৎসর ঐ পুণ্য বাসরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি সমুজ্জ্বল করিবার মানসে তাঁহার ভক্তবৃন্দ শ্রীপাট কেন্দুবিল্ল গ্রামে মহামহোৎসবের আয়োজন করেন। শ্রীমন্নারায়ণ ও শ্রীমতী রাধিকার

ভোগরাগ সহ তাঁহার পরম ভক্ত প্রভুপাদ জয়দেব পদ্মাবতীর অর্চ্চনাদি ভোগারতি অতীব ভক্তিভাবে হইয়া থাকে। ঐদিন শ্রীপাট কেন্দুবিল্ব গ্রামে একটী মেলার অধিবেশনে দেশ-বিদেশ হইতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। অনেক দোকানপাট বসিয়া ক্রয় বিক্রয় কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ভক্তগণ প্রভুপাদের প্রতি ভক্তিপ্রীতি দেখাইতে, তাঁহার পদে মনোময় পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে প্রতিবৎসর তথায় সমবেত হন। ভক্তচূড়ামণি শ্রীমজ্জয়দেব ঠাকুরের পুণ্যপূত জন্মভূমির পবিত্র আসনে, জীর্ণশীর্ণ পল্লীপ্রাঙ্গণের পর্ণকুটীরে বহু সাধু ভক্তের সমাগম হইয়া পূজাদি, কীর্ত্তনভজনে মর্ত্ত্যে অমরাবতীর অনাবিল আনন্দ-শোভা বিস্তার করত মৃত্যুমলিন মানব জীবনে শান্তিসুধা বর্ষণ করিয়া থাকে। সারা বৎসর জরা-ব্যাধির আকর হইয়া ৩০শে পৌষ মকর সংক্রান্তির দিন কেন্দু-বিল্ব গ্রামে যেন নব-জীবনের সাড়া পড়িয়া যায়, গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা অজয়ের জলে সাধকের আরাধিত গঙ্গায় স্নান করিয়া পবিত্র দেহে আসিয়া সেই মহোৎসবে যোগদান করত ধন্য হয়। ভক্তিরসে রসিক হইয়া প্রাণারাম সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া সারা বৎসরের বিষাদ অবসাদ ভুলিয়া বাহু তুলিয়া প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। ভক্তাধীন ভগবানের ভক্তিরসায়নে মন প্রাণ মোহিত করিলে আর মৃত্যুভয় থাকে না। আধ্যাত্মিক চিকিৎসার সুচিকিৎসক কবিরাজ জয়-দেব গোস্বামী ভূয়োভূয়ঃ সকলকে বলিয়া গিয়াছেন, তাই বিজ্ঞ চিকিৎসকের সেই অভয়বাণী স্মরণ করিয়া কৃতান্তভয় পদদলিত করিয়া সকলে ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকে। ভক্তবৃন্দও বিহ্বল নৃত্যগীতবাদ্যে টলটলায়মান হইয়া ভক্তপ্রাণে কি যে প্রেমানন্দ দান করে—তাহা বর্ণনার বিষয় নহে। দর্শন না করিলে ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। স্বর্গ হইতে সাধকদম্পতী স্বধাম শ্রীপাদ কেন্দুলীর অনুপম শোভা সন্দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া ভক্তহৃদয়ের কৃতজ্ঞতায় প্রাণের আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করত সকলকে সঞ্জীবিত করিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর জয়দেব পদ্মাবতীর স্মৃতিপূজার মহোৎসব জন্য শ্রীপাট কেন্দুলী আজও লোক-সমাজে তীর্থতুল্য বরেণ্য হইয়া রহিয়াছে।

পরিশিষ্ট অধ্যায়।

পণ্ডিত শ্রীমজ্জয়দেব গোস্বামী বাঙ্গালা ভাষার সহিত সরল সংস্কৃত ভাষার সংমিশ্রণে গীতগোবিন্দ রচনা করিয়াছিলেন। গোস্বামী প্রভুর পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার মিলন করিয়া এমন মনোমুগ্ধকর কাব্য রচনা করিতে আর কেহ চেষ্টা করেন নাই, এবং এমন অভাবনীয় যশস্বিতার সহিত কেহ কৃতকার্য্যও হন নাই। এইজন্য জয়দেবের কৃতিত্ব গীতগোবিন্দেই পরিস্ফুটিত; অতএব গীত গোবিন্দ জয়দেবের ও জয়দেব গীতগোবিন্দের; জয়দেব না জন্মিলে গীতগোবিন্দের প্রচার হইত না; গীতগোবিন্দের প্রচার না হইলে জয়দেব গোস্বামীও গৌরব-সৌরভমণ্ডিত হইয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজে এত বরণীয় পূজনীয় হইতে পারিতেন না। এক কথায় জয়দেব গীতগোবিন্দের জন্যই চিরস্মরণীয় এবং সাধক জয়দেবের ভক্তিপূত সরল লেখনীপ্রসূত হইয়াই গীতগোবিন্দ এত সমুজ্জ্বল ভাবে বৈষ্ণব সমাজের কণ্ঠভূষণরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাণের আগ্রহ-আগুনে, হৃদয়-কটাহে প্রেমভক্তিরূপ ঘৃত-শর্করায় ভাবের ভাবনা দিয়া আধ্যাত্মিক তত্ত্বে তত্ত্ববান্ কবিরাজ শ্রীমদ্ জয়দেব গোস্বামী আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করিয়া যে রসের সাগর গোবিন্দসুধামৃত "গীতগোবিন্দ" রসায়ন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অথবা তাহার সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলে যে বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ভক্তবৃন্দ প্রাণে সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করিয়া প্রবল হইবেন, সতেজ ভক্তিরসায়নে যে নবজীবন প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই; এই রসের আকর স্বস্ত্যয়নিকের মতিচূর সেবনে জীবনের মতিগতির পরিবর্ত্তন করিয়া রসময় চতুর রসিক-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেই বাঞ্ছিত পদে আত্মনিবেদন করিতে আর ভাবনা থাকিবে না—ইহা এত মধুর—এত রসাল, এত ভক্তিভাবোদ্দীপক, এইজন্য সেই ভক্তিময় পদাবলী মূল, প্রাঞ্জল টীকা ও অনুবাদ সহ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইতেছে।

শ্রীগীতগোবিন্দম্।



মঙ্গলাচরণম্।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীচৈতন্যকৃপাশীধু-কণোন্মত্তেন কেনচিৎ।
টীকা সংগৃহ্যতে গীত-গোবিন্দস্য সমাসতঃ ॥
স্বয়ং বোদ্ধুমভিপ্রায়ং জয়দেবমহামতেঃ।
ক্রমেণোপক্রমাদেষা গ্রথ্যতে বালবোধিনী ॥
অত্র ব্যাকরণাদীনাং গ্রন্থবাহুল্যভীতিতঃ।
বিবৃতির্ন কৃতা সা তু জ্ঞেয়া গ্রন্থান্তরে বুধৈঃ ॥
বক্তব্যো বালবোধিন্যাং শব্দার্থঃ শব্দবেদিভিঃ।
ভাবার্থদীপিকায়াঞ্চ ভাবো ভাবার্থলোলুপৈঃ ॥

অথ শ্রীরাধামাধবয়োর্বিজনকেলিবর্ণনময়ং শ্রীগীতগোবিন্দাখ্যং প্রবন্ধমারভ-
মাণস্তত্র তয়োঃ সর্ব্বোত্তমতাং নিশ্চিন্বানঃ শ্রীমান্ জয়দেবনামা কবিরাজস্তমালতমঃ-

পুঞ্জকুঞ্জসদনাদ্বহিঃস্থিতয়োস্তত্র প্রবেশায় গদিতশ্রীরাধিকাসখীবচনমনুস্মরন্ তদেব মঙ্গলমাচরতি তদ্বর্ণনময়ত্বাৎ প্রবন্ধোঽয়ং মঙ্গলরূপ ইতি চ তং বিজ্ঞাপয়তি মেঘৈঃ ইতি। শ্রীরাধামাধবয়োঃ রহঃকেলয়ো জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে, শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং ভগবত্ত্বেন সর্ব্বাবতারেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ শ্রীরাধিকায়াশ্চ সর্ব্বলক্ষ্মীময়ত্বেনাস্য সর্ব্ব-প্রেয়সীভ্যশ্চ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ। যথোক্তং সূতেন—এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ইতি। তথাচ বৃহদ্গৌতমীয়ে—দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বস্যান্তঃসংমোহিনী পরা ইতি। অত এবামুং মমোদ্যমং বিঘ্নান্ বিধূয় সংপাদয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ। ভগবতঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষত্বাৎ কেলীনাং জয়কর্তৃত্বং যুক্তমেব। উৎকর্ষপ্রতিপত্তিরেব জয়তেরর্থঃ, সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপত্ত্যাবকর্ম্মকঃ, জয়তি রঘুবংশতিলক ইতিবৎ। ক জয়ন্তি? যমুনাকূলে, কিং লক্ষ্যীকৃত্য? প্রত্যধ্ব-কুঞ্জদ্রুমং. কুঞ্জেনোপলক্ষিতো দ্রুমঃ কুঞ্জদ্রুমঃ, অধ্বনঃ কুঞ্জদ্রুমোঽধ্বকুঞ্জদ্রুমস্তং লক্ষ্যী-কৃত্য তত্রেত্যর্থঃ। কীদৃশয়োঃ? ইত্থমনেন প্রকারেণ, নন্দয়তীতি নন্দঃ নন্দশ্চাসৌ নিদেশশ্চেতি নন্দনিদেশঃ শ্রীরাধিকাসখীবচনং, তস্মাচ্চলিতয়োঃ। নিদেশমেবাহ—হে রাধে! যতোঽসৌ নক্তং পূর্ব্বরাত্রে ভীরুঃ ত্বাং বিহায়ান্যাভিঃ কৃতাপরাধতয়া ভীতঃ ত্বৎকৃতবহুনায়িকাবল্লভতারোপণাশঙ্কী, তস্মাৎ ত্বমেবেমং ত্বন্নিমিত্তানুভূতমর্ম্মব্যথং শ্রীকৃষ্ণং গৃহং মঞ্জুতরেতিবক্ষ্যমাণকেলিসদনং প্রাপয় পুরঃ কেলিসদনমনুসরন্তী এতস্য কেলিসদনপ্রাপ্তাবনুকূলা ভবেতি। অথবা ত্বমেবেমং গৃহং প্রাপয় গৃহস্থং কুরু, ত্বয়ৈবায়ং গৃহিণীমানস্তু ইত্যর্থঃ, এবকারেণ সমবধারণেন অস্যৈব ভার্য্যা ভবিতুং রুক্মিণ্যর্হতি নাপরেতি কুণ্ডিনবাসিজনানাং রুক্মিণীদেবীং প্রতি আশীর্ব্বচনমিব অস্য ভার্য্যা ভবেত্যাশীঃ সূচিতা। ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে ইত্যুক্তেঃ। জ্যোৎস্নাবত্যামস্যাং জনাকুলায়াং ময়া কথমসৌ প্রবেশনীয়স্তত্র সময়ানুকূল্যমাহ—মেঘৈরম্বরমাকাশং মেদুরং স্নিগ্ধম্ আচ্ছাদিতমিত্যর্থঃ। তস্য প্রিয়ামিলনেচ্ছোদ্ভূত-মেঘাবৃতশ্চন্দ্র ইত্যর্থঃ। বনভুবশ্চ তমালদ্রুমৈঃ শ্যামা নিবিড়ান্ধকারেণ নৈব লক্ষিতাঃ ততোঽত্র ন কাপি শঙ্কেত্যর্থঃ। এদনন্তরমেবৈতল্লীলাবসরে সাপীদং বক্ষ্যতি অঙ্গানি ক্ষিপদঙ্গনমিত্যাদিনা, ততো বিশন্ বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবদ্

বিভাব্যতে। তমঃ প্রবিষ্টমালক্ষ্য ততো নিববৃতুঃ স্ত্রিয় ইতি শ্রীশুকোক্তিবৎ॥ জয়ত্যর্থেন নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি কাব্যপ্রকাশোক্তেন নমস্ক্রিয়া সূচিতা। শ্রীরাধামাধবয়ো রহঃকেলয়োহত্র প্রতিপাদ্যাঃ অতো বস্তুনির্দ্দেশোহপি। এবং পক্ষত্রয়প্রতিপাদনৈর্মহাকাব্যমুখ্যত্বমুক্তং কাব্যাদর্শে—সর্গবন্ধং মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণম্। আশীর্নমস্ক্রিয়া বস্তুনির্দ্দেশো বাপি তন্মুখম্ ইতি। রাধামাধবয়োরিত্যনেন তয়োরন্যোন্যাব্যভিচারিবিদ্যোতমানতা সূচিতা। যথোক্তম্ ঋক্‌পরিশিষ্টে—রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা ইত্যাদি। রাধামাধবয়োরিত্যত্র সমাসেন তয়োঃ পারস্পরিকবিদ্যোতমানতা চ ব্যজ্যতে। শৃঙ্গাররসপ্রধানং হি কাব্যং শৃঙ্গাররসে স্ত্রিয়া এব প্রধান্যম্ ইতি শ্রীরাধায়াঃ প্রাঙ্‌নির্দ্দেশঃ॥ ১॥

অনুবাদ।

(সখী কহিতেছে) অয়ি রাধে! পূর্ব্বরাত্রে, তোমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য রমণী সহ বিহার নিবন্ধন কৃতাপরাধভীত, তব বিরহে স্মরশরে প্রপীড়িত শ্রীকৃষ্ণকে গৃহবান্ কর। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসহ নিকুঞ্জলীলায় প্রবৃত্ত হও। এই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে কিরূপে সর্ব্বজন সমক্ষে কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিব, এইরূপ আশঙ্কার কারণ নাই, যেহেতু গগনমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন হওয়াতে চন্দ্রমা (প্রিয়ামিলনেচ্ছতেই যেন) কাদম্বিনীক্রোড়ে লুক্কায়িত হইয়াছে, বনস্থলী নিবিড় তমাল পাদপের তমঃপুঞ্জে আচ্ছাদিত, অতএব ইহাই প্রিয়-সঙ্গমসুখের উপযুক্ত সময়, অতএব তুমি নিঃসন্দেহে কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ কর। সহচরীর এইরূপ নিদেশবাক্যে শ্রীরাধিকা পার্শ্বস্থ কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিলেন। শ্রীরাধামাধবের কালিন্দীতীরবর্ত্তী এই নিত্যলীলা সর্ব্বোৎকর্ষ-প্রতিপাদক হউক॥ ১॥

মতান্তরে।

একদিন ভ্রাতৃবর্গ সহ নন্দরাজ গোদোহনে চলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণও অলক্ষিত ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছেন, এমন সময়ে গগনমণ্ডল ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন এবং বনস্থলী নিবিড় তমালতরুতমসাপূর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া ভীতচিত্ত নন্দরাজ

শ্রীকৃষ্ণাগমন অনুমান করিয়া (সহচরী সহ ক্রীড়মানা শ্রীরাধাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন) অয়ি রাধে! শ্রীকৃষ্ণকে গৃহে লইয়া যাও। এইরূপে নন্দরাজের নিদেশক্রমে উভয়ে নিকুঞ্জবনপথ-সমীপস্থ কুঞ্জ প্রতি লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধামাধবের কালিন্দীতীরবর্ত্তী এই নিত্যলীলা সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হউক ॥ ১ ॥

বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেত-
মেতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্ ॥ ২ ॥

এবমাদ্যেকপদসূচিতকেলিস্ফূরণোপস্থাপিতানন্দপূরপ্লাবিতান্তঃকরণতয়া উদ্ভৃৎ কারুণ্যেনাধুনিকভক্তজনানুগ্রহপরবশঃ সন্ কবিরেতদ্ব্যক্তীকরণায় প্রবন্ধেনানুসংদধাদানন্তৎসামর্থ্যং সমর্থয়ন্নাহ—বাগেদবতেতি। জয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণং দেবয়তি দ্যোতয়তি স্বভক্ত্যা প্রকাশয়তীতি জয়দেবঃ, অতঃ স এব কবিস্তদ্বর্ণনকৃতী এতং শ্রীগীতগোবিন্দ্যাখ্যং প্রবন্ধং প্রকর্ষেণ বধ্যতে শ্রোতৄণাং হৃদয়মস্মিন্নিতি প্রবন্ধস্তং করোতি প্রকাশয়তি। শ্রোতৃহৃদয়বন্ধনশক্তিরস্য কথং স্যাদিত্যাহ, শ্রীরত্র রাধা, বসু অংশেন দিব্যতীতি বসুদেবো হি শ্রীনন্দঃ দ্রোণো বসূনাং প্রবর ইত্যুক্তেঃ, তস্যাপত্যং বাসুদেবঃ শ্রীকৃষ্ণস্তয়োর্যাঃ কেলিকথাস্তাভিঃ সহিতং তল্লীলাবিশেষরূপবর্ণনমিত্যর্থঃ। এবং চেৎ তৎকথময়ং কর্ত্তুং শক্নুয়াদত আহ—বাচাং বক্তব্যত্বেনোপস্থিতানাং তৎকেলিময়ীনাং দেবতা বক্তা প্রবর্ত্তকশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্তচ্চরিতেন চিত্ররূপেণ লিখিতং চিত্তরূপং সদ্ম গৃহং যস্য সঃ, ইন্দ্রিয়শক্তিঃ দেবতাধীনা নিজেষ্টদৈবতং বাগ্‌দেবতাত্বেন নিরূপিতমত এব তৎকর্ত্তৃত্বং তত্রৈব পর্য্যবস্যেৎ, তথাচ চিত্তস্য ফলকত্বেন চরিত্রস্য চিত্রবিশেষত্বনিরূপণাদ্ যথা চিত্রবিশেষঃ ফলকমধিষ্ঠায় স্বয়মেব প্রকাশয়তি তথাত্রাপি ইত্যর্থঃ। এবং বাচাং মনসশ্চ মাধবপরতোক্তা। এতাবতাপি কথং তচ্ছক্তিরতঃ

কায়িকবৃত্তেঃ শ্রীরাধায়াঃ পরত্বমাহ—পদ্মং করে বিদ্যতে যস্যাঃ সা পদ্মাবতী শ্রীরাধা শরাবত্যাদীনামিত্যাদিগ্রহণাদ্ দীর্ঘঃ, তস্যাশ্চরণয়োঃ নিমিত্তভূতয়োরেব চারণ-চক্রবর্ত্তী নর্ত্তকশ্রেষ্ঠঃ নৃত্যাদিনা সদা তদারাধনতৎপর ইত্যর্থঃ। অনেন তৎপ্রধা-নোপাসনাত্মনো দর্শিতা ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণের চরিত্ররূপ চিত্রদ্বারা-চিত্রিতচিত্ত, শ্রীরাধা-চরণ-চারণ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমান্ জয়দেব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-রাসলীলা-বর্ণিত এই অভিনব আদিরসাত্মক শ্রীগীত-গোবিন্দ প্রবন্ধ ভক্ত শ্রোতৃগণ সমীপে প্রকাশ করিতেছেন ॥ ২ ॥

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্ ॥ ৩ ॥

এবমাত্মনস্তদ্‌যোগ্যতামাপাদ্য সিদ্ধেঽপি প্রতিজ্ঞাতেঽর্থে হৃদ্যবিনোদকত্বা-ভাবাৎ কদাচিন্মন্দজনাঃ শ্রদ্ধাং ন দধ্যুরিত্যধিকারিণোঽপি নিশ্চিন্বন্নাহ—যদীতি। ভো ভক্তজন! যদি হরিস্মরণে শ্রীকৃষ্ণানুচিন্তনে মনঃ সরসং স্নিগ্ধং, যদি চ বিলাসস্য রাসকুঞ্জাদিলীলায়াঃ কলাসু বৈদগ্ধীচারুচেষ্টাসু কুতূহলং কৌতুকমস্তি, তদা জয়দেব-কবেঃ সরস্বতীং শৃণু কেষাঞ্চিৎ সামান্যস্মরণমাত্রে কেষাঞ্চিদ্বিশিষ্টরাসকুঞ্জাদিলীলাব-কলনে ইত্যুভয়োরুপাদানম্। কীদৃশ্যসৌ? যস্যা এবাধিকারিণোঽপি নিশ্চিনোষি ইত্যাহ—শৃঙ্গাররসপ্রাধ্যান্যান্মধুরা ঝটিত্যর্থাবগতেঃ কোমলা গেয়ত্বাৎ কান্তা কমনীয়পদা পদাবলী পদশ্রেণী যস্যাং তাম্। এভিঃ পদ্যৈঃ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়ো-জনাধিকারিণোঽপি দর্শিতাঃ। রাধামাধবরহঃকেলয়োঽত্রাভিধেয়ঃ প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ তৎকেলীনামনুমোদনজনিতানন্দানুভবঃ প্রয়োজনম্ এতদ্রসভাবিতান্তঃকরণোঽধিকারী ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

হে ভক্তগণ! যদি শ্রীকৃষ্ণানুচিন্তনে চিত্ত সুস্নিগ্ধ করিতে বাসনা থাকে এবং ভগবান্ বাসুদেবের রাস-কুঞ্জাদিলীলা কলা-বৈদগ্ধী-চারুচেষ্টা অবগত হইতে চিত্তে একান্ত আগ্রহ জন্মিয়া থাকে, যদি শৃঙ্গাররসরসিকের রসচাতুর্য্য বর্ণনা শ্রবণে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে কবিবর শ্রীজয়দেব গোস্বামীর গ্রথিত মধুর সুকোমল কমনীয় গীতগোবিন্দ কবিতাবলী ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্ষ্মাপতিঃ ॥ ৪

অথৈতদাবেশেনৈবান্যত্র প্রাকৃতবর্ণনপ্রায়তামালোক্যাত্মনঃ প্রৌঢ়িমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ—বাচ ইতি। উমাপতিধরনামা কবিঃ বাচঃ পল্লবয়তি বিস্তারয়তি মাত্রং ন কাব্যগুণযুক্তাঃ করোতি পল্লবগ্রাহী দোষোঽস্য। শরণনামা কবিঃ দুরূহস্য দুর্বোধস্য কাব্যস্য দ্রুতে শীঘ্রবচনে শ্লাঘ্যঃ ন তু প্রসাদাদিগুণযুক্তে। শৃঙ্গার এবোত্তরঃ শ্রেষ্ঠো যত্র তস্য সৎপ্রমেয়স্য সামান্যনায়কনায়িকাপ্রায়বর্ণনস্য রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনস্য স্পর্দ্ধাবান্ কোঽপি ন বিশ্রুতঃ ন রসান্তরবর্ণনৈঃ। ধোয়ীনামা কবিরাজঃ শ্রুতিধরঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রবণমাত্রেণ গ্রন্থাধিকারী ন তু স্বয়ং কবিতয়া। গিরাং শুদ্ধিং শোধনপ্রকারং জয়দেব এব জানীতে, কেবলভগবদ্গুণবর্ণনরূপং তদ্বাগিব সর্গো জনতাঘবিপ্লব ইত্যুক্তেঃ। অথবা দৈন্যোক্তিরিয়ং যথা গিরাং সন্দর্ভশুদ্ধিং কিং জয়দেব এব জানীতে? ন জানীত এব, যত্র উমাপতিধরঃ বাচঃ পল্লবয়তি শরণো দুরূহদ্রুতে শ্লাঘ্যঃ গোবর্দ্ধনাচার্য্যস্য তুল্যো নাস্ত্যেব ধোয়ী তু কবীনাং রাজা শ্রুতিধরশ্চ। যদ্যপি স্বয়ং দৈন্যেন তৈর্মুক্তং তথাপি সরস্বতী পূর্ব্বার্থমেব প্রমাণয়তি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

উমাপতিধর নামক কবি পল্লবগ্রাহীর ন্যায় কেবল রাশি রাশি সুদীর্ঘ কবিতাই রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বাক্যে কোন রসভাব প্রকটিত হয় না, তাঁহার কাব্যের অন্য কোন গুণ নাই। শরণনামা কবি, তাঁহার কবিতা মধ্যে অনেক দুর্ব্বোধ শব্দ ব্যবহার করেন, সুতরাং তাঁহার কৃত কাব্য প্রসাদাদি গুণবিবর্জ্জিত। সকলেই মহাকবি বলিয়া গোবর্দ্ধনাচার্য্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন, কিন্তু শৃঙ্গার রস অর্থাৎ সামান্য নায়কনায়িকার প্রেম বর্ণন ভিন্ন রসান্তর বর্ণনে তাঁহার অধিকার নাই। ধোয়ী কবিরাজ একজন প্রসিদ্ধ শ্রুতিধরমাত্র, নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন না। একমাত্র কবিবর জয়দেব সন্দর্ভশুদ্ধ কবিতাবলী রচনা করিতে সমর্থ, তাঁহার সুললিত কবিতা কাব্যাঙ্গভঙ্গরূপ কোনও দোষে দূষিত নহে॥ ৪ ॥

গীতম্। ১।

মালবগৌড়রাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর।
জয় জগদীশ হরে। (ক) (ধ্রুবম্)

অথ তৎকেলীনাং সর্ব্বোৎকর্ষপ্রতিপাদনায়াদৌ সর্ব্বরসাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মৎস্যাবতারত্বেন সর্ব্বরসাধিষ্ঠাতুরখিলনায়কশিরোরত্নতাং প্রতিপাদয়ন্ সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তি—প্রলয়েত্যাদিনা বসন্তে বাসন্তীত্যন্তেন। গীতস্যাস্য মালবরাগো রূপকতাল ইত্যাহ মালবেতি। তস্য লক্ষণং যথা—নিতম্বিনীচুম্বিতবক্ত্রবিম্বঃ শুভদ্যুতিঃ কুণ্ডলবান্ প্রমত্তঃ। সঙ্গীতশালাং প্রবিশন্ প্রদোষে মালাধরো মালবরাগরাজঃ॥ বিরামান্তদ্রুতং দ্বন্দ্বং রূপকঃ স্যাল্লিলক্ষণ ইতি। কেশব ইতি কেশিদৈত্যনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ

জয় সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরু, তদাবিষ্করণসামর্থ্যহেতুঃ—হে জগদীশ জগতাং প্রকৃতানামীশ তথাবিধত্বেঽপি কারুণ্যমাহ হরে, হরতি ভক্তানামশেষক্লেশমিতি হরিঃ হে তথাবিধ, তৎক্লেশহরত্বং তদেকপ্রয়োজনমাত্রাবতারত্বেন প্রতিপাদয়তি। তত্রাদৌ মীনরূপেণ নৌকারূপপৃথিব্যাকর্ষণেনাহ প্রলয়েতি। ধৃতং স্বেচ্ছয়াবিষ্কৃতং মৎস্যাকারং শরীরং যেন হে তথাবিধ। জয় জগদীশ হরে ইত্যেব ধ্রুবপদং, প্রতিপদমনুবর্ত্তমানত্বাৎ যথোক্তং ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ প্রোক্ত আভোগশ্চান্তিমে মত ইতি। তদাকর্ষণপ্রকারমাহ—প্রলয়কালীনা যে সমুদ্রাস্তেষামেকীভূতে জলে মগ্নং বেদম্ অখেদং যথা স্যাৎ তথা ধৃতবানসি, তৎপ্রকারমাহ—কৃতং নৌকাযাশ্চরিত্রং যত্র তৎ ইত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং সত্যব্রতং প্রলয়ক্লেশাদপাদিত্যর্থঃ অনেনৈব মীনস্য বীভৎসরসাধিষ্ঠাতৃত্বং জ্ঞাপিতম্ ॥ ক ॥

অনুবাদ।

নিম্নোক্ত দশ শ্লোকে কেশী-দৈত্যনিসূদন নারায়ণের দশাবতারের বিষয় বর্ণিত হইতেছে। হে জগদীশ্বর হরে! জলাশয়ে তরণী যেরূপ কোন পদার্থকে ধারণ করিয়া জলমজ্জন হইতে তাহাকে রক্ষা করে, মহাপ্রলয়ে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ বেদাদির সহিত মহাসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে, মীনরূপ ধারণ করিয়া তুমিই সেই জলমগ্ন বেদকে ধারণ করত বহিত্র-চরিত্রের উদাহরণ, আর প্রলয়ক্লেশ হইতে সত্যব্রত নরপতিকে পরিত্রাণ প্রদানপূর্ব্বক ত্রিলোক মধ্যে বীভৎসরসের আধারভূত হইয়াছ! অতএব হে মীনরূপী নারায়ণ! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ক ॥

ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে
ধরণিধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর।
জয় জগদীশ হরে। (খ)

ন কেবলং তদাকর্ষণমাত্রেণ অপি তু তদ্ধারণপূর্ব্বকস্থিত্যাপীত্যাহ ক্ষিতিরিতি। সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুখবন্ধযোজনা। হে ধৃতকচ্ছপরূপ! তব পৃষ্ঠে ক্ষিতিস্তিষ্ঠতি, ননু

পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিস্তীর্ণায়া মম পৃষ্ঠে স্থিতিঃ কথং স্যাদিত্যত্রাহ—অতিশয়েন বিপুলতরে পৃথ্ব্যপেক্ষয়াপ্যধিকবিস্তীর্ণে, পুনঃ কীদৃশে ধরণ্যা ধারণেন যৎ কিণচক্রং শুষ্কব্রণসমূহস্তেন কঠিনে, অনেনৈব কূর্ম্মস্যাদ্ভুতরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্। কিণঃ শুষ্কব্রণেঽপি চেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ॥ খ॥

অনুবাদ।

হে জগদীশ্বর হরে! কূর্ম্মরূপে ধরণী ধারণ-চিহ্নসমূহদ্বারা কঠিনীকৃত, অতি বিপুলতর তব পৃষ্ঠোপরি পঞ্চাশৎ-কোটী যোজন-বিস্তীর্ণা দৃশ্যমানা পৃথিবীকে ধারণ করিয়া অদ্ভুত রসের আদর্শস্বরূপ হইয়াছ। অতএব কূর্ম্মরূপী হরি তুমি জয়যুক্ত হও॥ খ॥

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না।
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ
জয় জগদীশ হরে। (গ)

ন চৈতাবতৈবোদ্বহনপূর্ব্বোদগমেনাপীত্যাহ—হে. ধৃতশূকররূপ তব দন্তাগ্রে ধরণী লোকধারণকর্ত্র্যপি লগ্না বসতি, কুত্র কেব? শশিনি চন্দ্রে নিমগ্না কলঙ্কস্য কলেব, অত্র দশনস্য বালচন্দ্রেণোপমা ধরণ্যাঃ কলঙ্ককলয়া, অত এব নিমগ্নশব্দোপাদানাৎ অনেনৈব বরাহস্য ভয়ানকরসাধিষ্ঠাতৃত্বং জ্ঞাপিতম্॥ গ॥

অনুবাদ।

হে ধৃতশূকররূপ জগদীশ্বর হরে! বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া যৎকালে তুমি জলমগ্না পৃথিবীকে তোমার দশনাগ্রে ধারণ করিয়াছিলে, তখন শশধর-চিহ্নিত কলঙ্কচিহ্নের ন্যায় তব দশন-শশাঙ্কে বসুধা-কলঙ্ক নিমগ্নপ্রায় প্রতীয়মান হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুমি ভয়ানক রসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা হইয়াছ। অতএব শূকররূপী কেশব! তুমি জয়যুক্ত হও॥ গ॥

তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ।
জয় জগদীশ হরে। ঘ।

নাত্মনঃ ক্লেশসহনমাত্রেণ পরপীড়য়াপীত্যাহ। হে ধৃতনরহরিরূপ তব করকমলবরে নখমস্তি, কীদৃশম্ আশ্চর্য্যীভূতং শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্য তাদৃশম্। অদ্ভুতত্বমেবাহ। বিদারিতো হিরণ্যকশিপোর্দৈত্যস্য তনুরূপভৃঙ্গো যেন তৎ। অন্যদ্ধি কমলাগ্রং ভৃঙ্গেণ দল্যতে ইদন্তু কমলাগ্রং ভৃঙ্গং ব্যদালীদিত্যদ্ভুতশৃঙ্গত্বং নখস্যেত্যর্থঃ। বিষাণোৎকর্যয়োশ্চাগ্রে শৃঙ্গং স্যাদিতি বিশ্বঃ। অনেনৈব শ্রীনৃসিংহস্য বৎসলরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ঘ॥

অনুবাদ।

হে জগদীশ্বর হরে! নৃসিংহরূপে স্বীয়করকমলস্থ শৃঙ্গাগ্রভাগের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ নখাগ্রে হিরণ্যকশিপু নামক দৈত্যেশ্বরের দেহভৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া ভক্তবৎসল রসের অধিষ্ঠাতা হইয়াছ। অতএব হে নৃসিংহরূপী নারায়ণ! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ঘ॥

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ।
জয় জগদীশ হরে। ঙ।

অপি চ কপটদৈন্যাদিনাপীত্যাহ। হে ধৃতবামনরূপ হে অত্যদ্ভুতবামন বিক্রমণে পদাক্রমণনিমিত্তমুপাদায় বলিং বঞ্চয়সি। পদনখনীরেণ জনিতং জনানাং পাবিত্র্যং

যেন হে তাদৃশ। জয়। এতদদ্ভুতত্বম। অনেনৈব বামনস্য সখ্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্‌ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

হে পদনখনীর গঙ্গাজল দ্বারা জনিতজনপাবন জগদীশ্বর হরে! অত্যদ্ভুত বামনরূপ ধারণ করিয়া বিপুলবিক্রমে বলিরাজকে বঞ্চনাদ্বারা সুরপতির উপকার সাধন করিয়া জগতীতলে সখ্যরসের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছ; অতএব হে বামনরূপী ভগবান্‌ তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ঙ ॥

ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্‌।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ।
জয় জগদীশ হরে। চ।

ন সকৃন্মাত্রপরপীড়য়াঽসকৃত্তৎপীড়য়াপীত্যাহ। হে ধৃতভৃগুপতিরূপ ক্ষত্রিয়াণাং যদ্রুধিরং তন্ময়ে পয়সি জলে জলরূপে কুরুক্ষেত্রস্থতীর্থে জগৎ প্রাণিমাত্রম্‌ অপগত-পাপং যথা স্যাৎ তথা স্নপয়সি, কীদৃশং তেন স্নপনেন শমিতঃ ভবস্য সংসারস্য তাপো যস্য তাদৃশং তৎস্নানেন পাপক্ষয়াৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যা উত্তাপশান্তিরিত্যর্থঃ। অনেনৈব পরশুরামস্য রৌদ্ররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম ॥ চ ॥

অনুবাদ।

হে জগদীশ্বর হরে! রৌদ্ররসাধিষ্ঠাতা পরশুরামরূপ ধারণ করিয়া জগজ্জনের কলুষরাশি অপগতকারণকামনায় ক্ষত্রিয়-রুধির-সলিলে কুরুক্ষেত্রতীর্থে তর্পণ করত সংসারসন্তাপের শান্তি সাধন করিয়াছ। অতএব হে ভৃগুপতিরূপধারী হরি তুমি জয়যুক্ত হও ॥ চ

বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতিকমনীয়ং
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর।
জয় জগদীশ হরে। ছ।

ন চৈতাবতা প্রিয়াবিয়োগাদিদুঃখসহনেনাপীত্যাহ। হে ধৃতরঘুপতিরূপ সংগ্রামে দশসু দিক্ষু রাবণস্য যে মস্তকাস্ত এবোপহারস্তং দদাসি কিমিত্য-চেতনাসু দিক্ষু বলিদানং দিশাং পতীনামিন্দ্রাদীনামভীষ্টং তৈরপি কথং স বলিঃ কাঙ্ক্ষ্যতে রমণীয়ং পরোদ্বেজকস্য রাবণস্য মৌলিবলিস্তেষাং রতিজনক ইত্যর্থঃ। অনেনৈব শ্রীরামস্য করুণরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ছ॥

অনুবাদ।

হে জগদীশ্বর হরে! পৃথিবীতলে করুণরসের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন মানসে রামরূপ ধারণ করিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভীষ্টসিদ্ধি কামনায় তুমুল সংগ্রামে দুর্ব্বৃত্ত দশাননের দশ আনন দশদিক্‌পালগণকে বলিস্বরূপ প্রদান করিয়াছ। অতএব হে রামরূপধারী হরি তুমি জয়যুক্ত হও॥ ছ॥

বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ।
জয় জগদীশ হরে। জ।

নৈতাবন্মাত্রং স্বপ্রেয়সীশ্রমরূপক্লেশাপনোদায়াত্মভক্তযমুনাকর্ষণাদিনাপ্যাহ। হে ধৃতহলধররূপ ত্বং শুভ্রে বপুষি জলদবন্নীলং বসনং ধারয়সি, তত্রোৎপ্রেক্ষতে, হলেন হতির্হননং তদ্ভীত্যা মিলিতা যমুনা তদ্বদাভা যস্য তৎ। অনেনৈব শ্রীহলধরস্য হাস্যরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ জ॥

অনুবাদ।

হে জগদীশ্বর হরে! হলধররূপে হলহননভীতিমিলিত যমুনাসলিলাভ নীল-বসনে স্বকীয় শুভ্র বপু আচ্ছাদিত করিয়া জগতে হাস্যরসের অধিষ্ঠাতা হইয়াছ। অতএব হে বলরামরূপী নারায়ণ! তুমি জয়যুক্ত হও॥ জ॥

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর!
জয় জগদীশ হরে। ঝ।

কিঞ্চ নিজাজ্ঞারূপবেদবিরুদ্ধবাদপ্রবর্ত্তনেনাপীত্যাহ। ত্বং যজ্ঞবিধের্যজ্ঞবিধায়ক-বেদবাক্যসমূহং নিন্দসীত্যহহেত্যদ্ভুতং স্বয়ং বেদান্ প্রকাশ্য স্বয়মেব নিন্দসীত্যদ্ভুতত্বং, দর্শিতং পশূনাং ঘাতো যত্র তদ্ যথা স্যাৎ তথা, কথং নিন্দসীত্যাহ। পশুষু সদয়ং হৃদয়ং যস্য হে তাদৃশ অহিংসা পরমো ধর্ম্ম ইত্যাদিনা দৈত্যমোহনায় পশুষ্ম দয়াসহিত ইত্যর্থঃ। অহেঃ পয়ঃ পোষ ইব দৈত্যানাং যজ্ঞকরণমনুচিতমিতি তন্মোহনং যুক্ত-মিত্যর্থঃ। অবেনৈব বুদ্ধস্য শান্তরসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ঝ॥

অনুবাদ।

হে জগদীশ্বর হরে! আপনি পশুগণের প্রতি সদয়হৃদয় হইয়া বুদ্ধরূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া যজ্ঞে বেদবিহিত পশুঘাত বিধির নিন্দাবাদ করত জগতীতলে শান্তিরসের আধারভূত হইয়াছ। অতএব হে বুদ্ধরূপী নারায়ণ! তুমি জয়যুক্ত হও॥ ঝ॥

ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্।
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর।
জয় জগদীশ হরে। ঞ

যুদ্ধধর্ম্মং বিনা প্রাণিবধেনাপীত্যাহ। হে ধৃতকল্কিশরীর ত্বং ম্লেচ্ছনিবহস্য নাশ-নিমিত্তং করবালং খড়্গং কলয়সি কলিহল্যোঃ কামধেনুত্বাদ্ধারয়সি, কীদৃশং কিমপি অনির্ব্বচনীয়ম্ অতিশয়মিত্যর্থঃ করালং ভয়ঙ্করং কিমপি ধূমকেতুনামা য ঔৎপত্তিকো গ্রহস্তমিব অনেনৈব কল্কিনো বীররসাধিষ্ঠাতৃত্বং বিজ্ঞাপিতম্॥ ঞ॥

অনুবাদ।

হে ধৃতকল্কিশরীর জগদীশ্বর হরে! কল্কিরূপে ম্লেচ্ছবিনাশার্থ ক্রূরগ্রহ ধূম-কেতুসম খরতর অসি করে ধারণ করিয়া বীররসের অধিষ্ঠাতা হইয়াছ। অতএব হে কল্কিরূপ হরি তুমি জয়যুক্ত হও॥ ঞ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ।
জয় জগদীশ হরে। ট।

এবং প্রত্যেকৈকাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃপুরস্কারেণ নিবেদ্য সমুদিতাঙ্গরসাধিষ্ঠাতৃপুরস্কারেণ নিবেদয়তি। হে ধৃতদশবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণ জয়। জয়দেবকবের্মেদমুদিতং শৃণু, কীদৃশং শুভদং জগন্মঙ্গলপ্রদং যৎ ত্বদবতারাণাং জন্মনঃ সারম্ আবির্ভাবরহস্যং যত্র তৎ অত এবোদারং পরমং মহৎ ততঃ সুখদং পরমানন্দপ্রদং জন্মগুহ্যমিতি শ্রীসূক্তোক্তেঃ॥ ট॥

অনুবাদ।

হে ধৃতমৎস্যাদি-দশবিধরূপ শ্রীকৃষ্ণ তুমি সর্ব্বতঃ প্রকারে জয়যুক্ত হও। কবিবর জয়দেবের বদনবিনির্গত এই উদার পরমানন্দপ্রদ জগন্মঙ্গলকর দশাবতার-আবির্ভাব স্তোত্ররহস্য ভক্ত শ্রোতাগণ শ্রবণ করিয়া ধন্য হউন॥ ট॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥৫॥

অথ বর্ত্তমানপ্রত্যয়ৈরবতারাণাং তত্তল্লীলানামপি নিত্যত্বপ্রতিপাদনেন শ্রীকৃষ্ণস্য নিত্যতত্তদবতারলীলত্বং বক্তুম্ উক্তগীতার্থমেব শ্লোকেন বিবৃণ্বন্নাহ, বেদান্ ইতি। দশাবতারান্ কুর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণায় সর্ব্বাকর্ষণানন্দায় তুভ্যং নমোঽস্তু। দশাকৃতিকৃতত্বং প্রকটয়ন্নাহ—মীনরূপেণ বেদোদ্ধারণং কুর্ব্বতে কূর্ম্মরূপেণ ভুবনানি বহতে বরাহরূপেণ পৃথিবীমণ্ডলমূর্দ্ধং নয়তে নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুং দারয়তে বামনরূপেণ বলিং ছলয়তে ছলেন ছদ্মনাত্মসাৎ কুর্ব্বতে পরশুরামরূপেণ দুষ্টক্ষত্রিয়াণাং নাশং কুর্ব্বতে শ্রীরামরূপেণ রাবণং জয়তে বলভদ্ররূপেণ দুষ্টদমনায় হলং ধারয়তে বুদ্ধরূপেণ কারুণ্যং বিস্তারয়তে কল্কিরূপেণ ম্লেচ্ছান্ নাশয়তে এতেবামবতারিত্বেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বরসত্বং সিদ্ধম্। মল্লানামশনির্ণামিত্যাদ্যুক্তেঃ অত এব একাদশভিঃ পদ্যৈঃ সমাপ্তিঃ। বুদ্ধো নারায়ণোপেন্দ্রৌ নৃসিংহো নন্দনন্দনঃ। বলঃ কূর্ম্মস্তথা কল্কী রাঘবো ভার্গবঃ কিরিঃ। মীন ইত্যেতাঃ কথিতাঃ ক্রমাদ্বাদশ দেবতাঃ। ইতি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রসাধিষ্ঠাতারঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

হে দশাকৃতিকৃৎ শ্রীকৃষ্ণ তুমি মীনরূপে বেদাদির উদ্ধার সাধন, কূর্ম্মাবতারে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ, বরাহরূপে দশনাগ্রে জলমগ্না ধরণীর উদ্ধার সাধন, নরহরিরূপে হিরণ্যকশিপুর দেহ বিদারণ, বামনাবতারে বলিকে ছলন, পরশুরামরূপে ক্ষত্রকুল নির্ম্মূল করণ, রামরূপে পৌলস্ত্য দশানন নিধন, বলরামরূপে হলগ্রহণ, বুদ্ধরূপে পশুঘ্ন যজ্ঞবিধির নিবারণ সাধন করিয়া জগতের প্রাণিবর্গের প্রতি অশেষ করুণা প্রকাশ করিয়াছ, এবং কল্কীরূপে ম্লেচ্ছগণকে নিধন করিয়াছ। অতএব হে ভক্তবৎসল হরি তোমার পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণিপাত। ৫।

গীতম্। ২।

গুর্জ্জরীরাগেণ নিঃসারতালেন চ গীয়তে।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিতললিতবনমাল ॥

জয় জয় দেব হরে ॥ ক ॥ (ধ্রুবম্)

অথ তেনৈব সর্ব্বোপাস্যত্বেঽপি ধ্যেয়বিশেষত্বং বদন্ ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বনায়ক-শিরোরত্নতাপ্রতিপাদনায় ধীরোদাত্তত্বাদিচতুর্ব্বিধগুণসমন্বয়েন সর্ব্বোৎকর্ষাবির্ভাবনং প্রার্থয়তে—শ্রিতকমলেত্যাদিভিঃ। গীতস্যাস্য গুর্জ্জরীরাগো নিঃসারতালঃ। তল্লক্ষণং যথা—শ্যামা সুকেশী মলয়দ্রুমাণাং মৃদুল্লসৎপল্লবতল্পযাতা। শ্রুতেঃ স্বরাণাং দধতী বিভাগং তন্ত্রীমুখাদ্দক্ষিণগুর্জ্জরীয়ম্। দ্রুতদ্বন্দ্বাল্লঘুদ্বন্দ্বং নিঃসারঃ স্যাদিতি। তত্র পরমব্যোমনাথত্বেন ধীরললিতত্বমাহ। শ্রিতমাশ্রিতং লক্ষ্ম্যাঃ কুচমণ্ডলং যেন হে তাদৃশ, অনেন বিদগ্ধত্বপরিহাসবিশারদত্বপ্রেয়সীবশত্বনিশ্চিন্তত্বানি সূচিতানি অত এব ধৃতে কুণ্ডলে যেন হে তাদৃশ, ধৃতা সুন্দরী বনমালা যেন হে তাদৃশ, অনেন বিশেষণ-দ্বয়েন নবতারুণ্যত্বং তেনৈব বেশবিন্যাসসিদ্ধেঃ। হে দেব হে হরে জয় উৎকর্ষম্ আবিষ্কুরু ইতি সর্ব্বত্র যোজনা নিষ্পাদ্যা স্বরেণ। জয় জয় দেব হরে ইতি ধ্রুবপদম্। বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ। নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সী-বশঃ॥ ইত্যপি তত্রৈব ধীরললিতলক্ষণম ॥ ক ॥

অনুবাদ।

হে দেব, হে হরে! তুমি সতত-কমলা-কুচমণ্ডলাশ্রিত, কনককুণ্ডল-পরিশোভিত, মনোহর-বনমালা-পরিভূষিত, অতএব তুমি সর্ব্বপ্রকারে জয়যুক্ত হও অর্থাৎ সকলের উৎকর্ষ বিধান কর ॥ ক ॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন

মুনিজনমানসহংস ॥ খ ॥

অথ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ধ্যেয়ত্বেন ধীরশান্তত্বমাহ। সূর্য্যমণ্ডলং পূজ্যত্বোপপাদনেন ভূষয়তীতি হে তথাবিধ, জয় ইতি ক্লেশসহনত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ অত এব মননশীলানাং মানসহংস মানসে সরসি হংস ইব সদা তচ্চিত্তে স্থিত ইত্যর্থঃ, অত এব সমপ্রকৃতিকত্বং বিনয়াদিগুণোপেতত্বঞ্চ। তেন তৎসংসারং নাশয়তীতি হে তাদৃশ, ইতি বিবেচকত্বম্। ধীরশান্তলক্ষণঞ্চ তত্রৈব—সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশ-সহনশ্চ বিবেচকঃ। বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥ খ ॥

অনুবাদ।

হে দেব হে হরে! সূর্য্যমণ্ডল-মণ্ডন, ভবভয়-ভঞ্জন, মুনিজন-মানস-সরোবর-কেলিহংস স্বরূপ হইয়া তুমি সর্ব্বদা জয়যুক্ত হও ॥ খ ॥

কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন

যদুকুলনলিনদিনেশ ॥ গ ॥

নিজোপাস্যত্বেঽপি ধ্যেয়বিশেষত্বেন ধীরোদ্ধতত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। কালিয়নামা বিষধরঃ সর্পস্তস্য গঞ্জনেন জনান্ বিনা মৎসেবনং জনা ইতিবৎ ব্রজজনান্ রঞ্জয়তীতি হে জনরঞ্জন, কিমিতি তান্ রঞ্জয়ামীত্যাহ, যদুকুলমেব নলিনং তস্য দিনেশঃ সূর্য্য ইব যাদবানাং হিতার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া ইত্যাদি বচনাদ্ গোপা এব যাদবা অতো গোকুলপ্রকাশক ইত্যর্থঃ। কালিয়েতি মাৎসর্য্যবত্ত্বং জনরঞ্জনেতি যদুকুলেতি চ অহঙ্কারিত্বম্ অহন্তয়া মমতয়া চ জনরঞ্জনাদিসিদ্ধেঃ। ধীরোদ্ধত-লক্ষণঞ্চ—মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ। বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

কালিয়-বিষধর-দমন, ভবজনমানসরঞ্জন যদুকুল-কমলিনী-দিনমণি-স্বরূপ হইয়া হে দেব হে হরে তুমি জয়যুক্ত হইয়া সকল বিষয়ে উৎকর্ষ সাধন কর ॥ গ ॥

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন

সুরকুলকেলিনিদান ॥ ঘ ॥

তস্যৈব দ্বারকাদ্যুপাস্যত্বেনাপ্যাহ। মধুমুরনরকান্ বিনাশয়তীতি হে তথাবিধ। গরুড়ঃ পক্ষিরাজঃ স এব আসনং যস্য হে তাদৃশ। সুরকুলকেলীনাং নিদানম্ আদিকারণং হে তাদৃশ। এতৈর্মায়াবিত্বাদিচতুষ্টয়ম্ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

শ্রীমধুসূদন, মুরনরকাসুরনাশন, কৃতান্তভয়বারণ সুরকুলকেলি-নিদান হে হরে তুমি সর্ব্বাঙ্গীণ জয়যুক্ত হও ॥ ঘ ॥

অমলকমলদললোচন ভবমোচন

ত্রিভুবনভবননিধান ॥ ঙ ॥

সর্ব্বতাপোশমনপূর্ব্বকসর্ব্বাভীষ্টপ্রদতয়া দেবসাহায়করূপেণ ধীরোদাত্তত্বমাহ দ্বাভ্যাম্। নির্ম্মলকমলদলে ইব তাপশমকে লোচনে যস্য হে তাদৃশ। জয় ইতি। তাদৃশলোচনোপলক্ষিতগম্ভীরত্বং কথং তাপশমকত্বম্? অত আহ। ভবং সংসারং মোচয়তীতি তাদৃশ। ইতি করুণত্বম্। তদপি কুতঃ ত্রিভুবনানাং ভবনস্য নিধানো নিধিরিব কারণং জনক ইত্যর্থঃ। ইতি বিনয়িত্বম্। ধীরোদাত্তলক্ষণং যথা। গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্বভৃদিতি ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

নলিননয়ন ভবভয়মোচন ত্রিভুবনরঞ্জন হে দেব হে হরে তোমার জয় হউক ॥ ঙ ॥

জনকসুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ

সমরশমিতদশকণ্ঠ ॥ চ ॥

জনকসুতয়া কৃতং ভূষণং যস্য হে তাদৃশ। জয়। ইতি সুদৃঢ়ব্রতত্বম্। জিতো দূষণস্তন্নামা রাক্ষসো যেন তাদৃশ। ইত্যকথনত্বম্। সংগ্রামে শমিতো রাবণো যেন তাদৃশ। ইতি ক্ষন্তৃত্বগূঢ়গর্ব্বত্বসুসত্বভৃত্বানি ॥ চ ॥

অনুবাদ ।

হে দেব জনক-তনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে অঙ্গাভরণ করিয়াছ, পঞ্চবটীর অটবী মধ্যে খর দূষণ নামা রাক্ষসদ্বয়কে সবংশে নিধন করিয়াছ, তুমুল সমরে লঙ্কাপতি দশকণ্ঠকে নিধন করিয়া দেবতাগণকে নিষ্কণ্টক করিয়াছ, অতএব হে হরে বিবিধ জয়মাল্য তোমার কণ্ঠের আভরণস্বরূপ হউক ॥ চ ॥

অভিনবজলধরসুন্দর ধৃতমন্দর

শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥ ছ ॥

অস্মিন্ ধীরললিতমুখ্যত্বপ্রতিপাদনায় অজিতরূপত্বেন সংপুটিতমিব পুনস্তমেবাহ অভিনবেতি। হে নবীনমেঘবৎ সুন্দর জয়। ধৃতো মন্দরস্তন্নামা গিরিঃ যেন তাদৃশ। ক্ষীরাব্ধিমথনে ইত্যধিগন্তব্যম্। আভ্যাং নবতরুণত্বম্। তদধিগমঃ কুতঃ শ্রিয়ঃ সমুদ্রমথনাবির্ভূতায়া মুখচন্দ্রে চকোর ইব সলালসঃ। ইতি প্রেয়সীবশত্বম্। এতেষু কেচিদ্ গুণা অংশেন শ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্ব এব পরিপূর্ণতয়া বিরাজন্তে ইতি সর্ব্বোৎকর্ষত্বম্। অতোঽত্রাপি নবপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ছ ॥

অনুবাদ ।

তোমার কলেবর নবজলধর-সদৃশ সুনীল, তুমি অঙ্গুষ্ঠাগ্রে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিয়া ব্রজপুরী রক্ষা করিয়াছিলে, সমুদ্রমন্থনকালে যখন লক্ষ্মীদেবী উত্থিতা হন, তখন তুমি তাঁহার মুখচন্দ্রের চকোরস্বরূপ হইয়াছিলে, হে দেব হে হরে তুমি জয়শ্রী লাভ কর ॥ ছ ॥

তব চরণে প্রণতা বয়- মিতি ভাবয়

কুরু কুশলং প্রণতেষু ॥ জ ॥

অথ স্বসহিতেষ্বেতচ্ছোতৃবক্তৃষু প্রসাদং প্রার্থয়তে। হে শ্রীকৃষ্ণ তব চরণে বয়ং প্রণতা ইতি ভাবয় জানীহি। জ্ঞাত্বা কিং কর্ত্তব্যম্ প্রণতেষু অস্মাসু কুশলং ত্বল্লীলানুভবসামর্থ্যং কুরু দেহি ত্বল্লীমানুভবস্য ত্বৎপ্রসাদং বিনানুপপত্তেঃ পরমানন্দরূপত্বাৎ ইত্যর্থঃ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

তুমি সকল রসের আকর জানিয়া আমরা তোমার মুনিজনমনোহর চরণে প্রণাম করিতেছি। তুমি আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল বিধান কর ॥ জ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং

মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥ ঝ ॥

তত্র স্বানুভবং প্রমাণয়তি। জয়দেবকবেঃ মম মুদং করোতি। ইদমিতি কিং মঙ্গলং মঙ্গলাচরণমাত্রং, কীদৃশম্ উজ্জ্বলরসস্য গীতির্গানং যত্র তৎ। এবঞ্চেৎ কিমু কেলীনামিত্যর্থঃ ॥ ঝ ॥

অনুবাদ।

তোমার কৃপায় শ্রীজয়দেব কবির প্রণীত এই উজ্জ্বলরসভাবাপন্ন মঙ্গল গীতাবলী সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজন মঙ্গল-সাধক হউক ইহাই প্রার্থনা ॥ ঝ ॥

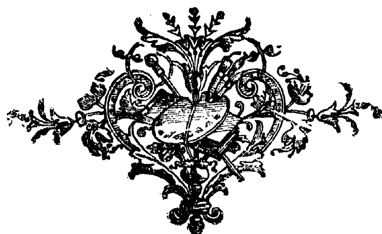
পদ্মাপয়োধরতটীপরিরম্ভলগ্ন-
কাশ্মীরমুদ্রিতমুরো মধুসূদনস্য।
ব্যক্তানুরাগমিব খেলদনঙ্গখেদ-
স্বেদাম্বুপূরমনু পূরয়তু প্রিয়ং বঃ ॥ ২ ॥

এবং প্রার্থ্য শ্রোতৄন্ প্রত্যাশিষংতনোতি পদ্মেতি। মধুসূদনস্য বক্ষ্যমাণ-রীত্যা শ্রীকৃষ্ণস্য উরো বো যুষ্মাকং প্রিয়ং বাঞ্ছিতম্ অনু নিরন্তরং পূরয়তু। কীদৃশং

পদ্মা শ্রীরাধা তস্যাঃ পয়োধরপ্রান্তভাগপরিরম্ভলগ্নকুঙ্কুমেন মুদ্রিতং মুদ্রাং প্রাপিত-মিত্যর্থঃ। অত্রান্যা মা বিশতু ইত্যভিপ্রায়েণৈবেতি ভাবঃ। অত এব খেলতা অনঙ্গেন যঃ খেদস্তেন স্বেদাম্বূনাং পূরঃ প্রবাহো যত্র তৎ। তত্রোৎপ্রেক্ষতে ব্যক্তঃ একটীভূতোঽনুরাগো যত্র তদিব। অন্তরুচ্ছলিতঃ প্রিয়ানুরাগো বহিঃ কাশ্মীর-রূপেণ উরসি আবির্ভূত ইত্যর্থঃ॥ ২॥

অনুবাদ।

শ্রীরাধিকার পয়োধরপ্রান্ত-পরিরম্ভলগ্নকুঙ্কুমাঙ্কিত, ব্যক্তানুরাগ হেতু অনঙ্গ-ক্রীড়াসঞ্জাত-স্বেদবারি-পরিপ্লুত শ্রীকৃষ্ণের উরঃস্থল নিরন্তর শ্রোতৃবর্গের মনো-বাসনা পূর্ণ করুক॥ ২॥



প্রথমঃ সর্গঃ ।

(সামোদদামোদরঃ ।)

বসন্তে বাসন্তীকুসুমসুকুমারৈরবয়বৈ-
ভ্রমন্তীং কান্তারে বহুবিহিতকৃষ্ণানুসরণাম্ ।
অমন্দং কন্দর্পজ্বরজনিতচিন্তাকুলতয়া
বলদ্বাধাং রাধাং সরসমিদমূচে সহচরী ॥ ১ ॥

তদেবং মঙ্গলসঙ্গমেনৈব মাধবোৎকর্ষমাবিষ্কৃত্য উপক্রমোক্তশ্রীরাধামাধবরহঃ-কেলিবর্ণনোৎকলিকোচ্ছলিতচিত্তঃ কবিঃ দক্ষিণধৃষ্টশঠনায়কগুণসমন্বয়েন শ্রীরাধিকায়াঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানুকূলনায়কতাপ্রতিপাদনার্থং সূচীকটাহন্যায়েন শ্রীশুকোক্তিবৎ সাধারণ্যেনাস্যাভিস্তদ্বিহরণং সমাসেন সমর্পয়িতুকামস্তেনৈব শ্রীরাধিকায়াঃ সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কর্ত্তুং তত্র তত্র তস্যা অষ্টনায়িকাবস্থাং বর্ণয়ন্ সম্ভোগপোষকবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারবর্ণনায় প্রথমং বিরহোৎকণ্ঠিতামাহ বসন্তে ইতি। বিস্তৃতিভয়াৎ তে ন বিবৃতাঃ। উৎকণ্ঠিতালক্ষণং যথা—উদ্দামমন্মথমহাজ্বরবেপমানাং রোমাঞ্চকঞ্চুকিতমঙ্গমলং বহন্তীম্। সম্মোহবেপথুঘনোৎপুলকাকুলাঙ্গীমুৎকণ্ঠিতাং বদতি তাং ভরতঃ কবীন্দ্রঃ। ইতি। বসন্তসময়ে তৎসহচারিণী সখী শ্রীরাধিকাং সরসং যথা স্যাৎ তথা ইদং বক্ষ্যমাণমূচে শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং জ্ঞাপয়িতুমিতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশীং, মাধবীপুষ্পতোঽপি কোমলৈরঙ্গৈঃ উপলক্ষিতাং যুক্তামিত্যর্থঃ। তাদৃশীমপি দুর্গমে বর্ত্মনি ভ্রমন্তীম্। নন্থ কান্তারে কথং ভ্রমতি, বহু যথা স্যাৎ তথা কৃতং কৃষ্ণান্বেষণং যয়া তাম্। অমন্দং যথা স্যাৎ তথা কন্দর্পেণ কামেন তৎপ্রাপ্ত্যভিলাষেণ যো জ্বরস্তেন জনিতয়া চিন্তয়া আকুল-

তয়া বলন্তী পীড়া যস্তাস্তাম্। অত্র তাং বিহায় অন্যাভিস্তদ্বিহরণেনেদং গম্যতে। শারদীয়রাকারাত্রৌ প্রথমরাসমহোৎসবে শ্রীরাধিকায়া অসমানোর্দ্ধরূপগুণমনুভূয় তস্যাং সর্ব্ববিজয়িস্বানুরাগং সফলং মন্যমানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ক্বচিৎ কদাচিৎ কথঞ্চিৎ তৎসাদৃশ্যং ভবেন্ন বেতি স্থূণানিখননন্যায়েন তদ্বিবিৎসায়াং চিরমত্যুদ্ভূতায়াং দিন-কতিপয়ানন্তরং লীলেয়মিতি। অথবা তদ্বিবিৎসায়ামত্যুদ্ভূতায়াং তদিচ্ছানুসারিণ্যা যোগমায়য়া কংসানুজ্ঞাতাক্রূরাগমনে কৃতে তদর্থমেবানেকনারীসংকুলাং শ্রীমথুরা-মসৌ গতবান্ গত্বা চ তত্র নারীপ্রভৃতিষু ব্রজসুন্দরীণামিব রূপগুণাদিমননুভূয় শ্রীদ্বারাবতীং প্রতি তদাশয়া জগাম, তত্র নরেন্দ্রকন্যা বিবাহ্যাপি নরকাসুরাহৃত-গন্ধর্ব্বযক্ষনাগনরকন্যানাং শতাধিকষোড়শসহস্রাণি বিবাহ্য তাসু তাস্বপি তাসাং সাদৃশ্যং ন লব্ধং ততো দন্তবক্রবধানন্তরং পুনর্ব্রজাগমনে জাতে সত্যেব লীলেয়ম্ ইতি। যথা পাদ্মোত্তরখণ্ডে—কৃষ্ণোঽপি তং দন্তবক্রং হত্বা যমুনামুত্তীর্য্য নন্দব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরৌ অভিবাদ্যাশ্বাস্য তাভ্যাং সাশ্রুকণ্ঠমমালিঙ্গিতঃ সকল-গোপবৃন্দান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহুবস্ত্রাভরণাদিভিস্তত্রস্থান্ সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাসেতি গদ্যেন। স্ফুটং চমৎকারিতয়া বৎসলঞ্চ রসং বিদুঃ। স্থায়ী বৎসলতা স্নেহ-পুত্রাদ্যা-লম্বনং মতম্। ইতি রসামৃতসিন্ধৌ॥ তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চ প্রথমস্কন্ধস্থদ্বারকা-বচনম্॥ যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্ কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া। তত্রাব্দ-কোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ইতি। অত্র মধূন্ মথুরা-ঞ্চেতি স্বামিটীকা চ। সুহৃদস্তথা তত্র শ্রীব্রজস্থা এব। কেশিমথনমিতি হরিঃ কুবলয়া-পীড়েন সার্দ্ধমিত্যাদিবক্ষ্যমাণত্বাৎ প্রোষিতভর্তৃকাঙ্গীকারাচ্চ॥ ১॥

অনুবাদ।

একদিন বসন্তকালে মাধবীকুসুম সুকুমারাঙ্গী শ্রীমতী রাধিকা বিষম স্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে তদবস্থায় কান্তবিহনে কান্তারে পদচারণা করিতে দেখিয়া কোন অন্তরঙ্গ সহচরী বক্ষ্যমাণ বাক্য সরলভাবে কহিতে লাগিলেন॥ ১॥

গীতম্। ১।

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।
মধুকরনিকরকরম্বিতকোকিলকূজিতকুঞ্জকুটীরে॥ ক॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে। (ধ্রুবম্।)

কিমূচে ইত্যপেয়ামাহ ললিতেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য বসন্তরাগো যতিতালঃ। তদ্ যথা—শিখণ্ডিবর্হোচ্চয়বদ্ধচূড়ঃ পুষ্ণন্ পিকং চূতনবাঙ্কুরেণ। ভ্রমন্মুদারামমনঙ্গমূর্ত্তির্মত্তো মতঙ্গো হি বসন্তরাগঃ॥ লঘুদ্বন্দ্বাৎ দ্রুতদ্বন্দ্বং যতিঃ স্যাৎ ত্রিপুটীস্তথা ইতি। হে সখি ইহ বৃন্দাবনে বিপিনে রসঃ শৃঙ্গারস্তৎসহিতে বসন্তসময়ে হরির্বিহরতি। কেন প্রকারেণ যুবতিজনেন সমং নৃত্যতি, কীদৃশে বিরহিজনস্য দুরন্তে দুঃখেন গমস্থিতুং শক্যে ইত্যুভয়োর্বিশেষণং হরির্মনোহরণশীলঃ অতোঽস্য বিরহো দুঃসহঃ সরসোঽপি বসন্তোঽয়ং বিরহিণাং দুঃখদত্বাৎ দুরন্ত ইত্যর্থঃ। তদভিপ্রায়জ্ঞানোদ্ভাবিবীর্য্যাদিকনিবারণায় ইদমুক্তম্। ধ্রুবম্। বসন্তস্যৈব বিশেষণানি বৃন্দাবনস্যাপি সম্ভবন্তি। কীদৃশে ললিতায়া লবঙ্গলতায়াঃ পরিশীলনেন আলিঙ্গনেন কোমলো মলয়াচলসম্বন্ধী সমীরো যত্র তস্মিন্, লতানারীসংস্পর্শাৎ কোমলত্বেন মান্দ্যং, পুষ্পসম্বন্ধাৎ সৌগন্ধ্যং, যমুনাজলসম্বন্ধাৎ শৈত্যম্, অচেতনাপি লতা কান্তমন্তরেণ চেৎ স্থাতুং ন শক্নোতি তর্হি চেতনানাং কা কথেত্যর্থঃ। তথা মধুকরণাং সমূহেন করম্বিতানাং মিশ্রিতানাং কোকিলানাং কুজিতং যত্র স কুঞ্জকুটীরো যত্র তস্মিন্। শীলনমালিঙ্গনে স্যাৎ, করম্বিতস্তু খচিতমিতি বিশ্বঃ॥ ক॥

অনুবাদ।

হে সখি! যে নিকুঞ্জকাননের চতুর্দ্দিকে, ললিত-লবঙ্গ-লতাবধূর আলিঙ্গনে মন্দীকৃত মলয়-সমীরণ যমুনাহিল্লোল-স্পর্শে সুশীতল হইয়া কুসুমপরিমল বহন করিতেছে, মধুকর-নিকরের মনোমুগ্ধকর গুন্‌গুন্‌-স্বর-সংশ্লিষ্ট কোকিলকূজনে যে স্থান অবিরত প্রতিধ্বনিত, সেই নিকুঞ্জকানন-কুটীরে, বিরহিজন-জীবনান্তক এই সরস বসন্তকালে শ্রীহরি যুবতিগণ সহ নৃত্য-বিহারে মত্ত হইয়াছেন॥ ক॥

উন্মদমদনমনোরথপথিকবধূজনজনিতবিলাপে।
অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে॥ খ॥

বিরহিজনদুরন্তত।নাহ। পুনঃ কীদৃশে উদ্গতো মদো যস্য তেন মদনেন মনোরথো যেষাং তেষাং পথিকবধূজনানাং জনিতো বিলাপো যেন তস্মিন্। যতঃ অলিকুলেন সংকুলেন ব্যাপ্তেন কুসুমসমূহেন নিঃশেষেণাকুলঃ বকুলকলাপো যত্র তস্মিন্। সংকুলং বাচ্যবৎ ব্যাপ্ত ইতি বিশ্বঃ॥ খ॥

অনুবাদ।

হে সখি! যে ঋতুরাজ বসন্তের আগমনে চরাচরবিশ্ব প্রফুল্ল হয়, যিনি স্বহস্তে প্রকৃতিদেবীকে ত্রিভুবনমোহন অনুপম নৈসর্গিক শোভায় সুশোভিত করিয়া জীবমাত্রেরই হৃদয়ে মনোহর নবভাবের আবির্ভাব করিয়া দেন, (নবরস-প্রধান শৃঙ্গাররসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ঈদৃশ সরস বসন্তকে "বিরহিজন-দুরন্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কারণ এই যে) এ কালে—পতিবিরহকাতর কামিনীগণ মদনোন্মাদে মত্ত হইয়া বিলাপ করিতেছে। কুসুমসমূহ অলিকুলসঙ্কুল হওয়াতে বকুল-কলাপ নিরতিশয় সমাকুল হইয়াছে॥ খ॥

মৃগমদসৌরভরভসবশংবদনবদলমালতমালে।

যুবজনহৃদয়বিদারণমনসিজনখরুচিকিংশুকজালে ॥ গ ॥

পুনঃ কীদৃশে কস্তূরিকায়াঃ সুগন্ধস্য যো রভসঃ অতিশয়ঃ তস্যায়ত্তা নবদলানাং শ্রেণী যেষু তে তমালা যত্র তস্মিন্, তথা যুবজনানাং হৃদয়বিদারণা মনসিজস্য যে নখাস্তদ্বদ্রুচির্যেষাং পলাশকুসুমানাং তেষাং সমূহো যত্র তস্মিন্ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

নবদলমালামণ্ডিত তমাল-তরুনিঃসৃত মৃগমদসৌরভে বনস্থলী পরিপূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে পলাশ-পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে—তাহাতে বোধ হইতেছে যেন বিরহিগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্যই মনসিজ নিজ নখজাল বিস্তার করিতেছে ॥ গ ॥

মদনমহীপতিকনকদণ্ডরুচিকেশরকুসুমবিকাশে।

মিলিতশিলীমুখপাটলিপটলকৃতস্মরতূণবিলাসে ॥ ঘ ॥

পুনঃ কীদৃশে? মদনমহীপতেঃ সুবর্ণচ্ছত্রস্য রুচির্যস্য নাগকেশরকুসুমস্য তস্য বিকাশো যত্র তস্মিন্, কিঞ্চ মিলিতাঃ শিলীমুখা ভ্রমরা যস্মিন্ তেন পাটলিপুষ্প-সমূহেন কৃতঃ তূণীরস্য বিলাসো যত্র তস্মিন্। পাটলিপুষ্পস্য তূণাকারত্বাৎ শিলী-মুখশব্দস্য শ্লিষ্টার্থত্বাৎ সাম্যম্। ছত্রং কনকিদণ্ডং স্যাদ্ রাজ্ঞঃ কাঞ্চননির্ম্মিতম্। ইতি কোষঃ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

মনোহর কেশরকুসুম বিকসিত হইয়া যেন মহীপতি মদনের মস্তকে স্বর্ণ-ছত্র ধারণের শোভা বিস্তার করিয়াছে। অলিকুলসমাকুল প্রস্ফুটিত পাটলিপুষ্প কন্দর্পতূণের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ঘ ॥

বিগলিতলজ্জিতজগদবলোকনতরুণকরুণকৃতহাসে।

বিরহিনিকৃন্তনকুন্তমুখাকৃতিকেতকিদন্তুরিতাশে ॥ ঙ ॥

পুনঃ কীদৃশে? বিগলিতং লজ্জিতং লজ্জা যস্য তস্য জগতঃ প্রাণিমাত্রস্যাবলোকনেন তরুণৈঃ করুণবৃক্ষৈঃ পুষ্পব্যাজেন কৃতো হাসো যত্র তস্মিন্। যূনামেব কামাভিজ্ঞ-

তস্যা হাস্যস্যোপযুক্তত্বে শ্লিষ্টার্থস্য তরুণশব্দস্যোপাদানম্। তথা বিরহিণাং নিকৃন্তনায় কুন্তস্য অস্ত্রবিশেষস্য মুখমিব আকৃতির্যাসাং তাভিঃ কেতকীভির্দন্তুরিতা উন্নতদন্তা আশা দিশো যত্র তস্মিন্। প্রাসস্তু কুন্ত ইত্যমরসিংহঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

জগতের নির্লজ্জতা দেখিয়াই যেন, তরুণ করুণতরু কুসুমবিকাশচ্ছলে সকলকে উপহাস করিতেছে। বিরহিজনহৃদয়-নিকৃন্তন কামনাতেই যেন, কুন্তমুখাকৃতি কেতকীরূপে মর্ম্মচ্ছেদন জন্য উন্নতদন্তা হইয়া চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মাইয়া দিতেছে॥ ৬॥

মাধবিকাপরিমলললিতে নবমালিকয়াতিসুগন্ধৌ।
মুনিমনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণবন্ধৌ॥ ৮॥

পুনঃ কীদৃশে? মাধবিকায়াঃ সৌরভেণ ললিতে নবমালিকাপুষ্পৈরতিসৌরভে। মুনিমনসামপি মোহজনকে কামিনাং কা বার্ত্তেত্যপেরর্থঃ। তরুণানাং নিরুপাধিকমিত্রে একশেষস্তরুণশব্দঃ তরুণ্যশ্চ তরুণাশ্চ তেষামিতি॥ ৮॥

অনুবাদ।

মুনিমানসমোহন যুবক-যুবতীগণের নিস্বার্থ বন্ধুরূপে মাধবিকাপরিমলসংশ্লিষ্ট-মল্লিকা-সৌরভে কানন সুবাসিত হইয়াছে॥ ৮॥

স্ফুরদতিমুক্তলতাপরিরম্ভণপুলকিতমুকুলিতচূতে।
বৃন্দাবনবিপিনে পরিসরপরিগতযমুনাজলপূতে॥ ছ॥

পুনঃ কীদৃশে? স্ফুরন্ত্যা মাধবীলতায়াঃ পরিরম্ভণেন পুলকিত ইব মুকুলিতো রসালতরুর্যত্র তস্মিন্ যথা কশ্চিদ্বরাঙ্গনালিঙ্গিতঃ পুলকিতো ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ। কীদৃশে বৃন্দাবনবিপিনে? পর্য্যন্তব্যাপ্তযমুনাজলেন পূতে পবিত্রে শোভিতে ইত্যর্থঃ। পর্য্যন্তভূঃ পরিসর ইত্যমরঃ॥ ছ॥

অনুবাদ।

নবপল্লবিত মাধবীলতাবধূর আলিঙ্গনে মুকুলিত রসালতরু পুলকপূর্ণ হইয়া, এই সরস বসন্ত সময়ে যেন যমুনাসলিলে স্বীয়দেহ পবিত্র করিয়াই বৃন্দাবন যেন আপনাকে গৌরবান্বিত করিতেছে ॥ ছ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমুদয়তি হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরসবসন্তসময়বণবর্ণনমনুগতমদনবিকারম্ ॥ জ ॥

অথ গীতার্থমুপসংহরন্ স্বভণিতেরুৎকর্ষমাহ। শ্রীজয়দেবস্য ভণিতমিদম্ উদয়তি বিরাজতে। কুতঃ? হরিচরণয়োঃ স্মরণেন সারং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং তত্রাপি রসঃ শৃঙ্গারঃ তৎপোষকবসন্তসময়সম্বন্ধিনো বনস্য বর্ণনং যত্র তৎ। অত এব সন্নিধানবর্ত্তী। শৃণ্বত্যাস্তস্যা মদনবিকারো যত্র তৎ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

কবিবর জয়দেব, শ্রীহরিচরণ-শরণে সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক বসন্ত সময় কালীন এই নিকুঞ্জকানন বর্ণন এবং ব্রজাঙ্গনাগণের তৎসাময়িক বিরহবিকার নবভাবে বর্ণনা করিয়া তাঁহার ভক্ত শ্রোতৃগণ সমীপে প্রকাশ করিতেছেন ॥ জ ॥

দরবিদলিতমল্লীবল্লিচঞ্চৎপরাগ-
প্রকটিতপটবাসৈর্বাসয়ন্ কাননানি।
ইহ হি দহতি চেতঃ কেতকীগন্ধবন্ধুঃ
প্রসরদসমবাণপ্রাণবদ্গন্ধবাহঃ ॥ ২ ॥

পুনরুদ্দীপনায় অবিলম্বে বিশেষতো বর্ণয়তি দরেতি। ইহ বসন্তসময়ে বায়ুশ্চেতো দহতি বিরহিণামিত্যর্থাদধিগন্তব্যম্। ননু কিমপরাদ্ধমেতৈস্তস্য যদেষাং চেতো দহতি তত্রাহ। প্রতিদিশং সঞ্চরতঃ কামস্য প্রাণতুল্যঃ কামসখ ইতি যাবৎ। কামোঽত্র নৃপত্বেন নিরূপিতস্তৎসখো বায়ুঃ সখ্যুরাজ্ঞাপালনং বিরহিম্বালোচ্য

তচ্চেতো দহতীত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্? ঈষদ্বিকসিতায়া মল্লিকালতায়াঃ সকাশাদ্‌গচ্ছদ্ভিঃ পুষ্পপরাগৈরেব প্রকটিতৈঃ পটবাসৈঃ সুগন্ধচূর্ণৈঃ কাননানি সুরভীণি কুর্ব্বন্। কীদৃশঃ? কেতকীপুষ্পসুগন্ধস্য সহচারী॥ ২॥

অনুবাদ।

এই সরস বসন্তকালে, ঈষদ্বিকসিত মল্লিকাপুষ্প-পরাগরূপ সুগন্ধবর্ণ দ্বারা কাননভূমি সুবাসিত করিয়া, কেতকীকুসুম-পরিমল-সহচরী কামসখ মলয়পবন বিরহী জনের মন-প্রাণ দগ্ধ করিতেছে॥ ২॥

অদ্যোৎসঙ্গবসদ্ভুজঙ্গকবলক্লেশাদিবেশাচলং
প্রালেয়প্লবনেচ্ছয়ানুসরতি শ্রীখণ্ডশৈলানিলঃ।
কিঞ্চ স্নিগ্ধরসালমৌলিমুকুলান্যালোক্য হর্ষোদয়া-
দুন্মীলন্তি কুহূঃকুহূরিতি কলোত্তালাঃ পিকানাং গিরঃ॥৩॥

পুনরতিশয়েনোৎপ্রেক্ষতে অদ্যেতি। মলয়াচলসম্বন্ধী বায়ুরদ্য মহেশাচলং হিমাচলমনুসরতি। কিমর্থং? হিমাবগাহনেচ্ছয়া। কুতস্তদিচ্ছা তত্রাহ। মলয়স্য ক্রোড়ে বসতাং সর্পাণাং কবলেন যঃ ক্লেশঃ তস্মাদিবোৎপ্রেক্ষে। চন্দনতরুকোটরস্থাহিকবলসন্তপ্তো হিমস্নানেচ্ছয়া যাতীত্যর্থঃ। ন কেবলমিদমেব দুঃসহমন্যদপীত্যাহ। কিঞ্চেতি। স্নিগ্ধাম্রবৃক্ষাণাম্ অগ্রভাগে মুকুলান্যবলোক্য হর্ষোদয়াৎ কুহূঃকুহূরিতি পিকানাং গির উদ্গচ্ছন্তি। কীদৃশ্যঃ? মধুরাস্ফুটনিনাদোদ্ভটাঃ॥ ৩॥

অনুবাদ।

এই বসন্তকালে মলয়াচলোদ্গত চন্দনতরু-কোটরস্থ অহিকবল-সন্তপ্ত মলয়ানিল, হিমস্নানেচ্ছায় স্নিগ্ধ হইবার মানসেই যেন হিমালয়োদ্দেশে উত্তরাভিমুখে গমন করিতেছে। আবার এই সময়ে সুস্নিগ্ধ রসাল বৃক্ষ মুকুলিত দর্শনে, পুলকপূর্ণ-অন্তঃকরণ কোকিলগণ যেন কুহূকুহূ স্বরে কানন প্রতিধ্বনিত করিতেছে॥ ৩॥

উন্মীলন্মধুগন্ধলুব্ধমধুপব্যাধূতচূতাঙ্কুর-
ক্রীড়ৎকোকিলকাকলাকলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।
নীয়ন্তে পথিকৈঃ কথংকথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ-
প্রাপ্তপ্রাণসমাসমাগমরসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ ॥ ৪ ॥

চিরবিরহিণঃ প্রিয়ামিলিতং বিনা তদ্দিবসনির্ধাপণং দুর্ঘটমিত্যাহ উন্মীলদিতি। প্রিয়াবিরহিতৈরমী বসন্তসম্বন্ধিনো বাসরা অতিকষ্টেন নির্ব্বাহ্যন্তে। কীদৃশাঃ? উন্মীলন্তি যানি মধূনি গন্ধাশ্চ তেষু লুব্ধৈর্মধুপৈঃ কম্পিতেষু আম্রমুকুলেষু ক্রীড়তাং কোকিলানাং সূক্ষ্মকলৈর্যে কোলাহলাস্তৈরুদ্ভূতঃ কর্ণজ্বরো যেষু তে, কৈর্নীয়ন্তে? ধ্যানে প্রাণসমায়াশ্চিন্তনে অবধানেন ক্ষণং প্রাপ্তায়াঃ প্রাণসমায়াঃ সমাগসরসাদুৎপন্নৈরুল্লাসৈঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

এই বসন্তকালে চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত চূত-মুকুলোপবিষ্ট, মধুপসমূহ প্রলুব্ধ-চিত্তে মুকুলান্দোলন করিতেছে, আবার উহার উপরিভাগে বসিয়া ক্রীড়াপরবশ পিককুল কাকলীধ্বনি করিয়া প্রবাসী পথিকজনের কর্ণপীড়া উৎপাদন করিতেছে। বিরহিগণ তৎশ্রবণে একাগ্রচিত্তে ভাবিয়া ক্ষণকাল প্রিয়সমাগমরসোল্লাসে, অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে ॥ ৪ ॥

অনেকনারীপরিরম্ভসংভ্রম-
স্ফুরন্মনোহারিবিলাসলালসম্।
মুরারিমারাদুপদর্শয়ন্ত্যসৌ
সখী সমক্ষং পুনরাহ রাধিকাম্ ॥ ৫ ॥

তদ্বর্ণনাদিভিঃ শ্রীরাধিকামুদ্দীপ্তভাবাং বিধায় কিঞ্চিৎ সবিধং নীত্বা সখী শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং তস্যৈ সাক্ষাদ্দর্শয়ন্ত্যাহ অনেকেতি। অসৌ স্বসখী শ্রীরাধিকাং পুনরাহ। কিং কুর্ব্বতী? মুরারিং সমীপে প্রত্যক্ষম্ উপ অধিকং দর্শয়ন্তী। কথমনভীষ্টম্

অন্যাঙ্গনারমণং দর্শয়তি তত্রাহ অনেকনারীতি। অনেকনারীণাং পরিরম্ভসংভ্রমেণ স্ফুরৎসুখাবির্ভবং সুমনোহারিষু রাধিকাবিলাসেষু লালসৌৎসুক্যং যস্য তম্। এতদ্বিলাসস্য প্রত্যক্ষত্বাৎ তস্যা বিলাসস্য স্ফুরণং যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৫॥

অনুবাদ।

বনবর্ণনাদির দ্বারা শ্রীরাধার শৃঙ্গারভাব উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলে, তদীয় সখী, অনেক রমণী-পরিরম্ভণ-সুখাস্বাদ সংযুক্ত শ্রীরাধা-বিলাস-লালসা-পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিয়া রাধিকাকে সম্বোধন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিতেছে॥ ৫॥

গীতম্। ২।

রামকিরীরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে।

চন্দনচর্চ্চিত-নীলকলেবর-পীতবসনবনমালী।
কেলিচলন্মণি-কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ডযুগস্মিতশালী॥ ক॥
হরিরিহ মুগ্ধবধূনিকরে,
বিলাসিনি বিলসতি কেলিপরে॥　(ধ্রুবম্।)

শ্লোকোক্তমর্থং গীতেন বর্ণয়ন্নাহ চন্দনেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য রামকিরীরাগো যতিতালঃ। যথা স্বর্ণপ্রভাভাস্বরভূষণা চ নীলং নিচোলং বপুষা বহন্তী। কান্তে পদোপান্তমধিশ্রিতেঽপি মণনোন্নতা রামকিরীয়মিষ্টেতি। হে বিলাসিনি অসমানোর্দ্ধবিলাসশীলে! ইহ বৃন্দাবনে স্বাভিপ্রায়ানভিজ্ঞে বধূসমূহে হরির্বিলসতি, ত্বদ্বিলাসসাদৃশ্যাভাসং কাময়তে। কীদৃশে? কেলিষু শ্রেষ্ঠেঽপি॥ (ধ্রুবম্)।

কীদৃশো হরিঃ, চন্দনেনানুলিপ্তে নীলকলেবরে পীতং বসনং যস্য, বনমলা বিদ্যতে যস্য স চ সচ সমর্পিতানেকোপকরণানেকবর্ণবধূনিকরে ত্বদ্দত্তচন্দনবনমালাত্বদ্বর্ণবসনভূষিত এব বিলসতীত্যর্থঃ। অত এব কেলিষু চলদ্ভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতেন গণ্ডযুগেন স্মিতেন চ শোভমানঃ॥ ক॥

অনুবাদ।

অয়ি বিলাসিনি! দেখ, ঐ হরি বিহাররসমগ্ন মুগ্ধ বধূগণের সহিত কেলি করিতেছেন। তাঁহার সুনীল কলেবর অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত, পীতবসনে শোভিত ও বনমালায় ভূষিত হইয়াছে। ক্রীড়াভরে মণিকুণ্ডলদ্বয় চলিত হইয়া কোমল গণ্ডযুগলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং মৃদু মধুর হাস্য অধরে ফুটিয়া উঠিয়াছে॥ ক॥

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগম্।
গোপবধূরনুগায়তি কাচিদুদঞ্চিতপঞ্চমরাগম্॥ খ॥

কাপি গোপবধূর্নিবিড়স্তনভারাতিশয়েন সরাগং যথা স্যাৎ তথা হরিং পরিরভ্য উন্নীতঃ পঞ্চমস্বরো যত্র তং রাগমনুগায়তি। তদনুরাগেণ সহ বর্ত্তমানং হরিমিতি বা॥ খ॥

অনুবাদ।

কোন গোপবধূ পীনপয়োধরে প্রপীড়িত করিয়া অনুরাগভরে হরিকে প্রেমালিঙ্গন প্রদানপূর্ব্বক পঞ্চম রাগ তুলিয়া গান করিতেছে॥ খ॥

কাপি বিলাসবিলোলবিলোচনখেলনজনিতমনোজম্।
ধ্যায়তি মুগ্ধবধূরধিকং মধুসূদনবদনসরোজম্॥ গ॥

কাপি মুগ্ধবধূঃ মধুসূদনবদনসরোজম্ অধিকং যথা স্যাৎ তথা ধ্যায়তি ভ্রমরবদ্-রসবিশেষান্বেষণপর ইতি শ্লিষ্টমধুসূদনপদোপন্যাসঃ। কীদৃশং বিলাসেন চঞ্চলয়োঃ বিলোচনয়োঃ খেলনেন জনিতস্তাসাং মনোজো যেন তম্, ত্বদ্বিলাসস্ফূর্ত্ত্যুল্লসিতমিত্যর্থঃ॥ গ॥

অনুবাদ।

কোন গোপী অপাঙ্গভঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠাভরে মধুসূদনের বিলাস-বিলোল লোচন-শোভিত মদনোদ্দীপক বদনপদ্ম ধ্যান করিতেছে॥ গ॥

কাপি কপোলতলে মিলিতা লপিতুং কিমপি শ্রুতিমূলে।
চারু চুচুম্ব নিতম্ববতী দয়িতং পুলকৈরনুকূলে। ঘ।

কাপি নিতম্ববতী কিঞ্চিৎকথনব্যাজেন শ্রুতিমূলে মিলিতা সতী কপোলতলে দয়িতং চারু যথা স্যাৎ তথা চুচুম্ব, কীদৃশে প্রিয়াভিলাষসূচকে॥ ঘ॥

অনুবাদ।

দেখ, ঐ এক নিতম্ববতী গোপী শ্রুতিমূলে কোন কথা বলিবার ছলে হরির কপোল সমীপে মিলিত হইয়া প্রেমপুলকিত বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক চারুচুম্বনে মনোরথ পূর্ণ করিতেছে। ঘ।

কেলিকলাকুতুকেন চ কাচিদমুং যমুনাবনকূলে।
মঞ্জুলবঞ্জুলকুঞ্জগতং বিচকর্ষ করেণ দুকূলে। ঙ।

কাচিদ্গোপাঙ্গনা কেলিকলাকুতুকেনামুং শ্রীকৃষ্ণং পীতাম্বরে করেণাকৃষ্টবতী কীদৃশং যমুনায়াস্তটে বেতসীকুঞ্জে গতম্॥ ঙ॥

অনুবাদ।

কেহবা ইঁহাকে মনোহর বেতসকুঞ্জে অবস্থিত দেখিয়া কৌতুকভরে অঞ্চল ধরিয়া যমুনাকূলে আকর্ষণ করিতেছে। ঙ।

করতলতালতরলবলয়াবলিকলিতকলস্বনবংশে।
রাসরসে সহ নৃত্যপরা হরিণা যুবতিঃ প্রশশংসে। চ।

রাসরসে সহ নৃত্যপরা যুবতিঃ শ্রীহরিণা প্রশশংসে। ত্বদীয়কিঞ্চিৎসাদৃশ্যাভাসং সমালোক্য স্তুতেত্যর্থঃ। কীদৃশে করতলতালৈস্তরলবলয়াবলিভিস্তৎস্বনৈর্মিলিতঃ কলস্বনো বংশো যত্র তস্মিন্। করতলতালবলয়ধ্বনিমুরলীনাদসংকুল ইত্যর্থঃ॥ চ॥

অনুবাদ।

কোন যুবতী রাসরসে হরির সহিত নৃত্য করিতেছে ও বলয়াবলি শিঞ্জিত করিয়া তাঁহার বংশীগানে করতালি প্রদান করিতেছে এবং হরি তাহার পটুতার প্রশংসা করিতেছেন। চ।

শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি কামপি রময়তি রামাম্।
পশ্যতি সস্মিতচারু পরামপরামনুগচ্ছতি বামাম্। ছ।

শ্লিষ্যতীত্যাদিভিঃ সাধারণ্যমেব দর্শিতং ন ত্বেকস্যাং শৃঙ্গারারম্ভ ইত্যর্থঃ। স কৃষ্ণঃ স্মিতচারু যথা স্যাৎ তথা পরাং পশ্যতি অপরাং বামামনুনয়েন প্রসাদয়তি ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

কৃষ্ণ কাহাকেও আলিঙ্গন করিতেছেন, কাহাকেও চুম্বন করিতেছেন, কাহাকেও বা সস্মিত বদনে সুন্দর ভাবে অবলোকন করিতেছেন, কোন রামাকে আনন্দিত করিতেছেন এবং অনুরাগভরে অপর কোন রামার অনুগমন করিতেছেন। ছ।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমদ্ভুতকেশবকেলিরহস্যম্।
বিপিনবিনোদকলাবলিতং বিতনোতু শুভানি যশস্যম্। জ।

শ্রীজয়দেবকবেরিদং গীতং শুভানি বিস্তারয়তু। কীদৃশম্ অদ্ভুতং কেশবস্য কেলৌ রহস্যং বৈদগ্ধীবিশেষেণ শ্রীরাধাবিলাসপরীক্ষণরূপং যত্র তৎ তথা বনবিহারে সৌষ্ঠবযুক্তং যশঃপ্রদঞ্চ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

শ্রীজয়দেব কবির এই বনবিহারলীলাযুক্ত যশঃপ্রদ অদ্ভুত কেলিরহস্যগীতি কেশবভক্তগণের মঙ্গল বিধান করুক। জ।

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি ॥ ৬ ॥

অথ গীতার্থং শ্লোকেন বিশদয়ন্তী তামুদ্দীপয়তি বিশ্বেষামিতি। হে সখি মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্ বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীনাং জনানামনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছাতিরিক্তরসদানপ্রীণনেনানন্দং জনয়ন্ পুনঃ কিং কুর্ব্বন্ অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং শ্রেণীশব্দেন নবনবায়মানত্বং শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং কোমলশব্দেন সুকুমারত্বঞ্চ সূচিতম্। নন্বু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাদত আহ ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ অলিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরঞ্জিতঃ ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোন্যানুরঞ্জনমাত্রতাৎপর্য্যকতয়া প্রেমবিপাকোদ্গতপ্রেমরসাবির্ভাবেণ প্রাকৃতরসস্তিরস্কৃত ইতি সূচিতম্। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ ন স্বচ্ছন্দং যথা স্যাৎ তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ, তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ ন অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং দিঙ্মাত্রতা স্যাৎ ন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিতক্রিয়য়েত্যর্থঃ। নন্বেকেনানেকাসাং সমাধানং কথং স্যাৎ তত্রাহ শৃঙ্গাররসো মূর্ত্তিমানিত্যহমুৎপ্রেক্ষে যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমনুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

অয়ি! শ্রীকৃষ্ণ মনোনুরঞ্জন করিয়া সকলেরই আনন্দ সম্পাদন করিতেছেন ও ইন্দীবরদলসদৃশ শ্যামল ও কোমল অঙ্গের সৌন্দর্য্যে সকলেরই অনঙ্গোৎসব বিধান করিতেছেন। ব্রজসুন্দরীগণ চারিদিক হইতে স্বচ্ছন্দে তাঁহার প্রতি অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছে। সখি! মুগ্ধনায়ক কৃষ্ণ আজ মধুমাসে মূর্ত্তিমান্ প্রেমরসের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছেন। ৬।

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবা-
মভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।
সাধু ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি-
ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দমহাকাব্যে
সামোদদামোদরো নাম
প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১॥

অথ কবিরপি বসন্তরাসমনুবর্ণয়ন্ শারদীয়রাসকৃতরাধাশ্রীকৃষ্ণবিলাসমনুস্মরন্ তদ্বর্ণনরূপামাশিষং প্রযুঙ্‌ক্তে রাসেতি। হরির্বো যুষ্মান্ রক্ষতু। কীদৃশ আভীরবামভ্রুবাং গোপসুন্দরীণাং সমীপে শ্রীরাধয়া উদ্ভটং যথা স্যাৎ তথা উরঃ পরিরভ্য চুম্বিতঃ, লজ্জাশীলায়াস্তত্র তৎসিদ্ধিঃ কথং প্রেমান্ধয়া প্রেমাবেশাদিত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা ত্বদ্বদনং সাধু সুধাময়মিতি নিগদ্য গীতস্তুতিব্যাজং বিধায় অতস্তদ্বৈদগ্ধ্যাবলোকনাৎ স্মিতেন তস্যা মনোহরণশীলঃ। কীদৃশীনাং রাসোল্লাভরেণ বিভ্রমভৃতাম্ ॥ ৭ ॥

অত এব সর্গোঽয়ং শ্রীরাধাবিলাসানুভবেন আসমন্ত্যামোদেন সহ বর্ত্তমানো দামোদরো যত্র সঃ।

ইতি বালবোধিন্যাং শ্রীগীতগোবিন্দটীকায়াং প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

রাসোল্লাস-ভরে বিভ্রান্ত গোপবনিতাগণের সমক্ষেই প্রেমান্ধা রাধা প্রিয়তমের বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গন প্রদান করিলেন ; এবং 'হরি! তুমি সুন্দর গান করিতেছ, তোমার মুখ খানি সুধাময়!' এই কথা বলিয়া সঙ্গীতের প্রশংসাচ্ছলে তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। অমনি প্রিয়ার রতিপাণ্ডিত্য দর্শনে মৃদু হাস্য উদিত হওয়ায় প্রিয়তমের চারু বদন আরও মনোহর ভাব ধারণ করিল। সেই মনোহর-বেশধারী হরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৭।

ইতি প্রথমসর্গ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

(অক্লেশকেশবঃ)

বিহরতি বনে রাধা সাধারণপ্রণয়ে হরৌ
বিগলিতনিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্যতঃ ॥
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী
মুখরশিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্ ॥ ১ ॥

অথ সখীবচনং নিশম্য স্বয়মপ্যনুভূয় শ্রীকৃষ্ণস্য সাধারণবিহরণং বিলোক্য ঈর্ষ্যোদয়াৎ তদ্দর্শনমপ্যসহমানাঽন্যতো গতা সখীমুবাচেত্যাহ বিহরতীতি। ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে লীনা শ্রীরাধা দীনা সতী সখীং প্রতি রহোঽত্যন্তগোপ্যমপি স্বানুভূতমুবাচ। কীদৃশী ঈর্ষ্যয়ান্যত্রগতা, ঈর্ষ্যা কুতঃ তাস্বপি সর্ব্বাসু সমানঃ প্রণয়ো যস্য তথাভূতে হরৌ বিহরতি সতি বিগলিতো নিজোৎকর্ষঃ অহমেবাসাধারণী প্রিয়া ইত্যেবংরূপো যস্তস্মাৎ প্রণয়তারতম্যাদ্বিহারস্য সাম্যব্যবহরণাৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বভাবান্যথাত্বদর্শনাক্ষমতয়াঽন্যতো গতেত্যর্থঃ। কীদৃশে লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডল্যা মুখরং শিখরমগ্রভাগো যস্য তাদৃশে ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

হরি সকল গোপীর সহিত সমভাবে প্রণয়বশে বিহার করিতেছেন দেখিয়া রাধিকা ভাবিলেন, তাঁহার উৎকর্ষ নষ্ট হইল; তখন তিনি ঈর্ষ্যাবশতঃ তথা হইতে প্রস্থান পূর্ব্বক কোন লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলেন। মধুকরমণ্ডলী গুন্ গুন্ রবে উহার শিখর-দেশকে মুখরিত করিতেছিল। তিনি তন্মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া বিষণ্ণভাবে সখীর নিকট মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ১।

গীতম্। ৫।

গুর্জ্জরীরাগ-যতিতালাভ্যাং গীয়তে।

সঞ্চরদধরসুধামধুরধ্বনি-
মুখরিতমোহনবংশম্।
বলিতদৃগঞ্চলচঞ্চলমৌলি-
কপোলবিলোলবতংসম্। ক।
রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসম্
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং। (ধ্রুবম্)।

তদেবাহ। গীতস্যাস্য গুর্জ্জরীরাগো যতিতালঃ॥ হে সখি মম মনঃ ইহ বিহিতবিলাসং হরিং তত্র যথোচিতক্রিয়াভিঃ স্বমি হরশীলং স্মরতি পূর্ব্বানুভূতমেব প্রমাণস্মৃতি কীদৃশং রাসে শারদীয়ে কৃতঃ পরিহাসো যেন তৎ। (ধ্রুবম্)

পুনঃ কীদৃশং হরিং সঞ্চরন্তী অধরসুধা যত্র তেন ধ্বনিনা বাদিতঃ মোহনবংশো যেন তং তাদৃশবংশীধ্বনিরপ্যত্র নাস্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বত্রৈবং যোজ্যম্। দৃশোর্দৃষ্টেরঞ্চলং চক্ষুপ্রান্তভাগঃ কটাক্ষ ইতি যাবৎ বলিতেন ইতস্ততঃ প্রচলতা দৃগঞ্চলেন যোঽসৌ চঞ্চলমৌলিঃ শিরোভূষণং তেন কপোলয়োর্বিলোলৌ অবতংসৌ কর্ণভূষণে যস্য তম্॥ ক॥

অনুবাদ।

সখি! হরির সেই রাসবিলাস সেই মধুর পরিহাস সর্ব্বদাই মনে পড়িতেছে। যেন কৃষ্ণ আমার সম্মুখে মোহন-বংশী মুখে করিয়া সেইরূপে অধরসুধাসিক্ত মধুরধ্বনি বিস্তার করিতেছেন! অয়ি! যখন কুটিল কটাক্ষপাতে তাঁহার শিরোভূষণ চঞ্চল হয়, তখন কুণ্ডলযুগল বিলোল হইয়া গণ্ডস্থলের কি শোভাই সম্পাদন করে। ক।

চন্দ্রকচারুময়ূরশিখণ্ডক-
মণ্ডলবলয়িতকেশম্ ।
প্রচুরপুরন্দরধনুরনুরঞ্জিত-
মেদুরমুদিরসুবেশম্ । খ ।

পুনঃ কীদৃশং চন্দ্রকেণার্দ্ধচন্দ্রাকারেণ চারূণাং ময়ূরপুচ্ছানাং মণ্ডলেণ বেষ্টিতাঃ কেশা যস্য তং তদেব উৎপ্রেক্ষতে বৃহতেন্দ্রধনুষা অনুরঞ্জিতশ্চিত্রিতো যঃ স্নিগ্ধো মেঘঃ তাদৃক্ শোভনো বেশো যস্য তম্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।

চন্দ্রকশোভিত চারুময়ূরপিচ্ছের দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত চিক্কণ কেশগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন একখানি স্নিগ্ধ নীলমেঘ একটী সম্পূর্ণ ইন্দ্রধনুতে রঞ্জিত হইয়াছে । খ ।

গোপকদম্বনিতম্ববতীমুখ-
চুম্বনলম্ভিতলোভম্ ।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লব-
মুল্লসিতস্মিতশোভম্ । গ ।

পুনঃ কীদৃশং গোপজাতীয়স্ত্রীণাং মুখচুম্বনেন লম্ভিতঃ প্রাপিতো লোভো যস্য তং মন্মীতি শেষঃ । তথা বন্ধূকপুষ্পবৎ অরুণো মধুরশ্চাধরপল্লবো যস্য তম্ তথা বিকসিতেন স্মিতেন শোভা যস্য তম্ ॥ গ ॥

অনুবাদ ।

যখন নিতম্ববতী গোপীগণের মুখচুম্বনে আমার উপর তাঁহার লোভ বৰ্দ্ধিত হয়, বন্ধুজীব-কুসুম-সদৃশ মধুরাধরপল্লব ফুটিয়া উঠে এবং মৃদু মৃদু হাসে মুখখানি উল্লসিত্র হয়, তখনকার সেই অবস্থাটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে । গ ।

বিপুলপুলকভুজপল্লববলয়িত-

বল্লবযুবতিসহস্রম্।

করচরণোরসি মণিগণভূষণ-

কিরণবিভিন্নতমিস্রম্। ঘ।

ইহ রাসে বিহিতবিলাসং হরিং কীদৃশং বিস্তীর্ণঃ পুলকো যয়োস্তাভ্যাং পল্লববৎ-কোমলাভ্যাং ভুজাভ্যাং বেষ্টিতং বল্লবযুবতীনাং সহস্রং যেন তম্ একদানেকালিঙ্গনাৎ নৈকনিষ্ঠপ্রেমাণমিত্যর্থঃ। তথা করচরণোরসি স্থিতানি মণিগণোপলক্ষিতানি যানি ভূষণানি তেষাং কিরণৈর্নাশিতম্ অন্ধকারং যেন তম্॥ ঘ॥

অনুবাদ।

যখন পুলকান্বিত বিপুল ভুজযুগলে বেষ্টন করিয়া বল্লব-যুবতীদিগকে আলিঙ্গন করেন, তখন তাঁহার হস্ত চরণ ও বক্ষঃস্থল মণিময় ভূষণে কত শোভাই ধারণ করে। সেই সকল মণির কিরণে অন্ধকার নষ্ট হয়। ঘ।

জলদপটলচলদিন্দুবিনিন্দক-

চন্দনতিলকললাটম্।

পীনপয়োধরপরিসরমর্দ্দন-

নির্দ্দয়হৃদয়কবাটম্॥ ঙ॥

পুনঃ। পূর্ব্বানুভূতমেঘসমূহেন আবেষ্টিতেন্দোঃ শোভাতিশয়শ্চন্দন-তিলকো ললাটে যস্য তম্। তথা পীনপয়োধরয়োঃ পর্য্যন্তভাগস্য মর্দ্দনায় নির্দ্দয়ং হৃদয়কবাটং যস্য তং, দৃঢ়ত্ববিস্তীর্ণত্বাভ্যাম্ অত্র হৃদয়স্য কবাটত্বেন নিরূপণম্। পর্য্যন্তভূঃ পরিসরঃ, কবাটমররং সমম্ ইত্যমরঃ॥ ঙ॥

অনুবাদ।

তাঁহার ললাটস্থিত চন্দনতিলক মেঘমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পূর্ণ-চন্দ্রকেও নিন্দা করে। তিনি যখন হৃদয় বিস্তার করিয়া নির্দ্দয়রূপে আলিঙ্গন করত পীনপয়োধরের প্রান্ত পীড়িত করেন, তখনকার সেই মধুরভাব মনে পড়িতেছে॥ ঙ॥

মণিময়মকরমনোহরকুণ্ডল-

মণ্ডিতগণ্ডমুদারম্।

পীতবসনমনুগতমুনিমনুজ-

সুরাসুরবরপরিবারম্। চ।

পুনঃ কীদৃশং? মণিপ্রচুরাভ্যাং মকরাকারাভ্যাং মনোহরাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং মণ্ডিতৌ গণ্ডৌ যস্য তং, যদ্যপ্যেতদপ্রস্তুতোপকারবর্ণনং তথাপি বিরহিণ্যা গুণোৎ-কীর্ত্তনত্বাদেবাদূষণম্ অত এবোদারং তথা পীতং বসনং যস্য তং, কিঞ্চ অনুগতঃ সৌন্দর্য্যেণাকৃষ্টঃ মুন্যাদীনাং বরপরিবারঃ পরিগ্রহো যেন তম্॥ চ॥

অনুবাদ।

তাঁহার সেই কোমল গণ্ডযুগল, মকরাকার মনোহর মণিময় কুণ্ডলে বিমণ্ডিত হইয়া কি উদার ভাবই ধারণ করে! সখি! পীতবসনধারী হরির সৌন্দর্য্যে মুনি মানব এবং সুরাসুরদিগের কামিনীগণও আকৃষ্ট হয়॥ চ॥

বিশদকদম্বতলে মিলিতং কলি-

কলুষভয়ং শময়ন্তম্।

মামপি কিমপি তরঙ্গদনঙ্গদৃশা

মনসা রময়ন্তম্। ছ।

অত্যুৎকণ্ঠয়া স্ফুরিতমাহ। বিশদকদম্বতলে মিলিতং পুষ্পিতত্বাদ্ বিশদং প্রেমকলহোদ্ভূতক্লেশাদ্ যদ্ ভয়ং তচ্চাটুভিরপনয়ন্তং তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ং যথা স্যাৎ তথা মামেব রময়ন্তং করা তরঙ্গ ইব আচরন্নঙ্গো যত্র তয়া দৃশা মনসা চময়া সহ রতিং ধ্যায়ন্তমিত্যর্থঃ, পূর্ব্বদৃষ্টস্ফূর্ত্তিরিয়ম্॥ ছ॥

অনুবাদ।

যখন তিনি পুষ্পিত কদম্ববৃক্ষের তলে আসিয়া উপস্থিত হন ও আমার চক্ষে তাঁহার সুচারু নেত্র পতিত হয়, তখন সেই সপ্রেম কটাক্ষে যেন অনঙ্গের তরঙ্গ

বহিতে থাকে। তখন তিনি মনে মনে আমারই সহিত রমণ করেন। তাহা মনে পড়ায় প্রাণ আকুল হইতেছে ॥ ছ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমতিসুন্দর-
মোহনমধুরিপুরূপম্।
হরিচরণস্মরণং প্রতি সম্প্রতি
পুণ্যবতামনুরূপম্ ॥ জ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং ভগবদ্ভক্তিবিশেষবতাং হরিচরণস্মরণং প্রতি সংপ্রতি ইদানীং যোগ্যং তাদৃশভাবেনাস্বাদনীয়মিতি ভাবঃ। কীদৃশম্, অতিশয়েন সুন্দরং মোহনঞ্চ মধুরিপো রূপং যত্র তৎ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

এক্ষণে পুণ্যবান্ ভক্তগণ এই অতি সুন্দর মোহন কৃষ্ণরূপ-বর্ণনান্বিত জয়দেব-বাক্যে শ্রীহরির চরণ স্মরণ করিবেন ॥ জ ॥

গণয়তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপি নেহতে
বহতি চ পরিতোষং দোষং বিমুঞ্চতি দূরতঃ।
যুবতিষু বলত্তৃষ্ণে কৃষ্ণে বিহারিণি মাং বিনা
পুনরপি মনো বামং কামং করোতি করোমি কিম্ ॥ ২ ॥

ননু শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং বিহায় অন্যাভিশ্চেদ্বিহরতি তর্হি ত্বং কিমিতি তং স্মরসীতি স্বাভিপ্রায়ং বক্ষ্যমাণং সখীং প্রত্যাহ গণয়তীতি। মম বামং সুন্দরং বিদগ্ধমিতি যাবৎ, বৈদগ্ধ্যঞ্চ বক্ষ্যমাণমধুসূদনশব্দার্থে দর্শয়িতব্যং, তাদৃশং মম মনঃ কৃষ্ণে হভিলাষং পুনরপি করোতি অহং কিং করোমি, নিজোৎকর্ষানুভবানন্দোন্মাদং মমায়ত্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে কৃষ্ণে পূর্ব্বরীত্যা ময়ি বলন্তী তৃষ্ণা যস্য তস্মিন্ তদর্থমেব যুবতিষু মাং বিনা বিহারিণি অতএব তস্য গুণানাং গ্রামং সমূহং গণয়তি

ভামং ক্রোধং ভ্রমাদপি নেচ্ছতি দোষং ময়ি সাধারণ্যাচরণং দূরতো বিমুঞ্চতি পরিতোষঞ্চ বহতি প্রাপ্নোতি। গ্রামো বৃন্দে শব্দাদিপূর্ব্ব ইতি বিশ্বঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

সখি! আমার মন যে নিতান্ত পরবশ, আমি কি করিব; সে যে কেবল কৃষ্ণের গুণ-সমূহ গণনা করিতেছে, ভ্রমেও তাঁহার উপর ক্রোধ করিতে পারে না, তাঁহার দোষ দূরে পরিহার করিয়া পরিতোষ লাভ করিতেছে। আজ যুবতি-গণের প্রতি কৃষ্ণের প্রেমপিপাসা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিহার করিতেছেন, তথাপি অবোধ মন তাঁহার মিলন কামনায় ব্যাকুল হইতেছে ॥ ২ ॥

———:*:———

গীতম্। ২।

মালবগৌড়রাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তম্
চকিতবিলোকিতসকলদিশা রতিরভসরসেন হসন্তম্ ॥ ক ॥
সখি হে কেশিমথনমুদারং
রময় ময়া সহ মদনমনোরথভাবিতয়া সবিকারম্ (ধ্রুবম্)

অভিলাষানেবাহ নিভৃতেত্যাদিভিঃ। অস্যাপি মালবরাগৈকতালৌ। দ্রুতমেকং ভবেদ্ যত্র সৈকতালীতি সংজ্ঞিতা ইত্যেকতালীলক্ষণম্। হে সখি ময়া সহ কেশিমথনং শ্রীকৃষ্ণং রময়। কেশিমথনমিতি প্রথমে নিজভাবাবলম্বনভূজস্ফূর্ত্ত্যা ভুজ-বীর্য্যোদ্বোধকনামনির্দ্দেশঃ। তত্র হেতুমাহ, মদনেন প্রেম্না যো মনোরথস্তেন যুক্তয়া। এতাবতাপি কথং তৎসিদ্ধিরত আহ, সবিকারং ময়ি মানসভাবেন সহিতম্ অথচ মনোরথদাতারম্ এবমন্যোন্যানুরাগঃ কথিতঃ অন্যথা রসাভাসাপত্তেঃ। যথোক্তম্ অনুরাগোঽনুরক্তায়াং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ। অভাবে ত্বনুরাগস্য রসাভাসং জগুঃ

বুধা ইতি॥ কীদৃশ্যা ময়া, নিশি নিভৃতকুঞ্জগৃহং গতয়া নির্জ্জনার্থং নিভৃতমিতি কুঞ্জস্য রম্যতার্থং গৃহমিতি চ। কীদৃশং, তদলাভান্মম বৈকল্যাদিদিদৃক্ষয়া রহসি নিলীয় বসন্তং সঙ্কুচিতমাত্মানং কৃত্বা তিষ্ঠন্তম্ চকিতং যথা স্যাৎ তথা কৃষ্ণঃ কুত্র নিলীয়তে ইতি বিলোকিতা সকলা দিশো যয়া, রভিরভসাদুচ্ছলিতরসেন সবৈকল্যং সমীক্ষ্য হসন্তম্॥ ক॥ ধ্রু॥

অনুবাদ।

সখি হে! আজ সেই উদার প্রিয়তম কেশিমথনকে আনিয়া আমার সহিত মিলন করিয়া দেও। আমি সেইরূপে নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহে গমন করিব, কৃষ্ণ আমার মনোভাব বুঝিবার জন্য অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিবেন। আমি চকিত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিব, তিনি আমার প্রণয়োৎকণ্ঠা-দর্শনে রতিরসভরে হাস্য করিবেন। আমি মন্মথ-মনোরথে উৎকণ্ঠিত হইব, আমাকে দেখিয়া তাঁহারও মনোবিকার উদিত হইবে। ক।

প্রথমসমাগমলজ্জিতয়া পটুচাটুশতৈরনুকূলম্।
মৃদুমধুরস্মিতভাসিতয়া শিথিলীকৃতজঘনদুকূলম্॥ খ॥

প্রথমমিলনেন লজ্জিতয়া নিত্যং নবনবানুভবাৎ তথোক্তং, মম প্রসাদনসমর্থানাং বিনয়োক্তীনাং শতৈর্মামনুনয়ন্তং মৃদুমধুরস্মিতেন যুক্তং ভাষিতং যস্যাস্তয়া স্বচাটুভিরপগতসলজ্জবামতাং মাং স্মিতাদিভির্জ্ঞাত্বা শিথিলীকৃতং জঘনস্থং দুকূলং যেন তম্। চাটুর্নারীপ্রিয়োক্তিঃ স্যাদিতি হারাবলী॥ খ॥

অনুবাদ।

আমি প্রথম সমাগমে লজ্জিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ কত প্রিয় বচনে আনুকূল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন আমি মৃদু মৃদু হাস্যের সহিত দুটী একটী কথা কহিলাম, অমনি চতুর নাগর আমার জঘন-বসন এলাইয়া দিয়াছিলেন। খ।

কিশলয়শয়ননিবেশিতয়া চিরমুরসি মমৈব শয়ানম্।
কৃতপরিরম্ভণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানম্ ॥ গ ॥

পল্লবশয্যায়াং শায়িতয়া চিরকালং ব্যাপ্য মমৈবোরসি শয়ানং কৃতে পরিরম্ভণ-চুম্বনে যয়া তয়া পরিরভ্য কৃতমধরপানং যেন তম্ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

আমি কিশলয় শয্যায় শয়ন করিলে, তিনি বহুক্ষণ আমার বক্ষেই শয়ন করিয়া থাকিবেন। আমি আলিঙ্গনপূর্ব্বক চুম্বন করিলে তিনি আলিঙ্গন করিয়া অধর পান করিবেন ॥ গ ॥

অলসনিমীলিতলোচনয়া পুলকাবলিললিতকপোলম্।
শ্রমজলসকলকলেবরয়া বরমদনমদাদতিলোলম্ ॥ ঘ ॥

অলসেন নিমীলিতে লোচনে যয়া তয়া পুলকাবলিভির্ললিতং কপোলং যস্য তং শ্রমজলং সকলকলেবরে যস্যাস্তয়া বরমদনমদাদতিলোলং সতৃষ্ণম্ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

আমি আলস্যবশতঃ নয়ন নিমীলিত করিলে তাঁহার কোমল কপোলযুগল পুলকে কণ্টকিত হইয়া ললিতভাব ধারণ করিবে। শ্রমবশতঃ বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মে আমার সমস্ত কলেবর আর্দ্র হইলে, শ্রীকৃষ্ণ মদনাবেশে অতি চঞ্চল হইয়া উঠিবেন ॥ ঘ ॥

কোকিলকলরবকূজিতয়া জিতমনসিজতন্ত্রবিচারম্
শ্লথকুসুমাকুলকুন্তলয়া নখলিখিতঘনস্তনভারম্ ॥ ঙ ॥

কোকিলস্য কলরব ইব কূজিতং যস্যাস্তয়া জিতোঽভিভূতঃ কামশাস্ত্রস্য বিচারো যেন তম্ অত এব শাস্ত্রোক্তক্রিয়াপরীভাবস্যাতিক্রমো নশাঙ্কনীয়ঃ। শ্লথ-কুসুমৈরাকুলাঃ কুন্তলা যস্যাস্তয়া নখৈরঙ্কিতো ঘনস্তনভারো যেন তম্। তন্ত্রং প্রধানশাস্ত্রয়োরিতি বিশ্বঃ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

কোকিলের ন্যায় কলস্বরে আমি কূজন (মণিত) করিলে, আমার প্রিয়তম কাম-শাস্ত্র-বিচারে জয়লাভ করিবেন আমার কুন্তলভার এলাইয়া ফুলগুলি ছড়াইয়া পড়িবে এবং তিনি পীন-পয়োধরযুগলে নখরাঘাত করিবেন ॥ ঙ ॥

চরণরণিতমণিনূপুরয়া পরিপূরিতসুরতবিতানম্ ।
মুখরবিশৃঙ্খলমেখলয়া সকচগ্রহচুম্বনদানম্ ॥ চ ॥

চরণয়োঃ রণিতৌ মণিযুক্তমঞ্জীরৌ যস্যাস্তয়া অনেন লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ সম্পূর্ণতাং নীতঃ সুরতস্য বিস্তারো যেন তং পূর্ব্বং মুখরা পশ্চাৎ বিশৃঙ্খলা ক্রটিত-গুণা কাঞ্চী যস্যাস্তয়া কেশগ্রহণেন সহ চুম্বনদানং যস্য তম্ ॥ চ ॥

অনুবাদ।

আমার চরণে মণিনূপুরের শব্দ হইলে তিনি সুরত-বিতান পরিপূর্ণ করিবেন। আমার মেখলার শব্দ হইবে ও তাহার গ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইবে, আর হরি কেশগ্রহণ-পূর্ব্বক চুম্বন প্রদান করিবেন ॥ চ ॥

রতিসুখসময়রসালসয়া দরমুকুলিতনয়নসরোজম্ ।
নিঃসহনিপতিততনুলতয়া মধুসূদনমুদিতমনোজম্ ॥ ছ ॥

রতিঃ শৃঙ্গাররূপা তয়া যৎ সুখং তস্য যঃ সময়ঃ কালঃ তত্র যো রসঃ তেন অলসো যস্যাস্তয়া ঈষন্মুকুলিতে নয়নসরোজে যস্য তং নিঃসহোঽসহনমবলত্বম্ ইতি যাবৎ নিঃসহেন নিপতিতা তনুলতা যস্যাস্তয়া মধুসূদনমিতি শ্লিষ্টম্ অনেন ভৃঙ্গো যথান্য-কুসুমাবলীনাং মধু ক্রমেণাস্বাদয়ন্ কমলিন্যুৎকর্ষমনুভূয় তস্যামাসক্তো ভবতি তদ্বৎ অয়মপীতি স্বমনসো বৈদগ্ধ্যমেব বোধিতম্ অত এবাবির্ভূতো মনোজঃ কামো মদ্যভিলাষো যস্য তম্ ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

রতি-সুখ সময়ে আমি যখন রসে অলস হইয়া পড়িব, তখন তাঁহারও নয়ন-সরোজ ঈষৎ মুকুলিত হইবে। আমার সুকুমার দেহলতা যখন অবশ হইয়া পড়িবে, তখন মধুসূদনের মন্মথরাগ উদিত হইবে ॥ ছ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমতিশয়মধুরিপুনিধুবনশীলম্।
সুখমুৎকণ্ঠিতগোপবধূকথিতং বিতনোতু সলীলম্॥ জ॥

ইদং শ্রীজয়দেবভণিতং কর্ত্তৃ সুখং বিতনোতু কীদৃশম্ উৎকণ্ঠিতায়া গোপবধ্বাঃ শ্রীরাধায়াঃ কথিতং যত্র তৎ তথা অতিশয়েন মধুরিপোঃ সুরতক্রীড়াং শীলয়তি স্মারয়তীতি তৎ তত্তলীলয়া সহ বর্ত্তমানম্। রতং নিধুবনমিত্যমরঃ॥ জ॥

অনুবাদ।

বিরহোৎকণ্ঠিতা শ্রীরাধার উক্তিস্বরূপ শ্রীজয়দেব-কবির এই কৃষ্ণরতি-লীলা-বর্ণন ভক্তগণের সুখ বর্দ্ধিত করুক॥ জ॥

হস্তস্রস্তবিলাসবংশমনৃজুভ্রূবল্লিমদ্বল্লবী-
বৃন্দোৎসারিদৃগন্তবীক্ষিতমতিস্বেদার্দ্রগণ্ডস্থলম্।
মামুদ্বীক্ষ্য বিলক্ষিতস্মিতসুধামুগ্ধাননং কাননে
গোবিন্দং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং পশ্যামি হৃষ্যামি চ॥ ৩॥

অথ পূর্ব্বদৃষ্টগোপীমণ্ডলস্থশ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যা স্বমনসোঽনুভূতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়জ্ঞানং সাক্ষাদ্দর্শয়ন্তী সাটোপমাহ হস্তেতি। হে সখি অহং কাননে গোবিন্দং পশ্যামি হৃষ্যামি চ; কীদৃশং ব্রজসুন্দরীগণবৃতং ননু মুগ্ধাসি যৎ ত্বাং বিহায়ান্যাঙ্গনাভিঃ সহ বিহরন্তং পশ্যসি দৃষ্ট্বা চ হৃষ্যসীত্যাশঙ্ক্যাহ কুটিলভ্রূলতাযুক্তানাং বল্লবীনাং বৃন্দোৎসারিণা নিজভাবোদ্বোধকেনাপাঙ্গেন বীক্ষিতমপি মামুদ্বীক্ষ্য উদ্গ্রীবকো ভূত্বা বিশেষেণ দৃষ্ট্বা বিলক্ষিতো বিস্ময়ান্বিতো যঃ স স্মিতসুধয়া মুগ্ধাননং যস্য স চ তং মদ্বৈশিষ্ট্যানুভাবাৎ বিস্ময়হর্ষান্বিতম্ ইত্যর্থঃ। অত এব মদ্যত্যাবেশেন হস্তাৎ স্খলিতো বিলাসবংশো যস্য তম্ অত এব অতিস্বেদেনার্দ্রং গণ্ডস্থলং যস্য তম্॥ ৩॥

অনুবাদ।

অয়ি! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীসমূহে বেষ্টিত হইয়া বিপিনে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার বিলাস-বংশীটী হস্ত হইতে পড়িয়া যাইতেছে, কুটিল-ভ্রূভঙ্গে গোপীগণ তাঁহার প্রতি ঘনঘন কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছে এবং তদীয় গণ্ডস্থল স্বেদ-জলে অত্যন্ত আর্দ্র হইয়াছে; এমন সময় আমি যেই উপস্থিত হইলাম। আর সহসা আমাকে দেখিয়া তিনি যেন বিস্মিত হইলেন ও লজ্জাজড়িত ঈষৎ হাস্যে তাঁহার মুখখানি মনোহর হইয়া উঠিল। সখি, আমি এইভাবে কৃষ্ণকে দর্শন করিতেছি ও কতই হর্ষলাভ করিতেছি ॥ ৩ ।

দুরালোকঃ স্তোকস্তবকনবকাশোকলতিকা-
বিকাশঃ কাসারোপবনপবনোঽপি ব্যথয়তি।
অপি ভ্রাম্যদ্‌ভৃঙ্গীরণিতরমণীয়া ন মুকুল-
প্রসূতিশ্চূতানাং সখি শিখরিণীয়ং সুখয়তি ॥ ৪ ॥

এবমুক্ত্বা স্ফূর্ত্ত্যপগমে পুনরাহ দুরালোক ইতি। হে সখি অল্পো গুচ্ছো যাসাং তাসাং নবকাশোকলতিকানাং বিকাশো দুঃখেনালোক্যতে সরোবরস্যোপবন-সম্বন্ধী পবনোঽপি ব্যথয়তি তথা ভ্রাম্যন্তীনাং ভৃঙ্গীণাং রণিতরমণীয়াপি প্রশস্তাগ্র-ভাগযুক্তাপি চ চূতানাং মুকুলপ্রসূতির্ন সুখয়তি অশোকোঽপি শোকদায়ী পবনোঽপি পীড়কঃ রমণীয়াপি উদ্বেগকরীত্যহো বিহরবৈপরীত্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

সখি! ক্ষুদ্রতর নবনব স্তবকে ভূষিত অশোকলতাগুলিকেও দেখিতে পারিতেছি না, উপবন-সরোবরের শীতল-বায়ুতেও আজ আমার কষ্ট বোধ হইতেছে, আম্র-মুকুল-গুলি মস্তক তুলিয়া উঠিয়াছে, ভ্রমরীগণ চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া শব্দ করায় কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, তথাপি আমার সুখ-বোধ হইতেছে না॥ ৪ ॥

সাকূতস্মিতমাকুলাকুলগলদ্ধম্মিল্লমুল্লাসিত-
ভ্রূবল্লীকমলীকদর্শিতভুজামূলার্দ্ধদৃষ্টস্তনম্।
গোপীনাং নিভৃতং নিরীক্ষ্য গমিতাকাঙ্ক্ষশ্চিরং চিন্তয়ন্
অন্তর্মুগ্ধমনোহরং হরতু বঃ ক্লেশং নবঃ কেশবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অক্লেশকেশবো নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

অথ কবিরপি শ্রীরাধয়োন্নীতং শ্রীকৃষ্ণাভিপ্রায়ং ব্যঞ্জয়ন্নাশাস্তে সাকূতেতি। শ্রীরাধিকোৎকর্ষনিশ্চয়েন নব ইব জাতঃ কেশবঃ বো যুষ্মাকং ক্লেশং হরতু, কীদৃশঃ গোপীনাং নিভৃতং রহস্যং তত্তদ্ভাবপ্রকাশনং নিরীক্ষ্যাতুল্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বোত্তমতাং চিরমন্তর্ব্বিচারয়ন্ নিরস্তাঙ্গনারীষ্বাকাঙ্ক্ষা যস্য স অতঃ পরোত্তমা অন্যা নাস্তীতি গমিতা, তস্যাং প্রাপিতাকাঙ্ক্ষা যেন ইতি বা ভাবপ্রকাশকরণানি নিভৃতস্য বিশেষণান্যাহ আকূতেন সহ স্মিতং যত্র তং তথাকুলাদপ্যাকুলঃ অতি-শিথিলঃ অত এব গলন্ কেশবন্ধো যত্র তৎ কিঞ্চ উৎক্ষিপ্তং ভ্রূবল্লীকং যত্র তৎ তথৈব ছলেন দর্শিতভুজামূলাদর্দ্ধদৃষ্টঃ স্তনো যত্র তৎ অত এব মুগ্ধমনোহরম্ ॥ ৫ ॥

অতঃ সর্গোহয়মক্লেশো গতঃ শ্রীরাধিকাসম্বন্ধিমনঃসাধারণ্যাভাসরূপঃ ক্লেশো যস্মাৎ স কেশবো যত্রসঃ।

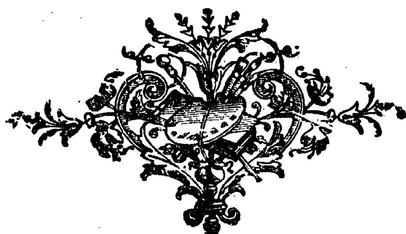
ইতি বালবোধন্যাং দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

গোপীগণ নিভৃতে কামাভিপ্রায়-ব্যঞ্জক ঈষৎ হাস্য দ্বারা, অনবরত বিগলিত অথচ আকুল কেশপাশ বন্ধনে ব্যগ্র হইয়া চকিতার ন্যায় ভ্রূলতা বিস্ফারণ দ্বারা,

এবং স্তনার্দ্ধ দেখাইবার অভিপ্রায়ে ছলক্রমে বাহুমূল হইতে অঞ্চল সরাইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট হৃদয়ভাব প্রকাশ করিতে থাকিলে, অভিলাষ উৎপন্ন হওয়ায় যিনি তচ্চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া মুগ্ধ-মনোহর ভাব ধারণ করিতেন; এইরূপ মনোহর-ভাবধারী সেই তরুণ কেশব আপনাদিগের ক্লেশ হরণ করুন॥ ৬।

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।



তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

—*:*:—

মুগ্ধমধুসূদনঃ।

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ১ ॥

এবং সর্গদ্বয়েন রাধামাধবয়োরুৎকর্ষং নিরূপ্য ইদানীং শ্রীরাধিকোৎকণ্ঠাবর্ণনানন্তরং শ্রীকৃষ্ণোৎকণ্ঠামাহ কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসাররপি রাধাম্ আ সম্যক্ প্রকারেণ হৃদয়ে ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীঃ তত্যাজ হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকং শারদীয়রাসান্তর্বিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যুপস্থাপিতা বিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাক্ নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূণানিখননন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিবিড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকচিত্তঃ তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

সংসার-বাসনায় আবদ্ধ রাখিবার শৃঙ্খল-স্বরূপ শ্রীরাধিকাকে হৃদয়ে ধারণ করত শ্রীকৃষ্ণও ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১ ॥

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥ ২ ॥

তদনন্তরকৃত্যমাহ ইতস্ততঃ ইতি। ন কেবলং সৈব মাধবোঽপি যমুনায়াস্তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষাদং চকার। কিং কৃত্বা তত্তৎস্থানে তাং শ্রীরাধিকাম্ অন্বিষ্য কীদৃশঃ অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমতাং জানতাপি ময়া কথমেবং কৃতমিতি কৃতঃ

পশ্চাত্তাপো যেন সঃ, তত্র হেতুঃ অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ অনেন তৎসদৃশী দশাপ্যুক্তা ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

মাধবের মানস অনঙ্গ-বাণে বিষম যাতনা ভোগ করিতে থাকিলে তিনি অনুতাপ করিতে লাগিলেন, এবং ইতস্ততঃ রাধিকাকে অন্বেষণ করিয়া যমুনাতীর-সমীপবর্ত্তী কুঞ্জে বিষণ্ণ হইয়া থাকিলেন ॥ ২ ॥

গীতম্। ১।

গুর্জ্জরীরাগেণ যতিতালেন চ গীয়তে।

মামিয়ং চলিতা বিলোক্য বৃতং বধূনিচয়েন।
সাপরাধতয়া ময়াপি ন নিবারিতাতিভয়েন ॥ ক ॥
হরিহরি হতাদরতয়া গতা সা কুপিতেব ॥ (ধ্রুবম্)

পশ্চাত্তাপমেবাহ মামিয়মিত্যাদিভিঃ। অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগযতিতালৌ। হরিহরীতি খেদে, হা কষ্টং, সা পূর্ব্বানুভূতগুণা শ্রীরাধা স্বস্মিন্ ময়া হতাদরত্বং মত্বা কুপিতেব গতা ইত্যহমুৎপ্রেক্ষে। কুতো হতাদরত্বমিতি, ইয়ং শ্রীরাধা বধূসমূহেন বৃতং মাং দূরতো বিলোক্য চলিতা, অনেনান্যোন্যাবলোকনং জাতমিতি গম্যতে কথং তদৈব নানুনীতা ময়া দৃষ্টাপি সাপরাধতয়া তাং বিহায় অন্যাভির্বিহার-রূপয়াতিভয়েন ন নিবারিতা ॥ ক ॥

অনুবাদ।

আমি যখন গোপবধূ-নিকরে পরিবৃত ছিলাম, এমন সময় শ্রীরাধিকা আমাকে দেখিয়া চলিয়া গেলেন, অতএব তাঁহার নিকট অপরাধী বলিয়া সুতরাং অত্যন্ত ভয় পাইয়া তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারিলাম না। হায় হায় হয়ত আদর করিলাম না ভাবিয়া তিনি কুপিত হইয়াই চলিয়া গিয়াছেন ॥ ক ॥

কিং করিষ্যতি কিং বদিষ্যতি সা চিরং বিরহেণ।
কিং ধনেন কিং জনেন কিং মম সুখেন গৃহেণ ॥ খ ॥

ততঃ সা চিরং বিরহেণ কামবস্থাং প্রাপ্য কমুপায়ং বিধাস্যতি সখীং প্রতি কিংবা বদিষ্যতীত্যহং ন জানে। অতো মম ধনেন গবাং সমূহেন কিং ব্রজজনেন বা কিং গৃহেণ বা কিং সুখেন বা কিং তাং বিনৈব তৎসর্ব্বম্ অকিঞ্চিৎকরম্ ইত্যর্থঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

জানি না এই বিরহে প্রিয়তমা কি করিবেন, কি বলিবেন, প্রেয়সী-বিহনে আমার ধনে প্রয়োজন কি? এবং বন্ধুবান্ধবে, সুখে, অথবা গৃহে প্রয়োজন কি? ॥ খ ॥

চিন্তয়ামি তদাননং কুটিলভ্রু কোপভরেণ।
শোণপদ্মমিবোপরি ভ্রমতাকুলং ভ্রমরেণ ॥ গ ॥

অহং তদাননমেব ধ্যানেন পশ্যামি, কীদৃশং রোষভরেণ কুটিলা ভ্রূর্যত্র তাদৃশং তেনৈব লোহিতং বাক্যার্থোপমামাহ উপরি ভ্রমতা ভ্রমরেণ ব্যাপ্তমরুণপদ্মমিব ॥গ॥

অনুবাদ।

কুঞ্চিত-ভ্রূযুগল বিশিষ্ট কোপারুণ তদীয় মুখপদ্ম আমার মনে পড়িতেছে; আহা যেন একটী অরুণ পদ্মের উপরিভাগে ভ্রমর-সকল বিচরণ করিয়া উহাকে আকুল করিতেছে ॥ গ ॥

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বিলপামি ॥ ঘ ॥

অথ তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ। অহং তাং হৃদি সঙ্গতামপি পুনঃপ্রাপ্তাং নিরন্তরমত্যর্থং রময়ামি বনে কিমর্থং বানুসরামি তামুদ্দিশ্য কিং বৃথা বিলপামি "ন কঙ্কলিতরত্নং মৃগ্যতে নীরমধ্যে" ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

প্রেয়সী যখন আমার হৃদয়েই সঙ্গত রহিয়াছেন এবং আমি তাঁহার সহিত নিরন্তর প্রগাঢ় প্রেমে রমণ করিতেছি, তখন আর বনে বনে কেন তাঁহার অনুসরণ করি? কেনই বা এখানে বৃথা বিলাপ করি? ঘ॥

তন্বি খিন্নমসূয়য়া হৃদয়ং তবাকলয়ামি।

তন্ন বেদ্মি কুতো গতাসি ন তেন তেঽনুনয়ামি॥ ঙ॥

স্ফূর্ত্ত্যপগমে পুনরাহ, হে তন্বি তব হৃদয়ং ত্বদুৎকর্ষজ্ঞানায়োত্তমরূপে গুণে দোষারোপণেন খেদযুক্তমহং বেদ্মি তৎ কথং নানুনয়ামি কুতো গতাসি তন্ন বেদ্মি তেন হেতুনা তে তব পাদগ্রহণাদিনাপরাধং ন ক্ষমাপয়ামি॥ ঙ॥

অনুবাদ।

হে তন্বি, আমি জানিতেছি, তোমার হৃদয় ঈর্ষ্যায় খিন্ন হইয়াছে, কিন্তু তুমি কোথায় জানি না, তাই তোমার নিকট অনুনয় করিতে পারিতেছি না॥ ঙ॥

দৃশ্যসে পুরতো গতাগতমেব মে বিদধাসি।

কিং পুরেব সসম্ভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি॥ চ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যাহ হে প্রিয়ে মমাগ্রতস্ত্বং যাতায়াতং বিদধাসীতি দৃশ্যসে তৎ কিং পুরেব সসংভ্রমং পরিরম্ভণং ন দদাসি? পুরঃস্থিতায়াঃ প্রিয়ায়া নিষ্ঠুরতেদৃশী ন যুক্তেত্যভিপ্রায়ঃ॥ চ॥

অনুবাদ।

আমি দেখিতেছি—তুমি আমার সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিতেছ। তথাপি কেন পূর্ব্বের ন্যায় সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন প্রদান করিতেছ না॥ চ॥

ক্ষম্যতামপরং কদাপি তবেদৃশং ন করোমি।
দেহি সুন্দরি দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি ॥ ছ ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্যপগমে প্রাহ হে সুন্দরি ক্ষম্যতামপরাধমিমম্ অপরমীদৃশং কদাচিদপি ন করোমি অতো মম দর্শনং দেহি যতস্তব প্রিয়োঽহং মন্মথেন মনো মথ্নাতি ইতি মন্মথো বিরহস্তেন দুনোমি॥ ছ ॥

অনুবাদ।

সুন্দরি! আমি বিরহে বড় ব্যথা পাইতেছি ক্ষমা কর, আর কথন এরূপ অপরাধ করিব না; আমাকে দেখা দাও॥ ছ॥

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥ জ ॥

শ্রীজয়দেবকেন হরেমিদং বিলপনং বর্ণিতং স্বার্থে কঃ, কীদৃশেন প্রবণেন নম্রেণ পুনঃ কীদৃশেন কেন্দুবিল্বনামা জয়দেবস্য গ্রামঃ কেন্দুবিল্বমিতি কুলঞ্চ তয়োর্ম হত্বাৎ সমুদ্রত্বেন নিরূপণং তদুদ্ভবচন্দ্রেণ যথা সমুদ্রোদ্ভবশ্চন্দ্রঃ সমুদ্রবৃদ্ধিকরস্তথায়মপি তদ্বৃদ্ধিকর ইত্যর্থঃ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

হরিচরণে প্রণত কবি জয়দেব এই বিরহ বর্ণনা করিলেন। সমুদ্রে রোহিণী-নাথ চন্দ্রের ন্যায় কেন্দুবিল্বে ইঁহার উৎপত্তি হইয়াছে॥ জ॥

হৃদি বিসলতাহারো নায়ং ভুজঙ্গমনায়কঃ
কুবলয়দলশ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরলদ্যুতিঃ।
মলয়জরজো নেদং ভস্ম প্রিয়ারহিতে ময়ি
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ ক্রুধা কিমু ধাবসি ॥ ৩ ॥

উক্তমন্মথসন্তাপমেব তৎস্ফূর্ত্ত্যা সাক্ষাদেব বিবৃণোতি হৃদীতি। হে অনঙ্গ মুধা কিমু ধাবসি মদর্থঞ্চেৎ তর্হি হরস্য ভ্রান্ত্যা প্রহারং মা কুরু ময়ি; অহং হরো ন

ভবামীতি হরভ্রান্তিং বারয়ন্নাহ প্রিয়ারহিতে স তু প্রিয়ার্দ্ধাঙ্গযুক্তঃ, তল্লক্ষণাদি দৃশ্যত ইতি চেন্ন ; হৃদি মৃণাললতাহারোঽয়ং বাসুকির্ন কণ্ঠে কুবলয়দলশ্রেণীয়ং সা গরলদ্যুতির্ন সর্ব্বাঙ্গে চন্দনরজঃ ইদং ভস্ম ন অতো ময়ি হরভ্রান্তির্ন কার্য্যেতি ভাবঃ ॥৩॥

অনুবাদ ।

হে অনঙ্গ, এই যে হৃদয়ে মৃণালহার দেখিতেছ, ইহা ভুজঙ্গ-পতি বাসুকি নহে ; এই যে কণ্ঠে কুবলয়দলের মালা দেখিতেছ, ইহা গরলের নীলিমা নহে ; এই যে চন্দন-রজ দেখিতেছ, ইহা ভস্ম নহে। হে কাম দেখ, মহাদেব যে অর্দ্ধাঙ্গে প্রিয়াকে ধারণ করেন, আর আমি, প্রিয়ারহিত, অতএব আমাকে হর-ভ্রমে প্রহার করিও না। তুমি ক্রোধভরে কেন ধাবিত হইতেছ ? ৩।

পাণৌ মা কুরু চূতশায়কমমুং মা চাপমারোপয়
ক্রীড়ানির্জ্জিতবিশ্ব মূর্চ্ছিতজনাঘাতেন কিং পৌরুষম্ ।
তস্যা এব মৃগীদৃশো মনসিজপ্রেঙ্খৎকটাক্ষাশুগ-
শ্রেণীজর্জ্জরিতং মনাগপি মনো নাদ্যাপি সন্ধুক্ষতে ॥ ৪ ॥

ন কেবলম্ অঙ্গদাহাচ্ছিবো মম বৈরী ভবানপ্যুল্লঙ্ঘিতশাসনত্বাৎ অতস্ত্বয্যপি প্রহরীষ্যামীত্যত আহ হে মনসিজ অমুং চূতমুকুলবাণং পাণৌ মা কুরু যদি পাণৌ কৃতবানসি তদা পাণাবেবাস্তাং চাপং মারোপয় চাপারোপী বাণঃ প্রাণান্ প্রহরিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়ঃ। কথমেবং বিধেয়মিত্যত আহ ক্রীড়য়া নির্জ্জিতং বিশ্বং যেন হে তথাবিধ মূর্চ্ছিতজনস্য প্রহারেণ কিং পৌরুষং ন কিমপি, কথং ত্বং মূর্চ্ছিতঃ তস্যাঃ শ্রীরাধিকায়া এব উচ্ছলন্ত্যা কটাক্ষবাণশ্রেণ্যা জর্জ্জরিতং মম মনোঽল্পমপি অধুনাপি ন সন্ধুক্ষতে ন দীপ্যতে সুস্থং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।

হে মনসিজ, ঐ চূতবাণ হস্তে ধারণ করিও না, উহা ধনুতে আরোপিত করিও না। তুমি যখন অবলীলাক্রমে বিশ্ব জয় করিয়াছ ; তখন মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে

আঘাত করিলে তোমার কি পৌরুষ হইবে? আমার হৃদয় সেই মৃগলোচনার চঞ্চল কটাক্ষবাণে জর্জ্জরিত; অদ্যাপি কিছুমাত্র সুস্থ হয় নাই। ৪।

ভ্রূপল্লবং ধনুরপাঙ্গতরঙ্গিতানি
বাণা গুণঃ শ্রবণপালিরিতি স্মরেণ।
তস্যামনঙ্গজয়জঙ্গমদেবতায়া-
মস্ত্রাণি নির্জ্জিতজগন্তি কিমর্পিতানি ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধিকায়াঃ কটাক্ষাশুগস্মরণেন তৎস্ফূর্ত্ত্যাহ ভ্রূপল্লবমিতি। ইত্যনেন প্রকারেণাস্ত্রাণি তস্যাং রাধিকায়াং কিং স্মরেণনার্পিতানীতি মন্যে কুতোঽর্পিতানীত্যাহ যতো নির্জ্জিতানি জগন্তি যৈস্তানি তৎপ্রসাদলব্ধাস্ত্রৈর্জগজ্জিত্বা পুনস্তত্রৈব অর্পিতানীতি ভাবঃ। কুতস্তস্যামেবার্পিতানি যতোঽনঙ্গস্য জয়জঙ্গমদেবতায়াং জয়দেবতারূপায়াং কান্যস্ত্রাণীত্যাহ ভ্রূপল্লবং ধনুঃ অপাঙ্গতরাঙ্গিতানি কটাক্ষাস্তান্যেব বাণঃ শ্রবণপ্রান্তভাগঃ স এব গুণ ইতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

রাধিকা মদন-বিজয়ের জঙ্গম দেবতা। তাঁহার ভ্রূপল্লবই ধনু, অপাঙ্গভঙ্গিই বাণ, এবং শ্রবণ-প্রান্তভাগই ধনুর গুণ। মদন এই সকল অস্ত্রের সাহায্যে ত্রিভুবন জয় করিয়া আবার কি এগুলি তাঁহাতেই ফিরাইয়া দিয়াছে? ৫ ॥

ভ্রূচাপে নিহিতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমম্।
মোহং তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদ্বৃত্তং স্তনমণ্ডলং তব কথং প্রাণৈর্ম্মম ক্রীড়তি ॥ ৬ ॥

এবং পরোপকারিণ্যাস্তব ময়ি নির্দ্দয়তা ন যুক্তেত্যাহ ভ্রূচাপারোপিতবাণো মম মর্ম্মব্যথাং করোতু নাত্রাপ্যনৌচিত্যং চাপার্পিতবাণস্য দুঃখজনকস্বভাবত্বাৎ

বক্রঃ শ্যামরূপঃ কেশবেশোঽপি মারণায় পরাক্রমং করোতু মলিনস্য কুটিলাত্মনো মারকস্বভাবত্বাৎ হে তন্বি বিম্বফলতুল্যোঽয়মধরঃ মূর্চ্ছাং তনুতাং নাত্রাপ্যনৌচিত্যং রাগবান্ রাগী ইদমনুচিতং সদ্বৃত্তঃ সুবর্ত্তুলঃ স্তনমণ্ডলো মম প্রাণহরণরূপাং ক্রীড়াং কিমিতি করোতি সচ্চরিতস্য তথাচরণমনুচিতমিতি ভাবঃ। মারো মৃত্যৌ বিষেঽনঙ্গে ইতি বৃত্তে চ বর্ত্তুল ইতি বিশ্বঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

হে তন্বি, ভ্রূকার্ম্মুকে আরোপিত তোমার কটাক্ষবাণ আমার মরমে যে ব্যথা দিতেছে তাহা দিক ; তোমার কৃষ্ণবর্ণ কুটিল (খল) কবরীভার আমাকে যে মারিতে উদ্যত হইতেছে তাহা হউক ; আর এই রাগবিশিষ্ট ক্রোধী বিম্বাধর আমার যে মোহ উৎপাদন করিতেছে তাহাও করুক ; কিন্তু তোমার এই সদ্বৃত্ত (সৎস্বভাব সুগোল) স্তনমণ্ডল ক্রীড়াচ্ছলে কেন আমাকে প্রাণে মারিতেছে ? ৬॥

তানি স্পর্শসুখানি তে চ তরলাঃ স্নিগ্ধা দৃশোর্বিভ্রমা-
স্তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভং স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমা।
সা বিম্বাধরমাধুরীতি বিষয়াসঙ্গেঽপি চেন্মানসং
তস্যাং লগ্নসমাধি হন্ত বিরহব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে॥ ৭॥

অতস্তদ্বিলাসানুভবস্ফূর্ত্ত্যাহ তানীতি। তস্যাং যদি মনো লগ্নসমাধি তর্হি বিরহ-ব্যাধিঃ কথং বর্দ্ধতে ? হন্তেতি খেদে বিযুক্তয়োরেব বিরহঃ স্যাদত্র মনঃসংযোগো বর্ত্ততে ইত্যভিপ্রায়ঃ। সত্যপি মনঃযোগে চক্ষুরাদীনাং পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং সংযোগা-ভাবাৎ বিরহব্যাধির্যুক্ত ইত্যাহ ইত্যুক্তপ্রকারেণ বিষয়াসঙ্গেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়সুখে-ঽনুভূয়মানেঽপীত্যর্থঃ। কোঽসৌ প্রকার ইত্যাহ তানি স্পর্শসুখানি পূর্ব্বানু-ভূতানত্যর্থঃ অনেন ত্বগিন্দ্রিয়সুখং তথা তরলাঃ স্নিগ্ধাশ্চ দৃশোর্বিলাসাঃ অনেন চক্ষুরিন্দ্রিয়স্য তদ্বক্ত্রাম্বুজসৌরভিমিতি ঘ্রাণস্য তথা স চ সুধাস্যন্দী গিরাং বক্রিমেতি শ্রবণয়োঃ তথৈব চ সা বিম্বাধরমাধুরীতি রসনায়া ইতি॥ ৭॥

অনুবাদ।

সেই স্পর্শসুখ, সেই তরল স্নিগ্ধ দৃষ্টিবিভ্রম, সেই বদনপঙ্কজের সৌরভ, সেই অমৃত-নিষ্যন্দিনী বাক্‌চাতুরী; সেই বিম্বাধরের মাধুরী, সেই সমস্তই মনে রহিয়াছে! বাহ্য-ইন্দ্রিয়ে তাহাদের সংযোগ নাই বটে কিন্তু মন ত প্রিয়ার সমাধি-তেই লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, হায়! তথাপি বিরহযন্ত্রণা কেন বাড়িতেছে? ৭ ॥

তির্য্যক্‌কণ্ঠবিলোলমৌলিতরলোত্তংসস্য বংশোচ্চরদ্-
গীতিস্থানকৃতাবধানললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ।
সংমুগ্ধং মধুসূদনস্য মধুরে রাধামুখেন্দৌ মৃদু-
স্পন্দং কন্দলিতাশ্চিরং দদতু বঃ ক্ষেমং কটাক্ষোর্ম্ময়ঃ ॥৮॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে
মুগ্ধমধুসূদনো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

অথ কবিমামুদ্বীক্ষ্য ইতি শ্রীরাধিকাবচনং প্রমাণীকৃত্য গোপীমণ্ডলস্থস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বোক্তশ্রীরাধিকাদর্শনপ্রকারমাহ, মধুসূদনস্য কটাক্ষস্য তরঙ্গা বো যুষ্মাকং ক্ষেমং দদতু পূর্ব্বোক্তমধুসূদনপদতাৎপর্য্যং ব্যনক্তি কীদৃশঃ রাধামুখেন্দৌ ঈষচ্চঞ্চলং সংমুগ্ধং বিলক্ষিতঞ্চ যথা স্যাৎ তথা পল্লবিতাঃ অন্যগোপাঙ্গনাবদনোড়ুগণমপহায় তত্রৈবোল্লসিতা ইত্যর্থঃ। কথমনেকাঙ্গনানিকরে তৎসিদ্ধিঃ বংশোচ্চরৎসু স্বরগ্রামমূর্চ্ছনাদিষু সমর্পিতচিত্তবৃত্তিভির্ললনালক্ষৈর্ন সংলক্ষিতাঃ যদ্বা গীতিস্থানং মুখম্ অনেন তাদৃশৈরপ্যলক্ষিতত্বেন চাতুর্য্যং সূচিতম্। কীদৃশস্য তির্য্যক্ কণ্ঠো যস্য বিলোলঃ মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য তরলং কর্ণভূষণং যস্য চ তস্য। কন্দলস্তু নবাঙ্কুর ইত্যমরঃ ॥ ৮ ॥

অত এব মুগ্ধমধুসূদনো রসবিশেষাস্বাদচতুরস্ততো মুগ্ধো মধুসূদনো যত্র ইত্যয়ং সর্গঃ।
ইতি বালবোধন্যাং তৃতীয়ঃ সর্গঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার মধু_ মুখ-চন্দ্রমাতে মধুসূদনের মনোহর কটাক্ষ তরঙ্গ মৃদু মৃদু উল্লসিত হইলে, কণ্ঠদেশ বক্র হওয়ায় তাঁহার শিরোভূষণ চঞ্চল এবং কুণ্ডলযুগল দোদুল্যমান হইয়াছিল। বংশীগানে একাগ্রচিত্ত থাকায় লক্ষ লক্ষ গোপী যাহা লক্ষ্য করে নাই, শ্রীকৃষ্ণের ঐ কটাক্ষ-তরঙ্গ তোমাদের চিরকাল মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৮ ॥

ইতি তৃতীয় সর্গ।



চতুর্থঃ সর্গঃ।

(স্নিগ্ধমধুসূদনঃ।)

যমুনাতীরবানীর-নিকুঞ্জে মন্দমাস্থিতম্।

প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তং মাধবং রাধিকাসখী ॥ ১ ॥

অথ শ্রীরাধিকাবিরহোৎকণ্ঠিতং শ্রীকৃষ্ণং স্বসখীমাশ্বাস্যাগত নেতি; শ্রীরাধিকাসখী মাধবং প্রাহ কীদৃশং শ্রীরাধিকাবিষয়কপ্রেমাধিক্যেন উদ্ভ্রান্তমুন্মত্তম্ অত এব তদন্বেষণং বিহায় যমুনাতীরস্থ বেতসীকুঞ্জে মন্দং নিরুদ্যমং যথা স্যাৎ তথাসীনং। বেতসে শীতবানীরবঞ্জুলা ইত্যমরঃ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

সেই যমুনা-তীর-স্থিত বেতসকুঞ্জে বিষণ্ণভাবে উপবিষ্ট এবং প্রেমভরে উন্মত্ত শ্রীকৃষ্ণকে রাধিকার কোন সখী বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

গীতম্। ৮।

কর্ণাটরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

সা বিরহে তব দীনা।

(মাধব মনসিজবিশিখভয়াদিব) ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা ॥ ক ॥

নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীরম্।

ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলয়তি মলয়সমীরম্ ॥ (ধ্রুবম্

গীতস্যাস্য কর্ণাটরাগঃ যথা কৃপাণপাণির্গজদন্তপত্রমেকং বহন্ দক্ষিণকর্ণপূরম্। সংস্তূয়মানঃ সুরচারণৌঘৈঃ কর্ণাটরাগঃ শিখিকণ্ঠনীল ইতি। একতালী তালঃ। হে মাধব সা শ্রীরাধা তব বিরহনিমিত্তং দীনা দুঃখিতা তত্রোৎপ্রেক্ষতে

ায়বাণস্ত ভয়াৎ ত্বয়ি ধ্যানেন লীনেবাস্তে কামরূপে ত্বয়ি প্রসন্নে তদ্ভয়ং ন করিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ক ॥

ন কেবলমেতচ্চন্দনমিন্দুকিরণঞ্চ নিন্দতি স্বভাবশীতলৌ যস্মাৎ দহতস্তন্মর্মৈব তুর্দৈবমিত্যনু পশ্চাদধীরং যথা স্যাৎ তথা খেদং বিন্দতি তথা চন্দনতরোঃ সম্পর্কেণ মলয়সমীরং গরলমিব গণয়তি। তত্রস্থসর্পভুক্তোজ্‌ঝিতো বায়ুর্বিষমিলিতত্বাৎ বিষবত্তৎপ্রেক্ষতে ॥ (ধ্রুবম্) ॥

অনুবাদ।

হে মাধব, বিরহে বিষণ্ণ হইয়া রাধিকা তোমার চিন্তাতেই নিমগ্ন, বোধ হয় যেন মনসিজের বাণভয়ে ধ্যান-যোগে তোমার অঙ্গে লীন হইয়া রহিয়াছেন! তিনি চন্দন ও ইন্দুকিরণের নিন্দা করিতেছেন, খেদে অধীর হইতেছেন। সর্পের আবাসস্থান চন্দন-তরুর সংস্পর্শ থাকায় মলম সমীরণ তাঁহার পক্ষে গরল বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ক ॥

অবিরলনিপতিতমদনশরাদিব ভবদবনায় বিশালম্।
স্বহৃদয়মর্ম্মণি বর্ম্ম করোতি সজলনলিনীদলজালম্ ॥ খ ॥

ত্বয্যতিস্নিগ্ধা সা ত্বং কথং নিষ্ঠুরোহসীত্যাহ, স্বহৃদয়মর্ম্মস্থানে সজলনলিনীদলজলং পৃথুলং বর্ম্ম কবচং করোতি তত্রোৎপ্রেক্ষতে নিরন্তরনিপতিতমদনশরভয়াৎ তব রক্ষণার্থমিব তস্যা হৃদয়ে ভবাংস্তিষ্ঠতি হৃদয়ং কামো বিধ্যতি মর্ম্মস্থানাত্বাৎ হৃদয়বেধনাচ্চ ভবতো বেধঃ স্যাদিতি ভবদ্রক্ষণার্থং ন হৃত ইত্যর্থঃ। নিপতিত ইতি ভাবে ক্তঃ অবিরতং নিপতিতং যস্যেতি বিগ্রহঃ পতিতবাণবেদনাসংভবাৎ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

তুমি তাঁহার হৃদয়ের মধ্যস্থানে বাস করিতেছ, আর মদন-শর তদভিমুখে অনবরত পতিত হইতেছে, পাছে তোমায় ব্যথা লাগে, এই ভয়ে যেন রাধিকা হৃদয়োপরি বিশাল বর্ম্মস্বরূপ সজল নলিনীপত্র-সমূহ ধারণ করিতেছেন ॥ খ ॥

কুসুমবিশিখশরতল্পমনল্পবিলাসকলাকমনীয়ম্।
ব্রতমিব তব পরিরম্ভসুখায় করোতি কুসুমশয়নীয়ম্ ॥ গ ॥

"অন্যদপি সা কুসুমশয্যাং করোতি কীদৃশং অনল্পবিলাসকলায়াঃ কমনীয়ং বিরহে তদপি কামশরশয্যা যত্র ইত্যুৎপ্রেক্ষতে ব্রতমিব নমু এতদ্ দুষ্করং জীবনসন্দেহাপাদকং কিমিতি করোতি তব পরিরম্ভসুখায় দুষ্প্রাপ্যং তব পরিরম্ভ-সুখমিত্যর্থঃ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

নানাবিধ-বিলাস-দ্রব্যে সুশোভিত, কমনীয় কুসুমশয্যা এক্ষণে তাঁহার পক্ষে শর-শয্যা হইয়া পড়িয়াছে। অতিদুর্লভ তোমার আলিঙ্গনরূপ ফললাভের জন্য কঠোর ব্রত অবলম্বনের ন্যায় তিনি এই শরশয্যা আশ্রয় করিয়াছেন ॥ গ ॥

বহতি চ বলিতবিলোচনজলধরমাননকমলমুদারম্।
বিধুমিব বিকটবিবিধুন্তুদদন্তদলনগলিতামৃতধারম্ ॥ ঘ ॥

ন কেবলং কুসুমশয়নীয়ং করোতি অপি চ উদারমাননকমলং ধারয়তি কীদৃশং বলিতানি অবিরতং গলিতানি নয়নয়োর্জলানি ধারয়তি তৎ কমিব বিধুমিব কীদৃশং বিধুং করালস্য রাহোর্দন্তস্য চর্ব্বণেন গলিতামৃতধারা যস্য তৎ। বিকটো বিশালকরালয়োরিতি বিশ্বঃ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

তাঁহার সুন্দর মুখকমলে অবিরল নয়ন-জল প্রবাহিত হইতেছে, বোধ হয় যেন রাহুর বিকট দন্তাঘাতে চন্দ্রমণ্ডল হইতে অমৃতধারা ক্ষরিত হইতেছে ॥ ঘ ॥

বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমদেন ভবন্তমসমশরভূতম্।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতম্ ॥ ঙ ॥

কিঞ্চ কামরূপেণ ত্বামেব পারয়তীত্যাহ। সা ভবন্তমেকান্তে কস্তুর্য্যা বিলিখতি কীদৃশং কামতুল্যং কামাংশসাদৃশ্যমাহ মকরমধো বিনিধায় করে চ

নবাম্রমুকুলবাণং বিনিধায় প্রণমতি ত্বদঙ্গঃ কামো নাস্তীতি কৃত্বেতি ভাবঃ স্বচিত্তোন্মাদকত্বাৎ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

কখন গোপনে মদনের ন্যায় তোমার প্রতিকৃতি মৃগমদরসে চিত্রিত করিতেছেন; কেননা, তাঁহার পক্ষে তুমি ভিন্ন কাম নাই; তাই পদতলে মকর অঙ্কিত করিয়া এবং হস্তে নব চূতবাণ গাম করিতেছেন ॥ ঙ ॥

প্রতিপদমিদমপি নিগদতি মাধব তব চরণে পতিতাহম্।
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি তনুতে তনুদাহম্ ॥চ॥

সা ন কেবলং প্রণমতি হে মাধব মধোঃ সখে তব চরণেঽহং পতিতা ইদমপি প্রতিক্ষণং জল্পতি কথং মচ্চরণে পতসি ত্বয়ি বিমুখে সতি তৎক্ষণাদেব অমৃতনিধিশ্চন্দ্রোঽপি তনুদাহং তনুতে ॥ চ ॥

অনুবাদ।

সর্ব্বদাই বলিতেছেন, মাধব! আমি তোমার চরণে পতিত হইলাম; তুমি বিমুখ হওয়ায় সুধানিধিও হঠাৎ আমার শরীর-দাহ উৎপাদন করিতেছে ॥ চ ॥

ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্প্য ভবন্তমতীব দুরাপম্।
বিলপতি হসতি বিষীদতি রোদিতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপম্ ॥ছ॥

পুনশ্চাতিব্যগ্রতয়া ধ্যানলয়েন ভবন্তং সাক্ষাদিব কৃত্বা বিলপতি কথং ধ্যানলয়েন পুরঃ পরিকল্পয়তি সাক্ষাৎ কথং ন ক্রিয়ত ইত্যাহ দুরাপম্। তৎপ্রাপ্ত্যানন্দোচ্ছলিতা হসতি পুনরন্তর্দ্ধানে বিষীদতি রোদিতি চ পুনঃপুনঃ স্ফুরন্তম্ অনুধাবতি পুনঃ প্রাপ্তমিত্যালিঙ্গনাদিনা তাপং মুঞ্চতি ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

তুমি একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছ, তাই সখী ধ্যানে মগ্ন হইয়া সম্মুখে তোমার রূপ কল্পনা করিয়া কখন বিলাপ করিতেছেন, কখন হাসিতেছেন, কখন বিষণ্ণ হইতেছেন, কখন রোদন করিতেছেন, কখন চঞ্চল হইতেছেন এবং কখন বা দুঃখ পরিহার করিতেছেন॥ ছ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যদি মনসা নটনীয়ম্।
হরিবিরহাকুলবল্লবযুবতিসখীবচনং পঠনীয়ম্॥ জ॥

যদি মনসা নটনীয়ং নর্ত্তয়িতব্যং তদা শ্রীজয়দেবভণিতমিদমধিকং যথা স্যাৎ তথা পঠনীয়ং কুতঃ যতো হরিবিরহাকুলায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যা বচনং যত্র তৎ॥জ॥

যদি হরিপ্রেমে মনকে নাচাইতে ইচ্ছা থাকে, তবে কবি জয়দেব-কথিত এই হরি-বিরহাকুলা রাধার বচন সর্ব্বদা পাঠ কর॥ জ॥

আবাসো বিপিনায়তে প্রিয়সখীমালাপি জালায়তে
তাপোঽপি শ্বসিতেন দাবদহনজ্বালাকলাপায়তে।
সাপি ত্বদ্বিরহেণ হন্ত হরিণীরূপায়তে হা কথং
কন্দর্পোঽপি যমায়তে বিরচয়ঞ্ছার্দ্দূলবিক্রীড়িতম্॥ ২॥

সা ত্বাং বিনা কুত্রাপি নির্ব্বৃতিং ন লভত ইত্যাহ আবাস ইতি। হে শ্রীকৃষ্ণ সা শ্রীরাধিকা ত্বদ্বিরহেণ হন্ত খেদে হরিণীরূপায়তে মৃগীবাচরতি শ্লেষোক্ত্যা পাণ্ডুবর্ণাপীত্যর্থঃ। কথং হরিণীরূপায়তে ইত্যাহ বসতিস্থানম্ অরণ্যমিবাচরতি প্রিয়সঙ্গমমন্তরেণ দুঃখজনকত্বাৎ প্রিয়সখীমালাপি জালমিবাচরতি কুত্রচিদ্গমন-শঙ্কয়া জালবদ্বেষ্টিতত্বাৎ গাত্রসন্তাপোঽপি নিশ্বাসেন তথা সন্তাপয়তি যথা বাতেনাগ্নেরুল্কা নির্দ্দহন্তীত্যর্থঃ হা ইতি বিষাদে কন্দর্পোঽপি শার্দ্দূলবিক্রীড়িতং বিরচয়ন্ কিমিতি যম ইবাচরতি মহদেতদনুচিতং প্রাণহরণচেষ্টনাদিত্যভিপ্রায়ঃ

প্রত্যেকেনানেন হরিণ্যা ইব শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়দৃঢ়ানুরাগো দর্শিতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চ কাঠিন্যং স্নিগ্ধায়ামস্নেহব্যবসায়াৎ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

তোমার বিরহে এক্ষণে দাবানলদগ্ধ ও জালপতিত হরিণীর ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ায়, রাধার পক্ষে গৃহ অরণ্যতুল্য হইয়াছে, তিনি প্রিয়সখীগণকে বন্ধনপাশ বলিয়া মনে করিতেছেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হওয়ায় তাঁহার গাত্র-সন্তাপ দাবানলের শিখাস্বরূপ হইয়াছে এবং নিষ্ঠুর কন্দর্প ও যমসদৃশ শার্দ্দূলের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করত তাহার প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইতেছে॥ ২ ॥

গীতম্। ২।

দেশাগরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারং

সা মনুতে কৃশতনুরিব ভারম্॥ ক ॥

রাধিকা বিরহে তব কেশব। ॥ ধ্রুবম্॥

পুনস্তচ্চেষ্টামেব বিশেষতয়া আহ স্তনেত্যাদিনা। গীতস্যাস্য দেশাগরাগঃ। যথা আস্ফোটনাবিষ্কৃতলোমহর্ষনিবন্ধসন্নাহবিশালবাহুঃ। প্রাংশুঃ প্রচণ্ডদ্যুতি-রিন্দুগৌরো দেশাগরাগঃ কিল মল্লমূর্ত্তিরিতি। তালশ্চৈকতালী। হে কেশব সা রাধা তব বিরহে স্তনবিনিহিতহারমপি ভারং মনুতে তথেয়ং কৃশাভূদ্ যথা হার-বহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ কাদৃশম্ উদারং মনোহরম্॥ ক ॥

অনুবাদ।

হে কেশব, রাধিকা তোমার বিরহে এমনি কৃশ হইয়াছেন যে স্তন-বিনিহিত মনোহর হারকেও যেন ভার বোধ করিতেছেন॥ ক ॥

সরসমসৃণমপি মলয়জপঙ্কম্
পশ্যতি বিষমিব বপুষি সশঙ্কম্॥ খ॥

ন কেবলং হারবহনাসামর্থ্যমপি তু সরসমপি মসৃণং চিক্কণমপি চন্দনপঙ্কং বপুষি সশঙ্কং যথা স্যাৎ তথা বিষমিব পশ্যতি॥ খ॥

অনুবাদ।

তিনি গাত্র-স্থিত, সরস, মসৃণ, চন্দন-প্রলেপকেও বিষ বোধ করিয়া সভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন॥ খ॥

শ্বসিতপবনমনুপমপরিণাহম্।
মদনদহনমিব বহতি সদাহম॥ গ॥

কিঞ্চ দাহসহিতং নিশ্বাসপবনমপি কামাগ্নিমিব বহতীত্যুৎপ্রেক্ষা সন্তপ্তায়াং নিশ্বাসোঽপি সন্তপ্ত ইত্যর্থঃ কীদৃশমুপমারহিতং দৈর্ঘ্যং যস্য তৎ॥ গ॥

অনুবাদ।

প্রজ্বলিত মদন-বহ্নির ন্যায় অতি উত্তপ্ত সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন॥ গ॥

দিশি দিশি কিরতি সজলকণজালম্।
নয়ননলিনমিব বিদলিতনালম্॥ ঘ॥

সা নয়ননলিনং দিশি দিশি বিক্ষিপতি কীদৃশং জলকণিকাভিঃ সহিতং কিমিব বিচ্ছিন্নং নালং যস্য তৎ বিচ্ছিন্ননালং হি কমলং সস্রবং বিক্ষিপ্তঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ॥ ঘ॥

অনুবাদ।

মৃণাল বিচ্ছিন্ন সজল পদ্মের ন্যায় অশ্রুপূর্ণ নয়ন-দুইটী চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতেছেন॥ ঘ॥

নয়নবিষয়মপি কিশলয়তল্পম্।
গণয়তি বিহিতহুতাশবিকল্পম্॥ ৬ ॥

অপরঞ্চ চক্ষুর্গোচরমপি পল্লবশয্যাং বিহিতো বহ্নের্বিকল্পো ভ্রমো যস্মিন্ তৎ যথা স্যাৎ তথা পশ্যতি ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

নবকিশলয়-শয্যা দেখিয়াও হুতাশন বলিয়া মনে করিতেছেন ॥ ৬ ॥

ত্যজতি ন পাণিতলেন কপোলম্।
বালশশিনমিব সায়মলোলম্॥ ৮ ॥

সা পাণিতলেন কপোলং ন ত্যজতি তত্রোপমা সায়মচঞ্চলং বালশশিনমিব কপোলস্যার্দ্ধভাগদর্শনাদ্বালচন্দ্রেণোপমা আতাম্রত্বাদ্ পাণিতলস্য সন্ধ্যয়া বিরহেণ পাণ্ডুত্বাৎ কপোলস্য চন্দ্রেণ সাম্যম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।

সায়ংকালের পাণ্ডুবর্ণ নবশশিকলা রঞ্জিত মেঘে আবৃত হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলে যেমন হয়, প্রিয়সখীর কপোল তেমনি অরুণ-পাণিতলেই লগ্ন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৮ ॥

হরিরিতি হরিরিতি জপতি সকামম্।
বিরহবিহিতমরণেব নিকামম্॥ ছ ॥

অপিচ সাভিলাষং যথেষ্টং যথা স্যাৎ তথা হরিরিতি হরিরিতি জপতি কেঃ মরণে যা মতিঃ সা গতিরিতি সকামং ত্বদ্বিরহেণারব্ধং মরণং যস্যাঃ সেব ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

তোমার বিরহে প্রাণত্যাগ করিবেন ইহা স্থির করিয়াই যেন জন্মান্তরেও তোমাকে লাভ করিবার অভিলাষে অবিরত হরি হরি নাম জপ করিতেছেন ॥ছ॥

শ্রীজয়দেবভণিতমিতি গীতম্।

সুখয়তু কেশবপদমুপনীতম্॥ জ॥

ইত্যনেনোক্তপ্রকারেণ শ্রীজয়দেবভণিতং গীতং কেশবপদমুপনীতং তৎপদয়োঃ সমর্পিতচিত্তমিতি যাবন্তং জনং সুখয়তু অর্থাৎ শ্রোতৄন্॥ জ॥

অনুবাদ।

শ্রীজয়দেবের ভণিত এই গান কেশবের চরণকমলে উপনীত হইয়া শ্রোতাদিগের সুখ বিধান করুক॥ জ॥

সা রোমাঞ্চতি শীৎকরোতি বিলপত্যুৎকম্পতে তাম্যতি
ধ্যায়ত্যুদ্ভ্রমতি প্রমীলতি পতত্যুদ্যাতি মূর্চ্ছত্যপি।
এতাবত্যতনুজ্বরে বরতনুর্জীবেন্ন কিং তে রসাৎ
স্বর্বৈদ্যপ্রতিম প্রসীদসি যদি ত্যক্তোঽন্যথা হস্তকঃ॥ ৩॥

পুনরতীববৈকল্যং বর্ণয়তি সা রোমাঞ্চতীতি। হে অশ্বিনীকুমারবৎ সুচিকিৎসক ত্বং যদি প্রসীদসি তদৈতাবত্যতনুজ্বরেঽস্মিন্ননল্পজ্বরে সা বরতনুস্তে রসপ্রয়োগাৎ কিং নজীবেদপি তু জীবেদিতি চ্ছলোক্তিঃ বাস্তবঃ কামজ্বরঃ বরতনুরিতি তৎসমান্যা নাস্তীতি তস্যা রক্ষণং যুক্তমিতি ভাবঃ। জ্বরলক্ষণান্যাহ। সা রোমাঞ্চতি পুলকাঞ্চিতা ভবতি শীদিতি শব্দং করোতি শীদিত্যনুকরণং বিলপতি উচ্চৈঃ কম্পতে গ্লানিমাপ্নোতি কথং লভ্যত ইতি চিন্তয়তি উচ্চৈর্ভ্রান্তিমাপ্নোতি অক্ষিণী সংকোচয়তি ভূমৌ লুঠতি উত্থাতুমিচ্ছতি মূর্চ্ছামাপ্নোতি অন্যথা অন্যপ্রকারেণ হস্তকঃ হস্তক্রিয়া পাচনাদ্যৌষধান্তরদানং বৈদ্যৈস্ত্যক্তঃ দানেঽপ্যৌষধস্য বিশেষাপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ কামজ্বরপক্ষেঽপি শীতলাদ্যুপচারঃ সখীভিস্ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। কৃতেঽপ্যুপচারে তদ্বৃদ্ধিরিতি ভাবঃ॥ ৩॥

অনুবাদ।

হে স্বর্গবৈদ্য-প্রতিম! প্রিয়সখীর কাম জ্বর এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে ঘন ঘন রোমাঞ্চ হইতেছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে শীৎকার করিতেছেন, বিলাপ করিতেছেন, কম্পিত হইতেছেন, খিন্ন হইতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, ভ্রান্ত হইতেছেন, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইতেছেন, পতিত হইতেছেন, উঠিতেছেন এবং মূর্চ্ছিত হইতেছেন। এখন আপনার রসায়ন প্রয়োগে কি কিছু উপকার হইবে না? যাহা হউক এখন আর কাহারও হাত নাই আপনার অনুগ্রহই ভরসা ॥ ৩ ॥

স্মরাতুরাং দৈবতবৈদ্যহৃদ্য ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাম্।
বিমুক্তবাধাং কুরুষে ন রাধামুপেন্দ্রবজ্রাদপি দারুণোঽসি ॥৪॥

তদেব শ্লোকোক্তং সাক্ষাৎ কথয়তি স্মরেতি। হে দৈবতবৈদ্য হে বৈদ্যাভ্যাস-কৃতানিপুণ ইন্দ্রবজ্রাদুপ অধিকম্ উপেন্দ্রবজ্রং তদপি চেদ্ভবেত্তস্মাদপি ত্বং দারুণো-ঽসীতি মন্যে উপ অধিকো দারুণোঽসি কথমেবং মন্যসে যতস্ত্বদঙ্গসঙ্গামৃতমাত্রসাধ্যাং স্মরাতুরাং রাধাং বিমুক্তবাধাং ন কুরুষে অঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যকর্ম্মাকরণেন কাঠিন্যমেব পর্য্যবসিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

আপনি দেববৈদ্যের ন্যায় গুণসম্পন্ন, স্মরাতুরা প্রিয়সখী আপনার অঙ্গস্পর্শ-মাত্রেই আরোগ্য হইতে পারেন। ইহাতেও যদ্যপি তাঁহার পীড়া বিমোচন না করেন, তবে আপনি উপেন্দ্রবজ্র অপেক্ষাও কঠিন ॥ ৪ ॥

কন্দর্পজ্বরসংজ্বরাতুরতনোরাশ্চর্য্যমস্যাশ্চিরং
চেতশ্চন্দনচন্দ্রমঃকমলিনীচিন্তাসু সংতাম্যতি।
কিন্তু ক্ষান্তিরসেন শীতলতরং ত্বমেকমেব প্রিয়ং
ধ্যায়ন্তী রহসি স্থিতা কথমপি ক্ষীণা ক্ষণং প্রাণিতি ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণে তস্যা অত্যন্তরাগোদ্রেকং কথয়ন্তী ত্বদঙ্গসঙ্গমাত্রসাধ্যত্বমতিশয়েনাহ কন্দর্পেতি। কন্দর্পজ্বরেণ যঃ সন্তাপঃ তেনাতুরতনোরস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ চেতশ্চন্দ

নাদীনাং স্মরণেষ্বপি চিরং সংতাম্যতীত্যাশ্চর্য্যং স্পর্শাদিকন্তু দূরে পরিহৃতমিত্যর্থঃ। যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ ত্বদাগমনপ্রতীক্ষা ক্ষান্তিস্তত্র যো রসোঽনুরাগস্তেন ত্বামেকমেব প্রিয়ং রহসি স্থিতা ধ্যায়ন্তী ক্ষীণাপি কথমপি জীবতি একমেবেত্য-নন্যগতিকত্বং সূচিতং কীদৃশং শীতলতরং চন্দনাদয়ঃ শীতলাস্ত্বং শীতলতরঃ তৎ ত্বৎস্মরণে তাম্যতি ত্বদ্ধ্যানে জীবতীত্যাশ্চর্য্যতরমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

রাধিকার দেহ কন্দর্পজ্বরের সন্তাপে পীড়িত। চন্দন ও কমলিনী প্রভৃতি শীতল বস্তুর কথা মনে পড়িলেও তাঁহার কষ্ট হইতেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তুমি রাধিকার প্রিয়তম, তুমি তাঁহার নিকট চন্দনাদির অপেক্ষা অধিক শীতল তথাপি তোমার আগমন প্রতীক্ষায় আশ্বস্ত হইয়া কেবল তোমাকেই নির্জ্জনে ধ্যান করিয়া তাদৃশ ক্ষীণাবস্থাতেও কোন প্রকারে ক্ষণমাত্র প্রাণ-ধারণ করিতেছেন ॥ ৫ ॥

ক্ষণমপি বিরহঃ পুরা ন সেহে
নয়ননিমীলনখিন্নয়া যয়া তে।
শ্বসিতি কথমসৌ রসালশাখাং
চিরবিরহেণ বিলোক্য পুষ্পিতাগ্রাম্ ॥ ৬ ॥

অভিব্যাকুলতয়া সদৈন্যমাহ ক্ষণমিতি। হে মাধব নয়নয়োর্নিমেষমাত্রেণ কথং নয়নে নিমেষো মিলিতঃ যেন ক্ষণং কান্তদর্শনং বিহন্যতে ইতি নয়ননিমীলন-খিন্নয়া যয়া শ্রীরাধয়া পুরা তে তব বিরহঃ ক্ষণমপি ন সেহে অসৌ চিরবিরহেণ মুকুলিতাগ্রভাগযুক্তাং রসালশাখাং বিলোক্য জীবতি ইদমপ্যাশ্চর্য্যং নিমেষবির-হাসহনশীলায়াশ্চিরবিরহসহনমপ্যাশ্চর্য্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

যে রাধিকা পূর্ব্বে ক্ষণকালের জন্যও তোমার বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না, নয়নের নিমেষপাতেও কান্তদর্শনে বিঘ্ন হইতেছে বলিয়া বিষণ্ণ হইতেন, তিনি এক্ষণে মুকুলিত আম্রশাখা দেখিয়াও দীর্ঘ বিরহে কি প্রকারে জীবিত আছেন ? ৬ ॥

বৃষ্টিব্যাকুলগোকুলাবনরসাদুদ্ধৃত্য গোবর্দ্ধনং
বিভ্রদ্বল্লববল্লভাভিরধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ।
দর্পেণৈব তদর্পিতাধরতটীসিন্দূরমুদ্রাঙ্কিতো
বাহুর্গোপতনোস্তনোতু ভবতাং শ্রেয়াংসি কংসদ্বিষঃ ॥৭॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে
স্নিগ্ধমধুসূদনো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ ॥ ৪ ॥

অবশ্যমেবাস্মদ্গোকুলজনরক্ষণব্রতী শ্রীগোপেশকুমারোঽয়ং মম সখ্যা বিরহ-তাপমপি নিবারয়িষ্যতীতি নিশ্চিত্য শ্রীরাধাসখী শ্রীগোবর্দ্ধনধারণলীলাং স্মরন্তী স্বসখীসান্ত্বনায় চলিতেতি স্মরন্ তল্লীলৈকাশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণবাহুং বর্ণয়ন্ কবিরাশিষম্-আশাস্তে বৃষ্টীতি। শ্রীগোপেন্দ্রসূনোঃ বাহুর্ভবতাং শ্রেয়াংসি তনোতু কীদৃশঃ দর্পেণাহঙ্কারেণৈব অর্থাদিন্দ্রস্য বিজিগীষয়া গোবর্দ্ধনাচলমুদ্ধৃত্য বিভ্রৎ তত্র হেতুঃ বৃষ্ট্যা ব্যাকুলস্য গোকুলস্য রক্ষণে যো রসঃ বীররসস্তস্মাৎ পুনঃ কীদৃশঃ গোপাঙ্গনাভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বৈদগ্ধ্যসৌন্দর্য্যাদিকমুদ্বীক্ষ্যাধিকানন্দাচ্চিরং চুম্বিতঃ তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে তচ্চুম্বনাল্লগ্নললাটস্থসিন্দূরেণ মুদ্রয়াঙ্কিত ইব অত এব শ্রীরাধাবৈকল্যশ্রবণেন স্নিগ্ধশ্চেষ্টারহিতো মধুসূদনো যত্র স ইত্যয়ং সর্গঃ ॥ ৭ ॥

ইতি বালবোধন্যাং চতুর্থঃ সর্গঃ ॥

অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃষ্টিতে ব্যাকুল গোকুলবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য মূর্ত্তিমান্ বীররস-স্বরূপ হইয়া বাহুবলে সদর্পে গোবর্দ্ধন গিরি উত্তোলন করত ধারণ করিয়াছিলেন, তখন গোপীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া তাঁহার বাহুপ্রদেশে বারবার চুম্বন করায় তাহাদের ললাটস্থিত সিন্দূর দ্বারা উহা মুদ্রিত হইয়াছিল; কংসারি নন্দ-নন্দনের সেই বাহু তোমাদের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ৭ ॥

ইতি চতুর্থ সর্গ ॥



পঞ্চমঃ সর্গঃ।

সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষঃ।

অহমিহ নিবসামি যাহি রাধামনুনয় মদ্বচনেন চানয়েথাঃ।
ইতি মধুরিপুণা সখী নিযুক্তা স্বয়মিদমেত্য পুনর্জগাদ রাধাম্॥১

অথ তদার্ত্তিশ্রবণব্যাকুলোঽপি স্বাপরাধচিন্তয়াঽতিভীতঃ স্বয়মগচ্ছন্নাত্মদুঃখ-নিবেদনপূর্ব্বকানুনয়েন তৎকোপশিথিলীকরণায় সখীমেব প্রেষিতবানিত্যাহ অহমিতি। মধুরিপুণা নিযুক্তা সখী স্বয়মেত্য রাধিকাং পুনরিদমুবাচ কিমুক্ত-বানিত্যাহ অহমিহৈব নিবসামি ত্বং রাধাং যা হি গত্বা কিং করোমি মদ্বচনেন তামনুনয় যদি ত্বয়ৈব তন্মানোঽপনেতুং শক্যতে তদা আনয়েথাঃ ইত্যুক্তা! সহসা মম গমনেন মানোঽতিগাঢ়ো ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১॥

অনুবাদ।

সখি, আমি এই খানেই অপেক্ষা করিয়া রহিলাম, তুমি রাধিকার সমীপে গমন কর, আমার কথা বলিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা কর এবং আমার নিকট আনকর। কৃষ্ণ রাধিকার সখীকে এই কথা বলিলে তিনি রাধার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন। ১।

গীতম্। ১।

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।

বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়।
স্ফুটতি কুসুমনিকরে বিরহিহৃদয়দলনায়॥ ক॥
সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী॥ (ধ্রুবম্)॥

গীতস্যাস্য বরাড়ীরাগঃ রূপকতালঃ। বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী সুকঙ্কণা চামরচালনেন। কর্ণে দধানা সুরপুষ্পগুচ্ছং বরাঙ্গনেয়ং কথিতা বরাড়ীতি

রাগলক্ষণম্। হে সখি তব বিরহে বনমালী সীদতি ত্বৎকরকল্পিতবনমালাবলম্বনেন জীবতীতি বনমালিশব্দোপন্যাসঃ। কদা সীদতীত্যত আহ মদনং সন্নিহিতং কৃত্বা মলয়সমীরে বহতি সতি বিরহিণাং মর্ম্মপীড়নায় কুসুমসমূহে স্ফুটতি সতি ॥ধ্রু॥ ক ॥

অনুবাদ।

অয়ি! মদনকে সঙ্গে লইয়া মলয়-সমীরণ বহিতেছে, বিরহিগণের হৃদয় দলন করিবার জন্য কুসুম-সমূহ ফুটিতেছে। সখি তোমার বিরহে বনমালী বিষণ্ণ হইতেছেন ॥ ক ॥

দহতি শিশিরময়ূখে মরণমনুকরোতি।
পতি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোঽতি ॥ খ ॥

চন্দ্রে দহতি সতি মরণমনুকরোতি নিশ্চেষ্টো ভবতি মূর্চ্ছতীতি যাবৎ। কামবাণে চ পততি সতি অতিবিহ্বলো ভবতি কুসুমপতনে হৃদি বিধ্যৎকামবাণ-ভ্রমাদাক্রোশতীত্যর্থঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

হিমাংশু চন্দ্র দগ্ধ করায় তিনি মৃতপ্রায় হইতেছেন, মদন-বাণ পতিত হওয়ায় তিনি অতি বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছেন ॥ খ ॥

ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি।
মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ গ ॥

ভ্রমরচয়ে শব্দায়মানে কর্ণৌ করাভ্যামাচ্ছাদয়তি অত্যুদ্রিক্তবিরহে মনসি সতি নিশায়াং ক্ষণে ক্ষণে রুজমধিকমাপ্নোতি নিশায়াস্ত্বৎপ্রাপ্তিকালত্বাৎ ত্বদপ্রাপ্ত্যা অলিধ্বনিশ্রবণাৎ পীড়ামনুভবতীত্যর্থঃ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

ভ্রমর-কুল গুন্ গুন্ করিতে আরম্ভ করায় তিনি কর্ণ আচ্ছাদন করিতেছেন, হৃদয়ে বিরহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি প্রতি রাত্রিকালে অতিশয় ব্যথিত হইতেছেন ॥ গ ॥

বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম।
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তব নাম ॥ ঘ ॥

রুচিরমপি গৃহং ত্যক্ত্বা অরণ্যমধ্যে বসতীত্যর্থঃ বিরহবৈকল্যাদেকত্র স্থিত্যভাবাৎ বিতানশব্দোপাদানং তথা ভূমৌ লুঠতি বহু যথা স্যাৎ তথা ভব নামধেয়াদন্যৎ তস্যমুখে ন নিঃসরতীত্যর্থঃ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

তিনি সুন্দর গৃহ ত্যাগ করিয়া বিপিনমধ্যে বাস করিতেছেন, ধরণী-শয্যায় লুণ্ঠিত হইতেছেন এবং তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া বারংবার বিলাপ করিতেছেন ॥ ঘ ॥

ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন।
মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু সুকৃতেন ॥ ঙ ॥

কবিজয়দেবে ভণতি সতি হরিবিরহবিলসিতেন সুকৃতেন মনসি হরিরুদয়তু হরিবিরহবিলসিতেন হেতুনা যদুৎপন্নং সুকৃতং তেন গায়তাং শৃণ্বতাঞ্চ হরিরুদিতো ভবতীত্যর্থঃ। কীদৃশে মনসি রভসস্য প্রেমোৎসাহস্য বিভবো যত্র তস্মিন্ এবং প্রাণপরার্দ্ধনির্ম্মঞ্ছনীয়চরণস্য নিজপ্রাণনাথস্য বিরহবৈকল্যশ্রবণেন মূর্চ্ছিতায়াং স্বসখ্যাং তস্যা অপি বাক্‌স্তম্ভো জাত ইতি পঞ্চপদৈঃ সমাপ্তিঃ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

কবি জয়দেব বর্ণনা করিলেন যে, এই বিরহ-বিলাস-শ্রবণ-পুণ্যে ভক্তগণের প্রেমপূর্ণ চিত্তে হরি উদিত হউন ॥ ঙ ॥

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥ ২ ॥

অথ মূর্চ্ছাবিঘটনায়োপায়ান্তরমনবেক্ষ্য সখী শ্রীকৃষ্ণচরিতমেব পুনর্বর্ণয়িতুম্ আরব্ধেতি শ্রীরাধিকায়া অভিসারিকাবস্থাং সখীবচনেনৈব বর্ণয়িষ্যন্নাহ পূর্ব্বমিতি।

পূর্ব্বং যত্র কুঞ্জে কন্দর্পস্য সিদ্ধয়ঃ আশ্লেষাদিকস্ত্বয়া সহ প্রাপ্তাস্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জে মন্মথকেলিসিদ্ধক্ষেত্রে তস্মিন্ পুনর্মাধবঃ ত্বংকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং ভূয়ঃ প্রচুরং বাঞ্ছতি নন্বেতদতিদুর্ল্লভং তীর্থাগমমাত্রেণ ইষ্টদেবতারাধনং বিনা কথং সিধ্যতি তত্রাহ নিরন্তরং ত্বামেব ধ্যায়ন্ ত্বমেবেষ্টদেবতা ইত্যভিপ্রায়ঃ মন্ত্রজপমন্তরেণ ইষ্টদেবতা নাচিরাৎ প্রত্যক্ষা ভবতীত্যত আহ নিরন্তরং তবৈবালপমন্ত্রাক্ষরং জপন্ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বে মাধব যেখানে তোমার সহিত মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মন্মথের মহাতীর্থ-স্বরূপ নিকুঞ্জেই তিনি আবার তোমাকে দিবারাত্রি ধ্যান করিয়া এবং মন্ত্রাক্ষর-স্বরূপ তোমার আলাপই জপ করিয়া পুনর্ব্বার তোমার কুচ-কুম্ভের গাঢ় আলিঙ্গন-রূপ অমৃত বাঞ্ছা করিতেছেন ॥ ২ ॥

গীতম্। ২।

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্ ॥ক॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী ॥ (ধ্রুবম্) ॥

এবং তচ্চরিতশ্রবণেন কিঞ্চিৎদুচ্ছ্বসিতায়াং তস্যামত্যুৎসুকতয়া ত্বদবস্থ নিরীক্ষকঃ স আস্তে ততস্ত্বদভিসরণং যুক্তমিত্যভিসারায় প্রার্থয়তে রতিসুখেত্যাদি। অভিসারিকালক্ষণং যথা যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি। সা জ্যোৎস্নী-তামসী-যান-যোগ্যবেশাভিসারিকা ॥ অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগঃ একতালীতালঃ। যমুনাতীরে বনে বনমালী বসতি কীদৃশে মন্দঃ সমীরো যত্র তস্মিন্ অনেন সুখদত্বং নিবিড়ত্বাৎ নির্জ্জনত্বঞ্চোক্তম্। বনে তদ্গমনং সহজমেব স্যাদত আহ অভিসারে গতং প্রাপ্তমভিসৃতমিত্যর্থঃ কীদৃশে রতিসুখস্য ফলরূপে কদাচিৎ কার্য্যান্তরার্থং গতঃ স্যাৎ মদনেন মনোহরো বেশো যস্য তম্ অতো হে নিতম্বিনি গমনবিলম্বং ন কুরু

প্রশস্তনিতম্বতয়া সহজগমনবৈলক্ষ্যাদিদমুক্তং তর্হি কিং করোমি তম্ অনুসর কীদৃশং হৃদয়েশম্ অতস্তদ্বিরহে দুঃখিতস্তানুসরণে বিলম্বো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ধ্রু ॥ ক ॥

অনুবাদ।

হে নিতম্বিনি, তোমার প্রাণেশ্বর রতিসুখ-সার অভিসারে গমন করিয়াছেন, তুমি গমন করিতে বিলম্ব করিও না, মদন-মনোহর-কান্তি প্রিয়তমের অনুসরণ কর। যথায় মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে, বনমালী সেই যমুনাতীরে বনে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ক ॥

নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহু মনুতে তনুতে তনুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্॥ খ ॥

কদাচিদন্যাসক্তঃ স্যাদত আহ কৃতঃ সঙ্কেতো যত্র তং বেণুম্ এবং নামসমেতং মৃদুবচনং যথা স্যাৎ তথা বাদয়তে কদাচিৎ প্রতারণায়ৈবং করোতি ন তব তনুসঙ্গতবায়ুনা যুক্তং রেণুং বহু মনুতে। ধন্যোঽয়ং রেণুঃ যস্তস্যাঃ শরীরস্পৃষ্টবায়োঃ স্পর্শসুখমনুভূয়মেদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি বহুমানার্থঃ নামসমেতং যথা স্যাদেকং কৃতসঙ্কেতং বেণুং স কৃষ্ণঃ মৃদু যথা স্যাদেবং বাদয়তে ইত্যেববাক্যার্থঃ কৃতঃ সঙ্কেতো যেনেতি বিগ্রহঃ ইহাহং তিষ্ঠামি ত্বমত্রাগচ্ছেতি নামসমেতকৃতসঙ্কেতার্থ ইতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ॥ খ ॥

অনুবাদ।

তিনি তোমার নাম ধরিয়া মৃদু মৃদু বেণু বাজাইয়া সঙ্কেত করিতেছেন; তোমার অঙ্গ-স্পর্শা বায়ু-দ্বারা যে ধূলিকণা চালিত হইতেছে তিনি তাহাকেও আপনার অপেক্ষা ভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন ॥ খ ॥

পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্ ॥ গ ॥

ত্বদেকপর এব স ইত্যাহ। পক্ষিণি পততি ইতি বৃক্ষাদ্ভূমৌ ইত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ং পত্রে বিচলতি সতি তর্কিতং ভবত্যা উপগমনং যত্র তদ্ যথা স্যাৎ তথা শয্যাং

নির্ম্মিমীতে। তথা সচকিতনয়নং যথা তথা পন্থানং পশ্যতি অত্র বাগত্য কেন পথা গতেতি পথাবলোকনমিত্যর্থঃ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

পাখী নড়িলে অথবা পাতা পড়িলেও তুমি আসিতেছ এই মনে করিয়া শয্যারচনা করিতেছেন এবং চকিত-নয়নে তোমার পথ পানে চাহিতেছেন ॥ গ ॥

মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্ ॥ ঘ ॥

অতো হে সখি মঞ্জীরং ত্যজ কুঞ্জং চল কথং মঞ্জীরস্ত্যাজ্যঃ যতোঽধীরম্ অতো মুখরং সশব্দং তথা কেলিষু অতিচঞ্চলম্ অতোঽভীষ্টবিরোধিত্বাৎ রিপুমিব কীদৃশং কুঞ্জং তিমিরপুঞ্জেন সহ বর্ত্তমানং গৌরাঙ্গ্যা মম কথং গমনং স্যাদিতি তামভি-সারিকোচিতবেশমাহ নীলপ্রচ্ছদপটং পিধেহি ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

নূপুর বড় মুখর ও বড় অধীর, কেলিকালে এই চপল যেন শত্রু হইয়া উঠে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর। কুঞ্জ তিমিরপুঞ্জে আবৃত হইয়াছে, সখি নীল-বসন পরিধান করিয়া কুঞ্জে চল ॥ ঘ ॥

উরসি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে।
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি সুকৃতবিপাকে ॥ ঙ ॥

তত্র গমনে কিং স্যাদত আহ। হে গৌরাঙ্গি বিপরীতরতৌ মুরারেরুরসি রাজসি রাজিষ্যসি বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্ কীদৃশে অর্পিতো হারো যত্র তস্মিন্ তথা সুকৃতস্য বিপাকে ফলস্বরূপে কস্মিন্ কেব চঞ্চলা বকপঙ্‌ক্তির্যত্র তস্মিন্ ঘনে বিদ্যুদিব উরসো ঘনেন হারস্য বলাকয়া গৌর্য্যাস্তড়িতা সাম্যম্ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

হে গৌরাঙ্গি সৌদামিনী যেমন চঞ্চল-বলাকা-বিভূষিত মেঘমণ্ডলে শোভা পায়, সেইরূপ বিপরীত-বিহারকালে তোমার ঐ গৌরতনু পুণ্যফলে মুক্তাহার-বিভূষিত-বক্ষঃস্থলে শোভা পাইবে ॥ ঙ ॥

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিসলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্ ॥ চ ॥

অতো গত্বা হে পঙ্কজনয়নে কিশলয়শয়নে জঘনং ঘটয় কীদৃশং শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা বিগলিতং বসনং যস্মাৎ তৎ তেনৈব দূরীকৃতা রসনা যস্মাৎ তৎ অত এবাপিধানম্ আবরণরহিতং ততশ্চ তস্যৈব হর্ষনিধানং কমিব নিধিমিব গতাবরণস্য নিধের্দর্শনে হর্ষো জায়ত এবেত্যর্থঃ ॥ চ ॥

অনুবাদ।

হে পঙ্কজনয়নে কিসলয়-শয্যায় জঘন দেশ সংস্থাপন কর, কৃষ্ণ তোমার বসন এলাইয়া দিবেন, মেখলা দূরে ফেলিয়া দিবেন। রত্নের আবরণ উন্মোচন করিলে তদ্দর্শনে যেমপ হর্ষ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ উহাও কান্তের হর্ষ উৎপাদন করিবে ॥ চ ॥

হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্।
কুরু মম বচনং সত্বররচনং পূরয় মধুরিপুকামম্ ॥ ছ ॥

কিঞ্চ হরিরভিশয়েন ত্বাং মানয়িতুং শীলং যস্য স ত্বদেকপর ইত্যর্থঃ। অভিমানীতি অন্যাভিসারশঙ্কামপ্যাপাদয়তি। ইয়ং প্রত্যক্ষতো দৃশ্যমানা রজনিরেবাবসানং যাতীতি ভাবয়তি তস্মান্মম বচনং সত্বরা রচনা পরিপাটী যত্র তদ্ যথা স্যাৎ তথা কুরু কিং তদিত্যাহ মধুরিপোর্মনোরথং পূরয় ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

হরি বড় অভিমানী, ক্রমে এই রজনীও অবসান হইতেছে। আমার কথা রাখ, সত্বর বেশ ভূষা করিয়া মধুরিপুর কামনা পূর্ণ কর ॥ ছ ॥

শ্রীজয়দেবে কৃতহরিসেবে ভণতি পরমরমণীয়ম্।
প্রমুদিতহৃদয়ং হরিমতিসদয়ং নমত সুকৃতকমনীয়ম্ ॥জ॥

কৃতহরিসেবে শ্রীজয়দেবে ভনতি সতি ভোঃ সাধবঃ প্রমুদিতহৃদয়ং যথা স্যাৎ তথা হরিং নমত কীদৃশম্ অতিসদয়ং তথা পরমরমণীয়ং যতঃ সুকৃতেন শোভনচরিতেন কমনীয়ং সর্ব্বৈর্বিশেষেণ বাঞ্ছনীয়ম্ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

হরি-সেবাপরায়ণ জয়দেব ইহা রচনা করিলেন। হে সাধুগণ, তোমরা, ভক্তজনসদয়, কমনীয়-চরিত, পরম-রমণীয় হরিকে প্রমুদিত-হৃদয়ে নমস্কার কর। জ।

বিকিরতি মুহুঃ শ্বাসানাশাঃ পুরো মুহুরীক্ষতে
প্রবিশতি মুহুঃ কুঞ্জং গুঞ্জন্ মুহুর্বহু তাম্যতি।
রচয়তি মুহুঃ শয্যাং পর্য্যাকুলং মুহুরীক্ষতে
মদনকদনক্লান্তঃ কান্তে প্রিয়স্তব বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥

তথাতিশীঘ্রমভিসারয়িতুং প্রিয়দুঃখমেব বর্ণয়তি বিকিরতীতি। হে কান্তে তব প্রিয়ঃ মদনকদনক্লান্তঃ সন্ বর্ত্ততে ক্লান্ততামাহ নাগতৈষা প্রিয়েতি কৃত্বা মুহুর্বারংবারং শ্বাসান্ বিশেষণোচ্চৈঃ কিরতীত্যর্থঃ অধুনাগমিষ্যতীতি কৃত্বা অগ্রে দিশো মুহুরীক্ষতে কদাচিদন্যেন পথাগত্য তিষ্ঠতীতি মুহুঃ কুঞ্জং প্রবিশতি কুঞ্জং প্রবিশ্য ত্বামপশ্যন্ কথং নাগতেতি মুহুরব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্ গ্লায়তি ময়ি বদ্ধদৃঢ়ানুরাগৈব সা সাম্প্রতমেবাগমিষ্যতীতি মুহুঃ শয্যাং রচয়তি তাঞ্চত্ত্বজিজ্ঞাসার্থং কদাচিদিতো নির্গত্য তিষ্ঠতীতি পর্য্যাকুলং যথা স্যাৎ তথা মুহুরীক্ষতে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।

সুন্দরি! তোমার প্রাণেশ্বর মদন-যাতনায় ক্লান্ত হইয়া বারংবার দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, অস্ফুট-ধ্বনি করত অত্যন্ত বিলাপ করিতেছেন শয্যা রচনা করিতেছেন এবং আকুল হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

ত্বদ্বাম্যেন সমং সমগ্রমধুনা তিগ্মাংশুরস্তং গতো
গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্তং তমঃ সান্দ্রতাম্।
কোকানাং করুণস্বনেন সদৃশী দীর্ঘা মদভ্যর্থনা
তন্মুগ্ধে বিফলং বিলম্বনমসৌ রম্যোঽভিসারক্ষণঃ॥ ৮॥

ততঃ সম্প্রত্যেব গমনং সাম্প্রতমিতি সময়ানুকুল্যমাহ ত্বদিতি। তব বক্রতয়া সহাধুনা সূর্য্যঃ সমগ্রমস্তং গতঃ গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সহ তমোঽন্ধকারং নিবিড়তাং প্রাপ্তং চক্রবাকাণাং করুণস্বনেন তুল্যা মদভ্যর্থনা দীর্ঘা জাতা তৎ তস্মাৎ হে মুগ্ধে বিলম্বনং বিফলং যতোঽসৌ ক্ষণোঽভিসারে রম্যঃ প্রিয়তমঃ উৎকণ্ঠিতো রম্যশ্চাভিসারক্ষণশ্চিরমভ্যর্থনপরা সখী তথাপি বেশাদিব্যাজেন গমনবিলম্বনমিতি মৌগ্ধ্যম্॥ ৮॥

অনুবাদ।

তোমার অভিমানের সহিত সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়লন, তিমিরসমূহ গোবিন্দের মনোরথের সহিত গাঢ় হইতে লাগিল, আমিও চক্রবাকের ন্যায় করুণ-স্বরে দীর্ঘকাল অভ্যর্থনা করিতেছি। অতএব হে মুগ্ধে, আর বিলম্বে ফল নাই, অভিসারের এই রমণীয় সময় উপস্থিত হইয়াছে॥ ৮॥

আশ্লেষাদনু চুম্বনাদনু নখোল্লেখাদনুস্বান্তজ-
প্রোদ্বোধাদনু সম্ভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ।
অন্যার্থং গতয়োর্ভ্রমান্মিলিতয়োঃ সম্ভাষণৈর্জানতো-
র্দম্পত্যোরিহ কো ন তমসি ব্রীড়াবিমিশ্রো রসঃ॥ ৯॥

অথোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং তন্মনোরথমেব বিবৃত্যাহ আশ্লেষাদিতি। ইহ তমসি দম্পত্যোরাবয়োর্ব্রীড়য়া কথং সহসৈবং কর্ত্তুমারব্ধমিত্যেবংভূতয়া লজ্জয়া মিশ্রিতো রসঃ শৃঙ্গাররূপঃ কো ন কো নাভূদপিতু সর্ব্বএবাভূদিত্যর্থঃ এতেনাভিসর্ত্তুং শ্রীরাধিকাপ্রোৎসাহনমুক্তং কীদৃশোরন্যার্থম্ অন্যোন্যপ্রাপ্ত্যা আর্ত্তিভরেণ অবস্থা-

বিশেষবিধানার্থং গতয়োঃ পুনঃ কীদৃশোঃ ভ্রমাদ্ভ্রমণং বিধায় মিলিতয়োঃ তর্হি কথং ব্রীড়াবিমিশ্রতা রসস্ত সম্ভাষণৈর্জ্জানতোঃ ততঃ প্রথমমাশ্লেষাৎ তনুদ নখোল্লেখাৎ তদনু কামস্ত প্রকাশনাৎ তনুদ সংভ্রমাদনু রতারম্ভাদনু প্রীতয়োঃ তস্মাদীদৃশোৎকণ্ঠিতে তস্মিন্ তব বিলম্বো ন যুক্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ পূর্ব্বানুভূতস্ফূর্ত্ত্যাসৌ মনোরথঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।

সখি! যখন এই অন্ধকারে তোমরা প্রণয়িযুগলে পরস্পরের উদ্দেশে গমন করিয়া বহু অন্বেষণের পর মিলিত হইয়াছিলে এবং সম্ভাষণে উভয়ে উভয়কে জানিতে পারিয়া প্রথমে আলিঙ্গন, তাহার পর চুম্বন, অনন্তর নখাঘাত, তদনন্তর মন্মথাবির্ভাব, পরে ভীতি, তৎপরে সুরতপ্রীতি লাভ করিয়াছিলে, তখন তোমরা লজ্জাবিমিশ্রিত কোন্ কোন্ রস না অনুভব করিয়াছিলে? ৯ ॥

সভয়চকিতং বিন্যস্যন্তীং দৃশৌ তিমিরে পথি
প্রতিতরু মুহুঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীম্ ॥
কথমপি রহঃপ্রাপ্তামঙ্গৈরনঙ্গতরঙ্গিভিঃ
সুমুখি সুভগঃ পশ্যন্ স ত্বামুপৈতু কৃতার্থতাম্ ॥ ১০ ॥

তথৈচ্ছ্রবণব্যগ্রতয়া গমনায়োদ্যতামালক্ষ্য গমনপ্রকারমাহ সভয়েতি হে সুমুখি ভাগ্যবান্ স কৃষ্ণঃ ত্বাং পশ্যন্ কৃতার্থো ভবতু কীদৃশীং সভয়চকিতং যথা স্যাৎ তথা তিমিরে পথি নেত্রে বিন্যস্যন্তীং কেনচিৎ কুত্রচিৎ তিষ্ঠতা দ্রক্ষ্যেঽহমিতি নেত্রস্য সভয়চকিতত্বং তথা প্রতিতরু তরৌ তরাবিত্যর্থঃ স্থিত্বা মন্দং পদানি বিতন্বতীং দৌর্ব্বল্যাৎ শীঘ্রগমনাশক্ত্যা পাদয়োর্মন্দমন্দবিন্যাসত্বং অতঃ কথমপি রহঃপ্রাপ্তাং যতোঽনঙ্গতরঙ্গিভিরঙ্গৈরুপলক্ষিতামুৎকণ্ঠয়ানঙ্গতরঙ্গিত্বমঙ্গনানাম্ ॥১০॥

অনুবাদ।

হে সুমুখি! তুমি ভয়ে চকিত হইয়া অন্ধকারময় পথে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, প্রত্যেক বৃক্ষতলে মুহুর্ম্মুহুঃ বিশ্রাম লাভ করিয়া মন্দ মন্দ পদ-নিক্ষেপ

করিবে ; এইরূপে অনেক কষ্টে অনঙ্গ-তরঙ্গে-পূর্ণ অঙ্গে তোমাকে নির্জ্জনে উপস্থিত দেখিয়া ভাগ্যবান্ হরি কৃতার্থতা লাভ করুন ॥ ১০ ॥

রাধামুগ্ধমুখারবিন্দমধুপস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থলী-
নেপথ্যোচিতনীলরত্নমবনীভারাবতারান্তকঃ।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীজনমনস্তোষপ্রদোষশ্চিরং
কংসধ্বংসনধূমকেতুরবতু ত্বাং দেবকীনন্দনঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যেঽভিসারিকাবর্ণনে সাকাঙ্ক্ষপুণ্ডরীকাক্ষো নাম পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

অথ বিরহং বর্ণয়ন্ ব্যাকুল। কবিস্তয়োর্মিথোমিলনকালস্মরণজাতহর্ষঃ আশিষমাতনোতি রাধেতি। দেবকী শ্রীযশোদা তস্যা নন্দনস্ত্বাং চিরমবতু দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকী চেতি পুরাণপ্রসিদ্ধঃ যতঃ শ্রীরাধায়াঃ মনোহরমুখকমলস্য মধুপঃ যতস্ত্রৈলোক্যমৌলিস্থল্যাঃ শ্রীবৃন্দাবনস্যালঙ্কারায় যোগ্যং নীলরত্নম্ অত এব ব্রজসুন্দরীজনস্য মনস্তোষায় রজনীমুখং কিঞ্চ কংসধ্বংসনায় ধূমকেতুঃ যতো অবনেভারাবতারান্তকঃ। অত এব শ্রীরাধায়াঃ গমনকাঙ্ক্ষয়া সহিতঃ পুণ্ডরীকাক্ষো যত্র ইতি সর্গোঽয়ম্ ॥ ১১ ॥

ইতি বালবোধিন্যাং পঞ্চমঃ সর্গঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

রাধিকার মুগ্ধমুখ-কমলের মধুকরস্বরূপ, ত্রৈলোক্যের শিরোভূষণ নীলরত্নস্বরূপ, পৃথিবীর ভারতুল্য দুষ্টগণের অন্তক-স্বরূপ, ব্রজসুন্দরীগণের মনোহর প্রদোষ-কাল-স্বরূপ এবং কংসধ্বংসকর ধূমকেতু-স্বরূপ দেবকীনন্দন হরি তোমাকে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

ইতি পঞ্চম সর্গ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠঃ সর্গঃ।

ধৃষ্টবৈকুণ্ঠঃ।

অথ তাং গন্তুমশক্তাং চিরমনুরক্তাং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা।
তচ্চরিতং গোবিন্দে মনসিজমন্দে সখী প্রাহ ॥ ১ ॥

এবং প্রিয়তমবৈকল্যশ্রবণেন দশমীদশোন্মুখীমিব তামালক্ষ্যাতিব্যগ্রা সখী পুনরাগত্য শ্রীকৃষ্ণং প্রাহেতি তস্যা বাসকসজ্জাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্নাহ অথেতি অথানন্তরং লতাগৃহে দৃষ্ট্বা তচ্চরিতং গোবিন্দে সখী প্রাহ, কীদৃশীং চিরমনুরক্তাং যদ্যেবং তর্হি কথং নাগচ্ছতি গন্তুমশক্তাং তর্হি কৃষ্ণঃ কথং নাগতঃ মনসিজেন প্রিয়ার্ত্তিশ্রবণমনোদুঃখেন মন্দে নিরুৎসাহীকৃতে। স্ববাসক-বশাৎ কান্তঃ সমেষ্যতি নিজং বপুঃ। সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকেতি বাসক-সজ্জালক্ষণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

একান্ত অনুরাগে রাধিকা অনেকক্ষণ লতাগৃহে অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহার গমন করিবার শক্তি নাই, এদিকে কৃষ্ণও অনঙ্গ-প্রভাবে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা দেখিয়া সখী তাঁহার নিকট রাধিকার অবস্থা বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

গীতম্ । ১ ।

গোণ্ডকিরীরাগেণ রূপকতালেন চ গীয়তে।

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্ ।
তদধরমধুরমধূনি পিবন্তম্ ॥ ক ॥
নাথ হরে সীদতি রাধা বাসগৃহে ॥ (ধ্রুবম্) ॥

গীতস্যাস্য গোণ্ডকিরীরাগঃ। যথা রতোৎসুকা কান্তপথপ্রতীক্ষা-সম্পাদয়ন্তী মৃদুপুষ্পতল্পম্। ইতস্ততঃ প্রেরিতদৃষ্টিবার্ত্তা শ্যামাতনুর্গোণ্ডকিরী প্রদিষ্টা ॥ রূপক-

তালঃ। হে নাথ হে হরে বাসগৃহে রাধা সীদতি ত্বয্যনুরক্ততয়া সন্তাপ এবানু-ভূতস্তবেতি নাথশব্দঃ ত্বয়া তস্যা লজ্জাধৈর্য্যাদিকহরণাদ্ধরিশব্দোঽপি নির্দ্দিষ্টঃ। তৎপ্রকারমাহ দিশি দিশি রহসি সা ভবন্তমেব পশ্যতি তন্ময়ম্ জগদভূৎ তথাপি ত্বং মনসাপি তাং ন স্মরসীতি সন্তাপকৃত্ত্বমেবেত্যর্থঃ কীদৃশং তস্যা অধরস্য মধুরং যন্মধু তৎ পিবন্তম্। ত্বদধরেতি পাঠে ত্বচ্ছব্দোঽন্যার্থঃ অন্যাধরমধু পিবন্তমিত্যর্থঃ অনেনাপি লোভহর্ষোৎপাদকতয়া তথৈবার্থঃ ॥ ধ্রু ॥ ক ॥

অনুবাদ।

হে নাথ হরি, রাধা বাসগৃহে অবসন্ন-ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি যে দিকেই অবলোকন করিতেছেন সেই দিকেই যেন তুমি নির্জ্জনে তাঁহার মধুর অধর-মধু পান করিতেছ। ক।

ত্বদভিসরণরভসেন বলন্তী।

পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ॥ খ ॥

যদ্যেতাদৃশী সা তৎ কথং নাগচ্ছতীত্যাহ ত্বদভিসারোৎসাহেন বলন্তী বলযুক্তা কিয়ন্তি পদানি চলন্তী পততি আগন্তুমসমর্থেত্যর্থঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

তোমার জন্য অভিসার করিবেন এই উৎসাহে বল লাভ করিয়া দুই চারি পা চলিতেছেন আবার পড়িয়া যাইতেছেন। খ।

বিহিতবিশদবিসকিশলয়বলয়া।

জীবতি পরমিহ তব রতিকলয়া ॥ গ ॥

যদ্যেবং তর্হি কথং জীবতীত্যাহ। সা কেবলং তব রতিকলয়া ত্বৎকর্ত্তৃক-রমণাবেশেন জীবতি কীদৃশী কৃতা বিশদমৃণালানাং পল্লবানাঞ্চ বলয়ঃ কঙ্কণানি যয়া সা ॥ গ ॥

অনুবাদ।

শুভ্র মৃণাল ও নব পল্লবের বলয় পরিধান করিতেছেন এবং কেবল তোমার মিলন আশায় বাঁচিয়া আছেন। গ।

মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা।
মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥ ঘ॥

তৎপ্রকারমেবাহ। মুহুর্ব্বারং বারম্ অবলোকিতা মণ্ডনেন স্বস্মিন্ বর্হগুঞ্জাদিভিঃ কৃতত্বৎসদৃশবেশেন তবানুকৃতির্যয়া সা। অত এবাহং মধুরিপুরিতি ভাবনপরা তন্ময়াত্মকস্ফূর্ত্ত্যেত্যর্থঃ। প্রিয়স্যানুকৃতির্লীলেতি চ নাট্যালোচনম্॥ ঘ॥

অনুবাদ।

তোমার ন্যায় বেশ বিন্যাসপূর্ব্বক বার বার তাহা অবলোকন করিয়া আমিই কৃষ্ণ এইরূপ ভাবিতেছেন। ঘ।

ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্।
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্॥ ঙ॥

পুনঃ স্ফূর্ত্ত্যাপগমে ত্বত্ত আত্মানং পৃথক্কৃত্বা দ্রুতমভিসারং হরিঃ কথং নোপৈতি ইত্যনুবারং সখীং মাং প্রতি বদতি॥ ঙ॥

অনুবাদ।

সখীকে পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন, সখি হরি কেন শীঘ্র অভিসারে আসিতেছেন না? ঙ।

শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধরকল্পম্।
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্॥ চ॥

পুনশ্চাত্যাবেশেন ত্বয়ি চ স্ফূরতি সতি শ্রীকৃষ্ণ আগত ইতি কৃত্বা মেঘতুল্যং প্রচুরমন্ধকারং শ্লিষ্যতি চুম্বতি চ॥ চ॥

অনুবাদ।

হরি আসিয়াছেন এই মনে করিয়া মেঘ-তুল্য গাঢ় অন্ধকারকে আলিঙ্গন করিতেছেন এবং চুম্বন করিতেছেন। চ।

ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা।
বিলপতি রোদিতি বাসকসজ্জা ॥ ছ ॥

পুনস্তদপগমে ত্বয়ি বিলম্বিনি সতি বিগলিতলজ্জা সতী বিলপতি রোদিতি কীদৃশী বাসকসজ্জাবস্থাং প্রাপ্তা ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

তুমি বিলম্ব করায় তাঁহার লজ্জা বিগলিত হইয়াছে, তিনি বাসক-সজ্জা অবস্থায় বিলাপ ও রোদন করিতেছেন। ছ।

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতম্।
রসিকজনং তনুতামতিমুদিতম্ ॥ জ ॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতং শৃঙ্গাররসভাবিতান্তঃকরণম্ অতিশয়েন মুদিতং করোতু। অনেন শৃঙ্গাররসাবিষ্টভক্তৈরেবেদমাস্বাদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

জয়দেব কবির এই বাক্য রসিক জনকে অতিশয় প্রমুদিত করুক। জ।

বিপুলপুলকপালিঃ স্ফীতশীৎকারমন্ত-
র্জনিতজড়িমকাকুব্যাকুলং ব্যাহরন্তী।
তব কিতব বিধায় মন্দকন্দর্পচিন্তাং
রসজলধিনিমগ্না ধ্যানলগ্না মৃগাক্ষী ॥ ২ ॥

স্বসখ্যার্ত্তিস্মরণেন ব্যাকুলা সা সের্ষ্যামিব পুনরাহ বিপুলেতি। হে ধূর্ত্ত কণ্ঠগতপ্রাণাং তাং বনমানীয় নিশ্চিন্তোঽসীতি ধূর্ত্ততয়া সম্বোধন অনল্পকন্দর্পচিন্তাম্

হৃদি কৃত্বা মৃগাক্ষী সরলচিত্তা শ্রীরাধা তব রসসমুদ্রে নিমগ্না বভুব চেৎ আলম্বনং বিনা কথং জীবতি তবেত্যর্থাৎ জ্ঞেয়ং সমুদ্রলগ্না যথা কাষ্ঠমবলম্বতে তথেয়মপ্যুপায়ান্তরাভাবাৎ ধ্যানে তব লগ্নেত্যর্থঃ। ধ্যানপ্রাপ্তসঙ্গমবিকারমাহ। বিপুলা রোমাঞ্চপংক্তির্যস্যাঃ সা তথা স্ফীতশীৎকারং যথা স্যাৎ তথা ব্যাহরন্তী অভ্যন্তরে জনিতো যোঽসৌ জড়িমস্তেনজাতা যা কাকুস্তয়া ব্যাকুলমিত্যপি ক্রিয়াবিশেষণং জলধিমগ্নস্যাপি জাড্যাদয়ো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

হে শঠ, সেই মৃগলোচনার বিপুল রোমাঞ্চ হইতেছে, হৃদয়মধ্যে মোহ উৎপন্ন হওয়ায় তিনি ব্যাকুল হইয়া অতিশীৎকার করিয়া বিলাপ করিতেছেন এবং প্রগাঢ় কন্দর্প-চিন্তায় ব্যাকুল হৃদয়ে তোমার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রস-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। ২।

অঙ্গেষ্বাভরণং করোতি বহুশঃ পত্রেঽপি সঞ্চারিণি
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতনুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি।
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসঙ্কল্পলীলাশত-
ব্যাসক্তাপি বিনা ত্বয়া বরতনুর্নৈষা নিশাং নেষ্যতি ॥ ৩ ॥

পুনরতিশীঘ্রগমনায় তস্যা বাসকসজ্জাচেষ্টিতমাহ অঙ্গেষ্বিতি। শ্রীকৃষ্ণো মামেবং পশ্যন্ মন্দমনা ভবিষ্যতি ইত্যঙ্গেষ্বাভরণং বহুশঃ করোতি, নাগত ইতি ত্যজতি, পুনঃ করোতীতি অনেনাকল্পবাহুল্যমিত্যাকল্পঃ। পত্রেঽপি পক্ষ্যাদিনা সঞ্চারিণি সতি প্রাপ্তমাগতং ত্বাং পরিশঙ্কতে অনেন বিকল্পঃ। আগতা শ্রীকৃষ্ণোঽত্র শয়িষ্যত ইতি শয্যাং বিতনুতে অনেন তল্পরচনা। চিরং ধ্যায়তি তব সঙ্গমরসং স্মরতি অনেন সংকল্পলীলাশতমিতি অনেন প্রকারেণাকল্পবিকল্পতল্পরচনাসংকল্পলীলাশতব্যাসক্তাপি বরতনুরেষা ত্বয়া বিনা নিশাং ন নেষ্যতি ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

বার বার অঙ্গে আভরণ পড়িতেছেন, বৃক্ষের পত্র নড়িলেও তুমি আসিয়াছ মনে করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিতেছেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমার ধ্যান করিতেছেন। বরতনু রাধা এই প্রকারে বেশ-বিন্যাস, তোমার আগমন-সম্ভাবনা, জনিত চিন্তা রচনা ও সঙ্কল্পলীলাসমূহে আসক্ত থাকিয়াও তোমার বিরহে কিছুতেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে পারিতেছেন না। ৩।

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণভোগিভবনে ভাণ্ডীরভূমীরুহে
ভ্রাতর্যাহি ন দৃষ্টিগোচরমিতঃ সানন্দনন্দাস্পদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগমুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সায়মতিথিপ্রাশস্ত্যগর্ভা গিরঃ॥ ৪॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বাসকসজ্জাবর্ণনে ধৃষ্টবৈকুণ্ঠো নাম ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

অতঃ কবিরেতদ্বর্ণনব্যাকুলস্তস্যাভিসারাৎ পূর্ব্বচরিতং কথয়ন্নাহ কিমিতি। গোবিন্দস্য গিরো জয়ন্তি শ্রীরাধিকায়া মনোরথং পূরয়ন্তি। কীদৃশস্য? শ্রীনন্দস্য সমীপে পথিকস্য মুখাৎ শ্রীরাধায়াস্তদ্বচনং গোপয়তঃ কিং তদ্বচনং হে ভ্রাতঃ পথিক ভাণ্ডীরনামতরুতলে কিং বিশ্রাম্যসি বিশ্রামং মা কুথা ইত্যর্থঃ। কথং কৃষ্ণভোগিনঃ কালসর্পস্য শয়নস্থানে পক্ষে সংভোগবিশিষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তর্হীদানীং ক যামি নন্দস্যাস্পদং গৃহং কিং ন যাসি কীদৃশম্ আনন্দেন সহ বর্ত্তমানং কতিদূরে ইতঃ স্থানাৎ দৃষ্টিগোচরমিতো দৃশ্যতে ইত্যর্থঃ। কীদৃশ্যো গিরঃ সায়ংকালে অতিথেস্তস্যৈব প্রাশস্ত্যং প্রশংসাদিরূপং তদেব গর্ভোঽভিপ্রায়ো যাসাং তাঃ। অত এব ধৃষ্টঃ প্রগল্ভো বৈকুণ্ঠো যত্র ইতি সর্গঃ॥ ৪॥

ইতি বালবোধিন্যাং ষষ্ঠঃ সর্গঃ॥ ৬॥

অনুবাদ।

ভাই পথিক, ভাণ্ডীরতরুতলে কেন বিশ্রাম করিতেছ? উহা কৃষ্ণভোগীর আবাসস্থান, এখান হইতে ঐ উৎসবময় নন্দালয় দেখা যাইতেছে, তথায় কেন গমন করিতেছ না? পথিকমুখে রাধিকা এই সংবাদ প্রেরণ করিলে গোবিন্দ নন্দের নিকট তাহা গোপন করিয়া সেই সায়ংকালে আগত অতিথি-স্বরূপ পথিকের যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশংসাবাক্য জয়যুক্ত হউক। ৪।

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।



সপ্তমঃ সর্গঃ।

নাগরনারায়ণঃ।

অত্রান্তরে চ কুলটাকুলবর্ত্মপাত-
সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুটলাঞ্ছনশ্রীঃ।
বৃন্দাবনান্তরমদীপয়দংশুজালৈ-
র্দিক্‌সুন্দরীবদনচন্দনবিন্দুরিন্দুঃ॥ ১॥

পুনরুৎকণ্ঠিতাচরিতং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীকৃষ্ণস্যানাগমনকারণমাহ অত্রেতি। অস্মিন্নবসরে ইন্দুঃ কিরণসমূহৈঃ বৃন্দাবনান্তরমদীপয়ৎ কীদৃশঃ দিক্ পূর্ব্বা সৈব সুন্দরী তস্যা বদনে চন্দনবিন্দুরিবেতি লুপ্তোপমা পুনঃ কীদৃশঃ প্রকটীভূতা কলঙ্কস্য শ্রীঃ শোভা যস্মিন্ অনেন চন্দ্রস্য পূর্ণপ্রায়তা উক্তা অত্রোৎপ্রেক্ষতে কুলটানাং কুলস্য বর্ত্ম বিরোধেন সংজাতং যৎ পাতকং তস্মাজ্জাতো রোগবিশেষো যস্য স যঃ খলু পাতকী ভবতি স রোগবিশেষচিহ্নিতো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১॥

অনুবাদ।

পূর্ব্বদিক্-সুন্দরীর ললাটস্থ চন্দন-বিন্দু-স্বরূপ চন্দ্রমা অংশুজাল দ্বারা বৃন্দাবনাভ্যন্তর প্রদীপিত করিলেন। কুলটাগণকে কুলমার্গ-ভ্রষ্ট করায় যে পাতক জন্মিয়াছে, যেন তাহার চিহ্নস্বরূপ তাঁহার কলঙ্করেখা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ১।

প্রসরতি শশধরবিম্বে বিহিতবিলম্বে চ মাধবে বিধুরা।
বিরচিতবিবিধবিলাপং সা পরিতাপং চকারোচ্চৈঃ॥ ২॥

তামেবাবস্থামাহ প্রসরতীত্যাদিনা। সা উচ্চৈঃ কৃতো নানাপ্রকারো বিলাপো বিবিধশঙ্কারূপো যত্র তদযথা স্যাৎ য তথা পরিতাপং চকার কীদৃশী কদা

ইত্যত আহ শশধরবিম্বে প্রসরতি সতি মাধবে চ বিহিতবিলম্বে সতি বিধুরা ব্যাকুলা॥ ২॥

অনুবাদ।

চন্দ্রকিরণ প্রসৃত হইলে এবং মাধব আসিতে বিলম্ব করিলে রাধা কাতর হইয়া বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ২।

গীতম্। ১।

মালবরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

কথিতসময়েঽপি হরিরহহ ন যযৌ বনম্।

মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনম্॥ ক॥

যামি হে কমিহ শরণং সখীজনবচনবঞ্চিতা। (ধ্রুবম্)।

পরীতাপমেবাহ কথিতেত্যাদিনা। অস্যাপি মালবরাগযতিতালৌ। হে ইতি স্বাগতসম্বোধনম্, ইহ সময়ে কং শরণং যামি সখীশরণং যাহি সখীজনস্য তেনাশ্বাসবচনেনৈব বঞ্চিতা তর্হি সময়ঃ প্রতীক্ষ্যতাং যাবৎ স্বয়মায়াতি হরিঃ কথিতসময়ে চন্দ্রানুদয়কালে যস্মাৎ অহহ খেদে হরির্মম মনোহরঃ মন্মনো হৃত্বা ইত্যর্থঃ বনমপি ন যযৌ কুতোঽত্র আগমিষ্যতীত্যর্থঃ তস্মান্মমেদং যৌবনং নির্ম্মলং রূপমপি বিফলং ব্যর্থম্॥ ধ্রু॥ ক॥

অনুবাদ।

হায়! হরি কথিত সময়েও বনে আসিলেন না, আমার এই অমল রূপ এবং যৌবন বিফল হইল, সখীগণ আমাকে আশ্বাস বাক্যে বঞ্চনা করিতেছে, আমি এখন কোথায় যাই, কাহার শরণ লই? ক।

যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্ ।
তেন মম হৃদয়মিদমসমশরকীলিতম্ ॥ খ ॥

কিঞ্চ ইতস্ততো ভ্রষ্টাস্মীত্যাহ যস্যানুগমনায় নিরন্তরং সঙ্গমায় রাত্রৌ বনমপি সেবিতং তেন শ্রীকৃষ্ণেন হেতুনা মমেদং হৃদয়ং কামবাণেন বিদ্ধং মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ ।

যাহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আমি এই রাত্রিতে নিবিড় কানন মধ্যেও আসিয়াছি, তিনি আমার হৃদয়ে অনঙ্গবাণ বিদ্ধ করাইতেছেন । খ ।

মম মরণমেব বরমতিবিতথকেতনা ।
কিমিহ বিষহামি বিরহানলমচেতনা ॥ গ ॥

অতো মরণমেব মম বরং শ্রেষ্ঠং যতোঽতিবিতথং ব্যর্থং কেতনং দেহো যস্যাঃ সা অচেতনাহং বিরহানলমিহ সময়ে কিমর্থং বিষহামি ॥ গ ॥

অনুবাদ ।

আমার মরণই ভাল, আর শরীর ধারণে প্রয়োজন নাই ; আমার চেতনা নাই আমি কেন এক্ষণে বিরহানল সহ্য করি ? গ ।

মামহহ বিধুরয়তি মধুরমধুযামিনী ।
কাপি হরিমনুভবতি কৃতসুকৃতকামিনী ॥ ঘ ॥

ন কেবলমত্র নাগত ইতি চঞ্চলচিত্তোঽয়ং কামপ্যন্যামভিসৃত ইত্যাহ, কাপি কৃতসুকৃতকামিনী হরিমনুভবতি তেন সহ কেলিসুখমিত্যর্থঃ মাস্তু পরমসুখরূপা বসন্তনিশা অহহ খেদে বিকলয়তি যা নিশা দূরস্থমপি প্রিয়ং সঙ্গময়তি সৈব সুকৃতাভাবাৎ মাং বিধুরয়তি কথং সা অনুভবতি কৃতং সুকৃতং যয়া সা মম তাদৃক্ সুকৃতং নাস্তীত্যর্থঃ । বিধুরো বিকল ইতি বিশ্বঃ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

হায়! মধুর বসন্ত-নিশা আমাকে ব্যাকুল করিতেছে, কিন্তু অন্য কোন পুণ্যবতী কামিনী হরির সহিত বিহার করিতেছেন। ঘ।

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥ ঙ ॥

অতোঽন্যাপি অহহ খেদে তৎকরকল্পিতবলয়াদিমণিভূষণং ধারয়ামি তত্র কথং খেদঃ হরিবিরহ এব বহ্নিস্তস্য ধারণেন বহূনি দূষণানি যস্য তৎ দেহোষ্মণা দৌষ্যাদিত্যর্থঃ। প্রিয়াবলোকফলো হি স্ত্রীণাং বেশ ইত্যুক্তেঃ॥ ঙ॥

অনুবাদ।

হায়! আমি হরিকৃত বলয় প্রভৃতি ও মণিভূষণ পরিধান করিয়াছি, উহা হরি-বিরহানল প্রদীপ্ত করায় আমার পক্ষে বহু ক্লেশকর হইতেছে। ঙ।

কুসুমসুকুমারতনুমতনুশরলীলয়া।
স্রগপি হৃদি হন্তি মামতিবিষমশীলয়া ॥ চ ॥

কিং বক্তব্যমন্যভূষণানাং তৎপ্রীত্যৈ হৃদি ধৃতাপি পুষ্পমালা কামবাণবিলাসেন মাং হন্তি তর্হি তদ্ব্যথাং সহস্রকুসুমতঃ সুকুমারা তনুর্যস্যাস্তাং তৎসহনসামর্থ্যমপি নাস্তীত্যর্থঃ কীদৃশ্যা অতিবিষমং শীলং স্বভাবো যস্যাস্তয়া অন্যো হি বাণঃ ক্ষতং কৃত্বা ব্যথয়তি কামবাণস্তু অবিধ্যন্নন্তর্ভিনত্তীতি বিষমশীলত্বম্॥ চ॥

অনুবাদ।

কুসুম হইতেও সুকুমার আমার কলেবরকে হৃদয়-স্থিত এই পুষ্পমালা কামবাণের ন্যায় বিষমতর-রূপে আঘাত করিতেছে। চ।

অহমিহ নিবসামি নগণিতবনবেতসা।
স্মরতি মধুসূদনো মামপি ন চেতসা ॥ ছ ॥

অহমিহ নিবসামি মম মূর্খতৈবাবশিষ্টেত্যাহ ভীতিমপ্যগণষ্য ভয়ঙ্করবনে তৎসমাগমাকাঙ্ক্ষয়া তিষ্ঠামি মধুসূদনোঽস্থিরসৌহৃদো মাং চেতসা ন স্মরতি কীদৃশো ন গণিতং বনং বেতসশ্চ যয়া সা ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

আমি বন বেতস প্রভৃতি কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া এখানে রহিয়াছি, মধুসূদন আমাকে মনেও একবার স্মরণ করিছেন না। ছ।

হরিচরণশরণজয়দেবকবিভারতী।
বসতু হৃদি যুবতিরিব কোমলকলাবতী ॥ জ ॥

হরিচরণে শরণে যস্য তস্য জয়দেবকবের্ভারতী হৃদয়ে বসতু ভক্তানামিত্যর্থঃ কস্মিন্ কেব যূনাং হৃদি যুবতিরিব কীদৃশী কোমলা মাধুর্য্যগুণযুক্তা পক্ষে মৃদ্বঙ্গী, কলাবতী কবিত্বশালিনী পক্ষে রতিকলাযুক্তা ॥ জ ॥

অনুবাদ।

হরিচরণে শরণাপন্ন জয়দেব কবির এই গান কোমল এবং কলাবতী যুবতীর ন্যায় হৃদয়ে বাস করুক। জ।

তৎ কিং কামপি কামিনীমভিসৃতঃ কিংবা কলাকেলিভি-
র্বদ্ধো বন্ধুভিরন্ধকারিণি বনাভ্যে কিমুদ্ভ্রাম্যতি।
কান্তঃ ক্লান্তমনা মনাগপি পথি প্রস্থাতুমেবাক্ষমঃ
সঙ্কেতীকৃতমঞ্জুবঞ্জুললতাকুঞ্জেঽপি যন্নাগতঃ ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্তং বিকল্পং বিবৃণোতি তৎ কিমিতি। সঙ্কেতীকৃতমনোহরে বানীরলতাকুঞ্জেঽপি যৎ যস্মাৎ কান্তো ন আগতস্তস্মাৎ কিং কামপি অভিনবপ্রেম

বন্ধুরাং কামপি কামিনীমভিসৃত ইতি শঙ্কে মধ্যেব দৃঢ়ানুরাগোঽসৌ কথমন্যামভিসরিষ্যতীতি বিতর্কান্তরমাহ কিংবা মিত্রৈঃ ক্রীড়াকৌশলৈর্নিবদ্ধঃ কৃতাভিসারসময়ে অস্মিংস্তদপি ন সম্ভবতীতি বিচিন্ত্য বিতর্কান্তরমাহ মামভিসরন্ নীরন্ধ্রতরুতয়া গাঢ়ান্ধকারিণি বনসমীপে কিমুদ্‌ভ্রাম্যতি পন্থানমবিদিত্বেত্যর্থঃ। চতুরশিরোমণেঃ সহস্রশোঽনুভূতস্থলে ভ্রমঃ কথং স্যাদিতি বিচিন্ত্য নিশ্চিনোতি ক্লান্তং মদ্বিশ্লেষদুঃখেন চন্দ্রোদয়ানন্তরং তস্যাঃ কা দশা ভবেদিতি চিন্তয়া চোপতপ্তং মনো যস্য সঃ পথি অল্পমপি প্রস্থাতুমসমর্থ এব নাগত ইতি॥ ৩॥

অনুবাদ।

আমার কান্ত যখন এই পূর্ব্ব সঙ্কেতিত মনোহর বেতস লতাকুঞ্জেও আগমন করিলেন না, তখন তিনি কি অন্য কোন কামিনীর অভিসারে গমন করিয়াছেন? কিংবা বন্ধুগণের ক্রীড়াকৌশলে নিবদ্ধ হইয়াছেন? অথবা এই অন্ধকারময় বনপ্রদেশে তাঁহার পথিভ্রম হইয়াছে? অথবা তিনি আমার চিন্তায় সন্তপ্তহৃদয় হইয়া পথে এক পদও চলিতে পারিতেছেন না। ৩।

অথাগতাং মাধবমন্তরেণ সখীমিয়ং বীক্ষ্য বিষাদমূকাম্।
বিশঙ্কমানা রমিতং কয়াপি জনার্দ্দনং দৃষ্টবদেতদাহ॥ ৪॥

চন্দ্রোদয়েন শ্রীকৃষ্ণাগমনপ্রতিবন্ধে সতি তং বিনা সখ্যা আগমনে তস্যা বিপ্রলব্ধাবস্থাং বর্ণয়িতুমাহ অথেতি। অথানন্তরং নাথং বিনা আগতাং সখীং বীক্ষ্য শ্রীরাধা এতদ্বক্ষ্যমাণমাহ কীদৃশীং দুঃখাতিশয়েন বক্তুমসমর্থাম্ অকৃতকার্য্যত্বাদিত্যর্থঃ কীদৃশং জনার্দ্দনং কয়াপি কর্ত্রীভূতয়া রমিতং দৃষ্টবদ্বিশঙ্কমানা। বিপ্রলব্ধালক্ষণং যথা-অহরহরনুরাগাদ্ দূতিকাং প্রেষ্য পূর্ব্বং সরভসমভিধায় কাপি সঙ্কেতিকং বা। ন মিলতি খলু যস্যা বল্লভো দৈবযোগাৎ বদতি হি ভরতস্তাং নায়িকাং বিপ্রলব্ধামিতি॥ ৪॥

অনুবাদ।

অনন্তর রাধা দেখিলেন যে সখী মাধবকে আনিতে না পারায় বিষাদে মৌন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ভাবিলেন, তবে জনার্দ্দন কোন কামিনীর সহিত বিহার করিছেতেন এবং উহা যেন স্বচক্ষে দেখিয়াই বলিতে লাগিলেন।৪।

গীতম্। ২।

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

স্মরসমরোচিতবিরচিতবেশা।

দলিতকুসুমদরবিলুলিতকেশা ॥ ক ॥

কাপি মধুরিপুণা বিলসতি যুবতিরধিকগুণা ॥ (ধ্রুবম্)

বসন্তরাগযতিতালৌ। কিমেতদিত্যাহ। হে সখি কাপি যুবতির্মধুরিপুণা সহ বিলসতি যতঃ মত্তোঽপ্যধিকা গুণা যস্যা ইতি। অধিকেত্যনেন মৎসঙ্কেত-মাগতং তং বশীকৃত্য বিলসতীতি গুণাধিক্যং তেন সহ ইত্যনেন তৎকর্ত্তৃকরণঞ্চ ধ্বনিতম্। গুণানেবাহ স্মরেত্যাদিনা কামসংগ্রামস্য বাহুযুদ্ধস্য উচিতো বির-চিতো বেশো যয়া সা। ততশ্চ রণাবেশেন গলিতানি কুসুমানি যেভ্যস্তে দরবিগলিতাঃ কেশা যস্যাঃ সা। অনেন লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ ক ॥

অনুবাদ।

সখি, আমার বোধ হয়, আমা অপেক্ষা অধিকতর গুণশালিনী কোন যুবতী মধুরিপুর সহিত বিলাস করিতেছে; সেই সুন্দরী রতিরণোচিত বেশ-বিন্যাস করিয়াছে, তাহার কেশপাশ কিঞ্চিৎ আলুলায়িত হইয়াছে ও কেশের কুসুম-সমূহ গলিত হইয়াছে। ক।

হরিপরিরম্ভণবলিতবিকারা।

কুচকলসোপরি তরলিতহারা ॥ খ ॥

ন কেবলমেবং কিঞ্চ হরেঃ পরিরম্ভণেন বলিতো রচিতো রোমাঞ্চাদি-বিকারো যস্যাঃ সা ততশ্চ কুচকলসোপরি তরলিতশ্চঞ্চলিতো হারো যস্যাঃ সা॥ অনেনাপি লীলাবিশেষঃ সূচিতঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

হরির আলিঙ্গনলাভে তাহার শরীরে রোমাঞ্চের উদয় হইতেছে, তাহার কণ্ঠলম্বিত হার কুচকলসের উপরিভাগে দোদুল্যমান হইতেছে। ২।

বিচলদলকললিতাননচন্দ্রা।

তদধরপানরভসকৃততন্দ্রা ॥ গ ॥

তথা তৎসম্ভ্রমশিরোধূননেন বিচলদলকৈর্ললিতঃ সুন্দরঃ আননচন্দ্রো যস্যাঃ সা ততশ্চ কৃষ্ণস্যাধরপানরভসেন কৃতা তন্দ্রা অনঙ্গনিমীলনং যয়া সা ॥ গ ॥

অনুবাদ।

অলকাবলী বিচলিত হওয়াতে তাহার মুখচন্দ্র কেমন শোভা পাইতেছে। প্রিয়তমের অধরপানাবেশে লোচনযুগল নিমীলিত হইতেছে। গ।

চঞ্চলকুণ্ডলললিতকপোলা।

মুখরিতরসনজঘনগতিলোলা ॥ ঘ ॥

তথা তদধরপানাবেশাৎ চঞ্চলাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং ললিতৌ কপোলৌ যস্যাঃ সা কিঞ্চ মুখরিতা রসনা যত্র তস্য জঘনস্য গত্যা লোলা চঞ্চলা ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

কুণ্ডলযুগল চঞ্চল হওয়াতে তাহার কপোলদেশ সুন্দর দেখাইতেছে এবং জঘনদেশ আন্দোলিত হওয়াতে মেখলার শব্দ হইতেছে। ঘ।

দয়িতবিলোকিতলজ্জিতহসিতা।
বহুবিধকূজিতরতিরসরসিতা ॥ ঙ ॥

ততশ্চ দয়িতস্য বিলোকিতেন বীক্ষণেন লজ্জিতা হসিতা চ তথা বহুবিধং দাত্যূহপারাবতাদিকূজিতবৎ রতিরসে রসিতং শব্দিতং যয়া সা ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

সে প্রিয়তমাকে বিলোকন করিয়া কখন লজ্জিত হইতেছে, কখন হাস্য করিতেছে এবং রতিরসে মগ্ন হইয়া বিবিধপ্রকার কূজন করিতেছে। ঙ।

বিপুলপুলকপৃথুবেপথুভঙ্গা।
শ্বসিতনিমীলিতবিকসদনঙ্গা ॥ চ ॥

অত এব বিপুলাঃ পুলকাঃ পৃথুবেপথুশ্চ তেষাং ভঙ্গাস্তরঙ্গা যস্যাঃ সা তথা শ্বসিতনিমীলিতাভ্যাং পুনর্বিকসন্ আবির্ভবন্ অনঙ্গো যস্যাঃ সা ॥ চ ॥

অনুবাদ।

তাহার শরীর পুলকে পূর্ণ হইতেছে এবং তথায় প্রবল কম্পের তরঙ্গ উঠিতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পতিত হওয়ায় ও বার বার নয়ন নিমীলিত হওয়ায় মন্মথাবেশ প্রকাশ পাইতেছে। চ।

শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরসি রতিরণধীরা ॥ ছ ॥

তথা শ্রমজলকণভরেণ সুন্দরং কলেবরং যস্যাঃ সা তথা নিঃসহতাবিস্মৃতস্বাঙ্গানুসন্ধানতয়া প্রিয়স্য বক্ষসি পরিপতিতা যতঃ সুরতসংগ্রামে পণ্ডিতা ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

সে সুরতসংগ্রামে সুনিপুণ; শ্রমজলকণাভরে তাহার শরীর কেমন সুন্দর দেখাইতেছে, সে প্রিয়তমের বক্ষোপরি পতিত হইয়া রহিয়াছে। ছ।

শ্রীজয়দেবভণিতহরিরমিতম্।

কলিকলুষং জনয়তু পরিশমিতম্ ॥ ধ্রু ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরে রমিতং বিক্রীড়িতং কলিকলুষং কামাদিকং শমিতং জনয়তু নাশয়ত্বিত্যর্থঃ। এতৎ সর্ব্বং স্বস্যাঃ তৎপূর্ব্বাচরিতস্ফূর্ত্ত্যার্ত্তিজয়া ঈর্ষ্যয়া অন্যত্রারোপিতমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ধ্রু ॥

অনুবাদ।

জয়দেব-বিরচিত এই হরিবিহারবর্ণনা কলিকলুষ নাশ করুক। ধ্রু।

বিরহপাণ্ডুমুরারিমুখাম্বুজ-

দ্যুতিরয়ং তিরয়ন্নপি বেদনাম্।

বিধুরতীব তনোতি মনোভুবঃ

সুহৃদয়ে হৃদয়ে মদনব্যথাম্ ॥ ৫ ॥

অথ চন্দ্রং পশ্যন্তী তং শ্রীকৃষ্ণমুখত্বেনোদ্ভাব্য তত্র অন্যয়া সহ বর্ত্তমানস্যাপি মদ্বিরহেণ পাণ্ডুত্বস্ফূর্ত্ত্যা স্বস্মিন্ তস্যাতিপ্রণয়িতাং স্মরন্তী চন্দ্রমাক্ষিপতি বিরহেতি ॥ অয়ং বিধুঃ সন্তপ্তানাং বেদনাং তিরয়ন্ নাশয়ন্নপি মম হৃদয়ে অয়ে খেদে মদন-ব্যথাম্ অতীব তনোতি কথং তদাহ অন্যয়া সহ রমমাণস্যাপি মদ্বিরহে পাণ্ডুবন্মুরারিমুখাম্বুজং তদ্বৎ দ্যুতির্যস্য সঃ বেদনাং নাশয়ন্নপি কুতস্তাং ব্যথয়তি মনোভুবঃ সুহৃৎ মদনস্তত্র তং ব্যথয়তি মদনসুহৃত্ত্বেন তন্মুখস্মারকতয়া চন্দ্রো মাং ব্যথয়তীত্যভিপ্রায়ঃ। অয়ে কোপে বিষাদে চেতি বিশ্বঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

হায়! মদনসুহৃৎ এই চন্দ্র তাপিত ব্যক্তির বেদনা দূর করিতেছে বটে, কিন্তু আমার হৃদয়ে মদনব্যথা অতিশয় বর্দ্ধিত করিতেছে, কারণ তাহার পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া আমার বিরহপাণ্ডুবর্ণ মুরারির মুখপদ্ম স্মরণ হইতেছে। ৫।

গীতম্ । ৩ ।

গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

সমুদিতমদনে রমণীবদনে চুম্বনবলিতাধরে।
মৃগমদতিলকং লিখতি সপুলকং মৃগমিব রজনীকরে॥ ক ॥
রমতে যমুনাপুলিনবনে বিজয়ী মুরারিরধুনা। (ধ্রুবম্)।

পুনস্তস্যা এব স্বাধীনভর্ত্তৃকাত্বসূচনপূর্ব্বকং তল্লীলাবিশেষমাহ সমুদিতেত্যাদিনা। অস্যাপি গুর্জ্জরীরাগৈকতালীতালৌ। যমুনায়াঃ পুলিনস্থবনে মধুরিপুরধুনা ক্রীড়তি। কীদৃশঃ বিজয়ী মণ্ডনাদিকৌশলেন সর্ব্বাতিশায়ী রমণপ্রকারমাহ রমণ্যা বদনে সপুলকং যথা স্যাৎ তথা মৃগমদতিলকং লিখতি, কস্মিন্ কমিব চন্দ্রে মৃগমিব অত্র মুখস্য চন্দ্রেণ তিলকস্য মৃগেণ সাম্যম্। কীদৃশে সম্যগুদিতঃ কামো যস্মাৎ তস্মিন্ অর্থাৎ তস্যৈব, চন্দ্রপক্ষে তথৈবার্থঃ, সর্ব্বেষামিতি বিশেষঃ চন্দ্রোদয়ে কামোদ্দীপনাৎ। পুনঃ কীদৃশে বদনপক্ষে তিলকং লিখিত্বা সাধ্বিদং বদনমিত্যুক্ত্বা চুম্বনায় বলিতো বিন্যস্তো অধরো যত্র, চন্দ্রপক্ষে চুম্বনেন বলিতো যুক্তোঽধরো যস্মাদিত্যর্থঃ॥ ক॥

অনুবাদ।

সখি, এক্ষণে বিজয়ী মুরারি যমুনা-পুলিনস্থিত বনে রমণ করিতেছেন। তিনি পুলকান্বিত হইয়া চন্দ্রে মৃগরেখার ন্যায় সেই রমণীর মদনোদ্দীপক বদনে মৃগমদতিলক অঙ্কিত করিতেছেন এবং চুম্বনার্থে তাহাতে অধর বিনিবেশিত করিতেছেন। ক।

ঘনচয়রুচিরে রচয়তি চিকুরে তরলিততরুণাননে।
কুরুবককুসুমং চপলাসুষমং রতিপতিমৃগকাননে॥ খ॥

ন কেবলং তিলকং চিকুরে রক্তঝিণ্টীপুষ্পঞ্চ রচয়তি তৎপুষ্পৈঃ কবরীগ্রথনাতীত্যর্থঃ কীদৃশং চপলায়া বিদ্যুত ইব সুষমা পরমা শোভা যস্য তস্মিন্, পুনঃ

কীদৃশে মেঘপুঞ্জবৎ সুন্দরে অত এব তদ্গুণবর্ণনেন মুখরীকৃতং তরুণস্থ শ্রীকৃষ্ণস্থ আননং যেন তত্র, যতো রতিপতিরেব মৃগস্তেন সদাশ্রিতত্বাৎ তস্থ কাননে॥ খ॥

অনুবাদ।

ঐ কামিনীর কুন্তলসমূহ মেঘপুঞ্জের ন্যায় সুন্দর ও রতিপতিরূপ মৃগের বিহার-ভূমিস্বরূপ। তরুণ কৃষ্ণের আনন উহার গুণ বর্ণনাতে নিরত, তিনি উহাতে চপলাসদৃশ-শোভমান কুরুবক কুসুম পরাইয়া দিতেছেন। খ।

ঘটয়তি সুঘনে কুচযুগগগনে মৃগমদরুচিরূষিতে।
মণিসরমমলং তারকপটলং নখপদশশিভূষিতে॥ গ॥

তথা কুচযুগগগনে মণিসরমেব তারকপটলং যোজয়তি, মণিসরো মুক্তাহারঃ অসমস্তরূপকমিদং কুচযুগমেব-গগনং বৃহত্ত্বাৎ কীদৃশে সুনিবিড়ে গগনপক্ষে শোভন-মেঘযুক্তে তথা মৃগমদরুচিভির্রূক্ষিতে গগনপক্ষে কস্তূরীদীপ্ত্যেব রক্ষিতে কিঞ্চ নখাঙ্ক এব শশী তেন ভূষিতে॥ গ॥

অনুবাদ।

তাহার কুচযুগল গগন-মণ্ডল-সদৃশ। উহা মৃগমদরসে বিলেপিত, সুঘন এবং নখাঙ্করূপ শশী দ্বারা বিভূষিত। কৃষ্ণ উহাতে মুক্তাহারস্বরূপ তারানিকর বিনি-যোজিত করিতেছেন। গ।

জিতবিসশকলে মৃদুভুজযুগলে করতলনলিনীদলে।
মরকতবলয়ং মধুকরনিচয়ং বিতরতি হিমশীতলে॥ ঘ॥

অপরঞ্চ মৃদুভুজযুগলে মরকতবলয়মেব মধুকরনিচয়ং বিতরতি অর্পয়তি, কীদৃশে জিতানি মৃণালখণ্ডানি যেন তস্মিন্, করতলমেব নলিনীদলং যত্র তস্মিন্, অত এব হিমবচ্ছীতলে সম্ভোগিন্যাঃ কামতাপরাহিত্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ মৃণালে ভ্রমরার্পণেনাদ্ভুতকুঞ্জত্বম্॥ ঘ॥

অনুবাদ।

সেই বিলাসিনীর মৃদু ভুজযুগলের নিকট মৃণালখণ্ডও পরাভব স্বীকার করে। উহা শিশিরতুল্য শীতল এবং করতলরূপ নলিনীদলে শোভিত; মুরারি তাহাতে মরকতবলয়রূপ ভ্রমরসমূহ অর্পণ করিতেছেন। ঘ।

রতিগৃহজঘনে বিপুলাপঘনে মনসিজকনকাসনে।
মণিসররশনং তোরণহসনং বিকিরতি কৃতবাসনে॥ ঙ॥

তথাচ রতেগৃহে আশ্রয়ে জঘনে মণিসররসনং নিক্ষিপতি তৎস্পর্শজাতকম্পতয়া অযথাতথং বিন্যস্যতীত্যর্থঃ কীদৃশং তোরণস্য মাঙ্গল্যস্রজো হসনমুপহাসো যস্মাৎ তৎ, কীদৃশে বিস্তীর্ণমপঘনমঙ্গং যস্য তস্মিন্ তথা কামস্য স্বর্ণপীঠে অতঃ কৃতা শ্রীকৃষ্ণস্য লীলাবিশেষবাসনা যেন তস্মিন্॥ ঙ॥

অনুবাদ।

তাহার সুপ্রশস্ত জঘনদেশ রতির গৃহস্বরূপ ও মনসিজের স্বর্ণপীঠস্বরূপ। তাহা বিলোকন করিয়া মধুসূদনের কামানল প্রজ্বলিত হইতেছে। তিনি তাহাতে মণিময় মেখলা নিক্ষেপ করিতেছেন এবং ঐ মেখলা তোরণোপরিস্থিত পুষ্পমালার শোভাকেও উপহাস করিতেছে। ঙ।

চরণকিশলয়ে কমলানিলয়ে নখমণিগণপূজিতে।
বহিরপবরণং যাবকভরণং জনয়তি হৃদি যোজিতে॥ চ॥

তথা বক্ষসি ধৃতে চরণপল্লবে যাবকাভরণং বহিরাবরণং করোতি, যতঃ শ্রিয়ো নিবাসঃ অতো নখা এব মণিগণাস্তৈঃ পূজিতে শ্রীনিবাসস্য মণিস্তুতস্য চ বহিরাবৃতিঃ যুক্তৈবেত্যর্থঃ॥ ছ॥

অনুবাদ।

তাহার পদপল্লব কমলার নিলয়স্বরূপ এবং নখরূপ মণিগণ-দ্বারা শোভিত; কৃষ্ণ তাহা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া অলক্তকাভরণে আবৃত করিতেছেন। চ।

রময়তি সুভৃশং কামপি সুদৃশং খলহলধরসোদরে।
কিমফলমবসং চিরমিহ বিরসং বদ সখি বিটপোদরে ॥ ছ ॥

কিঞ্চ পুরুবঞ্চকে হলধরস্যাবিদগ্ধস্য সোদরে সদৃশে শ্রীকৃষ্ণে কামপি সুদৃশং সুভৃশং যথা স্যাৎ তথা রময়তি সতি ইহ বনমধ্যে বিরসং বিফলং যথা স্যাৎ তথা কিমহমবসমিত্যেৎ সখি বদ মামভিসার্য্য অন্যয়া সহ রমণাদ্ধরেঃ খলত্বম্ ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

সখি, হলধরের সহোদর প্রবঞ্চক কৃষ্ণ কোন সুলোচনাকে নিরতিশয় আনন্দিত করিতেছেন ; তবে আর আমি এই বনমধ্যে কেন বৃথা বিরসহৃদয়ে সমস্ত রাত্রি অবস্থান করি ? ছ।

ইহ রসভণনে কৃতহরিগুণনে মধুরিপুপদসেবকে।
কলিযুগচরিতং ন বসতু দুরিতং কবিনৃপজয়দেবকে ॥ জ ॥

ইহৈতৎকাব্যকর্ত্তরি কবীনাং নৃপে জয়দেবকে কলিযুগচরিতং দুরিতং ন বসতু। কুতঃ যতো মধুরিপোঃ পদসেবকে অত এব কৃতং হরেগুণানাং চিন্তনং যেন তস্মিন্ তত্রাপি রসস্য শৃঙ্গাররসস্য ভণনং কথনং যত্র তস্মিন্ হৃদ্রোগম্ আশু অপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

মধুরিপুর পাদপদ্মের সেবক কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব শৃঙ্গাররসযুক্ত এই হরিগুণ গান করিলেন, অত এব তাঁহাতে যেন কলিযুগজনিত পাপ বাস করিতে না পারে। জ।

নায়াতঃ সখি নির্দ্দয়ো যদি শঠস্ত্বং দূতি কিং দূয়সে
স্বচ্ছন্দং বহুবল্লভঃ স রমতে কিং তত্র তে দূষণম্।
পশ্যাদ্য প্রিয়সঙ্গমায় দয়িতস্যাকৃষ্যমাণং গুণৈ-
রুৎকণ্ঠার্ত্তিভরাদিব স্ফুটদিদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি ॥ ৬ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য অনাগমনেন বিষণ্ণবদনাং সখীং প্রতি অতিনির্ব্বেদমাহ নায়াত ইতি। হে সখি হে দূতি সখী ভূত্বাপি মৎপ্রীত্যৈ দৌত্যকর্ম্মণি প্রবৃত্তে! দয়া-

রহিতঃ নিজৈকাশ্রয়প্রাণরক্ষাপরাঙ্মুখঃ শঠোঽন্তরন্যদ্বহিরন্যৎকারী যদি নায়াতঃ তর্হি ত্বং কিং দূয়সে মা ব্যথস্বেতি, শঠতামাহ বহুবল্লভঃ স নিঃশঙ্কং রমতে তত্র কার্য্যে তে তব কিং দূষণং ন কিমপি ইত্থং সখীমনূদ্য নির্ব্বেদভঙ্গ্যা আত্মনো দশমীদশামাহ, পশ্যাদ্যেদানীমেব দয়িতস্য মিলনায় ইদং তদপ্রাপ্তিতাপোন্মূলিত-ধৈর্য্যং মমেদং চেতঃ স্বয়ং যাস্যতি কেন প্রকারেণ তদাহ উৎকণ্ঠায়া আধিক্যেন স্ফুটদিব, তদপি কথং গুণৈরাকৃষ্যমাণম্ অন্যোঽপি রজ্জ্বাকৃষ্টঃ সন্ যাতীত্যর্থঃ শ্লিষ্টগুণশব্দোক্তিবিষয়াবিরোধিলক্ষণায়ৈব দয়িতশব্দোঽপি তথা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

হে দূতি, সেই নির্দ্দয় যদি না আসায় তুমি কেন ব্যথা পাইতেছ? তাঁহার অনেক প্রেয়সী আছে, তিনি তাহাদের সহিত স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছেন, তাহাতে তোমার দোষ কি? দেখ, এখনই আমার এই চিত্ত প্রিয়তমের গুণসমূহে আকৃষ্ট হইয়া উৎকণ্ঠাভরে যেন বিদীর্ণ হইয়াই স্বয়ং প্রিয়ের সহিত মিলিত হইবার জন্য গমন করিবে। ৬।

গীতম্। ৪।

দেশবরাড়ীরাগরূপকতালাভ্যাং গীয়তে।

অনিলতরলকুবলয়নয়নেন।
তপতি ন সা কিশলয়শয়নেন ॥ ক ॥
সখি যা রমিতা বনমালিনা ॥ (ধ্রুবম্) ॥

তদগুণৈরন্যস্যাঃ সুখং বর্ণয়ন্তী স্বস্যাস্তদলাভাৎ নির্ব্বেদেন শ্লোকার্থমেব নিশ্চিনোতি অনিলেত্যাদিনা। অস্যাপি দেশবরাড়ীরাগরূপকতালৌ। হে সখি যা বনমালিনা রমিতা বিবিধসম্ভোগকেলিভির্নন্দিতা সা কিশলয়শয়নেন ন তপতি পল্লবশয্যায়াং সুখয়ত্যেবেত্যর্থঃ এবং সর্ব্বত্র যোজ্যং কীদৃশেন অনিলেন তরলে যে নীলোৎপলে তদ্বন্নয়নে যস্য তেন উৎপলবৎ শৈত্যগুণেন তাপোপশমনাদিতি ভাবঃ ॥ ক ॥

অনুবাদ।

সখি, বনমালীর নয়ন পবনসঞ্চালিত নীলোৎপলসদৃশ; তিনি যে ভাগ্যবতীর বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন, পল্লবশয্যা তাহাকে আর তাপ প্রদান করিতেছে না। ক।

বিকসিতসরসিজললিতমুখেন।
স্ফুটতি ন সা মনসিজবিশিখেন॥ খ॥

যা রমিতা বনমালিনেতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। বিকসিতসরসিজবৎ সুন্দরং মুখং যস্য তেন যা রমিতা সা কামশরেণ বিদ্ধা ন ভবতি অহমেব তেন বিদ্ধাস্মীতি ভাবঃ॥ খ॥

অনুবাদ।

তাঁহার বদন বিকসিত সরসিজের ন্যায় সুন্দর, তিনি যে ভাগ্যবতীর কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, সে আর কন্দর্প-শরে বিদ্ধ হইতেছে না। খ।

অমৃতমধুরমৃদুতরবচনেন।
জ্বলতি ন সা মলয়জপবনেন॥ গ॥

অমৃতাদপি মধুরতরমতিকোমলঞ্চ বচনং যস্য তেন যা রমিতা সা মলয়জপবনেন ন জ্বলতি অহমেব তেন জ্বলিতাস্মীতি অমৃতসিক্তায়া জ্বালাতিশয়ানুপপত্তেরিতি ভাবঃ॥ গ॥

অনুবাদ।

তাঁহার বচন অমৃতের অপেক্ষাও মধুর এবং কোমল, তিনি যে ভাগ্যবতীর অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন মলয়সমীর তাহার গাত্রদাহ উৎপাদন করিতেছে না। গ

স্থলজলরুহরুচিকরচরণেন।
দহতি ন সা হিমকরকিরণেন॥ ঘ॥

স্থলকমলবদ্রুচিরৌ করৌ চরণৌ চ যস্য তেন যা রমিতা সা চন্দ্রস্য কিরণেন ভূমৌ ন পরিবর্ত্ততে অহমেব জ্বালবন্ধপ্রবিষ্টেব তপ্তাস্মি স্থলকমলবৎ-শীতলকরচরণস্পর্শসুখেন উজ্জ্বলতয়া ইন্দুকিরণানাং তাপকত্বাবগমাদিতি ভাবঃ॥ ঘ॥

অনুবাদ।

তাঁহার কর ও চরণ স্থলকমলের ন্যায় শোভমান, তিনি যে ভাগ্যবতীর অভিলাষ সফল করিয়াছেন সে চন্দ্রকিরণে দগ্ধ হইতেছে না। ঘ।

সজলজলদসমুদয়রুচিরেণ।
দলতি ন সা হৃদি বিরহভরেণ॥ ঙ॥

সজলজলদানাং সমূহাদপি রুচিরেণ যা রমিতা সা বিরহভরেণ হৃদি ন বিদীর্য্যতে জলদবদার্দ্রতয়া বিদারাসম্ভবাদিতি অহমেব তেন বিদীর্ণহৃদয়াস্মীতি ভাবঃ॥ ঙ॥

অনুবাদ।

তাঁহার কলেবর সজল জলদসমূহের ন্যায় সুন্দর, তিনি যে ভাগ্যবতীকে আনন্দিত করিয়াছেন, তাহার হৃদয় বিরহভরে বিদীর্ণ হইতেছে না। ঙ।

কনকনিকষরুচিশুচিবসনেন।
শ্বসিতি ন সা পরিজনহসনেন॥ চ॥

কনকস্য নিকষপাষাণেষু যা রুচিস্তদ্বদ্বসনং যস্য, তেন যা রমিতা সা পরিতো জনানাং হসনেন ন শ্বসিতি সৌভাগ্যগর্ব্বেণ কাশ্চিদপি ন গণয়তীত্যর্থঃ অহমেব তৎপরিহাসৈর্নিশ্বাসযুক্তাস্মীতি ভাবঃ॥ চ॥

অনুবাদ।

তাঁহার পবিত্র পীতবসন নিকষ-প্রস্তর-লগ্ন কনকরেখার ন্যায় শোভমান; তিনি যে ভাগ্যবতীকে আনন্দিত করিয়াছেন, পরিজনের উপহাসে তাহাকে আর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে হইতেছে না। চ।

সকলভুবনজনরবতরুণেন।
বহতি ন সা রুজমতিকরুণেন ॥ ছ ॥

সকলভুবনেষু যে জনা যুবানস্তেভ্যো বরঃ শ্রেষ্ঠো যঃ কিশোরস্তেন যা রমিতা সা অতিকরুণরসেন পীড়াং ন প্রাপ্নোতি জগদ্বল্লভতরুণপ্রাপ্ত্যাঃ করুণানুপপত্তি-রিতি অহমেব রোদনাদিনা সখীং কদর্থয়ামি ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

তিনি ত্রিভুবনস্থ যুবকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; তিনি যে ভাগ্যবতীর মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন, তাহাকে আর দীনভাবে মদনপীড়া সহ্য করিতে হইতেছে না। ছ।

শ্রীজয়দেবভণিতবচনেন।
প্রবিশতু হরিরপি হৃদয়মনেন ॥ জ ॥

অনেন শ্রীজয়দেবভণিতেন শ্রীরাধায়া মাধবমুদ্দিশ্য বচনেন হরিরপি হৃদয়ং প্রবিশতু প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহমিত্যুক্তেঃ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

জয়দেব-রচিত এই গানের সহিত হরিও যেন ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। জ।

মনোভবানন্দন চন্দনানিল
প্রসাদ রে দক্ষিণ মুঞ্চ বামতাম্।
ক্ষণং জগৎপ্রাণ বিধায় মাধবং
পুরো মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৭ ॥

অত্যাবেশেন মনোবাষ্পমুদ্গিরতি দৈন্যেনাদৌ সবিনয়মাহ, হে মনোভবস্য আনন্দদায়ক চন্দনানিল পরোপকারিন্নিত্যর্থঃ প্রসন্নো ভব পুনরীর্ষ্যোদয়াদেতদাহ রে দক্ষিণ সর্ব্বানুকূল বামতাং প্রতিকূলতাং মুঞ্চ দক্ষিণপথপ্রবৃত্তস্য বামপথপ্রবৃত্তেঃ

অযুক্তত্বাদ্বামতা ত্যাজ্যা ইত্যর্থঃ। তর্হি কিং বিধেয়ং তত্রাহ হে জগৎপ্রাণ জগদ্ধিতোঽপি ত্বং মনোভবানন্দনায় চন্দনতরুসম্পর্কাৎ বিষমশ্চেন্মাং মারয়সি তদা ক্ষণমপি মাধবং পুরঃ কৃত্বা পশ্চান্মম প্রাণহরো ভবিষ্যসি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।

হে কন্দর্পের আনন্দদায়ক মলয়-সমীর, প্রসন্ন হও ; রে দক্ষিণ বায়ু, বামতা পরিত্যাগ কর ; হে জগৎপ্রাণ, তুমি ক্ষণকালের জন্য মাধবকে সম্মুখে স্থাপন করিয়া পরে আমার প্রাণহরণ করিও। ৭।

রিপুরিব সখীসংবাসোঽয়ং শিখীব হিমানিলো
বিষমিব সুধারশ্মির্যস্মিন্ দুনোতি মনোগতে।
হৃদয়মদয়ে তস্মিন্নেবং পুনর্বলতে বলাৎ
কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকামনিরঙ্কুশঃ ॥ ৮ ॥

অথ নীরাগে দয়িতে সানুরাগং চিত্তং নিন্দতি মমৈবায়মপরাধো নান্যস্যেত্যাহ রিপুরিবেতি। যস্মিন্ হরৌ চিত্তারূঢ়েঽপি সখীভিঃ সহৈকত্র বাসোঽপি রিপুরিব দুনোতি স্বচ্ছন্দগমনপ্রতিরোধকত্বাৎ শীতলবায়ূরপ্যগ্নিরিব তাপকত্বাৎ চন্দ্রোঽপি বিষমিব দাহকত্বাৎ তস্মিন্ নির্দ্দয়ে কান্তে পুনর্যদি হৃদয়মেবমুক্তপ্রকারেণ বার্য্যমাণমপি বলাৎ সংভক্তুং স্যাৎ তর্হি স্ত্রীণামভিলাষঃ অত্যর্থমযন্ত্রিতঃ অতো বামঃ প্রতিকূল এব হিতাহিতবিচারাপগমাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।

যাঁহাকে মনে পড়িলে সখীগণের সহবাস শত্রুর ন্যায়, শীতল সমীরণ অগ্নির ন্যায় ও সুধাকর বিষের ন্যায় ক্লেশকর হয়, সেই নির্দ্দয় কৃষ্ণের প্রতি আমার হৃদয় আবার সবলে গমন করিতেছে। হায়! কমলনয়নাগণ তাঁহাদের মনোরথকে কিছুতেই বশে রাখিতে পারেন না, উহা তাঁহাদের প্রতিকূলাচরণ করে। ৮।

বাধাং বিধেহি মলয়ানিল পঞ্চবাণ
প্রাণান্ গৃহাণ ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে।
কিং তে কৃতান্তভগিনি ক্ষময়া তরঙ্গৈ-
রঙ্গানি সিঞ্চ মম শাম্যতু দেহদাহঃ ॥ ৯ ॥

সম্প্রতি বিরহোত্তপ্তা প্রাণোৎসর্গং কৃতমেবাহ বাধামিতি। হে মলয়ানিল! পীড়াং বিধেহি কুরু বিষমত্বেন বাধাবিধানসামর্থ্যাৎ হে পঞ্চবাণ প্রাণান্ গৃহাণ পঞ্চবাণধারিত্বে পঞ্চপ্রাণগ্রহণযোগ্যত্বাৎ হে যমস্য ভগিনি তে ক্ষময়া কিং ত্বং কথং ক্ষমসে যমানুজায়াঃ ক্ষমা ন যুক্তা তর্হি কিং কর্ত্তব্যং তরঙ্গৈরঙ্গানি সিঞ্চ তেন কিং স্যাৎ মম দেহদাহঃ শাম্যতু দশমীং দশাং বিধেহীত্যর্থঃ কৃষ্ণেন চেদুপেক্ষিতাসি তর্হি গৃহমেব কিং ন যাসি ন গৃহং পুনরাশ্রয়িষ্যে তেন বিনা গৃহমপি সন্তাপকমেব স্যাদতো মরণং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

হে মলয়ানিল, তুমি আমাকে পীড়া প্রদান কর, হে পঞ্চবাণ তুমি আমার পঞ্চ প্রাণ গ্রহণ কর, আমি আর গৃহে ফিরিয়া যাইব না, হে যমভগিনি যমুনে তুমি কেন আমাকে ক্ষমা করিতেছ? তোমার জলতরঙ্গে আমার অঙ্গ সিক্ত কর, আমার গাত্রসন্তাপদূর হউক। ৯।

প্রাতর্নীলনিচোলমচ্যুতমুরঃসংবীতপীতাংশুকং
রাধায়াশ্চকিতং বিলোক্য হসতি স্বৈরং সখীমণ্ডলে।
ব্রীড়াচঞ্চলমঞ্চলং নয়নয়োরাধায় রাধাননে
স্মেরস্মেরমুখোঽয়মস্তু জগদানন্দায় নন্দাত্মজঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে বিপ্রলব্ধাবর্ণনে
নাগরনারায়ণো নাম সপ্তমঃ সর্গঃ।

অথৈতৎ দুঃখবর্ণনমসহিষ্ণুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনন্যায়েন সাধারণকেলিরাত্রেঃ প্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীরাধিকায়াঃ খণ্ডিতাবস্থাং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীরাধামাধবয়োঃ

প্রাক্তনকেল্যনন্তরাবস্থিতিমাহ প্রাতরিতি। নন্দাত্মজো জগদানন্দয়ত্ব কীদৃশঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্যাং তথা সখীমণ্ডলে হসতি সতি ব্রীড়াচঞ্চলং নয়নয়োরঞ্চলং রাধাননে আধায় স্মেরমুখঃ কুতঃ সখীহাস্যঃ প্রভাতে অচ্যুতং নীলনিচোলং চকিতং বীক্ষ্য শ্রীরাধায়া উরশ্চ সংবীতমুত্তরীকৃতং পীতাংশুকং যত্র এতাদৃশং বীক্ষ্য। অতঃ সর্গোঽয়ং নাগরা এব নরা নরসমূহাস্তেযামযনং সমূলভূতং যঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্র স ইতি॥ ১০॥

ইতি বালবোধন্যাং সপ্তমঃ সর্গঃ। ৭।

অনুবাদ।

একদিন প্রভাতে ভ্রমবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার নীলবসন ও শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পীতবসন উত্তরীয়রূপে বক্ষঃস্থলে পরিধান করাতে সখীগণ তাহা চকিতনয়নে বিলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করায় কৃষ্ণ স্মিতমুখে রাধিকার বদনচন্দ্রের প্রতি লজ্জাবিমিশ্রিত কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। তৎকালের সেই সুন্দর ভাবধারী নন্দনন্দন নারায়ণ জগতের আনন্দ বিধান করুন। ১০।

ইতি সপ্তম সর্গ।

অষ্টমঃ সর্গঃ।

——*:*:——

বিলক্ষলক্ষ্মীপতিঃ।

অথ কথমপি যামিনীং বিনীয়
স্মরশরজর্জ্জরিতাপি সা প্রভাতে।
অনুনয়বিনয়ং বনদন্তমগ্রে
প্রণতমপি প্রিয়মাহ সাভ্যসূয়ম্॥ ১॥

খণ্ডিতাবস্থামেব বর্ণয়তি অথেত্যাদিনা। খণ্ডিতালক্ষণং যথা—উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্। ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা ইতি। অথ, বহুবিধপ্রলাপানন্তরং হরিবিরহবর্ণনোপদর্শকললিতলবঙ্গেত্যাদি-সখীবচনশ্রবণেন সঞ্চরদধরেত্যাদি স্বমনোরথকথনেন চ অতিকষ্টেন রাত্রিং নীত্বা সা শ্রীরাধা প্রভাতে প্রণতমপি প্রিয়ং সাভ্যসূয়ম্ অভিতঃ অসূয়য়া সহিতং যথা স্যাৎ তথা আহ কীদৃশী স্মরশরেণ জর্জ্জরিতা ক্ষণমাত্রমতিবাহয়িতুম্ অশক্তাপি কীদৃশম্ অগ্রে অনুণয়বচনং স্বাপরাধজনিতকোপোপশমনবাক্যং বদন্তং ততোঽপি প্রসাদমনালোচ্য প্রণতম্ অনেন প্রেম্নঃ পরাকাষ্ঠা দর্শিতা কণ্ঠগতপ্রাণায়া অপি প্রিয়দর্শনমাত্রেণাসূয়োদয়াৎ॥ ১॥

অনুবাদ।

অনন্তর রাধিকা অতি কষ্টে রাত্রিযাপন করিলে, প্রভাত কালে প্রিয়তম কৃষ্ণ আসিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া কতই অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাধিকা স্মরশরে জর্জ্জরিত হইয়াও ঈর্ষ্যাভরে তাঁহাকে এইরূপ বলিতে লাগিলেন। ১।

গীতম্। ১।

ভৈরবীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

রজনিজনিতগুরুজাগররাগকষায়িতমলসনিমেষম্।
বহতি নয়নমনুরাগমিব স্ফুটমুদিতরসাভিনিবেশম্॥ ক॥
হরি হরি যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্॥ (ধ্রুবম্)॥

গীতস্যাস্য ভৈরবীরাগযতিতালৌ। যথা—সরোবরস্থে স্ফটিকস্য মণ্ডপে সরোরুহৈঃ শঙ্করমর্চ্চয়ন্তী। তালপ্রয়োগে প্রতিবদ্ধগীতা গৌরীতনুর্নারদ ভৈরবীয়মিতি। হরিহরীতি খেদে। হে মাধব হে কেশব! ত্বং যাহি ইতো গচ্ছ, ক যামি হে সরসীরুহলোচন চক্ষুঃপ্রীতিমাত্রেণ মুগ্ধস্ত্রীজনবঞ্চন! যা ত্বত্তোঽপি বঞ্চনচতুরা সহজপ্রেমানভিজ্ঞস্য তব বিষাদং কাপট্যাপাদিতবৈমনস্যং হরতি তাং চিত্তানুরূপচতুরব্যাপারাম্ অনুগচ্ছ লোটপ্রয়োগঃ তৎস্ফূর্ত্তিসম্ভাবনয়া মাধবেতি ধবো ন ভবসীত্যনিয়তপ্রিয়ত্বং কেশবেতি প্রকৃষ্টকেশদ্বারোন্মুক্তকেশত্বং সরসীরুহলোচনেতি অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রত্বঞ্চ ধ্বনিতং, ত্বদেকপরায়ণোঽহমিতি বদন্তং কপটবাদং মা বদ ন কৈতবং ব্রূহি সত্যমেব নান্যাঙ্গনাসঙ্গতোঽহমিতি প্রতিবচনমাশঙ্ক্যাহ রজনিজনিতেন গুরুজাগররাগেণ কষায়িতং লোহিতীকৃতং তব নয়নম্ অনুরাগং বহতীত্যুৎপ্রেক্ষে তাং প্রত্যনুরাগপ্রাচুর্য্যাৎ তব হৃদি স্থিতমরবিন্দচক্ষুর্বা নির্গত ইত্যুৎপ্রেক্ষার্থঃ সহজমেবারুণং মে নয়নং ন জাগরাদিত্যাহ অলসেন নিমীলনং যত্র তৎ অনুভূতত্বদ্বচনচিন্তয়া নিমীলিতে লোচনে ন জাগরাদিতি কথিতো রসস্যাভিনিবেশো যেন তৎ যদি ত্বং নান্যাঙ্গনাসঙ্গস্তর্হি কথমেতদিত্যর্থঃ অগ্রেঽপ্যেবমুন্নেয়ম্॥ ক॥

অনুবাদ।

কৃষ্ণ! অতিশয় রাত্রিজাগরণে তোমার নয়নযুগল গুরুতর রক্তিমায় রঞ্জিত হইয়াছে ও আলস্যে নিমীলিত হইয়া আসিতেছে; উহা যেন তোমার প্রিয়ার

প্রেমরসাবেশে স্ফুটতর অনুরাগ ধারণ করিয়াছে। হরি-হরি, মাধব! যাও যাও, কেশব! আর কপটতা করিও না, কমল-লোচন! যে কামিনী তোমার মনের বিষাদ হরণ করে তাহারই নিকট যাও। ক।

কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।

দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরনুরূপম্ ॥ খ ॥

তচ্চিন্তাজাগরান্নেত্রে রাগঃ ন রতিরাগাদিত্যাহ হে কৃষ্ণ! সহজারুণং তব দশনবসনম্ অধরঃ সংপ্রতি তনোরনুরূপম্ অনু সাদৃশ্যে সদৃশরূপং শ্যামতামিত্যর্থঃ তনোতি কুতোঽনুরূপং কজ্জলেন মলিনয়োর্বিলোচনয়োশ্চুম্বনেন বিরচিতং নীলিমরূপং যত্র তৎ মলিনশব্দস্যের্ষ্যয়া তবাধরচরিতং ব্যনক্তীত্যর্থঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

কৃষ্ণ! সেই যুবতীর কজ্জললিপ্ত নয়ন চুম্বন করায় তোমার অরুণ অধর নীলবর্ণ হইয়াছে ও তোমার কলেবরের অনুরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে। খ।

বপুরনুহরতি তব স্মরসঙ্গরখরনখরক্ষতরেখম্।

মরকতশকলকলিতকলধৌতলিপেরিব রতিজয়লেখম্ ॥ গ ॥

ত্বচ্চিন্তাশোকেন মলিনোঽয়মধরো ন নাগরীচুম্বনাদিত্যাহ। তবেদং বপুঃ রতিজয়লেখমনুহরতি সদৃশীকরোতি কীদৃশম্ অনঙ্গবাণতীক্ষ্ণা নখক্ষতরূপা রেখা যত্র তৎ কস্যা ইব মরকতমণিখণ্ডে অর্পিতায়াঃ কাঞ্চনদ্রবলিখিতাক্ষরপঙ্‌ক্তেরিব বপুষঃ কৃষ্ণত্বাৎ নখক্ষতস্য রক্তত্বাৎ মরকতার্পিতলিপেঃ সাম্যম্ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

মন্মথ-সমরে তোমার শ্যাম-কলেবর খরনখর-রেখায় শোভা পাইতেছে, যেন সুবর্ণাক্ষরে মরকতখণ্ডে রতির জয়পত্র লেখা রহিয়াছে। গ।

চরণকমলগলদলক্তকসিক্তমিদং তব হৃদয়মুদারম্।
দর্শয়তীব বহির্মদনদ্রুমনবকিশলয়পরিবারম্ ॥ ঘ ॥

তবান্বেষণে ভ্রমণাদ্ বনে মমেদং বপুঃ কণ্টকৈঃ ক্ষতং ন নারীনখৈরিত্যত্র সোল্লুণ্ঠমাহ। ইদং বিদ্যমানং তব হৃদয়ম্ উদারং মনোহরং দর্শনীয়মিত্যর্থঃ। ঔদার্য্যমেবাহ। প্রেমোল্লাসতো হৃদি ধৃতচরণকমলগলদলক্তকেন সিক্তং শ্যামে উরসি অরুণযাবকেন শোভিতমিত্যর্থঃ। তত্রোৎপ্রেক্ষা মদনদ্রুমস্য হৃদয়ান্তর্গত-নবপল্লবসমূহং বহির্দর্শয়তীব ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

তোমার এই রমণীয় বক্ষঃস্থল, প্রিয়তমার চরণকমল হইতে গলিত অলক্ত-রসে সিক্ত হইয়া যেন মদনতরুর নবকিশলয়সমূহ বাহিরে প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে। ঘ।

দশনপদং ভবদধরগতং মম জনয়তি চেতসি খেদম্।
কথয়তি কথমধুনাপি ময়া সহ তব বপুরেতদভেদম্ ॥ ঙ ॥

গৈরিকচিত্রিতং নান্যাঙ্গনাচরণালক্তকসিক্তমিত্যাহ। হে শ্রীকৃষ্ণ! এতৎ প্রত্যক্ষং তব বপুঃ কর্ত্তৃ অধুনাপি ময়া সহ ঐক্যং নাবয়োর্ভেদ ইতি কথং কথয়তি তৎকথনপ্রকারমাহ তবাধরগতং দশনক্ষতং মম চেতসি খেদং দুঃখং জনয়তি ইতি ব্যঙ্গ্যোক্তিঃ। ত্বদধরস্থিতস্য মচ্চিত্তব্যথাজনকত্বাৎ অভেদো জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। নয়নরাগাদিকং ছদ্মনাচ্ছাদিতমিদন্তূদিতচন্দ্রকলাবৎ প্রকাশমানমিতি ভাবঃ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

তোমার অধরে দশতক্ষত দর্শন করিয়া আমার মনে কষ্ট হইতেছে; হায়! এখনও কেন আপনাকে তোমা হইতে অভিন্ন বলিয়া বোধ করি? ঙ ॥

বহিরিব মলিনতরং তব কৃষ্ণ মনোঽপি ভবিষ্যতি নূনম্।
কথমথ বঞ্চয়সে জনমনুগতমসমশরজ্বরদূনম্ ॥ চ ॥

সৌরভলুব্ধভ্রমরেণ দষ্টোঽয়মধরো নান্যাঙ্গনাচুম্বনত ইত্যাহ। হে কৃষ্ণ! মলিনাত্মকং তব মনোঽপি বহিরিব মলিনতরং ভবিষ্যতীতি নূনমুৎপ্রেক্ষে। কথং প্রশ্নে। অব্যয়ানামনেকার্থত্বাৎ অথশব্দোঽন্যথাবাচী কথমন্যথা কামশরজ্বর-পীড়িতমনুগতমনুকূলং জনং শঙ্কসে শুদ্ধান্তঃকরণস্য নেয়ং রীতিরিত্যর্থঃ ॥ চ ॥

অনুবাদ।

কৃষ্ণ! বাহিরের ন্যায় তোমার অন্তরও অত্যন্ত মলিন, তাহা না হইলে মদনশরে পীড়িত এই অনুগত দাসীকে কেন বঞ্চনা করিতেছ? চ।

ভ্রমতি ভবানবলাকবলায় বনেষু কিমত্র বিচিত্রম্।
প্রথয়তি পূতনিকৈব বধূবধনির্দ্দয়বালচরিত্রম্ ॥ ছ ॥

ন বঞ্চয়াম্যহং ত্বমেব মুধা শঙ্কসে ইত্যাহ। ভবান্ অবলাগ্রাসায় কান্তাবধায় বনেষু ভ্রমতি অত্র কিং বিচিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। অত্রোদাহরণমাহ স্ত্রীবধে তব নির্দ্দয়বালচরিত্রং পূতনিকৈব কিয়ৎ প্রথয়তি বিস্তারয়তি ন তু সর্ব্বং বাল্যে চেদেবং তদধুনা কৈশোরে কিং চিত্রমিতি ভাবঃ ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

তুমি যে অবলানিধনের জন্যই বনে বনে ভ্রমণ করিতেছ, ইহা আর বিচিত্র কি? বাল্যকাল হইতেই তুমি স্ত্রীবধে দক্ষ, পূতনাই তোমার সে নির্দ্দয় স্বভাবের পরিচয় দিতেছে। ছ।

শ্রীজয়দেবভণিতরতিবঞ্চিতখণ্ডিতযুবতিবিলাপম্।
শৃণুত সুধামধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোঽপি দুরাপম্ ॥ জ ॥

হে বিবুধাঃ শ্রীকৃষ্ণমধুরলীলাস্বাদচতুরাঃ! শ্রীজয়দেবভণিতং রতিবঞ্চিতায়াঃ খণ্ডিতায়া যুবত্যাঃ শ্রীরাধায়া বিলাপং যত্র তৎ শৃণুত। যতঃ সুধায়া অপি

মধুরম্ অত এব বিবুধালয়তোঽপি স্বর্গাদপি দুর্লভং সপ্তম্যাস্তসিঃ। রাধাকৃষ্ণোপাসনালভ্যত্বাৎ তত্রেদং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।

হে পণ্ডিতগণ, জয়দেববর্ণিত এই রতিবঞ্চিত খণ্ডিতা যুবতীর বিলাপ শ্রবণ করুন, ইহা সুধা হইতেও মধুর এবং স্বর্গেও দুর্লভ। ৯।

তদেবং পশ্যন্ত্যাঃ প্রসরদনুরাগং বহিরিব
প্রিয়াপাদালক্তচ্ছুরিতমরুণদ্যোতি হৃদয়ম্।
মমাদ্য প্রখ্যাতপ্রণয়ভরভঙ্গেন কিতব
ত্বদালোকঃ শোকাদপি কিমপি লজ্জাং জনয়তি ॥ ২ ॥

তথৈব পুনরাহ তবেতি। হে কিতব! ত্বদালোকোঽপি ত্বদাগমনপ্রতীক্ষিণ্যাঃ মম প্রসিদ্ধপ্রেমাতিশয়ভঙ্গেন ত্বদ্বিয়োগদুঃখাদপ্যনির্ব্বচনীয়াং জীবনমরণয়োঃ সন্দেহাপাদিকাং লজ্জাং জনয়তি। কুতো লজ্জাজননং তবেদমরুণদ্যুতি হৃদয়ং পশ্যন্ত্যাঃ ততোঽপি কুতঃ প্রিয়ায়াস্তস্যাঃ পাদালক্তেন ব্যাপ্তম্। তত্রোৎপ্রেক্ষতে প্রসরদনুরাগং বহির্গতমিব প্রবৃদ্ধিং গচ্ছন্ননুরাগো হৃদয়ং ভিত্বা বহির্নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

হরি! প্রিয়ার চরণালক্তে রঞ্জিত হইয়া তোমার হৃদয় অরুণবর্ণ কান্তি ধারণ করিয়াছে, যেন অন্তরের অনুরাগ বাহিরে প্রসারিত হইয়াছে। শঠ! ইহা দেখিয়া আজ আমার মনে প্রণয়ভঙ্গজন্য দুঃখ অপেক্ষাও কেমন এক প্রকার লজ্জা উপস্থিত হইতেছে। ২।

অন্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্মন্দারবিস্রংসন-
স্তম্ভাকর্ষণদৃষ্টিহর্ষণমহামন্ত্রঃ কুরঙ্গীদৃশাম্ ।
দৃপ্যদ্দানবদূয়মানদিবিষদ্দুর্ব্বারদুঃখাপদাং
ভ্রংশঃ কংসরিপোর্ব্যপোহতু স বোঽশ্রেয়াংসি বংশীরবঃ ॥ ৩

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে খণ্ডিতাবর্ণনে
বিলক্ষলক্ষ্মীপতির্নামাষ্টমঃ সর্গঃ ॥ ৮ ॥

অথ শ্রীরাধিকায়া অতিগাঢ়মাননির্ব্বন্ধমভিপ্রেত্য আত্মপ্রযত্নশিথিলেঽপি বংশীসাহায্যেনাবশ্যং মানোঽপযাস্যতীতি সখী তদনুনয়ে প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি স্মরন্ কবির্বংশীধ্বনিং বর্ণয়ন্নাশিষমাতনোতি অন্তরিতি। কংসরিপোর্বংশীরবো বো যুষ্মাকম্ অশ্রেয়াংসি ব্যপোহতু বিগতবিঘ্নানি করোতু নিত্যং দদাত্বিত্যর্থঃ। কীদৃশঃ কুরঙ্গীদৃশাং মনোমোহনে মৌলিঘূর্ণনে চলন্মন্দারকুসুমানাং বিস্রংসনে স্তম্ভনে আকর্ষণে দৃষ্টিহর্ষণে বশীকরণে মহামন্ত্রঃ। কীদৃশঃ দর্পযুক্তৈর্দানবৈর্দূয়মানানাং দেবানামনিবার্য্যদুঃখপঙ্‌ক্তীনাং ধ্বংসঃ স্রংসনরূপঃ নাশক ইত্যর্থঃ তচ্ছ্রবণমাত্রেণ দেবা দৈত্যভয়ান্মুচ্যন্ত ইতি ভাবঃ। অত এব বিলক্ষো গাঢ়মান-বিলোকাদ্ বিস্ময়ানিতো লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীরাধাপতির্যত্র স ইতি ॥ ৩।

ইতি বালবোধন্যাম্ অষ্টমঃ সর্গঃ।

অনুবাদ।

কংসরিপুর যে অদ্ভুত বংশীধ্বনি হরিণনয়নাগণের হৃদয়মোহনে মস্তক কম্পিত করণে কবরী কুসুমের বিস্রংসনে, বুদ্ধিভ্রংশ করণে, চিত্ত আকর্ষণে করিতে ও দৃষ্টির হর্ষ উৎপাদন করিতে মহামন্ত্রস্বরূপ, যাহা দৃপ্ত দানবভয়পীড়িত, দেবগণের দুর্নিবার দুঃখ বিনাশ করে, তাহা তোমাদের অমঙ্গল হরণ করুক ॥ ৩ ॥

ইতি অষ্টম সর্গ।

নবমঃ সর্গঃ।

মুগ্ধমুকুন্দঃ।

তামথ মন্মথখিন্নাং রতিরসভিন্নাং বিষাদসম্পন্নাম্।

অনুচিন্তিতহরিচরিতাং কলহান্তরিতামুবাচ রহঃ সখী ॥ ১

অথ প্রণতাপি মানানপগমাৎ উপেক্ষয়া আহ হরৌ অন্তর্হিতে সতি অন্তরুৎসুকামপি বহির্মানাবকুণ্ঠিতামালক্ষ্য সখী প্রাহ তামথেতি। অথ অনন্তরং শ্রীরাধাং সখীরহ উবাচ কীদৃশীং মন্মথেন খিন্নাং যতঃ কলহান্তরিতাং তদবস্থাং প্রাপ্তাম্ অত এব রতিরসেন খণ্ডিতাং ততো বিষাদযুক্তাম্ অতোঽনুবারং চিন্তিতং হরিচরিতং চাটূক্তিপাদপ্রপতনাদি যয়া তাম্। যা সখীনাং পুরঃ পাদ-পতিতং বল্লভং রুষা। নিরস্য পশ্চাৎ তপতি কলহান্তরিতা হি সেতি কলহান্তরিতা-লক্ষণম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর মন্মথখিন্না, রতিরসে বঞ্চিতা, বিষণ্ণা এবং হরির নিষ্ঠুর চরিত চিন্তায় নিমগ্না, কলহান্তরিতা রাধিকাকে কোন সখী প্রবোধ দিয়া বলিতে লাগিলেন। ১।

গীতম্। ১।

রামকিরীরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

হরিরভিসরতি বহতি মৃদুপবনে।

কিমপরমধিকসুখং সখি ভবনে ॥ ক ॥

মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে ॥ (ধ্রুবম্) ॥

অস্যাপি রামকিরীরাগযতিতালৌ। কিমুবাচেত্যাহ মাধবেত্যাদিনা। অয়ে ইতি সম্বোধনে মানিনি মাধবে মানং মা কুরু মাধব ইতি মধুবংশোদ্ভবে শ্রিয়া

মহাসম্পত্তেঃ পত্যৌ চেতি মানানর্হত্বমুক্তম্। কথং বঞ্চকেঽস্মিন্ মানো ন বিধেয় ইত্যাহ মৃদুপবনে বহতি সতি হরির ভিসরতি হে সখি ভবনে অতঃ পরং সুখং কিমস্তি মাধবাভিসরণাদন্যৎ সুখং নাস্ত্যেব ॥ ধ্রু ॥ ক ॥

অনুবাদ।

অয়ি মানিনি, মাধবের প্রতি মান করিও না। হরি তোমার অভিসারে আসিয়াছেন, মন্দ মন্দ সমীরণ বহিতেছে, সখি গৃহে আর ইহা অপেক্ষা কি অধিক সুখ আছে? ক।

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্।
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্ ॥ খ ॥

সুখমস্তু তেন মম কিমিতি চেৎ, স্তনাভ্যাং কিমপরাদ্ধমিতি সোৎপ্রাসমাহ। কুচকলসং কিমর্থং বিফলীকরুষে যতস্তালফলাদপি শ্রেষ্ঠং তথা সরসং রসশাস্ত্রোক্ত-লক্ষণং তদনুভবং বিনা অস্য বিফলীকরণং ন যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

তালফল অপেক্ষাও পীনতর এবং অতি সরস, এই কুচকলস কেন বিফল করিতেছ? খ।

কতি ন কথিতমিদমনুপদমচিরম্।
মা পরিহর হরিমতিশয়রুচিরম্ ॥ গ ॥

ত্বদুপদেশং কিমর্থং ক্রিয়তে ইত্যাহ। ইদমধুনৈবানুক্ষণং কিয়দ্বা ন কথিতং হরিং মনোহরণশীলং মা ত্যজ যতো অতিশয়েন সুন্দরম্ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

এইমাত্র তোমাকে বার বার কত বুঝাইলাম, সখি, এমন নিরতিশয় সুন্দর নাগরকে পরিত্যাগ করিও না। গ।

কিমিতি বিষীদসি রোদিষি বিকলা।
বিহসতি যুবতিসভা তব সকলা ॥ ঘ ॥

এতৎ শ্রুত্বাশ্রুমুখীং প্রত্যাহ। ত্বমধুনা কিমিতি বিষীদসি বিকলা সতী রোদিষি মা বিষীদ মা রোদ ইত্যর্থঃ। কথং তব সকলা প্রতিপক্ষযুবতিসভা বিশেষেণ হসতি ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

তুমি কেন বৃথা বিষণ্ণ হইতেছ? কেনই বা ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছ? দেখ, এই যুবতীরা সকলেই হাসিতেছে। ঘ।

সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।
হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥ ঙ ॥

যথেয়ং ন বিহসতি তথোপদিশ ইত্যাহ। সাম্বুজপত্রৈঃ পদ্মপত্রৈ রচিতশয্যায়াং হরিমবলোকয় ততঃ কিং স্যাৎ নয়নে সফলয় ত্রিভুবননয়নমহোৎসবাবলোকাৎ অন্যফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

সখি, এই সজল-নলিনী-দল-রচিত শীতল শয্যায় হরিকে অবলোকন কর, তোমার নয়নযুগল সফল হউক। ঙ।

জনয়সি মনসি কিমিতি গুরুখেদম্।
শৃণু মম বচনমনীহিতভেদম্ ॥ চ ॥

এতৎ শ্রুত্বাপি খিদ্যন্তীং প্রাহ। মনসি গুরুখেদং কিমিতি জনয়সি নৈবং বিধেয়ং মম বচনং শৃণু কীদৃশম্ অনীহিতমচেষ্টিতমনভিলষিতমিতি যাবৎ প্রকৃতে তু অনীহিতং বিরহদুঃখমেব তস্য ভেদো যস্মাৎ তৎ ॥ চ ॥

অনুবাদ।

তুমি কি জন্য মনকে অত্যন্ত বিষাদিত করিতেছ? আমার কথা শুন তোমার বিরহবেদনা দূর হইবে। চ।

হরিরুপযাতু বদতু বহুমধুরম্।
কিমিতি করোষি হৃদয়মতিবিধুরম্ ॥ ছ ॥

শ্রোতব্যমেবাহ। হরিরুপ সমীপং যাতু বহু চাটু করোতু হৃদয়মতিবঞ্চিতং কিমিতি করোষি শ্রীকৃষ্ণস্য মধুরবচনেন মোদয়স্ব চিত্তং মা খেদয় ইত্যর্থঃ ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

হরি তোমার নিকট আসিয়া হৃদয় খুলিয়া মধুর আলাপ করুন। তুমি বৃথা কেন চিত্তকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছ? ছ।

শ্রীজয়দেবভণিতমতিললিতম্।
সুখয়তু রসিকজনং হরিচরিতম্ ॥ জ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং রসিকজনং সুখয়তু যতঃ হরেশ্চরিতং যত্র তৎ অত এবাতিললিতম ॥ জ ॥

অনুবাদ।

জয়দেব কথিত অতি সুললিত এই হরি চরিত রসিকজনের সুখ উৎপাদন করুক। জ।

স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি যৎ প্রণমসি স্তব্ধাসি যদ্রাগিণি
দ্বেষস্থাসি যদুন্মুখে বিমুখতাং যাতাসি তস্মিন্ প্রিয়ে।
তদ্ যুক্তং বিপরীতকারিণি তব শ্রীখণ্ডচর্চ্চা বিষং
শীতাংশুস্তপনো হিমং হুতবহঃ ক্রীড়ামুদো যাতনাঃ ॥ ২ ॥

অথ তস্যামনুত্তরায়াং সের্য্যমেবাহ স্নিগ্ধ ইতি। তস্মিন্ প্রিয়ে স্নিগ্ধে যৎ পরুষাসি নিষ্ঠুরাসি প্রণমতি প্রণতে স্তব্ধাসি দণ্ডবৎ স্থিতাসি যদ্রাগিণ্যনুরাগযুক্তে দ্বেষং যাসি বিরক্তাসি যদুন্মুখে তন্মুখাবলোকনোৎসুকে বিমুখতাং যাতাসি হে বিপরীতকারিণি তদেতৎ তে যদ্ বিপরীতং যাতং তদ্ যুক্তমেব তৎ কিমিত্যাহ

চন্দনলেপো যদ্বিষমিবোদ্বেজকঃ চন্দ্রঃ সূর্য্যবত্তাপকঃ হিমং বহ্নিবদ্দাহকং রতি-জনিতহর্ষাস্তীব্রবেদনাঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

মানিনি! তুমি স্নেহার্দ্র ব্যক্তির প্রতি যখন পরুষতা প্রকাশ করিতেছ, প্রণতের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইতেছ, অনুরক্তের প্রতি দ্বেষ করিতেছ এবং প্রণয়োৎসুক প্রিয়তমের প্রতি বিমুখ হইতেছ, তখন চন্দনবিলেপন তোমার পক্ষে বিষবোধ হইবে না কেন? চন্দ্রই বা উত্তাপ প্রদান করিবে না কেন? তুষারই বা অঙ্গ দগ্ধ করিবে না কেন? রতি-কেলি-জনিত আনন্দই বা যাতনা স্বরূপ হইবে না কেন? তুমি যেমন বিপরীতকারিণী, তেমনি তোমার পক্ষে এই সমুদয় উপযুক্তই হইয়াছে। ২।

সান্দ্রানন্দপুরন্দরাদিদিবিষদ্বৃন্দৈরমন্দাদরাৎ
আনম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতেন্দিন্দিরম্।
স্বচ্ছন্দং মকরন্দসুন্দরগলন্মন্দাকিনীমেদুরং
শ্রীগোবিন্দপদারবিন্দমশুভস্কন্দায় বন্দামহে ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীজয়দেবকৃতৌ গীতগোবিন্দে মহাকাব্যে কলহান্তরিতাবর্ণনে মুগ্ধমুকুন্দো নাম নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য রাধিকাং প্রতি বক্ষ্যমাণচাটূক্তিস্মরণেন শ্রীরাধিকামহিমস্ফূর্ত্ত্যা তৎসৌভাগ্যদ্যোতনায় শ্রীকৃষ্ণস্যৈশ্বর্য্যমাহ সান্দ্রেতি। শ্রীগোবিন্দস্য পদারবিন্দম্ অশুভানাং ভক্তিপ্রতিবন্ধকানাং বিনাশায় বন্দামহে। কীদৃশং বলেনিয়মান্নিবিড় আনন্দো যেষাং তেষামিন্দ্রাদিদেবানাং বৃন্দৈরধিকাদরাদানম্রৈর্মুকুটেন্দ্রনীলমণিভিঃ সন্দর্শিতঃ ইন্দিন্দিরো ভ্রমরো যত্র তৎ কুতো যতঃ স্বচ্ছন্দং যথা স্যাৎ তথা মকরন্দবৎ সুন্দরং যথা স্যাৎ তথা গলন্ত্যা আকাশগঙ্গয়া স্নিগ্ধং যস্যৈকাংশস্যেদৃঙ্ মহিমা তেন

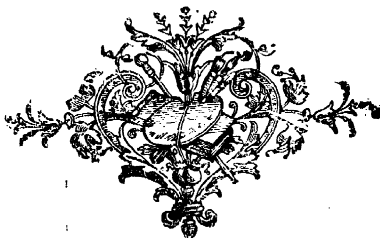
শ্রীকৃষ্ণেন যচ্চরণশিরোধারণং প্রার্থ্যতে তৎ সৌভাগ্যং কেন বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। অত এব শ্রীরাধিকামানোপশমনচিন্তয়া মুগ্ধো মুকুন্দো যত্র স ইতি॥ ৩॥

ইতি বালবোধন্যাং নবমঃ সর্গঃ॥ ৯॥

অনুবাদ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাসমাদরে প্রণত হওয়ায় তাঁহাদের মুকুটস্থ ইন্দ্রনীলমণি যে চরণকমলে ভ্রমরের ন্যায় শোভিত হয়, মকরন্দ-মনোহর মন্দাকিনী অবিরলধারে বিগলিত হইয়া যে পাদপদ্মকে স্নিগ্ধ করে, আমি অশুভ-বিনাশার্থে শ্রীগোবিন্দের সেই চরণারবিন্দ বন্দনা করি। ৩।

ইতি নবম সর্গ॥



দশমঃ সর্গঃ।

মুগ্ধমাধবঃ।

অত্রান্তরে মসৃণরোষবশামসীম-
নিশ্বাসনিঃসহমুখীং সুমুখীমুপেত্য।
সব্রীড়মীক্ষিতসখীবদনাং প্রদোষে
সানন্দগদ্গদপদং হরিরিত্যুবাচ ॥ ১ ॥

ততঃ প্রাতরারভ্যোক্তপ্রকারেণ দিবসে প্রবৃত্তে সত্যুপক্রান্তাম্বুদাবৃতেন্দু-নিশাদিবৃত্তমাহ অত্রেত্যাদিনা। অস্মিন্নবসরে প্রদোষসময়ে কিঞ্চিৎকোপোপ-শমেন প্রসন্নবদনাং শ্রীরাধাং সমীপমাগত্যানন্দেন গলদক্ষরপদসহিতং যথা স্যাৎ তথা হরিরিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ কীদৃশীম্ অতিনিশ্বাসেন নিঃসহং কান্তবচনাদি-রহিতং মুখং যস্যাস্তাং যতঃ শিথিলমানেন সখ্যায়ত্তাম্ অত এব কিমধুনা বিধেয়-মিতি সব্রীড়ং যথা স্যাৎ তথেক্ষিতং সখীবদনং যয়া তাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে রাধিকার কোপ কিঞ্চিৎ উপশমিত হইল, তথাপি দীর্ঘ নিশ্বাসভরে মানিনীর মুখকমল সাতিশয় ম্লান হইয়া রহিল, তখন হরি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাধিকা সলজ্জ-ভাবে সখীর বদনের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন; তাহা দেখিয়া হরি আনন্দ-গদ্গদ-বচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১।

গীতম্। ১।

দেশবরাড়ীরাগাষ্টকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচিকৌমুদী
হরতি দরতিমিরমতিঘোরম্।
স্ফুরদধরসীধবে তব বদনচন্দ্রমা
রোচয়তি লোচনচকোরম্॥
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানং
সপদি মদনানলো দহতি মম মানসং
পানম্॥ ক॥ (ধ্রুবম্)॥

কিমুবাচ তদাহ বদসীত্যাদিনা। অস্য দেশবরাড়ীরাগাষ্টকতালীতালৌ। দ্রুতো লঘুশ্চেতি অষ্টতালী প্রকীর্ত্তিতেতি তাললক্ষণম্। হে প্রিয়ে চারুশীলে ময়ি যো মানস্তং মুঞ্চ কীদৃশম্ অনিদানমকারণং চারুশীলায়া অকারণমানস্য অযুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। যতঃ সপদি তৎক্ষণং ত্বন্মানসমকালমেব কামাগ্নির্মম মানসং দহতি ততো মুখকমলমধুপানং দেহি অন্তর্দ্দাহস্য পানেনৈব শান্তিরিত্যর্থঃ॥ ধ্রু॥

দুরাপমিদং দূরেঽস্তু হে প্রিয়ে ত্বং যদি কিঞ্চিদপি বদসি তদা দন্তরুচিকৌমুদী মমাতিঘোরং ভয়জনকং তিমিরং হন্তি তথা তব বদনচন্দ্রমাশ্চ মম লোচনচকোরং স্ফুরদধরসীধবে উচ্ছলিতাধরসুধাপানার্থং সাভিলাষং করোতি নয়নস্য চকোরত্বেন তদেকজীবনত্বমুক্তম্॥ ক॥

অনুবাদ।

প্রিয়ে, চারুশীলে! আমার প্রতি অকারণ মান পরিত্যাগ কর; তোমার দর্শনমাত্রেই মদনানল আমার মানস দগ্ধ করিতেছে, আমার সহিত একটিমাত্রও কথা কও, তবে তোমার দশন-জ্যোতিঃস্বরূপ জ্যোৎস্নায় আমার ঘোরতর ভয়রূপ তিমির বিনষ্ট হইবে, তোমার বদনচন্দ্রমা আমার নয়নচকোরকে মনোহর অধর-সুধাপানে প্রলোভিত করিতেছে। ক।

সত্যমেবাসি যদি সুদতি ময়ি কোপিনী
দেহি খরনয়নশরঘাতম্।
ঘটয় ভুজবন্ধনং জনয় রদখণ্ডনং।
যেন বা ভবতি সুখজাতম্। খ।

ত্বদেকজীবনে ময়ি রোষো ন সংভবতি চেৎ তর্হ্যেবং কুর্ব্বিত্যাহ। হে সুদতি প্রসন্নবদনে যদি সত্যমেব ময়ি কোপিন্যসি তদা খরা এব নয়নশরাস্তৈঃ প্রহারং কুরু চেন্ন তুষ্যসি তদা ভুজাভ্যাং বন্ধনং ঘটয় তেনাপি অসন্তোষস্তদা রদনৈঃ দশনৈঃ খণ্ডনং জনয় কিং বহুনোক্তেন যেন বা সুখজাতং ভবতি সুখমুৎপদ্যতে তদেব কুরু অত্র গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ স্বীয়েঽপরাধিনি দণ্ড এবোচিতো নোপেক্ষা ইতি ভাবঃ॥ খ॥

অনুবাদ।

হে সুদর্শনে! যদি সত্যই আমার উপর কুপিত হইয়া থাক, তবে তোমার খর নয়নশরাঘাতে আমাকে জর্জ্জরিত কর, ভুজ-পাশে বন্ধন কর এবং দশনাঘাতে ক্ষত বিক্ষত কর, অথবা তোমার যাহাতে সুখ হয় তাহাই কর। খ।

ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নং।
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমনুরোধিনী
তত্র মম হৃদয়মতিযত্নম্॥ গ॥

ননু বা তব প্রিয়া সৈব দণ্ডং করোত্বিতি চেৎ তত্রাহ। ত্বমেব মম জীবনম্ অসি ত্বমেব মম ভূষণমসি ত্বদ্ব্যতিরেকেণান্যজ্জীবনাদিকমপি চেন্নাস্তি তর্হ্যঙ্গনানাং কা বার্ত্তেত্যর্থঃ যতো ভবঃ সংসারঃ স এব জলধিস্তত্র ত্বং রত্নরূপা সর্ব্বপ্রেয়সী-শ্রেষ্ঠেত্যর্থঃ যথা কশ্চিদ্রত্নাকরাৎ বিচিত্ররত্নং লবধ্বাত্মানং পূর্ণং মনুতে তথাস্মিন্

লোকে স্ত্রীরত্নং ত্বাং প্রাপ্য কৃতার্থোঽস্মীতি ভাবঃ। অত এব ভবতীহ নিরন্তরং ময্যনুকূলা ভবত্বিত্যর্থঃ মম হৃদয়মতিশয়েন যত্নো যস্য তৎ॥ গ॥

অনুবাদ।

তুমিই আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার সংসার-সমুদ্রের রত্ন-স্বরূপ। আমার হৃদয়ের একান্ত অভিলাষ যে, তুমি সতত আমার প্রতি অনুরাগবতী হও। গ।

নীলনলিনাভমপি তন্বি তব লোচনং
ধারয়তি কোকনদরূপম্।
কুসুমশরবাণভাবেন যদি রঞ্জয়সি
কৃষ্ণমিদমেতদনুরূপম্॥ ঘ॥

স্বগুণপরীক্ষণোপকরণত্বেন চেন্মামঙ্গীকরোষি তথাপি চরিতার্থঃ স্যামিত্যাহ। হে তন্বি তব লোচনং নীলনলিনাভমপি সংপ্রতি রক্তোৎপলরূপং ধারয়তি যদি এতেন ত্বয্যনুরঞ্জিনী বিদ্যাস্তি ইত্যবধারিতম্ এষানুরঞ্জনবিদ্যা ময়ি পরীক্ষ্যতাং পরীক্ষাপ্রকারমাহ ত্বং যদি কৃষ্ণরূপং মাং তেন লোচনেন কুসুমশরবাণভাবেন সানুরাগদৃষ্ট্যা রঞ্জয়সি তদিদমেব তস্য যোগ্যং ভবতি শিক্ষিতা বিদ্যা প্রয়োগেণৈব জ্ঞায়তে ইত্যর্থঃ॥ ঘ॥

অনুবাদ।

হে কৃশাঙ্গি! তোমার নীলোৎপল-শ্যাম লোচনযুগলও রক্তোৎপলের রূপ ধারণ করিয়াছে, এখন যদি কৃষ্ণকে সানুরাগে অবলোকন করিয়া রঞ্জিত কর, তবে উহার অনুরূপ কার্য্য করা হয়। ঘ।

স্ফুরতু কুচকুম্ভয়ো- রুপরি মণিমঞ্জরী
রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।
রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে
ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্ ॥ ৬ ॥

তচ্ছ্রবণেন কিঞ্চিৎপ্রসন্নাং বীক্ষ্যাহ। ততশ্চ মণিমালা কুচকুম্ভয়োরুপরি চঞ্চলা ভবতু তেন কিং স্যাৎ তব হৃদয়দেশং শোভয়তু কাঞ্চ্যপি ঘনজঘনমণ্ডলে শব্দায়তাং কীদৃশং শব্দং কুরুতাং মন্মথস্যাজ্ঞাং ঘোষয়তু বচনভঙ্গ্যা প্রার্থনা-বিশেষোঽয়ম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

কুচকলসের উপর মণিময় হার চঞ্চল হইয়া তোমার হৃদয়-দেশকে রঞ্জিত করুক। মেখলাও ঘন-জঘনমণ্ডলে শব্দায়মান হইয়া মন্মথের আজ্ঞা ঘোষণা করুক। ৬।

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং
জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।
ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং
সরসলসদলক্তকরাগম্ ॥ ৮ ॥

অথাপ্যানুত্তরমাহ। হে স্নিগ্ধবচনে ভণ আজ্ঞাপয় কিমাজ্ঞাপয়ামি তব চরণ-দ্বয়ং সরসেন লসতা অলক্তকেন রাগো যত্র তাদৃশং করবাণি যতঃ স্থলকমলগঞ্জনং গঞ্জয়তীতি গঞ্জনং তত্তিরস্কারকমিত্যর্থঃ আরক্তত্বাৎ কোমলত্বাচ্চ অত এব মম হৃদয়-রঞ্জনং যতো জনিতো রতিরঙ্গে পরভাগঃ পরমশোভা যেন তৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।

হে স্নিগ্ধ-মধুর-ভাষিণি, একবার আমায় আজ্ঞা কর, আমি এই রতিরঙ্গের পরম সহায়, স্থলপদ্মের পরাভবকারী এবং আমার হৃদয়রঞ্জন তোমার চরণযুগলকে সরস অলক্তকরাগে রঞ্জিত করি। ৮।

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারম্।
জ্বলতি ময়ি দারুণো মদনকদনানলো
হরতু তদুপাহিতবিকারম্ ॥ ছ ॥

অতস্তদঙ্গীকারেণৈব মম তাপোপশমনমিতি সর্ব্ববিজয়ি তদদ্‌গুণস্ফূর্ত্তিপরবশঃ সন্ প্রার্থয়তে; হে প্রিয়ে মম শিরসি পদপল্লবমর্পয় কীদৃশমুদারং বাঞ্ছিতপ্রদম্ অতো মহৎ কিমর্থং স্মরগরলং খণ্ডয়তীতি তৎ। ন কেবলমিদং খণ্ডনং ভূষণঞ্চ। কথমেবং প্রার্থয়সে ইত্যাহ। কামক্লেশ এব দারুণোঽরুণঃ সূর্য্যো ময়ি জ্বলতি অতস্তেনোপাহিতবিকারং হরতু তদ্ধারণমাত্রেণ তাপোঽপযাস্যতীত্যর্থঃ। অরুণঃ স্ফুটরাগে স্যাৎ সূর্য্যে সূর্য্যস্য সারথাবিতি বিশ্বঃ ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

কামগরলের খণ্ডনকারী তোমার এই উদার পদপল্লব আমার মস্তকে প্রদান কর, ইহা আমার শিরোদেশের ভূষণ-স্বরূপ হউক। দারুণ মদনানল আমার দেহকে সন্তপ্ত করিতেছে, তোমার চরণ-কৃপায় সে সন্তাপ দূর হউক। ছ।

ইতি চটুলচাটুপটু- চারুমুরবৈরিণো
রাধিকামধি বচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতী- রমণজয়দেবকবি-
ভারতীভণিতমতিশাতম্ ॥ জ ॥

ইত্যুক্তপ্রকারং মুরবৈরিণো রাধিকাং লক্ষ্যীকৃত্য বচনসমূহো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে পরমপ্রেয়সীত্বেনেতি। কীদৃশং চটুলং চঞ্চলম্ অনেকপ্রকারমিতি যাবৎ চটুলচাটুনা পটু মানাপয়নসমর্থং চারু শোভনং কীদৃশম্ অতিশাতং পরমসুখপ্রদমিত্যর্থঃ পদ্মাবতী শ্রীরাধিকাপরতয়া তথানাম্নী শ্রীজয়দেবপত্নী তদ্রম-

বর্ণনাদিনা তস্যা রমণস্য জয়দেবকবের্ভারত্যা ভণিতম্। শর্ম্মশাতসুখানি চেত্যমরসিংহঃ॥ জ॥

অনুবাদ।

রাধিকার প্রতি মুরারির বিবিধপ্রকার মনোরম চাটু উক্তি-স্বরূপ পদ্মাবতী-রমণ জয়দেব কবির এই অতি বিশদ বাক্য উৎকর্ষ লাভ করুক। জ।

পরিহর কৃতাতঙ্কে শঙ্কাং ত্বয়া সততং ঘন-
স্তনজঘনয়াক্রান্তে স্বান্তে পরানবকাশিনি।
বিশতি বিতনোরন্যো ধন্যো ন কোঽপি মমান্তরং
প্রণয়িনি বিধেহি পরীরম্ভারম্ভে বিধেয়তাম্ ॥ ২ ॥

অথ তদর্থন্তু অপরং কৃত্যং বিজ্ঞাপয়িতুমাহ পরীতি। অন্যস্ত্রীসম্ভোগবিতর্কঃ শঙ্কা, কৃতঃ আতঙ্কঃ শঙ্কা যয়া হে তাদৃশি শঙ্কাং পরিহর কথং ত্বয়া নিরন্তরং ব্যাপ্তে মনসি অন্তরমভ্যন্তরং বিতনোস্তনুশূন্যাৎ কামাদন্যো ধন্যস্তাদৃক্‌সৌভাগ্যবান্ জনঃ কোঽপি ন প্রবিশতি। মনোদ্বারেণৈব এতদভ্যন্তরং প্রবিশতি মে মনঃ চেতঃ ত্বয়া ব্যাপ্তং কেন পথা প্রবেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। অত এবাবকাশশূন্যে ইতরাবকাশাবসরশ্চেন্মনসি নাস্তাং তৎ কথং সাধারণদৃষ্টিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। শঙ্কাং ত্যক্ত্বা চ কিং কর্ত্তব্যং হে প্রণয়িনি পরিরম্ভস্যারম্ভে ইতিকর্ত্তব্যতাং কুরু॥ ২॥

অনুবাদ।

হে প্রণয়-ভঙ্গশঙ্কিনি, আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। হে স্তন-জঘন-শালিনি, তুমি যখন আমার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছ, তখন আর তাহাতে অবকাশ কোথায়? কেবল একমাত্র ভাগ্যবান্ অনঙ্গ ব্যতিরেকে আর কেহই আমার অন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহে! প্রণয়িনি! আলিঙ্গন প্রদানে আমাকে আদেশ কর। ২।

মুগ্ধে বিধেহি ময়ি নির্দ্দয়দন্তদংশ-
দোর্ব্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপীড়ানানি।
চণ্ডি ত্বমেব মুদমঞ্চ ন পঞ্চবাণ-
চাণ্ডালকাণ্ডদলনাদসবঃ প্রয়ান্তি ॥ ৩ ॥

যদি মদ্বচনান্ন প্রত্যেষি তর্হি স্বয়মেব দণ্ডমাচরেত্যাহ মুগ্ধ ইতি। স্বীয়ে দণ্ড মর্ষণান্মুগ্ধ ইতি সম্বোধনং কোপাবেশান্নৈতদ্বুধ্যস ইতি চণ্ডীতি ত্বমেব মুদমঞ্চ প্রাপ্নুহী ত্যথঃ তৎপ্রকারমাহ ময়ি নির্দ্দয়দন্তদংশদোর্ব্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপীড়নানি বিধেহি এতানি বিধায় মুদমাপ্নুহীত্যর্থঃ। কিমেতাবতা সেৎস্যতি পঞ্চবাণ এব চাণ্ডালঃ দুষ্টচেষ্টত্বাৎ তস্য বাণপ্রহারাৎ প্রাণা ন প্রয়ান্ত ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

মুগ্ধে! দশনদংশনে শাস্তি প্রদান কর, ভুজলতাপাশে বন্ধন করিয়া স্তনভারে নিপীড়িত কর, চণ্ডি! তুমি আমায় শাসন করিয়া হৃষ্ট হও, চণ্ডাল পঞ্চবাণ কামের বাণপ্রহারে যেন আমার প্রাণ-বিনাশ না হয়। ৩।

শশিমুখি তব ভাতি ভঙ্গুরভ্রূ-
র্যুবজনমোহকরালকালসর্পী।
তদুদিতভয়ভঞ্জনায় যূনাং
ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ ॥ ৪ ॥

মম কোপো নাস্ত্যেব চেদাহ শশীতি। হে শশিমুখি ভঙ্গুরভ্রূর্ভাতি কোপিনী চেন্নাসি তৎ কুতো ভ্রুবোর্ভঙ্গুরত্বমিতি ভাবঃ। সহজৈব ভ্রূর্ভঙ্গুরা ন কোপাৎ যুবক-জনস্য মোহনায় ভয়ঙ্করী কালসর্পী ভীত্যুৎপাদনং কোপাদেবেত্যর্থঃ। তর্হি তয়া দষ্টস্য তবৌষধাভাবাদনর্থাপত্তিরেব স্যাদত আহ তস্যা উদিতস্য ভয়স্য নাশায় যূনামস্মাকম্ বহুবচনং তস্যাঃ প্রসন্নতামালক্ষ্যাত্মনো বহুমানিত্বাৎ ত্বদধরসীধুসুধৈব সিদ্ধমন্ত্রঃ নান্যৎ কিঞ্চিদিত্যর্থঃ মাদকত্বাৎ সীধু ইতি মধুরত্বাৎ সুধেত্যুক্তম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

হে বিধুমুখি, তোমার ভ্রূলতা কুটিল হইয়া করাল কালসর্পীর ন্যায় আমাকে মূর্চ্ছিত করিতেছে, আমার সেই ভয়ভঞ্জন তোমার অধরসুধাই একমাত্র সিদ্ধ-মন্ত্র-স্বরূপ। ৪।

ব্যথয়তি বৃথামৌনং তন্বি প্রপঞ্চয় পঞ্চমং
তরুণি মধুরালাপৈস্তাপং বিনোদয় দৃষ্টিভিঃ।
সুমুখি বিমুখীভা ং তাবদ্বিমুঞ্চ ন মুঞ্চ মাং
স্বয়মতিশয়স্নিগ্ধে মুগ্ধে প্রিয়োহয়মুপস্থিতঃ॥ ৫ ॥

এবমুক্তেঽপ্যনুত্তরামাহ ব্যথয়তীতি। হে তন্বি মদলাভাৎ ত্বমপি কৃশাসীত্যর্থঃ যস্মাদ্ বৃথামৌনং মাং ব্যথয়তি তস্মাৎ পঞ্চমং স্বরং প্রপঞ্চয় বিস্তারয় মধুরং বদেত্যর্থঃ তেন কিং স্যাৎ হে তরুণি মধুরালাপৈস্তাপমপসারয় কিঞ্চ হে সুমুখি কৃপাবলোকৈঃ তাবদৌদাস্যং ত্যজ মাং ন মুঞ্চ সুমুখ্যা বিমুখীভাবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ। কথমেবং করোমি তত্রাহ হে মুগ্ধে বিচারানভিজ্ঞে প্রিয়োঽয়মতিশয়স্নিগ্ধঃ কথং স্নিগ্ধজ্ঞানং স্বয়মনাহূত এবাগতঃ অতস্ত্যাগে মূঢ়ৈবেত্যর্থঃ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

তন্বি! কেন বৃথা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ, ইহাতে আমি বড় ব্যথা পাইতেছি। তরুণি! একবার পঞ্চমস্বরে সম্ভাষণ কর, মধুরালাপে আমার হৃদয়-সন্তাপ বিমোচন কর। সুমুখি! বিমুখতা পরিত্যাগ করিয়া একবার আমার প্রতি প্রসন্ননেত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। মুগ্ধে, আমি অতিশয় অনুরক্ত হইয়া তোমার চিত্তবিনোদনার্থ স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি, আমায় পরিত্যাগ করিও না। ৫।

বন্ধূকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূনপদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥ ৬ ॥

অতঃ পঞ্চপুষ্পাঙ্কিতমাস্যং তে পুষ্পায়ুধবিলাসেন মাং দুনোতীতি ভঙ্গ্যাস্তদঙ্গানি স্তৌতি বন্ধূকেতি। হে চণ্ডি হে প্রিয়ে স প্রসিদ্ধঃ পুষ্পায়ুধস্ত্বন্মুখসেবয়া বিশ্বং বিজয়তে অভিভবতি এতদহমুৎপ্রেক্ষে পুষ্পাণি ত্বন্মুখে সন্তীতি পুষ্পায়ুধস্য ত্বন্মুখসেবোৎপ্রেক্ষিতা। কানি পুষ্পাণি তবায়মধরো বন্ধূকপুষ্পস্য দ্যুতের্বান্ধবঃ লোহিতত্বাৎ সাম্যং গণ্ডে মধূকপুষ্পস্য ছবিশ্চকাস্তি পাণ্ডুত্বাদত্র সাম্যং নীলনলিনশ্রীমোচনে লোচনে কার্ষ্ণ্যাদত্র সাম্যং নাসা তিলপ্রসূনপদবীমন্বেতি অত্রাকৃত্যা সাম্যং হে কুন্দাভদন্তি অত্র শৌক্ল্যাৎ সাম্যং ত্বন্মুখসেবয়ৈতানি পুষ্পাণি লব্ধ্বা তৈরেবায়ুধৈর্বিশ্বং জয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

চণ্ডি! তোমার এই অরুণবর্ণ অধরের দ্যুতি বন্ধূক পুষ্পের ন্যায়, পাণ্ডুবর্ণ গণ্ডস্থলে মধূকপুষ্পের কান্তি শোভা পাইতেছে; লোচনদ্বয় ইন্দীবরশ্রীকে পরাভব করিয়াছে, নাসিকা তিলপুষ্পের পদবী প্রাপ্ত হইয়াছে, দন্তে কুন্দপুষ্পের আভা দেখা যাইতেছে, সুন্দরি! তোমার বদনে পুষ্পায়ুধের প্রায় সমস্ত অস্ত্রই বিদ্যমান; তোমার মুখসেবা করিয়াই অনঙ্গ বিশ্ববিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে। ৬।

দৃশৌ তব মদালসে বদনমিন্দুসন্দীপনং
গতির্জনমনোরমা বিজিতরম্ভমূরুদ্বয়ম্।
রতিস্তব কলাবতী রুচিরচিত্রলেখে ভ্রুবা-
বহো বিবুধযৌবতং বহসি তন্বি পৃথ্বীগতা ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ হে তন্বি ক্ষীণাপি ত্বং পৃথিবীগতাপি দেবযুবতিসমূহং বহসীত্যহো আশ্চর্য্যং তৎপ্রকারমাহ তব দৃশৌ মদালসে মদজন্যহর্ষেণ অলসে স্বর্গে ত্বেকৈব মদালসা নাম্নী

অঙ্গনা মম অঙ্গনা ত্বং মদালসে দ্বে দৃশৌ ধারয়সীত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ তবেতি সর্ব্বত্র অন্বেতি তথা বদনমিন্দুং সন্দীপয়তীতি তৎ তত্রেন্দু-সন্দীপনী নাম্নী কিঞ্চ গতিঃ-জনস্থ মম মনোরমা তত্র মনোরমা নাম্নী অপরঞ্চ উরুদ্বয়ং তিরস্কৃতা কদলী যেন তৎ তত্র রম্ভানাম্নী রতিঃ কৌশলবতী তত্র কলাবতী নাম্নী ভ্রুবৌ রুচিরে চিত্রলেখে ইব তত্রৈকা চিত্রলেখা ইতি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।

প্রিয়ে! তোমার দৃষ্টি মদালসা, বদনশ্রী ইন্দুসন্দীপনী, গতি মনোরমা, উরুদ্বয় রম্ভার পরাভবকারী, রতি কলাবতী এবং ভ্রূযুগল সুন্দর চিত্রলেখাময়ী। কি আশ্চর্য্য, তুমি পৃথিবীতে থাকিয়াও নিজ অঙ্গে স্বর্গের যুবতীবৃন্দকে ধারণ করিতেছ। ৭।

প্রীতিং বস্তনুতাং হরিঃ কুবলয়াপীড়েন সার্দ্ধং রণে
রাধাপীনপয়োধরস্মরণকৃৎকুম্ভেন সম্ভেদবান্।
যত্র স্বিদ্যতি মীলতি ক্ষণমথ ক্ষিপ্তে দ্বিপে তৎক্ষণাৎ
কংসস্যালমভূজ্জিতং জিতমিতি ব্যামোহকোলাহলঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে মানিনীবর্ণনে মুগ্ধমাধবো নাম দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

এবং স্বপ্রিয়া-গুণকীর্ত্তনাবেশান্মহা-সঙ্কটস্থানানুভূত-তৎস্পর্শসুখস্মরণ-পরবশং শ্রীকৃষ্ণং বর্ণয়ন্নাশাস্তে প্রীতিমিতি। হরির্বো যুষ্মাকং প্রীতিং তনুতাং কীদৃশঃ রণে কুবলয়াপীড়েন সম্ভেদবান্ আসঙ্গবান্ কীদৃশেন শ্রীরাধায়াঃ পীনপয়োধরয়োঃ স্মরণকৃতৌ সাদৃশ্যেন সংস্কারোদ্বোধকতয়া স্মারকৌ কুম্ভৌ যস্ত তেন যত্র সম্ভেদে তৎস্পর্শসুখেন সাত্ত্বিকোদয়াৎ শ্রীকৃষ্ণে ক্ষণং স্বিদ্যতি সতি মীলতি চ সতি কংসস্য অস্মাভির্জ্জিতং জিতমিতিব্যামোহকোলাহলোঽভূৎ তেমাবহিতেন অস্মাভিঃ শ্রীকৃষ্ণেন ক্ষিপ্তে দ্বিপে সতি তৎক্ষণাৎ অনেন জিতং জিতমিতি ব্যামোহ-

কোলাহলোঽভূৎ। পূর্ব্বত্র ব্যামোহ আনন্দেন উত্তরত্র তু শোকেনেতি জ্ঞেয়ম্। অত এব সর্গোঽয়ং শ্রীরাধাস্মরণবিকারবর্ণনে মুগ্ধো মনোহরো মাধবো যত্র স ইতি ॥ ৮ ॥

ইতি বালবোধন্যাং দশমঃ সর্গঃ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।

কংসের কুবলয়াপীড় নামক হস্তীর সহিত যুদ্ধকালে তাহার বিশাল কুম্ভদেশ অবলোকন করিয়া কৃষ্ণের মনে রাধার পীনপয়োধরের কথা উদিত হইলে, অমনি সাত্বিকভাবের উদয় হওয়ায় ক্ষণকালের জন্য যে শ্রীকৃষ্ণের শরীর স্বেদজলে পূর্ণ ও লোচনযুগল নিমীলিত হইয়াছিল, কিন্তু ক্ষণকাল পরেই তিনি সেই হস্তীকে দূরে নিক্ষেপ করিলে, জয় জয় বলিয়া কংসের পক্ষ হইতে শোকসূচক কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল; সেই মনোহর হরি তোমাদের প্রীতি বর্দ্ধন করুন। ৮।

ইতি দশম সর্গ।



একাদশঃ সর্গঃ।

সানন্দগোবিন্দঃ।

সুচিরমনুনয়েন প্রীণয়িত্বা মৃগাক্ষীং
গতবতি কৃতবেশে কেশবে কুঞ্জশয্যাম্।
রচিতরুচিরভূষাং দৃষ্টিমোষে প্রদোষে
স্ফুরতি নিরবসাদাং কাপি রাধাং জগাদ ॥ ১ ॥

এবং প্রিয়াং প্রসাদ্য মেঘৈর্মেদুরমিত্যুপক্রান্তবচনাৎ সখীসম্মতিমালক্ষ্য কুঞ্জশয্যাং শ্রীকৃষ্ণে গতবতি সতি সখী শ্রীরাধামাহ সুচিরমিতি। দৃষ্টিং মুষ্ণাতি তমসাবৃণোতি দৃষ্টিমোষস্তস্মিন্ প্রদোষে স্ফুরতি সতি কেশবে চ কুঞ্জশয্যাং গতবতি সতি কাপি রাধাং জগাদ, কিং কৃত্বা বহুকালং ব্যাপ্য অনুনয়েন মৃগাক্ষীং প্রীণয়িত্বা কীদৃশীং রচিতা প্রিয়রুচিকরী ভূষা যয়া তাং পুনঃ কীদৃশীং নিরবসাদাং প্রিয়াপ্রাপ্তিজন্যাৎ দুঃখান্নির্গতাং কীদৃশে কৃতঃ প্রিয়ামনোহরো বেশো যেন তস্মিন্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

এইরূপে কেশব বহুক্ষণ অনুনয় করিয়া মৃগলোচনা রাধাকে প্রীত করিলেন এবং সুন্দর বেশবিন্যাস করিয়া কুঞ্জশয্যায় গমন করিলেন। এদিকে সন্ধ্যাদেবী ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া লোকের দৃষ্টি আবৃত করিতে লাগিল, তখন রাধিকা অবসাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোহর ভূষণে ভূষিত হইলে কোন সখী তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। ১।

গীতম্। ১।

বসন্তরাগযতিতালাভ্যাং গীয়তে।

বিরচিতচাটুবচনরচনং চরণে রচিতপ্রণিপাতম্।
সম্প্রতি মঞ্জুলবঞ্জুলসীমনি কেলিশয়নমনুযাতম্।
মুগ্ধে মধুমথনমনুগতমনুসর রাধিকে॥ ক॥ ধ্রুবম্॥

কিং জগাদ তদাহ বিরচিতেত্যাদিনা। অস্যাপি বসন্তরাগযতিতালৌ। হে মুগ্ধে সম্প্রতি অনুগতং মধুমথনমনুগচ্ছ অনুগতানুগমনশৈথিল্যান্মুগ্ধে ইতি সম্বোধনম্। অনুগতিমাহ বিরচিতা ভঙ্গ্যা প্রতিপাদিতা চাটুবচনানাং রচনা যেন তং চাটুবচনমাত্রেণ কথং জ্ঞেয়ানুগতিঃ চরণে রচিতঃ প্রণিপাতঃ প্রণতির্যেন তং ত্বৎসমীপস্থিতায়াং ময়ি কথং প্রার্থ্যতে সংপ্রতি তব প্রসাদমালক্ষ্য মনোহরবঞ্জুলকুঞ্জস্য সীমনি মধ্যভাগে যং কেলিশয়নং তত্র গতম্॥ ক॥ ধ্রু॥

অনুবাদ।

রাধিকে! শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ চাটুবাক্য প্রয়োগ ও চরণে প্রণত হইয়া তোমাকে প্রসন্ন করত সম্প্রতি মনোহর বেতসকুঞ্জ-মধ্যে কেলিশয়নে অপেক্ষা করিতেছেন, সুন্দরি! সেই অনুগত মধুসূদনের অনুসরণ কর। ক।

ঘনজঘনস্তনভারভরে দরমন্থরচরণবিহারম্।
মুখরিতমণিমঞ্জীরমুপৈহি বিধেহি মরালবিকারম্॥ খ॥

এতন্নিশম্য মৌনেন সম্মতিমূহমানা শীঘ্রং গমনপ্রকারমাহ ঘনেত্যাদিনা। জঘনে চ স্তনৌ চ জঘনস্তনং ঘনং সঙ্গতং যজ্জঘনস্তনং তস্য ভারস্য ভরোঽতিশয়ো যস্যাঃ হে তাদৃশি অত এব দরমন্থরচরণবিহারং যথা স্যাৎ তথা প্রিয়সমীপং গচ্ছ তথা মুখরিতৌ মণিমঞ্জীরৌ যত্র তচ্চ যথা স্যাৎ তথা তেন হংসপরিভবং কুরু নূপুরধ্বনের্হংসরবপরিভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। মরালো হংসপক্ষিণি নিকারঃ স্যাৎ পরিভবে ইতি বিশ্বঃ॥ খ॥

অনুবাদ।

হে ঘন-জঘন-স্তন-ভারশালিনি, মন্দ মন্দ গমনে প্রিয়তম-সমীপে গমন কর, তোমার মণিময় নূপুরের মধুর শব্দে মরালধ্বনি পরিভূত হউক। খ।

শৃণু রমণীয়তরং তরুণীজনমোহনমধুরিপুরাবম্ ।
কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি পিকনিকরে ভজ ভাবম্ ॥ গ ॥

তত্র গত্বা কিং করোমি মধুরিপো রাবং শৃণু কীদৃশমতিরমণীয়ম্ অত এব তরুণীজনানাং মোহজনকং ততঃ কোকিলসমূহে কৃতং দ্বেষং ত্যক্ত্বা ভাবং প্রীতিং কুরু ইত্যর্থঃ। কুসুমশরাসনশাসনবন্দিনি হে যুবত্যঃ কান্তসন্নাহমন্তরেণ মদ্বাণাদস্তো রক্ষিতা নাস্ত্যতো মানং ত্যজত ইতি কামাজ্ঞা তস্যাস্তাবকে ॥ গ ॥

অনুবাদ।

তথায় গমন করিয়া মধুরিপুর যুবতী-জনমোহন রমণীয়তর আলাপ শ্রবণ কর, এবং কন্দর্পের আদেশ-ঘোষক বন্দিস্বরূপ কোকিলসমূহে প্রীতিভাব অবলম্বন কর। গ।

অনিলতরলকিশলয়নিকরেণ করেণ লতানিকুরম্বম্ ।
প্রেরণমিব করভোরু করোতি গতিং প্রতিমুঞ্চ বিলম্বম্ ॥ঘ

মদ্বচনমনুমোদমানা লতাততিরপি ত্বাং প্রেরয়তীত্যাহ। হে করভোরু লতাসমূহোঽপ্যনিলতরলকিশলয়নিকরেণ তব প্রেরণং করোতি তস্মাদ্গতিং প্রতি বিলম্বং মুঞ্চ অচেতনানুকূল্যেনাপি ত্বচ্চেতো ন দ্রবতীত্যভিপ্রায়ঃ। বস্তুতস্তু উদ্দীপনমেবৈতৎ সর্ব্বম্ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

হে করভোরু, এই লতাবৃন্দ অনিলচঞ্চল কিশলয়নিকররূপ হস্ত সঞ্চালন করিয়া যেন তোমাকে গমনে অনুরোধ করিতেছে, আর বিলম্ব করিও না। ঘ।

স্ফুরিতমনঙ্গতরঙ্গবশাদিব সূচিতহরিপরিরম্ভম্।
পৃচ্ছ মনোহরহারবিমলজলধারমমুং কুচকুম্ভম্॥ ঙ॥

এবং ভাবমুদ্দীপ্য বিকারান্ দর্শয়তি যদি মদ্বচনমনাত্মীয়মিতি মন্যসে হে সখি তদাত্মীয়মমুং কুচকুম্ভং পৃচ্ছ কীদৃশম্ অনঙ্গতরঙ্গবশাৎ কম্পিতমিব। পুনঃ কীদৃশং মনোহরো হার এব বিমলা জলধারা যত্র তং কুচোঽয়ং কলসত্বেন নিরূপিতঃ কম্পিতশ্চানঙ্গতরঙ্গবশাৎ তস্মাদ্ধারোঽপি জলধারাত্বেন নিরূপিতঃ। অত্র উৎপ্রেক্ষ্যতে সূচিতং হরিপরিরম্ভমিবেতি। বামস্তনকম্পনং হি নার্য্যাঃ প্রিয়সঙ্গমং সূচয়তীতি প্রসিদ্ধেরয়মেব জিজ্ঞাস্য ইত্যর্থঃ॥ ঙ॥

অনুবাদ।

তোমার এই মনোহর হাররূপ বিমল জলধারায় পরিশোভিত কুচকলস যেন অনঙ্গতরঙ্গে কম্পিত হইয়া হরির আলিঙ্গন সূচনা করিতেছে। যদি আমার কথায় অবিশ্বাস কর, তবে ইহাকে জিজ্ঞাসা কর। ঙ।

অধিগতমখিলসখীভিরিদং তব বপুরপি রতিরণসজ্জম্।
চণ্ডি রণিতরসনারবডিণ্ডিমমভিসর সরসমলজ্জম্॥ চ॥

সংপ্রতি মাধবানুসরণে কাঞ্চ্যাদিভূষণমেব ত্বাং বাদ্যং ব্যনক্তীত্যাহ। তবেদং বপুরপি রতিরণসজ্জমিত্যখিলসখীভিরপি জ্ঞাতং কথমন্যথা কাঞ্চ্যাদিগ্রহণমিতি ভাবঃ। ন কেবলং মম এব বপুরপীত্যপেরর্থঃ ততো হে চণ্ডি রণপ্রবীণে অলজ্জং লজ্জারহিতং সরসং সোৎসাহং রসিতা রসনা সৈব রবডিণ্ডিমো বাদ্যভাণ্ডবিশেষো যত্র তচ্চ যথা স্যাৎ তথাভিসর প্রিয়াভিমুখমনঙ্গরঙ্গং যাহি রণসজ্জিতস্য বিলম্বে ভয়াশঙ্কাম্ আসঞ্জয়তীত্যর্থঃ॥ চ॥

অনুবাদ।

আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি, তোমার এই সুন্দর তনু সম্প্রতি রতিরণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছে; চণ্ডি, লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক মেখলারূপ ডিণ্ডিম বাজাইয়া সানুরাগে যুদ্ধে অগ্রসর হও। চ।

স্মরশরসুভগনখেন করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলম্।

চল বলয়ক্বণিতৈরববোধয় হরিমপি নিজগতিশীলম্ ॥ ছ ॥

তত্র গমনপ্রকারমাহ। হে সখি করেণ সখীমবলম্ব্য সলীলং যথা স্যাৎ তথা চল। কীদৃশেন স্মরশরসুভগনখেন সংগ্রামার্থং পঞ্চ নখা এব মোহনাদিকামাস্ত্রাণি তানি গৃহীত্বা গচ্ছেত্যর্থঃ গত্বা চ বলয়কণিতৈর্হরিমপি অববোধয় রণায় সাবধানং কুরু কীদৃশং নিজগতৌ ত্বৎপ্রাপ্তৌ শীলং সমাধির্যস্য। সমীচীনো যোদ্ধা হি প্রতিভটম্ অবহিতং কৃত্বৈব যুধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

তোমার হস্তের সুন্দর নখপঞ্চক মদনের পঞ্চ শরস্বরূপ। তুমি সেই করদ্বারা সখীকে ধারণপূর্ব্বক বিলাসভরে গমন কর। হরি তোমার গমনচিন্তায় মগ্ন আছেন, বলয়ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে নিজ গমন বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত কর। ছ।

শ্রীজয়দেবভণিতমধরীকৃতহারমুদাসিতবামম্।

হরিবিনিহিতমনসামধিতিষ্ঠতু কণ্ঠতটীমবিরামম্ ॥ জ ॥

শ্রীজয়দেবভণিতং হরিবিনিহিতমনসাং জনানাং কণ্ঠতটীমবিরামং যথা স্যাৎ তথা অধিতিষ্ঠতু হারাদেঃ সদ্ভাবে কথমস্যা বিরামতাসিদ্ধিস্তত্রাহ অধরীকৃতো হারো যেন তৎ ইদমেব পরমং কণ্ঠভূষণমিত্যর্থঃ ভূষণৈবৈতৃষ্ণেন বামাশক্ত্যা বিচ্ছেদঃ স্যাৎ তত্রাহ দূরীকৃতা বামা প্রকৃষ্টা রমণী যেন তৎ হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোতীত্যুক্তেঃ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

জয়দেবের এই বাক্য হার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং রমণী অপেক্ষাও রমণীয়, ইহা হরিগতচিত্ত ব্যক্তিগণের কণ্ঠে অনবরত অবস্থান করুক। জ।

সা মাং দ্রক্ষ্যতি বক্ষ্যতি স্মরকথাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ
প্রীতিং যাস্যতি রংস্যতে সখি সমাগত্যেতি সঞ্চিন্তয়ন্।
স ত্বাং পশ্যতি বেপতে পুলকয়ত্যানন্দতি স্বিদ্যতি
প্রত্যুদ্গচ্ছতি মূর্চ্ছতি স্থিরতমঃপুঞ্জে নিকুঞ্জে প্রিয়ঃ ॥২॥

অথ ত্বরয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্যাত্যুৎকণ্ঠামাহ সা মামিতি। সা প্রিয়া সমাগত্য মাং দ্রক্ষ্যতি দৃষ্ট্বা চ স্মরকথাং বক্ষ্যতি প্রেমালাপং কৃত্বা চ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গনৈঃ প্রীতিং প্রাপ্স্যতি প্রীতিযুক্তা সতী ময়া সহ রংস্যতে ইতি সংচিন্তয়ন্ স্থিরতমঃপুঞ্জে তমাল-বনান্ধকারনিবিড়ে তরুচ্ছায়ান্ধকারস্যৈব স্থিরত্বাৎ তমঃ প্রবেষ্টুমালক্ষ্যেতি শ্রীশুকোক্তিবৎ নিকুঞ্জে স প্রিয়ঃ শ্রীকৃষ্ণস্ত্বাং পশ্যতি দৃষ্ট্বা চ মুদা বেপতে পুলকয়তি আনন্দতি স্বিদ্যতি সৈষা প্রিয়া আগতেতি প্রত্যুদ্গচ্ছতি ততশ্চানন্দাবেশেন মূর্চ্ছতি ॥ ২ ॥

অনুবাদ।

সখি! তুমি কুঞ্জশয্যায় গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবে, তাঁহার সহিত রতি আলাপ করিবে, প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গন করিবে, প্রীতি প্রাপ্ত হইবে এবং রমণ করিবে; এই সকল চিন্তা করিয়া তোমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ নিবিড়ান্ধকারাবৃত নিকুঞ্জে তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে দর্শন করিতেছেন এবং কম্পিত লোমাঞ্চিত, আনন্দিত, ঘর্ম্মাক্ত, প্রত্যুদ্গত এবং মূর্চ্ছিত হইতেছেন। ২।

অক্ষ্ণোর্নিক্ষিপদঞ্জনং শ্রবণয়োস্তাপিচ্ছগুচ্ছাবলীং
মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজদাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকম্।
ধূর্ত্তানামভিসারসত্বরহৃদাং বিষ্বঙ্ নিকুঞ্জে সখি
ধ্বান্তং নীলনিচোলচারু সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি ॥ ৩ ॥

অথান্ধকারাভিসারোচিতবেশোপকরণমপ্যেতদেবেত্যাহ অক্ষ্ণোরিতি। হে সখি সর্ব্বতো ব্যাপি ধ্বান্তং সুদৃশাং প্রত্যঙ্গমালিঙ্গতি প্রিয়াভিসারানুকূল্যেন

সুখং দদাতীত্যর্থঃ। কীদৃশং নীলনিচোলাদপি চারু সর্ব্বাঙ্গাবরকত্বেনালিঙ্গনম্ উৎপ্রেক্ষিতং কীদৃশীনাম্ ধূর্ত্তানাং পরবঞ্চকানাম্ অত এবাভিসারে সত্বরং হৃদ্ যাসাং পরবঞ্চকতয়া কদাচিৎ সত্বরমভিসরেদিত্যতো বিলম্বো ন কার্য্য ইত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বৎ অক্ষোরঞ্জনং শ্রবণয়োস্তমালস্তবকশ্রেণীং মূর্দ্ধ্নি শ্যামসরোজানাং দাম কুচয়োঃ কস্তূরিকাপত্রকং পত্রভঙ্গলেখাঞ্চ নিক্ষিপৎ দূরং প্রেরয়ৎ ॥ ৩ ॥

অনুবাদ।

সখি! দেখ, অন্ধকার যেন নীলনিচোলের ন্যায় ধূর্ত্তা অভিসারোৎকণ্ঠিতা সুলোচনাদিগের প্রত্যেক অঙ্গে আলিঙ্গন প্রদান করিতেছে, চক্ষে যেন অঞ্জন লেপিয়া দিতেছে, কর্ণযুগলে যেন তমালগুচ্ছাবলী পরাইতেছে, মস্তকে যেন নীলোৎপলের মালা পরাইয়া দিতেছে এবং কুচযুগলে যেন কস্তূরিকার চিত্র রচনা করিতেছে। ৩।

কাশ্মীরগৌরবপুষামভিসারিকাণাম্
আবদ্ধরেখমভিতো রুচিমঞ্জরীভিঃ।
এতৎ তমালদলনীলতমং তমিস্রং
তৎপ্রেমহেমনিকষোপলতাং তনোতি ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ প্রেমপরীক্ষণকারণমপ্যেতদেবেত্যাহ কাশ্মীরেতি। এতৎ তমিস্রম্ অভিতঃ অভিসারিকাণাং রুচিমঞ্জরীভিরাবদ্ধরেখং সৎ প্রেমহেম্নো নিকষপাষাণতাং তনোতি কীদৃশীনাং কাশ্মীরগৌরবদ্ গৌরং বপুর্যাসাং তাসাং যথা নিকষপাষাণে সুবর্ণশুদ্ধিজিজ্ঞাসা তথা তাসাং ঘনান্ধকারে নিঃসাধ্বসতয়া গমনে জিজ্ঞাসেতি ভাবঃ কীদৃশং তমালবন্নীলতমম্ এতেনান্ধকারস্য নৈবিড্যং প্রতিপাদিতং তমালবনবিহারশ্চ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ।

কুঙ্কুম-গৌরাঙ্গী অভিসারিকাগণের শরীরের লাবণ্যরেখা চতুর্দ্দিকে পতিত হওয়ায় তমালদলসদৃশ নীলতম অন্ধকার তাহাদিগের প্রেমরূপ সুবর্ণের নিকষপ্রস্তরের শোভা ধারণ করিতেছে! ৩।

হারাবলীতরলকাঞ্চনকাঞ্চিদাম-
মঞ্জীরকঙ্কণমণিদ্যুতিদীপিতস্য।
দ্বারে নিকুঞ্জনিলয়স্য হরিং বিলোক্য
ব্রীড়াবতীমথ সখীমিয়মিত্যুবাচ ॥ ৫ ॥

ইদানীং তন্নিকটং গত্বা অত্যুৎসুকং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য গস্তমুদ্যতামপি লজ্জয়া তৎপার্শ্বমভজমানাং সখী প্রাহেত্যাহ হারেতি। নিকুঞ্জনিলয়স্য দ্বারে হরিং বিলোক্য অথানন্তরমিয়ং সখী লজ্জাবতীং সখীমিতি বক্ষ্যমাণমুবাচ। কীদৃশস্য হারাবলের্মধ্যগানাং মণীনাং কাঞ্চনকাঞ্চিদাম্নো মঞ্জীরয়োঃ কঙ্কণয়োশ্চ মণীনাং দ্যুতিভির্দীপিতস্য। তরলো হারমধ্য ইত্যমরঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর রাধিকা কুঞ্জগৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার হারযষ্টির মধ্যমণির কিরণসমূহে এবং কাঞ্চন-নির্ম্মিত কাঞ্চিদাম, নূপুর ও কঙ্কণনিহিত মণির প্রভাজালে অন্ধকার নষ্ট হওয়ায় তিনি হরিকে নিরীক্ষণ করিয়া লজ্জাবনতমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সখী তাঁহাকে এই কথা বলিতে লাগিলেন। ৫।

গীতম্ ।২।

দেশবরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাং গীয়তে।

মঞ্জুতরকুঞ্জতলকেলিসদনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস রতিরভসহসিতবদনে ॥ ক ॥

কিমুবাচ সখীত্যাহ মঞ্জুতরেত্যাদিনা। অস্যাপি বরাড়ীরাগরূপকতালৌ। হে রাধে মাধবসমীপং প্রবিশ ইহ মঞ্জুতরকুঞ্জতলমেব কেলিসদনং তত্র বিলস

রতিরভসেন হসিতং বদনং যস্যা হে তাদৃশি তবোচ্ছলিতং মন ইত্যুৎসুকতয়া হাস্য-মিষেণ প্রিয়মিলনায় বহির্নির্গতমিতি ভাবঃ॥ ক॥

অনুবাদ।

রাধিকে! রতিভরে তোমার মুখ হাস্য প্রফুল্ল হইয়াছে, তুমি এই কুঞ্জতল-স্থিত রমণীয়তর কেলিগৃহে মাধবের সমীপে গমন করিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও। ক

নবভবদশোকদলশয়নসারে।
প্রবিশ রাধে মধবসমীপমিহ
বিলস কুচকলসতরলহারে॥ খ॥

ন মন্মন উচ্ছলিতম্ অস্য তব নাগরস্য বৈকল্যমাকলয্য মধবদনং হমতীত্যস্ত আহ সর্ব্বত্র পূর্ব্ববন্মুখবন্ধযোজনা প্রতিপদশেষার্দ্ধং ধ্রুবপদম্। কেলিসদনে কীদৃশে নবভবদশোকদলৈঃ পল্লবৈ রচিতং শয়নশ্রেষ্ঠং যত্র তস্মিন্ কুচকলসয়োঃ কম্পেন তরলো হারো যস্যাঃ হে তাদৃশি কুচকম্পেনান্তর্ব্বৃত্তির্ব্যক্তা অতো দাম্যং ন কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ খ॥

অনুবাদ।

তোমার কুচকলসদ্বয় কম্পিত হওয়াতে মুক্তাহার চঞ্চল হইতেছে। দেখ, নবীন অশোক-কিশলয়ে সুন্দর শয্যা রচিত হইয়াছে; রাধিকে, তুমি এই কেলি-গৃহে মাধবের সমীপে গমন করিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও। খ।

কুসুমচয়নচিতশুচিবসগেহে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস কুসুমসুকুমারদেহে॥ গ॥

অস্যাভিপ্রায়বিশেষবিকলনাৎ কম্পোঽয়মিত্যত আহ। পুনঃ কীদৃশে কুসুম-চয়েন রচিতং শুচেঃ শৃঙ্গারস্য বাসগেহং যত্র তস্মিন্ নিকুঞ্জাভ্যন্তরে পুষ্পগৃহরচনা-বিশেষ ইতি ন পৌনরুক্ত্যং কুসুমেভ্যোঽপি সুকুমারো দেহো যস্যা হে তাদৃশি

নিকুঞ্জদ্বারগতং প্রিয়স্থাং প্রতীক্ষতে ত্বং কুসুমসুকুমারতনুরতো বাম্যমযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ গ।

অনুবাদ।

তোমার শরীর কুসুমসমূহ অপেক্ষাও কোমল; কুসুমচয়ে তোমার উপযুক্ত পবিত্র বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে; রাধিকে, তুমি এই কেলিগৃহে মাধবের সমীপে গমন করিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও। গ।

চলমলয়বনপবনসুরভিশীতে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস রতিবলিতললিতগীতে ॥ ঘ ॥

অথোদ্দীপনায়াতিশয়েন কেলিসদনমেব বর্ণয়তি। চলেন মলয়বনস্থ পবনেন সুরভি চ তৎ শীতলঞ্চ যৎ তস্মিন্ রতৌ বলিতং রতিযোগ্যং ললিতং গীতং যস্যা হে তাদৃশি অতোঽস্মিন্ প্রবিশ তদাচরেত্যর্থঃ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

মলয়-বনসঞ্চারী চঞ্চল অনিলে কুঞ্জ-গৃহ অতি সুরভি ও শীতল হইয়াছে। রাধিকে, তুমি এই কেলিগৃহে মাধবের সমীপে গমন করিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও এবং রতিরভসভরে ললিত গীত গান কর। ঘ।

বিততবহুবল্লিনবপল্লবঘনে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস চিরমলসপীনজঘনে ॥ ঙ ॥

পুনঃ কীদৃশে বিততানাং বহুবল্লীনাং নবপল্লবৈর্ঘনে নিবিড়ে অলসঞ্চ পীনঞ্চ জঘনং যস্যা হে তাদৃশি চিরমিতি বিলাসক্রিয়াবিশেষণম্ ঈদৃগ্‌জঘনং সফলং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

হে অলস-গুরুনিতম্বিনি, দেখ, বহুতর লতাপুঞ্জের নব পল্লব-মালায় কুঞ্জগৃহ নিবিড়তররূপে আচ্ছাদিত হইয়াছে; রাধিকে, তুমি এই কেলিগৃহে মাধবের সমীপে গমন করিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও। ঙ।

মধুমুদিতমধুপকুলকলিতরাবে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস মদনরভসরসভাবে ॥ চ ॥

পুনঃ কীদৃশে মধুনা মুদিতেন মধুপকুলেন বিহিতঃ শব্দো যত্র তস্মিন্। মদন-রসেন শৃঙ্গাররসেন সরসভাবঃ সারস্যংযস্যা হে তাদৃশি ঈদৃক্‌প্রভাবা ত্বাস্তব তন্নিকটপ্রবেশ এব যোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ চ ॥

অনুবাদ।

তোমার মন মদনরসে সরস হইয়াছে, বসন্তোন্মত্ত মধুকরবৃন্দ গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছে, রাধিকে, তুমি এই কেলিগৃহে মাধবের সমীপে গমন করিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও। চ।

মধুরতরপিকনিকরনিনদমুখরে।
প্রবিশ রাধে মাধবসমীপমিহ
বিলস দশনরুচিরুচিরশিখরে ॥ ছ ॥

পুনঃ কীদৃশে মধুরতরৈঃ পিকসমূহনিনদৈর্মুখরেয়োদশনা এব রুচ্যা রুচিরমাণিক্যবিশেষা যস্যা হে তাদৃশি ঈদৃগ্দশনায়াস্তৎক্রিয়াবিশেষকৃত্যমেব যোগ্যমিতি ভাবঃ। পক্কদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুরিতি হারাবলী ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

তোমার দশনপংক্তি পক্ক-দাড়িম্ববীজাভ মাণিক্যের ন্যায় মনোরম। কোকিলগণের মধুরতর নিনাদে কুঞ্জবন মুখরিত হইতেছে; রাধিকে তুমি এই কেলিগৃহে মাধবের সমীপে গমন করিয়া বিলাসে প্রবৃত্ত হও। ছ।

বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি
ভণতি জয়দেবকবিরাজরাজে ॥ জ ॥

হে মুরারে জয়দেবকবিরাজরাজে ভণতি সতি তদ্রসমিতি শেষঃ মঙ্গলশতানি কুরু কথং বিহিতঃ পদ্মাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সুখসমূহো যেন তস্মিন্ নিজেষ্টদেবোপাসনায়া নিত্যত্বসর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়াবেশেনাত্মানং বহুমন্যমানস্য কবিরাজরাজ ইতি প্রৌঢ়োক্তিরিয়ম্ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

হে মুরারি,পদ্মাবতীসুখবর্দ্ধন কবিরাজ জয়দেব এই গান রচনা করিলেন, তুমি তাঁহার প্রচুর মঙ্গল বিধান কর। জ।

ত্বাং চিত্তেন চিরং বহন্নয়মতিশ্রান্তো ভৃশং তাপিতঃ
কন্দর্পেণ চ পাতুমিচ্ছতি সুধাসংবাধবিম্বাধরম্।
অস্যাঙ্কং তদলংকুরু ক্ষণমিহ ভ্রূক্ষেপলক্ষ্মীলব-
ক্রীতে দাস ইবোপসেবিতপদাম্ভোজে কুতঃ সম্ভ্রমঃ ॥ ৬ ॥

অথ সখী প্রসাদমালক্ষ্য কৌতুকেন সনর্ম্মাহ ত্বামিতি। অয়ং ত্বাং চিত্তেন বহন্ অতিশ্রান্তঃ পীনস্তনশ্রোণীগুরুতয়েত্যর্থঃ কন্দর্পেণ চ ভৃশং তাপিতঃ অতঃ শ্রমেণ তাপেন চ পিপাসিতঃ সুধয়া সম্বাধং সঙ্কটং ব্যাপ্তমিতি যাবৎ বিম্বাধরং পাতুমিচ্ছতি তস্মাদস্যাঙ্কং ক্ষণং শোভয় অন্তঃস্থিতায়া বহিঃস্থিতস্য পানানুপপত্তেরিতি ভাবঃ অবিদিতাভিপ্রায়স্যাঙ্কপ্রবেশে মন্মনঃ সংকুচত্যত আহ ভ্রুবোঃ ক্ষেপশ্চালনং স এব লক্ষ্মীঃ ঋদ্ধিস্তস্যা লেশেন ক্রীতে কুতঃ সংকোচঃ কস্মিন্নিব অল্পমূল্যক্রীতে দাস ইব ক্রয়ক্রীতে শঙ্কা ন যুক্তা ইতি ভাবঃ। ক্রীতত্বে হেতুঃ সেবিতে পদাম্ভোজে যেন তস্মিন্ ক্রীতস্যৈব সেবোপযোগাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ।

সুন্দরি, প্রিয়তম তোমাকে বহুক্ষণ হৃদয়ে বহন করিয়া অতিশয় শ্রান্ত এবং কন্দর্পতাপে নিতান্ত সন্তপ্ত হওয়াতে তোমার সুধাপরিপূর্ণ বিম্বাধর পান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। অতএব একবার ইঁহার অঙ্কদেশ অলঙ্কৃত কর; তুমি কমনীয় কটাক্ষের কণামাত্র প্রদান করিলেই ইনি ক্রীত হইয়া যান ও দাসের ন্যায় তোমার চরণকমল সেবা করেন। ইঁহাকে দেখিয়া আবার সম্ভ্রম কি ? ৬।

সা সসাধ্বসসানন্দং গোবিন্দে লোললোচনা।
শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং প্রবিবেশ নিবেশনম্ ॥ ৭ ॥

ইতি সখীবচনোচ্ছলিতচিত্তা কুঞ্জং বিবেশেত্যাহ সেতি। সা শিঞ্জানমঞ্জুমঞ্জীরং সসাধ্বসং সানন্দঞ্চ যথা স্যাৎ তথা কুঞ্জগৃহং প্রবিবেশ প্রথমসমাগমবৎ সসাধ্বসং বিনত্যন্তরপ্রাপ্ত্যা সানন্দমিতি জ্ঞেয়ম্ অত এব গোবিন্দে চ লোলে সতৃষ্ণে লোচনে যস্যাঃ সা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ।

অনন্তর রাধিকা ভয়ে ও আনন্দে জড়িত হইয়া সস্পৃহলোচনে গোবিন্দের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক মনোহর নূপুরধ্বনি করিতে করিতে কুঞ্জগৃহে প্রবেশ করিলেন। ৭।

গীতম্। ৩।

বরাড়ীরাগ-রূপকতালাভ্যাং গীয়তে।

রাধাবদনবিলোকনবিকসিতবিবিধবিকারবিভঙ্গম্।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডলদর্শনতরলিততুঙ্গতরঙ্গম্ ॥ ক ॥
হরিমেকরসং চিরমভিলষিতবিলাসম্।
সা দদর্শ গুরুহর্ষবশংবদবদনমনঙ্গবিকাশম্ ॥ (ধ্রুবম্) ॥

এবং কুঞ্জপ্রবেশমুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্দর্শনানন্দবিকারান্ বর্ণয়ন্ তস্যাস্তদ্দর্শনমাহ রাধেত্যাদিনা। অস্যাপি বরাড়ীরাগরূপকতালৌ। সা শ্রীরাধা হরিং দদর্শ কীদৃশম্

একস্মিন্নালম্বনে শ্রীরাধারূপে রসো যস্য তং তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্বনিশ্চয়েন তদেকপরম ইত্যর্থঃ। ননু অন্যাঙ্গনাভী রমমাণস্য কুতস্তং‌ স্মরত্বং চিরং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাভিলষিতস্তয়া সহ বিলাসো যেন তম্ অত এব তৎপ্রসাদাবলোকনাৎ গুরুহর্ষস্যাস্রুত্তম আননম্ অত এবানঙ্গস্য বিকাশো যত্র তম্। তদেকনিষ্ঠত্বমেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি, পুনঃ কীদৃশং রাধাবদনবিলোকনেনৈব রসসমুদ্রস্য তস্য বিকাশিতা হর্ষস্তম্ভাদয় এব উর্ম্ময়ো যত্র তং কমিব জলনিধিমিব কীদৃশং জলনিধিং বিধুমণ্ডলদর্শনেন চঞ্চলীকৃতা তুঙ্গাস্তরঙ্গা যত্র তম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণসমুদ্রয়োর্বিকারোর্ম্ম্যোঃ সাম্যম্॥ ক ॥ ধ্রু ॥

অনুবাদ।

শ্রীকৃষ্ণ রাধাগতচিত্ত হইয়া বহুক্ষণ যাবৎ তাঁহার সহিত বিলাস আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে রাধা কুঞ্জে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিলেন। চন্দ্রমণ্ডল দর্শনে জলনিধির যেমন উত্তাল তরঙ্গমালা সমুত্থিত হয়, সেইরূপ রাধামুখ দর্শনে হরির বিবিধ মদনবিকার বিকসিত হইতে লাগিল, হর্ষাতিশয়প্রযুক্ত বদনে অনঙ্গ বেশ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ক।

হারমমলতরতারমুরসি দধতং পরিলম্ব্য বিদূরম্।
স্ফুটতরফেনকদম্বকরম্বিতমিব যমুনাজলপূরম্॥ খ ॥

পুনঃ কীদৃশম্ উরসি বিদূরং পরিলম্ব্য হারং দধানং কীদৃশং হারং নির্ম্মলমুক্তা-গ্রথিতং কমিব যমুনাজলপূরমিব কীদৃশং স্ফুটতরফেনকদম্বেন খচিতম্। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য যমুনাজলপূরেণ হারস্য ফেনসমূহেন সাম্যম্। মুক্তা শুদ্ধৌ চ তারঃ স্যাদিতি বিশ্বঃ॥ খ ॥

অনুবাদ।

বক্ষঃস্থলে বিমল সুদীর্ঘ মুক্তাহার বিলম্বিত থাকায় ফেন-নিকর মিশ্রিত যমুনাজলপ্রবাহের ন্যায় তাঁহার শোভা হইয়াছিল। খ।

শ্যামলমৃদুলকলেবরমণ্ডলমধিগতগৌরদুকূলম্।
নীলনলিনমিব পীতপরাগপটলভরবলয়িতমূলম্ ॥ গ ॥

পুনঃ কীদৃশং শ্যামলং মৃদুলঞ্চ কলেবরমণ্ডলং যস্য তং যথোচিতাবয়বসন্নিবেশ-প্রতিপাদনার্থং মণ্ডলত্বেনোক্তিঃ। তথাপ্রাপ্তং পীতদুকূলং যেন তং কমিব নীলনলিনমিব কীদৃশং পীতপরাগাণাং সমূহাতিশয়েন বেষ্টিতং মূলং যস্য তৎ। অত্র নীলকমলেন শ্রীকৃষ্ণস্য পরাগেণ পীতবস্ত্রস্য সাম্যং পরাগাবৃতমূলবর্ণনেনাদ্ভুতো-পমেয়ম্ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

তাঁহার শরীর অতি কোমল ও শ্যামল। যে শরীর গৌরবর্ণ পট্টবস্ত্রে আবৃত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, যেন নীল পদ্মের মূলদেশ পীতপরাগ-সমূহে বেষ্টিত হইয়াছে। গ।

তরলদৃগঞ্চলচলনমনোহরবদনজনিতরতিরাগম্।
স্ফুটকমলোদরখেলিতখঞ্জনযুগমিব শরদি তড়াগম্ ॥ ঘ ॥

পুনঃ কীদৃশং চঞ্চলস্য দৃগঞ্চলস্য চলনেন মনোহরং যদ্বদনং তেন জনিতঃ তস্যা রতিরাগো যেন তম্। পুনঃ কমিব শরদি তড়াগমিব কীদৃশং বিকসিতং যৎ পদ্মং তস্যোদরে ক্রীড়াপরং খঞ্জনযুগ্মং যত্র তৎ। অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য তড়াগেন বদনস্য কমলেন নয়নয়োঃ খঞ্জনযুগলেন সাম্যম্ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

তিনি, তাঁহার মনোহরবদনে তরল কটাক্ষ সঞ্চালন করিয়া রতিরাগ উৎপন্ন করিতেছিলেন, যেন কোন শারদীয় নির্ম্মল তড়াগে একটী প্রস্ফুটিত কমলোদরে খঞ্জনযুগল নৃত্য করিতেছিল। ঘ।

বদনকমলপরিশীলনমিলিতমিহিরসমকুণ্ডলশোভম্।
স্মিতরুচিকুসুমসমুল্লসিতাধরপল্লবকৃতরতিলোভম্॥ ৬॥

পুনঃ কীদৃশং বদনমেব কমলং তস্য প্রকাশনেন মিলিতাভ্যাং সূর্য্যসদৃশাভ্যাং কুণ্ডলাভ্যাং শোভা যত্র তং তথা স্মিতরুচিরেব কুসুমং তেন সমুল্লসিতো যোঽধর-পল্লবস্তেন জনিতস্তস্য রতিলোভো যেন তম্॥ ৬॥

অনুবাদ।

বদনকমল আলিঙ্গন করিবার জন্য সমাগত দিবাকরদ্বয়ের ন্যায় কুণ্ডলযুগল শোভা পাইতেছিল। কুসুমকমনীয় মৃদু মৃদু হাস্য অধরপল্লবে সমুল্লসিত হওয়ায় তিনি রতিলোভ বর্দ্ধিত করিতেছিলেন। ৬।

শশিকিরণচ্ছুরিতোদরজলধরসুন্দরসকুসুমকেশম্।
তিমিরোদিতবিধুমণ্ডলনির্ম্মলমলয়জতিলকনিবেশম্॥ ৮॥

পুনঃ কীদৃশং শশিকিরণৈর্ব্যাপ্তম্ উদরং যস্য জলধরস্য তস্যেব সুন্দরাঃ সকুসুমাঃ কেশা যস্য তম্। অত্র কেশানাং মেঘেন পুষ্পাণাম্ ইন্দুকিরণেন সাম্যম্। তথা তিমিরে উদিতং যদ্বিধুমণ্ডলং তদ্বন্নির্ম্মলশ্চন্দনতিলকনিবেশো যস্য তম্। অত্র ললাটস্য তিমিরেণ তিলকস্য ইন্দুমণ্ডলেন সাম্যম্। ইয়মপ্যদ্ভুতোপমা॥ ৮॥

অনুবাদ।

মেঘখণ্ডে বিকীর্ণ শশিকিরণের ন্যায় তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ কেশে কুসুমমালা শোভা পাইতেছিল। ললাটে নির্ম্মল চন্দন-তিলক, তিমির মধ্যে সমুদিত বিধুমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৮।

বিপুলপুলকভরদন্তুরিতং রতিকেলিকলাভিরধীরম্।
মণিগণকিরণসমূহসমুজ্জ্বলভূষণসুভগশরীরম্॥ ৯॥

পুনঃ কীদৃশং বিপুলানাং পুলকানামতিশয়েন বিষমীকৃতং ক্বচিদুন্নতং ক্বচিদানতম্ ইতি যাবৎ অত এব তদ্দর্শনাৎ হৃদ্যাদগতরতিকেলি-

কলাভিরধীরং তথা মণিগণকিরণানাং সমূহেন সমুজ্জ্বলৈঃ ভূষণৈঃ সুন্দরং শরীরং যস্য তম্ ॥ ছ ॥

অনুবাদ।

বিপুলপুলকে তাঁহার অঙ্গ কণ্টকিত হইয়াছিল ও মণিগণের কিরণে ভূষণসমূহ সমুজ্জ্বল হওয়ায় শোভিত হইয়াছিল। রতিকেলিবিলাসে তিনি অধীর হইয়াছিলেন। ছ।

শ্রীজয়দেবভণিতবিভবদ্বিগুণীকৃতভূষণভারম্।
প্রণমত হৃদি বিনিধায় হরিং সুচিরং সুকৃতোদয়সারম্ ॥জ॥

ভোঃ সাধবঃ হৃদি বিনিধায় সুচিরং যথা স্যাৎ তথা হরিং প্রণমত কীদৃশং পুণ্যবিশেষস্য য উদয়ঃ ফলং তস্য সারভূতং তথা শ্রীজয়দেবভণিতমেব বিভবস্তেন দ্বিগুণীকৃতঃ ভূষণভারো যত্র তম্। যৈঃ স্বয়মলঙ্কৃতং তে অলঙ্কারা জয়দেবস্যোপমাদিবাগ্বিলাসৈর্দ্বিগুণীকৃতা ইত্যর্থঃ ॥ জ ॥

অনুবাদ।

জয়দেবের বর্ণনাচ্ছটা হরির ভূষণ-সম্ভারকে যেন দ্বিগুণ শোভায় শোভিত করিতেছে, হরি পুণ্যফলের সারভূত, ভক্তগণ তাঁহাকে চিরকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রণাম করুন। জ।

অতিক্রম্যাপাঙ্গং শ্রবণপথপর্য্যন্তগমন-
প্রয়াসেনৈবাক্ষ্ণোস্তরলতরতারং পতিতয়োঃ।
তদানীং রাধায়াঃ প্রিয়তমসমালোকসময়ে
পপাত স্বেদাম্বুঃ প্রসর ইব হর্ষাশ্রুনিকরঃ ॥ ৮ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীরাধিকাদর্শনানন্দবিকারমুক্ত্বা শ্রীরাধায়াস্তদ্দর্শনানন্দবিকারমাহ অতিক্রম্যেতি। তদানীং শ্রীকৃষ্ণাবলোকসময়ে শ্রীরাধায়া অক্ষ্ণোর্হর্ষাশ্রুনিকরঃ পপাত তয়োঃ প্রেক্ষতে স্বেদাম্বুঃপ্রসর ইব যতোঽতিচঞ্চলা তারা

নেত্রকণিকা যত্র তৎ যথা স্যাৎ তথা পতিতয়োঃ যঃ কশ্চিৎ পততি সোঽপি বটিত্যুত্থায় কেনাপি কিমহং দৃষ্ট ইতি তরলতরতারং লজ্জয়া দিশোঽবলোকয়তি ইত্যভিপ্রায়ঃ তত্রাপুৎপ্রেক্ষা নেত্রান্তমতিক্রম্য শ্রবণপথপর্য্যন্তগমনপ্রয়াসেনৈব যোঽত্যন্তং গচ্ছতি সোঽপি পতত্যেব ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।

সেই প্রিয়তম-দর্শন-সময়ে রাধিকার অতৃপ্ত নেত্রদ্বয় অপাঙ্গ অতিক্রম করিয়া শ্রবণপথ পর্য্যন্ত গমনে প্রয়াস করাতেই বোধ হয় যেন চঞ্চলতর-তারা বিশিষ্ট হইয়া পতিত হইয়াছিল, তজ্জন্যই ঘর্ম্মপ্রবাহের ন্যায় হর্ষাশ্রু ধারা পতিত হইতে লাগিল। ৮।

ভজন্ত্যাস্তল্পান্তং কৃতকপটকণ্ডূতিপিহিত-
স্মিতং যাতে গেহাদ্ বহিরবহিতালীপরিজনে।
প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ স্মরশরসমাকূতসুভগং
সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদিব দূরং মৃগদৃশঃ ॥ ৯ ॥

ততঃ শয্যান্তিকং গতায়াস্তস্যাঃ প্রিয়দর্শনাবেশেন লজ্জা বিজিতা ইত্যাহ ভজন্ত্যা ইতি। তৎসুখানুকূল্যে সাবধানো য আলীপরিজনস্তস্মিন্ কৃতয়া কপট-কর্ণাদিকণ্ডূত্যাচ্ছাদিতস্মিতং যথা তথা গেহাদ্ বহির্যাতে সতি মৃগদৃশঃ শ্রীরাধায়াঃ লজ্জাপি সলজ্জা সতী অতিদূরং বিশেষেণাগমৎ কীদৃশ্যাঃ শয্যায়া নিকটং গতায়াঃ ততশ্চ স্মরশরেণ সমাকূতং যদ্বাস্যকটাক্ষাদিকং তেন সুন্দরং যথা স্যাৎ তথা প্রিয়াস্যং পশ্যন্ত্যাঃ প্রিয়াস্যবিশেষণং বা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ।

রাধিকার সুখাভিলাষী সখীগণ কর্ণকণ্ডূয়নচ্ছলে হাস্য সংবরণ করিয়া বহির্ভাগে গমন করিলে পর মৃগনয়না রাধা প্রিয়তমের শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া সুন্দর কটাক্ষবিক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণের বদনমণ্ডল অবলোকন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার লজ্জাও যেন সলজ্জা হইয়া পলায়ন করিল। ৯।

জয়শ্রীবিন্যস্তৈর্মহিত ইব মন্দারকুসুমৈঃ
স্বয়ং সিন্দূরেণ দ্বিপরণমুদা মুদ্রিত ইব।
ভুজাপীড়ক্রীড়াহতকুবলয়াপীড়করিণঃ
প্রকীর্ণাসৃগ্বিন্দুর্জয়তি ভুজদণ্ডো মুরজিতঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে অভিসারিকা-বর্ণনে সানন্দ-গোবিন্দো নাম একাদশঃ সর্গঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তয়াভিলাষবিশেষেণালোচ্যমানং শ্রীকৃষ্ণস্য ভুজদণ্ডং স্মরন্ তৎসৌন্দর্য্যং বর্ণয়তি কবিঃ জয়েতি। মুরজিতো ভুজদণ্ডো জয়তি কীদৃশঃ ভুজাপীড়ক্রীড়য়া হতস্য কুবলয়াপীড়করিণঃ প্রকীর্ণা বিক্ষিপ্তা লগ্না ইতি যাবৎ অসৃগ্বিন্দবো যত্র স তত্রোৎপ্রেক্ষতে জয়শ্রিয়ার্পিতৈঃ মন্দারকুসুমৈরর্চ্চিত ইব জয়শ্রীপূজিতত্বেন হেতুনোৎপ্রেক্ষান্তরমাহ দ্বিপেন সহ সংগ্রামহর্ষেণ স্বয়ং সিন্দূরেণ মুদ্রিত ইব রণাভি-মুখশ্চেৎ মল্লোঽভিযাতি তদারুণরাগেণাঙ্গং মর্দ্দয়তীতি প্রসিদ্ধেঃ॥ অত এব বিপ্রলম্ভানন্তরপ্রাপ্যানন্দেন সহিতো গোবিন্দো যত্র স ইতি সর্গোঽয়ম্॥ ১০ ॥

ইতি বালবোধন্যামেকাদশঃ সর্গঃ ॥

অনুবাদ।

মুরারি বাহু-যুদ্ধক্রীড়ায় কুবলয়াপীড় নামক হস্তীকে বিনাশ করিলে তাঁহার যে ভুজদণ্ড রক্তবিন্দু-শোভিত হইয়া যেন জয়লক্ষ্মী-প্রদত্ত মন্দারপুষ্পে পূজিত হইয়াছিল অথবা যেন হস্তীর সহিত যুদ্ধোল্লাসে স্বয়ং সিন্দুর দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল, সেই ভুজদণ্ড জয়লাভ করুক। ১০।

ইতি একাদশ সর্গ।

দ্বাদশঃ সর্গঃ।

সুপ্রীতপীতাম্বরঃ।

গতবতি সখীবৃন্দে মন্দত্রপাভরনির্ভর-
স্মরশরবশাকূতস্ফীতস্মিতস্নপিতাধরাম্।
সরসমনসং দৃষ্ট্বা রাধাং মুহুর্নবপল্লব-
প্রসবশয়নে নিক্ষিপ্তাক্ষীমুবাচ হরিঃ প্রিয়াম্ ॥ ১ ॥

অথ তাং প্রেমোল্লাসাবিষ্টামালক্ষ্য আত্মানং কৃতার্থং মন্যমানঃ শ্রীকৃষ্ণোঽতিদৈন্যমাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রিয়ামুবাচেত্যাহ গতেতি। সখীবৃন্দে গতবতি সতি হরিঃ প্রিয়ামুবাচ কিং কৃত্বা সরসমনসং তাং দৃষ্ট্বা যতো মন্দো যস্ত্রপাভরস্তেন নির্ভরো যঃ স্মরশরস্তদ্বশো য আকূতোঽভিপ্রায়স্তেন স্ফীতং যৎ স্মিতং তেন স্নপিতোঽধরো যস্যাস্তাম্ অত এব নবপল্লববিরচিতবিস্তীর্ণশয্যায়াং বারংবারং নিক্ষিপ্তা দৃষ্টির্যয়া তাম্ ॥ ১ ॥

অনুবাদ।

সখীগণ প্রস্থান করিলে পর রাধা বিস্তীর্ণ নবপল্লব শয্যার প্রতি বারংবার নেত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলে শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন যে, রাধিকার মন রসাবেশে পূর্ণ হইয়াছে, ঈষৎ লজ্জাভরে মন্মথাবেশ বর্দ্ধিত হওয়ায় হৃদয়ে নানা গূঢ় অভিপ্রায়ের আবির্ভাব হইতেছে, তজ্জন্য তাঁহার অধরদেশ স্ফীত ও মৃদুহাস্যে অভিষিক্ত হইতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন। ১।

গীতম্‌। ১।

বিভাষরাগৈকতালীতালাভ্যাং গীয়তে।

কিশলয়শয়নতলে কুরু কামিনি চরণনলিনবিনিবেশম্‌।
তব পদপল্লববৈরি পরাভবমিদমনুভবতু সুবেশম্‌ ॥ ক ॥
ক্ষণমধুনা নারায়ণমনুগতমনুভজ রাধিকে ॥ (ধ্রুবম্‌) ॥

অস্য বিভাষরাগৈকতালীতালৌ। রাগলক্ষণং স্বচ্ছন্দসম্মানিতপুষ্পচাপঃ প্রিয়াধরাস্বাদসুধাভিতৃপ্তঃ। পর্য্যঙ্কমধ্যাস্থ কৃতোপবেশো বিভাষরাগঃ কিল হেমগৌরঃ॥ কিমুবাচ ইত্যাহ কিশলয়েত্যাদিনা। হে রাধিকে নারায়ণং নারীণাং সমূহো নারং নারাণাময়নমাশ্রয়ো যস্তং স্ত্রীসমূহাশ্রয়ং, ত্বামনুগতং ত্বদেকপরং মামধুনা ক্ষণমনুভজ বহুবল্লভোঽপ্যহং ত্বদেকনিষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অনুভজনমেবাহ কিশলয়শয়নস্যোপরি চরণকমলয়োর্বিন্যাসং কুরু পূজায়াঃ প্রথমাঙ্গমাসনম্‌ অঙ্গীকুর্ব্বিত্যর্থঃ। মৎপূজ্যা ত্বমসীতি কামিনীশব্দঃ প্রযুক্তঃ। তেন কিং স্যাদিত্যত্রাহ ইদং কিশলয়শয়নং পরাজয়মনুভবতু কুতোঽস্য পরাভবঃ সাধ্যস্তত্রাহ তব পদপল্লববৈরি অরুণতাদিভিগুণৈঃ সাম্যাকাঙ্ক্ষয়া বৈরিত্বমিতি জ্ঞেয়ম্‌। কীদৃশমিদং সুবেশং তত্তদ্গুণৈঃ শোভমানমপি হংসকস্থলঙ্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ক ॥ ধ্রু ॥

অনুবাদ।

হে রাধিকা, নারায়ণ * তোমার অনুগত হইয়াছেন অর্থাৎ তোমাতেই তিনি একনিষ্ঠ হইয়াছেন, অতএব তুমি তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য ভজনা কর। হে কামিনি, প্রথমতঃ কিশলয়-শয্যাতলে চরণকমল বিনিবেশিত কর; এই কিশলয় শয্যা তোমার পদপল্লবকে স্পর্শ করিয়া হংসকাদি নানা সুবেশে সজ্জিত হইয়াছে, ইহা তোমার চরণ সংযোগে পরাভবদুঃখ অনুর্ভব করুক। ক।

---

* এখানে নারায়ণ শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থের সার্থকতা নাই। নারীসমূহ এই অর্থে নার শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। নার সকলের অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়। সুতরাং নারায়ণ শব্দে নারীসমূহের আশ্রয়

করকমলেন করোমি চরণমহমাগমিতাসি বিদূরম্।
ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্ ॥ খ ॥

তদারোহণেন কথং ত্বদনুভজনং স্যাদিত্যত আহ অহমাত্মনঃ করকমলেন তব চরণয়োর্মহং পূজাং করোমি যতস্ত্বং বিদূরমাগমিতাসি আনীতাসি অর্থান্ময়েতি জ্ঞেয়ং দূরাগতস্য পূজা যুক্তৈবেত্যর্থঃ তদর্থং ক্ষণং শয়নোপরি নূপুরমিব মামঙ্গীকুরু উভয়ং বিশিনষ্টি অনুগতৌ নিপুণম্ অনুগতস্য পদলগ্নস্য উপকারাচরণং যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ খ ॥

অনুবাদ।

হে ভামিনি, তোমাকে অনেক দূর হইতে আনাইয়াছি। আইস, আমি আপন করকমলে তোমার পদসেবা করি। আমি নূপুরের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার অনুগমন করিয়া থাকি এবং তাহাতেই আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করি। অতএব শয্যার উপর নূপুরের ন্যায় আমাকে গ্রহণ কর। খ।

বদনসুধানিধিগলিতমমৃতমিব রচয় বচনমনুকূলম্।
বিরহমিবাপনয়ামি পয়োধররোধকমুরসি দুকূলম্ ॥ গ ॥

পূজানুজ্ঞাং বিনা পূজা ন শুভাবহেত্যনুজ্ঞাং প্রার্থয়তে বদনেতি। অমৃতমিব বচনং রচয় সরসং বদেত্যর্থঃ। কৃতোঽমৃতত্বং বচনস্য যতো বদনেন্দোর্গলিতং কীদৃশং ত্বদনুকুলমেব অমৃতবদ্দ্রবতীত্যর্থঃ নন্বু কিমেতাবতা তবেপ্সিতং সেৎস্যতি ইত্যাহ উরসি দুকূলম্ অপসারয়ামি উরসীতি পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী কুতঃ পয়োধররোধকং কমিব বিরহমিব যথা বিরহেণ পয়োধরদর্শনং বিচ্ছিদ্যতে তথানেনাপীতি ভাবঃ ॥ গ ॥

অনুবাদ।

তোমার বদনচন্দ্রমা হইতে অনুকূল বচন-পরম্পরা অমৃতের ন্যায় নিস্যন্দিত হউক, আমিও দুর্ব্বিষহ বিরহের ন্যায় কুচকলস-দ্বয়ের আবরণ-কারী বক্ষঃস্থিত বসন অপসারিত করি। গ।

প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব পুলকিতমতিদুরবাপম্।
মদুরসি কুচকলসং বিনিবেশয় শোষয় মনসিজতাপম্ ॥ ঘ ॥

ততঃ বক্রমবলোকয়ন্তীং প্রতি ব্যাকুলঃ সন্নাহ প্রিয়েতি। হে প্রিয়ে মদুরসি কুচকলসং স্থাপয় উরস্যেবার্পণে হেতুমাহ অতিদুর্লভং দুরাপস্য হৃদয়েব ধারণ-যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। তর্হি কথং তৎপ্রাপ্তিরত আহ প্রিয়স্য মম পরিরম্ভণায় যো রভসস্তেন চোচ্ছলিতমিবোৎপ্রেক্ষে তদপি কুতোঽবগতং পুলকিতং যথার্ত্ত্যাবলোকাৎ করুণস্তদার্ত্তিশমনায় পুলকিতো ভবতি তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ কিমর্থং তন্নিবেশনং প্রার্থ্যতে তত্রাহ কামতাপং খণ্ডয় রসায়নার্পণাৎ তাপোপশান্তির্ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ঘ ॥

অনুবাদ।

হে প্রিয়ে, তোমার যে কুচকলস অতি দুর্লভ, তাহা পুলকে পূর্ণ হইয়াছে, বোধ হইতেছে যেন প্রিয়ের আলিঙ্গনের আশায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আমার হৃদয়োপরি এই কুচকলস বিনিবেশিত কর, মনসিজ তাপ বিদূরিত হউক। ঘ।

অধর সুধারসমুপনয় ভামিনি জীবয় মৃতমিব দাসম্।
ত্বয়ি বিনিহিতমনসং বিরহানলদগ্ধবপুষমবিলাসম্ ॥ ঙ ॥

অন্যথা মম দশমী দশৈব স্যাদিত্যাহ হে ভামিনি বক্রদৃষ্ট্যবলোকাৎ ভামিনী ইত্যুক্তম্ অধরসুধারসং দেহি কিমর্থং মৃতমিব দাসং জীবয় মামিত্যর্থাজ্জ্ঞেয়ম্ অমৃতং দত্ত্বা মৃতমিব জীবয়েত্যর্থঃ অত্রাত্মনোঽনন্যগতিকত্বমাহ ত্বয্যেবার্পিতং মনো যেন তং ননু তে কাপি পীড়া নোপলভ্যতে তৎ কথং তথাভূতমাত্মানং কথয় ইত্যাহ বিরহানলেন দগ্ধং বপুর্যস্য তং তজ্জ্ঞানং কুতস্তত্রাহ অবিলাসং বিলাসাভাবাৎ ইত্যর্থঃ ॥ ঙ ॥

অনুবাদ।

হে ভামিনি, তোমার দাস তোমাতেই আপন হৃদয় সমর্পণ করিয়া বিলাস-অভাবে বিরহানলে দগ্ধ-কলেবর ও মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে; তাহাকে অধর-সুধা দান কর, হতভাগ্য জীবন লাভ করুক। ঙ।